তণ্ডুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না

এতদ্বিষয়ক বিচার।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রবিদ্যারত্নগোস্বামিভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

১ম, ২য় ও ৩য় পুস্তক।

CALCUTTA

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
NO. 3 MIRZAPORE STREET COLLEGE SQUARE, SOUTH.
1877.

মূল্য দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

তুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না

এতদ্বিষয়ক বিচার।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রবিদ্যারত্নগোস্বামিভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

১ম, ২য় ও ৩য় পুস্তক।

CALCUTTA:

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

NO. 3 MIRZAPORE STREET COLLEGE SQUARE, SOUTH.

1877.

মূল্য দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপনম্

" আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনঞ্চাংহসাম্,
আচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ ভক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীক্ষতে,
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥ "

" নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাঽশুদ্ধবর্ণম্ ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাঽত্র বিপ্র॥"

"তং নির্ব্যাজম্ ভজ গুণনিধে পাবনম্ পাবনানাম্,
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্॥"

" চেতোদর্পণমার্জ্জনম্ ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্,
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্ বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্ প্রতিপদম্ পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনম্ পরম্ বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥ "

" নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনিরাজিতপাদপঙ্কজান্তম্।
অপি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানম্ পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

"জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং নিখিলোগ্রতাপপটলীম্ বিলুম্পসি॥"

"যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিতভবধ্বান্তবিভবো,
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম তরণে
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি॥"

সূচীপত্র

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় ও সভাবাজারীয় রাজসভাসদ্ মহাশয়েরা শ্রীযুত রামেন্দ্র ন্যায়বাগীশ মহাশয়কে ভট্টপল্লীনিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদনুসারে আমিও তাঁহাকে তাদৃশ বোধে তাদৃশ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম সম্প্রতি বিশ্বস্ত সূত্রে সবিশেষ শুনিলাম যে তাঁহার নিবাস যশোহর জিলা কিন্তু স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভট্টপল্লীতে অধ্যাপনা করিতেছেন। আর স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দের পুস্তকে ব্যবস্থায় প্রায় নৈয়ায়িক মহাশয়দের স্বাক্ষর এবং ন্যায়বাগীশ উপাধি থাকায় তাঁহাকে নৈয়ায়িক বোধে তাদৃশ নির্দ্দেশ হইয়াছিল ইতি।
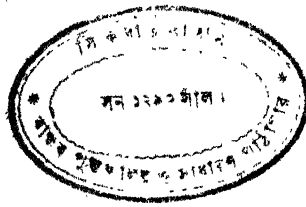
শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরো জয়তি।

আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না।

ইহার মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমতঃ নৈবেদ্য শব্দের অর্থ নির্ণয়করা আবশ্যক। তন্ত্রসারে পূজাপ্রকরণে নৈবেদ্য শব্দের অর্থ যাহা প্রতিপাদিত আছে, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে—

নিবেদনীয়ং যদ্দ্রব্যং প্রশস্তং প্রযতং তথা।
তদ্ভক্ষ্যার্হং পঞ্চবিধং নৈবেদ্যমিতি কথ্যতে॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ পেয়ং চূষ্যঞ্চ পঞ্চমম্।
সর্ব্বত্র চৈতন্নৈবেদ্যমারাধ্যায় নিবেদয়েৎ॥

ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় ও চূষ্য এই পঞ্চবিধ আহারযোগ্য প্রশংসনীয় পবিত্র যে দ্রব্য দেবতাকে সমর্পণ করা যায়, তাহাকে নৈবেদ্য বলে। সকল স্থলেই ঐ পঞ্চপ্রকার নৈবেদ্য আরাধ্য দেবতাকে অর্পণ করিবেক।

ভক্ষ্যাদির লক্ষণ যথা ভাবপ্রকাশে—

আহারংষড়্বিধং চূষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈব চ।
ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাদ্যথোত্তরম্॥

১ চূষ্যমিক্ষুদণ্ডাদি। ২ পেয়ং পানকশর্করোদকাদি। ৩ লেহ্যং রসালাকথিতাদি। ৪ ভোজ্যং ভক্তসূপাদি। ৫ ভক্ষ্যং লড্ডুকু-মণ্ডকাদি। ৬ চর্ব্ব্যং চিপিটচণকাদি।

চূষ্য প্রভৃতি ৬ প্রকার আহার উত্তরোত্তর গুরু। ১ চূষ্য, ইক্ষুদণ্ড প্রভৃতি, যাহা চুষিয়া আহার করিতে হয়। ২ পেয়, শিখরিণী, শর্করাজল প্রভৃতি (সরবৎ,) যাহা পান করিতে হয়। ৩ লেহ্য, রসালা, কড়ী প্রভৃতি, যাহা অবলেহন করিয়া আহার করিতে হয়। ৪ ভোজ্য, ভাত, দালী, ব্যঞ্জন প্রভৃতি, যাহা ভোজন করিতে হয়। ৫ ভক্ষ্য, লাড়ু, পিঠা প্রভৃতি, যাহা ভক্ষণ করিতে হয়। ৬ চর্ব্ব্য, চিঁড়া ছোলা প্রভৃতি, যাহা চর্ব্বণ করিয়া আহার করিতে হয়।

প্রাণতোষিণী (১) ধৃত কুলার্ণবে ও প্রপঞ্চসারে নৈবেদ্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা

কুলার্ণবে।

চতুর্ব্বিধং কুলেশানি দ্রব্যং তে ষড্রসান্বিতম্।
নিবেদনাদ্ভবেত্তৃপ্তির্নৈবেদ্যং তদুদাহৃতম্॥

শিব ভগবতীকে কহিতেছেন, হে কুলেশ্বরি! কষায়, মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত ও অম্ল এই ছয় রস যুক্ত চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য নিবেদন করিলে, তোমার তৃপ্তি জন্মে, এজন্য ঐ নিবেদিত দ্রব্যকে নৈবেদ্য বলা যায়।

প্রপঞ্চসারে।

সুসিতেন সুসিদ্ধেন পায়সেন সসর্পিষা।
সিতৌদনং সকদলি দধ্যাদ্যৈশ্চ নিবেদয়েৎ॥

অতি শুক্ল ও উত্তমরূপ সিদ্ধ, ঘৃতযুক্ত পায়সান্ন ও দধি কদলী প্রভৃতি দ্রব্য সহযোগে শুক্ল অন্ন নিবেদন করিবেক।

নারদপঞ্চরাত্রে দ্বিতীয় রাত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীরাধিকার নৈবেদ্য নিবেদনমন্ত্র—

---

(১) ৪র্থ কাণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

মিষ্টান্নস্বস্তিকানাঞ্চ লক্ষপুঞ্জং মনোহরম্।
শর্করারাশিলক্ষঞ্চ নৈবেদ্যং দেবি গৃহ্যতাম্॥
সংস্কৃতং পায়সং পিষ্টং শাল্যন্নং ব্যঞ্জনান্বিতম্।
শর্করাদধিদুগ্ধাক্তং নৈবেদ্যং দেবি গৃহ্যতাম্॥
ফলানাঞ্চ সুপকানামাম্রাদীনাং ত্রিলক্ষকম্।
রাশীনাঞ্চ ময়া দত্তং ভক্ত্যা চ দেবি গৃহ্যতাম্॥

হে দেবি! পুঞ্জ পুঞ্জ মিষ্টান্ন ও সিঙ্গাড়ার এবং লক্ষ শর্করা রাশির নৈবেদ্য গ্রহণ কর। হে দেবি! এলাচ প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধীকৃত পায়সান্ন, পিষ্টক ব্যঞ্জন শর্করা দধি ও ক্ষীরের সহিত হৈমন্তিক ধান্যীয় অন্নের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। হে দেবি! ভক্তি-সহকারে তিন লক্ষ সুপক্ক আম্রাদি ফলরাশি সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ কর।

নারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয় রাত্রের অষ্টম অধ্যায়ে—

সুরভিভরেণ দুগ্ধহবিষা সুশৃতেন শিতাসমুদংশকৈরুচিরীকৃতা বিচিত্রবাসৈঃ।
দধিনবনীতনূতনসিতোপলপূপনিকায়ৃতগুড়নারিকেলকদলীফল-পুষ্পরসৈশ্চ॥
সাচামং কল্পয়েত্তদ্বিপুলমপি তৎ স্বর্ণপাত্রে নিবেদ্যম্।

অতি সুগন্ধি দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা উত্তমরূপ পাক করা অন্ন, মনোহর বস্ত্র দ্বারা পরিষ্কৃত সরবৎ, দধি, নবনীত, ও নূতন মিছরি দ্বারা প্রস্তুত মালপুয়া, ঘৃত, গুড়, নারিকেল, কদলীফল ও মধু এই সকল বিপুলতর নৈবেদ্য দিয়া পরে স্বর্ণপাত্রে আচমনীয় রচনা করিবেক।

নারদপঞ্চরাত্রে চতুর্থ রাত্রের দশম অধ্যায়ে বিষ্ণুনৈবেদ্য নিবেদন মন্ত্র। যথা,

সংপাত্রসিদ্ধং সুভগং বিবিধানেকভক্ষণম্।

নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ ॥

হে দেবগুরো! উত্তম পাত্রে সিদ্ধ করা মনোহর নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য সকল, অনুচরসহ তোমায় সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ কর।

আহ্নিকতত্ত্বে নৈবেদ্যপ্রকরণে বামনপুরাণম্

অপর্য্যুষিতপক্কানি দাতব্যানি প্রযত্নতঃ।
খণ্ডাজ্যাদিকৃতং পক্কং নৈব পর্য্যুষিতং ভবেৎ ॥

অপর্য্যুষিত পাক করা দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক দেবতাকে নিবেদন করিবেক। ঘৃত শর্করা দ্বারা পাক করা দ্রব্য কদাপি পর্য্যুষিত হয় না।

হবিষা সংস্কৃতা যে চ যবগোধূমশালয়ঃ।
তিলমুদ্গাদয়ো মাষা ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ ॥ দেবলঃ।

যব, গোধূম, হৈমন্তিক ধান্য, তিল, মুদ্গ, উরিদ ও শরদ্ধান্য, এবং চণক প্রভৃতি ধান্য এই সকলের ঘৃতপক্কান্ন হরির প্রিয়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের অষ্টম বিলাসে বিষ্ণুনৈবেদ্যে দেয় দ্রব্য নিরূপিত আছে। যথা, একাদশস্কন্ধে।

গুড়পায়সসর্পীংষি শষ্কুল্যাপূপমোদকান্।
সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

গুড়, পায়স, ঘৃত, পুলিপিঠা, মাঁড়া, মোয়া, ক্ষীরের মালপোয়া, দধি, সূপের নৈবেদ্য ক্ষমতাশালিরা প্রস্তুত করিবেক। ৫৪।

যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫৫ ॥ তত্রৈব *

যাহা যাহা লোকের অতিশয় অভিলষিত ও যাহা যাহা নিজের অতি প্রিয়, সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিলে অনন্ত ফল হয়। ৫৫।

---

* এই শ্লোক স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও আহ্নিকতত্ত্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নৈবেদ্যঞ্চাধিগুণবদ্দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্ ॥ ৫৬॥ ষষ্ঠস্কন্ধে।
অধিকগুণশালী, যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা এক জনের পরিতোষ জন্মে তদ্রূপ নৈবেদ্য দিবেক। ৫৬।

নানাবিধান্নপানৈশ্চ ভক্ষণাদ্যৈর্মনোহরৈঃ।
নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্ বিষ্ণোস্তদভাবে চ পায়সং ॥ বোধায়নস্মৃতৌ।
মনোহর ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি নানাবিধ অন্ন পানাদি দ্বারা বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবেক। তদভাবে কেবল পায়স দিবেক।

হবিষা সংস্কৃতা যে চ যবগোধূমশালয়ঃ।
তিলমুদ্গাদয়ো মাষা ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ ॥ * বামনপুরাণে।
ইহার অর্থ পূর্ব্বেই প্রকাশ করা গিয়াছে।

অন্নং চতুর্ব্বিধং পুণ্যং গুণাঢ্যঞ্চামৃতোপমম্।
নিষ্পন্নং স্বগৃহে যত্না শ্রদ্ধয়া কল্পয়েদ্ধরেঃ ॥
পুষ্পং ধূপং তথা দীপং নৈবেদ্যং সুমনোহরম্।
খণ্ডলড্ডুকশ্রীবেষ্টকাসারাশোকবর্ত্তিকাঃ ॥
স্বস্তিকোল্লাসিকাদুগ্ধতিলবেষ্টকিলাটিকাঃ।
ফলানি চৈব পক্কানি নাগরঙ্গাদিকানি চ ॥
অন্যানি বিধিনা দত্ত্বা ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
এবমাদীনি চান্নানি দাপয়েৎ ভক্তিতো নৃপ ॥ গারুড়ে।

গরুড়পুরাণে গৌতম মুনি অম্বরীষ রাজাকে কহিতেছেন। হে রাজন্! অমৃত তুল্য ও গুণশালী চতুর্ব্বিধ পবিত্র অন্ন স্বগৃহে প্রস্তুত করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিকে অর্পণ করিবেক। পুষ্প ধূপ দীপ এবং সুমনোহর নৈবেদ্য অর্থাৎ খাঁড়, লাড়ু, লজুষি, কুসেক, সেবালড্ডু, সিঙ্গাড়া বা একমুর্দ্ধাপিঠে, লপ্সী, ক্ষীর বটক, কিম্বা

---

* এই শ্লোক স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও আহ্নিকতত্ত্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং হরিভক্তিবিলাসের টীকাকার ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যথা৺হবিষা ঘৃতেন।৹ ব্রীহয়ঃ যথাদিভ্যোঽন্য চণকাদয়ঃ। হরিভ, ৮বি, ৫৮ শ্লোক।

পিঠা, অম্বসার, পটখিরিসা, এবং নারেঙ্গা প্রভৃতি অন্যান্য ভক্ষ্য পক্ক ফল সকল বিধি সহকারে দিয়া অনন্তর এইরূপ অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি ভক্তিপূর্ব্বক দিবেক।

যস্তু ভাগবতো দেবি অন্নাদ্যেন তু প্রীণয়েৎ।
প্রীণিতস্তিষ্ঠতে সো বৈ বহুজন্মানি মাধবি॥
সর্ব্বব্রীহিময়ং গৃহ্য শুভং সর্ব্বরসান্বিতম্।
মন্ত্রেণ মে প্রদীয়েত ন কিঞ্চিদপি সংস্পৃশেৎ॥
ইঙ্গুদীফলবিল্বানি বদরামলকানি চ।
খর্জ্জূরাংশ্চাসনাংশ্চৈব মানবাংশ্চ পরূষকান্॥
শালোডুম্বরিকাংশ্চৈব তথা প্লক্ষফলানি চ।
পৈপ্পলং কণ্টকীয়ঞ্চ তম্বুকঞ্চ প্রিয়ঙ্গুকম্॥
মরীচং শিংশপাকঞ্চ ভল্লাতকরমর্দ্দকম্।
দ্রাক্ষাঞ্চ দাড়িমঞ্চৈব পিণ্ডখর্জ্জূরমেব চ॥
সৌবীরং কেলিকঞ্চৈব তথা শুভফলানি চ।
পিণ্ডারকফলঞ্চৈব পুন্নাগফলমেব চ॥
শমীঞ্চৈব কবীরঞ্চ খর্জ্জূরকমহাফলম্।
কুমুদস্য ফলঞ্চৈব বহেড়কফলং তথা॥
অক্ষং কর্কোটকঞ্চৈব তথা তালফলানি চ।
কদম্বকৌমুদঞ্চৈব দ্বিবিধং স্থূলকঞ্জয়োঃ॥
পিণ্ডিকন্দেতি বিখ্যাতং বংশনীপং ততঃ পরম্।
মধুকন্দেতি বিখ্যাতং মাহিষং কন্দমেব চ॥
করমর্দ্দককন্দঞ্চ তথা নীলোৎপলস্য চ।
মৃণালং পৌষ্করং চৈব শালুকস্য ফলন্তথা॥
এতে চান্যে চ বহবঃ কন্দমূলফলানি চ।
এতানি চোপযোজ্যানি যে ময়া পরিকল্পিতাঃ॥
মূলকস্য ততঃ শাকং চিঞ্চাশাকং তথৈব চ।

শাকঞ্চৈব কলায়স্য সর্ষপস্য তথৈব চ ॥
বংশকস্য তু শাকঞ্চ শাকমেব কলম্বিকম্ ।
আর্দ্রকস্য চ শাকং বৈ পালঙ্কশাকমেব চ॥
অম্বিলোড়কশাকঞ্চ শাকং কৌমারকং তথা ।
শুকমণ্ডলপত্রঞ্চ দ্বাবেব তরুবালকৌ ॥
চরস্য চৈব শাকঞ্চ মধুকোডুম্বরং তথা ।
এতে চান্যে চ বহবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
কর্ম্মণ্যাশ্চৈব সর্ব্বে বৈ যে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
ব্রীহীণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি উপযোগাংশ্চ মাধবি ।
একচিত্তং সমাধায় তৎ সর্ব্বং শৃণু সুন্দরি ।
ধর্ম্মাধর্ম্মিকরক্তঞ্চ সুগন্ধং রক্তশালিকম্ ॥
দীর্ঘশূকং মহাশালিং বরকুঙ্কুমপত্রকম্ ।
গ্রামশালিং সমুদ্রাশাং সশ্রীশাং কুশশালিকাম্ ॥
যবাশ্চ দ্বিবিধা জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মণ্যা মম সুন্দরি ।
কর্ম্মণ্যাশ্চৈব মুদ্গাশ্চ তিলাঃ কৃষ্ণাঃ কুলত্থকাঃ ॥
গোধূমকং মহামুদ্গামুদ্গাষ্টকমবাটজিৎ ।
কর্ম্মণ্যেতানি চোক্তানি ব্যঞ্জনানি প্রিয়ান্বিতান্ ।
প্রতিগৃহ্লাম্যহং হ্যেতান্ সর্ব্বান্ ভাগবতাৎ প্রিয়ান্॥
কিঞ্চ। যে ময়ৈবোপযোজ্যানি গব্যং দধি পয়ো ঘৃতম্ ।
মন্ত্রেণ মে প্রদীয়েত ন কিঞ্চিদপি সংস্পৃশেৎ ॥ .বারাহে।

বরাহপুরাণে ভগবান্ কহিতেছেন। হে লক্ষ্মীদেবি ! যে ভাগবত ব্যক্তি অন্নাদি ভক্ষ্য ও পেয় প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা আমাকে প্রীত করে, সে বহুজন্ম প্রীত হইয়া থাকে। প্রীতিকর ও সর্ব্বরসান্বিত সকল অন্নময় নৈবেদ্য মন্ত্রের দ্বারা আমাকে অর্পণ করিবেক। কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবেক না। ঈঙ্গোট, বেল, কুল, আমলা, খর্জ্জুর, নূতন পকফ, বা ফকষাকল, সখূর্বা, ডুমুর, পাকুড়, পিপুল, শশা, তুম্বুরু, প্রিয়ঙ্গু, মরীচ, শিশুফল,

ভেলা, করমচা, দ্রাক্ষা, দাড়িম, পিণ্ডখর্জ্জুর, নারিকেল কুল, অশোক ফল, পিওারা, পুন্নাগ, ছিমড়া কিম্বা সাঁইফল, কবীরফল, খর্জ্জুর মূহাফল, কুমুদফল, বএড়াফল, অজফল, কাঁকরোল, তালফল, কদম্ব, উভয়বিধ অর্থাৎ স্থলজ ও জলজ কৌমুদ ও পদ্মফল, বংশনীপ, মধুকন্দ, মাহিষকন্দ, পাণি-আমলামূল, নীলোৎপলকন্দ, পদ্মমৃণাল, শালূকমৃণাল, এতদ্ভিন্ন আমার পরিকল্পিত বহুতর কন্দ মূল ও ফল সকল আমার আহার করিবার উপযোগী। মূলশাক, চিঞ্চাশাক, কলায়শাক, সর্ষপশাক, বংশকশাক, কলম্বিশাক, আর্দ্রকশাক, পালঙ্কশাক, অম্বিলোড়কশাক, কৌমারকশাক, শুকমণ্ডলশাক, তরুশাক, বানকশাক, চরশাক, মধুকশাক, উড়ুম্বরশাক, আমার উল্লিখিত এই সমস্ত অন্যান্য বহুতর শত সহস্র, এ সমুদয়ই আমাকে নিবেদন করিবার যোগ্য। এক্ষণে তৃণধান্যাদির উপযোগের বিষয় বলি। একমনা হইয়া সে সকল শ্রবণ কর। হে সুন্দরি! ধর্ম্মাধর্ম্মিকরক্ত, সুগন্ধ, রক্তশালিক, দীর্ঘশূক, মহাশালি, বরকুঙ্কুমপত্র, গ্রামশালি, সমুদ্রাশা, সশ্রীশা, কুশশালিকা, এবং দুই প্রকার যব কর্ম্মের যোগ্য, মুদ্গা, তিল, কৃষ্ণকুলত্থক, গোধূমক, মহামুদ্গা, মুদ্গাষ্টক, অবাটজিৎ এই সকল ধান্যপ্রভৃতির অন্ন এবং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের ব্যঞ্জন, এই সমুদয়ই জাফরান্ দিয়া প্রস্তুত করিয়া দিলে প্রিয় ও স্বাদুবোধে ভাগবত জনের নিকট হইতে আমি প্রতিগ্রহ করিয়া থাকি। গব্য দধি দুগ্ধ ও ঘৃত আমার উপযোগের যোগ্য। মন্ত্রের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্য আমাকে প্রদান করিবেক। কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবেক না॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে।

হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করম্।
নৈবেদ্যং দেবদেবায় যাবকং পায়সন্তথা॥
নৈবেদ্যানামভাবে তু ফলানি বিনিবেদয়েৎ।
ফলানামপ্যভাবে তু তৃণগুল্মৌষধীরপি॥

ওষধীনামলাভে তু তোয়ঞ্চ বিনিবেদয়েৎ।
তদলাভে তু সর্ব্বত্র মানসং প্রবরং স্মৃতম্॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে কহিতেছেন। ঘৃতশর্করাযুক্ত উত্তম হৈমন্তিক তণ্ডুলের অন্ন, যবের পরমান্ন ও পায়সকে হবিরন্ন বলা যায়। এই হবিরন্নের নৈবেদ্য দেবদেবকে নিবেদন করিবেক। ঐ সকল নৈবেদ্যের অভাবে ফল, ফলের অভাবে তৃণ গুল্ম ও ওষধীও নিবেদন করিতে পারিবেক। তদভাবে জল, এবং তাহার অপ্রাপ্তি পক্ষে মানস নৈবেদ্য অর্পণ করাই বিহিত।

স্কান্দে মহেন্দ্রং প্রতি শ্রীনারদবচনম্।

যচ্ছন্তি তুলসীশাকং শৃতং যে মাধবাগ্রতঃ।
কল্পান্তং বিষ্ণুলোকে তু বসন্তি পিতৃভিঃ সহ॥

স্কন্দপুরাণে মহেন্দ্রের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য। যাহারা তুলসী-শাক ও ঘৃতপক্ব পায়সান্ন মাধবের অগ্রে অর্পণ করে, তাহারা পিতৃপুরুষদিগের সহিত কল্পান্ত পর্য্যন্ত বিষ্ণু লোকে বাস করে।

নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি কৃষ্ণস্যাগ্রে নিবেদয়েৎ।
কল্পান্তং তৎপিতৃণান্তু তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী॥
ফলানি যচ্ছতে যো বৈ সুহৃদ্যানি নরেশ্বর।
কল্পান্তং জায়তে তস্য সফলশ্চ মনোরথঃ॥ স্কান্দে।

মনোহর নৈবেদ্য সকল কৃষ্ণের অগ্রে নিবেদন করিলে পিতৃ-পুরুষদিগের কল্পান্ত পর্য্যন্ত নিরন্তর তৃপ্তি হয়। হে রাজন্ যে মনোহর ফল সকল অর্পণ করে, কল্পান্ত পর্য্যন্ত তাহার মনোরথ সফল হয়।

হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করম্।
নিবেদ্য নরসিংহায় যাবকং * পায়সন্তথা॥

---

* যাবকশব্দে যবের ছাতু বলিয়া কেহ কেহ অর্থ করেন।

সমাস্তণ্ডুলসংখ্যায়া যাবত্যস্তাবতীর্নৃপ।
বিষ্ণুলোকে মহাভোগান্ ভুঞ্জানাস্তে সবৈষ্ণবাঃ॥ নারসিংহে।

উত্তম ঘৃতশর্করাযুক্ত হৈমন্তিক তণ্ডুলের অন্ন, যবের পরমান্ন এবং পায়সান্ন এই হবিরন্ন সকল নরসিংহ দেবকে নিবেদন করিয়া দিলে, তণ্ডুলসংখ্যার সমান বৎসর কাল বৈষ্ণবদিগের সহিত বিষ্ণুলোকে মহাভোগ সকল ভোগ করিতে থাকে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

অন্নদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
দত্ত্বা চ সম্বিভাগায় তথৈবান্নমতন্দ্রিতঃ॥
ত্রৈলোক্যে তর্পিতে পুণ্যং তৎক্ষণাৎ সমবাপ্নুয়াৎ।
অক্ষয্যমন্নপানঞ্চ পিতৃভ্যশ্চোপতিষ্ঠতে॥ ৬৬॥
ওদনং ব্যঞ্জনোপেতং দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ।
পরমান্নং তথা দত্ত্বা তৃপ্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীম্।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি কুলমুদ্ধরতে তথা॥
ঘৃতৌদনপ্রদানেন দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।
দধ্যোদনপ্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাম্॥
ক্ষীরৌদনপ্রদানেন দীর্ঘজীবিতমাপ্নুয়াৎ।
ইক্ষূণাঞ্চ প্রদানেন, পরং সৌভাগ্যমশ্নুতে॥
রত্নানাঞ্চৈব ভাগী স্যাৎ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
ফাণিতস্য প্রদানেন অগ্ন্যাধানফলং লভেৎ॥
তথা গুড়প্রদানেন কাম্যিতাভীষ্টমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৭॥
নিবেদ্যেক্ষুরসং ভক্ত্যা পরং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ক্ষৌদ্রং যশ্চ প্রযচ্ছতি॥
তদেব তুহিনোপেতং রাজসূয়মবাপ্নুয়াৎ॥
বহ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি যাবকস্য নিবেদকঃ।
অতিরাত্রমবাপ্নোতি তথাপূপনিবেদকঃ॥ ৬৮॥

বৈদলানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং দানাৎ কামানবাপ্নুয়াৎ।
দীর্ঘজীবিতমাপ্নোতি ঘৃতপূরনিবেদকঃ।
মোদকানাং প্রদানেন কামানাপ্নোত্যভীপ্সিতান্ ॥ ৬৯ ॥
নানাবিধানাং ভক্ষ্যাণাং দানাৎ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ।
ভোজনীয়প্রদানেন তৃপ্তিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ৭০ ॥
তথা লেহ্যপ্রদানেন সৌভাগ্যমধিগচ্ছতি।
বলবর্ণমবাপ্নোতি চূষ্যাণাঞ্চ নিবেদনে ॥ ৭১ ॥
কুল্মাষোল্লাসিকাদাতা বহ্ন্যাধেয়ফলং লভেৎ।
তথা কৃষরদানেন * বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭২ ॥
ধানানাং ক্ষৌদ্রযুক্তানাং লাজানাঞ্চ নিবেদকঃ।
মুখ্যানাঞ্চৈব শক্তূনাং বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৩ ॥
বানপ্রস্থাশ্রিতং পুণ্যং লভেচ্ছাকনিবেদকঃ।
দত্ত্বা হরিতকং চৈব তদেব ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥
দত্ত্বা শাকানি রম্যাণি বিশোকস্ত্বভিজায়তে।
দত্ত্বা চ ব্যঞ্জনার্থায় তথোপকরণানি চ ॥
স্বকুলে লভতে জন্ম কন্দমূলনিবেদকঃ।
নীলোৎপলবিদারীণাং তরুটস্য তথা দ্বিজাঃ ॥
কন্দদানাদবাপ্নোতি বানপ্রস্থফলং শুভম্।
ত্রপুষের্বারুকং দত্ত্বা পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥
কর্কন্ধুবদরে দত্ত্বা তথা পারৈবতং ফলম্ ॥
পরূষকস্তথাম্রঞ্চ পনসং নারিকেলকম্।
ভব্যং মোচস্তথা চোচং খর্জূরমথ দাড়িমম্।
আম্রাতকস্ত্রবাক্ষোটফলমানপিয়ালকম্।
জম্বূবিল্বামলঞ্চৈব জাত্যং বীনাতকস্তথা।

---

* তণ্ডুলা দালিসংমিশ্রা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
সংযুক্তাঃ সলিলৈঃ সিদ্ধাঃ কৃষরাঃ কথিতা বুধৈঃ ॥ ভাবপ্রকাশ।

নারঙ্গবীজপূরে চ বাজকফলান্যপি ॥ ৭৫ ॥
এবমাদীনি দিব্যানি যঃ ফলানি প্রযচ্ছতি।
তথা কন্দানি মুখ্যানি দেবদেবায় ভক্তিতঃ॥
ক্রিয়াসাকল্যমাপ্নোতি স্বর্গলোকন্তথৈব চ।
প্রাপ্নোতি ফলমারোগ্যং মৃদ্বীকানাং নিবেদকঃ॥
রসান্ মুখ্যানবাপ্নোতি সৌভাগ্যমপি চোত্তমম্।
আম্রৈরভ্যর্চ্চ্য দেবেশমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
কিঞ্চ। মোচকং পনসং জম্বু তথান্যৎ কুম্ভলীফলম্।
প্রাচীনামলকং শ্রেষ্ঠং মধুকোডুম্বরস্য চ॥
যত্নপক্কমপি গ্রাহ্যং কদলীফলমুত্তমম্॥

যেমন সাধারণে অন্ন দান করিলে তৃপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। সেইরূপ সকল দেবতারা যাহা হইতে যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন সেই বিষ্ণুকে আলস্য রহিত হইয়া অন্ন প্রদান করিলে ত্রৈলোক্য তৃপ্ত হয়, সুতরাং তৎক্ষণাৎ সম্যক্ পুণ্যলাভ ও পিতৃলোকের অক্ষয় অন্নজলপ্রাপ্তি ঘটে॥৬৬॥ ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন দান করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, পরমান্ন প্রদান করিলে নিরন্তর তৃপ্তি-লাভ এবং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি এবং কুলের উদ্ধার হয়। ঘৃতান্ন প্রদান করিলে দীর্ঘায়ু হয়। দধ্যন্ন প্রদান করিলে অত্যুত্তম শ্রীপ্রাপ্তি হয়। ক্ষীরান্ন প্রদান করিলে দীর্ঘায়ু হয়। ইক্ষু প্রদান করিলে অত্যন্ত সৌভাগ্যভোগ, নানা রত্নলাভ ও স্বর্গবাস সিদ্ধ হয়। ফেণিবাতাসা প্রদান করিলে অগ্ন্যাধানফল লাভ হয়, এবং গুড় প্রদান করিলে বাঞ্ছাতীত ইষ্ট ফল লাভ হয়। ৬৭। ইক্ষুরস ভক্তিসহকারে নিবেদন করিলে অত্যন্ত সৌভাগ্য পায়। যে মধু প্রদান করে, তাহার সকল কামনালাভ হয়। উহা হিমমিশ্রিত করিয়া দিলে রাজসূয়ফলপ্রাপ্তি হয়। যাবক দান

• কদলীফলমিতি পাঠান্তরং আহ্নিকতত্ত্বে।

করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল পায়। পিষ্ঠা নিবেদন করিলে অতি-রাত্রফল পায়। ৬৮॥ মুদ্গ ও চণক প্রভৃতি বৈদলের সূপ কিম্বা ভক্ষ্য নিবেদন করিলে, সকল কামনালাভ হয়। গুড় নিবেদন করিলে, দীর্ঘজীবী হয়। মোদক প্রদান করিলে, অভীষ্টসিদ্ধি হয়। ৬৯॥ নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য দান করিলে, স্বর্গ পায়। ভোজ্য দ্রব্য দান করিলে, যার পর নাই তৃপ্তি হয়। ৭০॥ লেহ্য দ্রব্য প্রদানে, সৌভাগ্যপ্রাপ্তি হয়। চূষ্য সামগ্রী নিবেদনে বল ও বর্ণ প্রাপ্তি হয়। ৭১। কিঞ্চিৎ-স্বিন্ন মাষকলায় ও লপ্সী নিবেদনে অগ্ন্যাধেয়ফললাভ হয়। খিচড়ী অন্নদানে অগ্নিষ্টোমফল পায় । ৭২॥ মধুযুক্ত ভৃষ্ট যব ও খই এবং প্রধান প্রধান শক্তু সকল নিবেদন করিলে, অগ্নিষ্টোমফল হয়। ৭৩। শাক নিবেদন করিলে, বানপ্রস্থাশ্রমের পুণ্যলাভ হয়। হরিদ্বর্ণ শাক নিবেদন করিলে, ঐ ফল হয়। ৭৪॥ রম্যশাক সকল এবং ব্যঞ্জনোপযোগি অন্যান্য উপকরণ দিলে শোকরহিত হয়। কন্দ ও মূল নিবেদনে, সৎকুলে জন্ম হয়। নীলোৎপলের ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের এবং পদ্মের মূল দিলে বানপ্রস্থাশ্রমের শুভ ফল লাভ হয়। সসা ও কাঁকুড় দিলে, পদ্ম দানের ফল হয়। বড় কুল, ক্ষুদ্র কুল, কামরূপ দেশীয় তিন্দুকাকৃতি গাবের মত অম্ল-মধুর ফল, পরুষাফল, আম্র, পনস, নারিকেল, কর্ম্মরঙ্গ, কদলী, দারচিনি, খর্জ্জুর, দাড়িম, আমড়া, মুর্গাফল, অম্লকুচাই, পিয়ারা, পিয়াল, বীজচিরোঞ্জা, জম্বুফল, বিল্ব, অমল, জাতীফল, খণ্ডগুজাই, লবঙ্গ, টাবানেবু, ডুম্বুর প্রভৃতি দিব্য ফল সকল এবং প্রধান প্রধান কন্দ সকল ভক্তিভাবে যে দেবদেবকে প্রদান করে, তাহার ক্রিয়া সকল হয় এবং স্বর্গলোকপ্রাপ্তি হয়। আঙুর নিবেদিলে, আরোগ্যফল হয় এবং মুখ্য রস ও উত্তম সৌভাগ্য পায়। আম্রের দ্বারা দেবেশ কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে, অশ্বমেধফল লাভ হয়। কদলী, পনস, জম্বু, গোলাপজাম এবং অন্যান্য সরস ফল ও পাণিআমলা, উত্তম মিষ্ট ডুম্বুর এবং যত্নপক্ব কদলীফলও গ্রাহ্য।

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে চ ॥

যৎকিঞ্চিদল্পং নৈবেদ্যং ভক্তভক্তিরসপ্লুতম্।
প্রতিভোজয়তি শ্রীশস্তদ্দাতৄন্ স্বসুখং ক্রতম্ ॥ ইতি ॥ ৭৬ ॥
ততঃ প্রাগ্বদ্বিচিত্রাণি পানকান্যুত্তমানি চ।
সুগন্ধি শীতলং স্বচ্ছং জলমপ্যর্পয়েত্ততঃ ॥ ৭৭ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে। ভক্তিরস সহকারে ভক্তনিবেদিত যৎকিঞ্চিৎ অল্প নৈবেদ্যেও প্রীত হইয়া, শ্রীপতি তৎপ্রদাতাদিগকে অবিলম্বে স্বভোগ্য সুখ প্রদান করেন। ৭৬। এবংবিধ নৈবেদ্যার্পণের পর, পূর্ব্বের মত নানাবিধ উত্তম পেয় ও সুগন্ধি শীতল নির্ম্মল জল অর্পণ করিবেক ॥ ৭৭ ॥

নৈবেদ্যার্পণ ও জবনিকাপাতের পর পাঠ্যমন্ত্র ক্রমদীপিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। এই মন্ত্র শ্রীহরিভক্তিবিলাসের অষ্টম বিলাসেও ধৃত হইয়াছে।

শালীভক্তং সুভক্তং শিশিরকরসিতং পায়সাপূপসূপং
লেহ্যং পেয়ং সুচূষ্যং সিতমমৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যম্।
আজ্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়নরুচিকরং বাজিলৈকামরীচ-
স্বাদীয়ঃ শাকরাজীপরিকরমমৃতাহারজোষং জুষস্ব ॥ ৫১ ॥

শশধরের ন্যায় শুক্ল হৈমন্তিক ধান্যের অন্ন, অন্য সুন্দর অন্ন, পায়সান্ন, অপূপ, দালি, পরিশুদ্ধ লেহ্য পেয় ও চূষ্য দ্রব্য সকল, অমৃতফল, সুখাদ্য ঘীররা, সুস্বাদু খাদ্যবস্তু, ঘৃত, নয়নরুচিকর পরমোত্তম প্রচুর ঘৃতপক্ব এবং ঘৃত এলাচ মরীচাদি দ্বারা স্বাদুতর নানাবিধ শাকের ব্যঞ্জন সহিত অমৃতাহার সেবা কর।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে উপরিভাগে যে সকল প্রমাণ উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে কোনও প্রমাণেই আম তণ্ডুল নৈবেদ্যার্পণ বিহিত নাই; সুতরাং তাদৃশ নৈবেদ্য অবিহিত মধ্যে গণ্য হইতেছে। আম নৈবেদ্য অশ্রুতপূর্ব্ব পদার্থ নহে

এবং ইহার ইচ্ছামত অন্যার্থও প্রতিপাদিত হইতে পারে না। স্মৃতিকার ঋষিরা উহার পরিভাষা করিয়া গিয়াছেন।

যথা শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত বাশিষ্ঠবচন।

শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রাহুঃ সতুষং ধান্যমুচ্যতে।
আমং বিতুষমিত্যুক্তং স্বিন্নমন্নমুদাহৃতম্॥

ক্ষেত্রগতকে শস্য, তুষযুক্তকে ধান্য, তুষরহিতকে আম, এবং সিদ্ধ করিলে, অন্ন বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত বচন সমুদয়ে অন্ন, ভক্ত ও ওদন শব্দ প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে আম নৈবেদ্যের বিধান কোনও স্থলেই লক্ষিত হইতেছে না; সুতরাং আম তণ্ডুল নৈবেদ্য অবিহিত হইতেছে।

শাস্ত্রকারেরা অবিহিত নৈবেদ্য নিবেদন স্পষ্টবাক্যে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

যথা।

আহ্নিকতত্ত্বধৃতবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় তৃতীয়কাণ্ডবচন।

অভক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েৎ।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ তথা চাবিহিতঞ্চ যৎ॥

অভক্ষ্য, অপ্রীতিকর, কেশসংস্পৃষ্ট, কীটদূষিত ও অবিহিত নৈবেদ্য নিবেদন করিবেক না।

কোনও স্থলেই আম তণ্ডুল নৈবেদ্যের বিধান দৃষ্ট হইতেছে না, এবং অবিহিত নৈবেদ্য নিবেদন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচন দ্বারা স্পষ্ট বাক্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এমন স্থলে আম তণ্ডুল নৈবেদ্য কোনও ক্রমেই শাস্ত্রানুমত বা ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। আমান্ন (কাঁচা চাউল) নৈবেদ্যের সুস্পষ্ট নিষেধ-

বচনও দৃষ্ট হইতেছে। যথা পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শেষভাগে পূজাপ্রকরণাধ্যায়ে। ১০৭।

স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে।
গোবিন্দস্যার্চ্চনে দগ্ধং সর্ব্বং কার্য্যং উদারধীঃ॥ ইতি॥
তথাচামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্জয়েদ্ধরিপূজনে। ইতি চ॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল), এবং যাবতীয় দগ্ধ পদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক।
হরিপূজনে ও আমান্ন (আম তণ্ডুল) নৈবেদ্য বর্জ্জন করিবেক।

এই সমস্ত শাস্ত্র দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, বিষ্ণু-পূজায় আমান্ন (কাঁচা চাউল) নৈবেদ্য ব্যবহার সর্ব্বতো-ভাবে ধর্ম্মবহির্ভূত কর্ম্ম, সুতরাং তাহা কদাচ অবলম্বনীয় নহে। বিষ্ণুপূজা বিষয়ে কেবল অর্ঘ্য প্রভৃতি স্থলে আম তণ্ডুলের ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। যথা।

নারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে

গন্ধাক্ষতপ্রসূনৈশ্চ মূলেনাভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ।
প্রীণয়েদ্দধিখণ্ডাজ্যমিশ্রেণ তু পয়োম্ভসা ইতি॥

গন্ধ, অক্ষত (অর্থাৎ আম তণ্ডুল) ও পুষ্পের দ্বারা পূর্ব্ববৎ মূল মন্ত্র অনুসারে অর্চ্চনা করিয়া, দধি গুড় ঘৃতমিশ্রিত দুগ্ধ ও জল নিবেদন করিয়া প্রীত করিবেক।

গৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্থপটলে

গন্ধাক্ষতানাং ধূপানাং দীপানাং বলিভিঃ পৃথক্।
কামবীজেন সংপূজ্য নৈবেদ্যং হি সমর্পয়েৎ॥ ইতি।

গন্ধ, অক্ষত (আম তণ্ডুল), ধূপ ও দীপের পৃথক্ উপহারে কামবীজের দ্বারা পূজা করিয়া, নৈবেদ্য সমর্পণ করিবেক।

আহ্নিকতন্ত্রে

আগচ্ছ নরসিংহেতি আবাহ্যাক্ষতপুষ্পকৈঃ। ইতি।

হে নরসিংহ! আগচ্ছ এই বলিয়া অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) ও পুষ্পের দ্বারা আবাহন করিয়া।

শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ৫৫ শ্লোক।

গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।

সাঙ্গং সম্পূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্‌ ॥

গন্ধ, পুষ্পসমূহ, অক্ষত (আতপ তণ্ডুল), মালা, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা যথাবিধি, অঙ্গদেবতা সহিত হরির পূজা করিয়া, স্তবোচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করিবেক।

এই সকল শাস্ত্রে কেবল অর্ঘ্য প্রভৃতি স্থলে যে আতপ তণ্ডুল ব্যবহার বিহিত দৃষ্ট হইতেছে শ্রীভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী তাহাতেও সম্মত নহেন। শ্রীভাগবতের উপর্য্যুক্ত বচনে পুষ্পের সহিত আতপ তণ্ডুল ব্যবহারের যে বিধি আছে, তিনি তাহার প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ তিলক রচনায় ঐ আতপ তণ্ডুল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া পূজাস্থলে তাদৃশ ব্যবহারের স্পষ্ট নিষেধ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। যথা টীকায়াং স্বামিপাদব্যাখ্যানং

অক্ষতাস্তিলকালঙ্কারে ন তু পূজায়াম্‌।

নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরমিতি নিষেধাৎ ইতি ॥

অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) ব্যবহার তিলক রচনাস্থলে, পূজাবিষয়ে নহে; যেহেতু "অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুপূজা ও কেতকী দ্বারা শিবপূজা করিবেক না" এরূপ নিষেধ আছে। উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা।

যে সকল শাস্ত্র প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে ইহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইতেছে, ভগবদ্ভক্তাদিগের পক্ষে আমার নৈবেদ্য দান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; পাককরা অন্ন দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের পক্ষেই

এই ব্যবস্থা। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ স্বয়ং পাক করিয়া অন্ন নিবেদন করিতে পারেন; শূদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারা অন্নপাক করাইয়া নিবেদন করিবেক এই মাত্র বিশেষ। এই ব্যবস্থা আমার কপোলকল্পিত নহে। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন স্পষ্টবাক্যে এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যথা,

> শূদ্রকর্ত্তৃকবৃষোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকচরুবৎ ব্রাহ্মণদ্বারা পক্বান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি। এবঞ্চ, আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে ইতি স্বয়ং পাকবিষয়ম্। তিথিতত্ত্বে।

যেমন শূদ্রের বৃষোৎসর্গস্থলে ব্রাহ্মণে চরুপাক করিয়া দেন; সেই রূপ শূদ্রও ব্রাহ্মণ দ্বারা পাককরা অন্নের নৈবেদ্য দিতে পারেন। আর শূদ্রের আমান্নকে পক্বান্ন ও পক্বান্নকে উচ্ছিষ্ট বলে, এই শাস্ত্র, শূদ্রের নিজের পাককরা অন্নের বিষয়ে বলিতে হইবেক।

বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুসারে শূদ্রের পক্ষে স্বয়ং পাককরা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া অবিধেয় নহে। সে যাহা হউক, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের ব্যবস্থা অনুসারে, শূদ্র ব্রাহ্মণদ্বারা অন্নপাক করাইয়া সেই অন্নের নৈবেদ্য নিবেদন করিলে কদাচ দূষণীয় হইতে পারে না। যখন আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দান একবারে নিষিদ্ধ হইতেছে এবং ব্রাহ্মণদ্বারা অন্নপাক করাইয়া অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া অবৈধ হইতেছে না, তখন শূদ্রের পক্ষে এ উভয়ের কোন পক্ষ অবলম্বনীয় তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

যদি কেহ এরূপ কহেন, দেবতাকে আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দান এ দেশে অনেক দিন অবধি প্রচলিত আছে; সুতরাং উহা দেশাচার হইতেছে। এ দেশে দেশাচারও ধর্ম্ম বিষয়ে

প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে ; সুতরাং আমতণ্ডুল নৈবেদ্যদান অবৈধ হইতে পারে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যে স্থলে শাস্ত্রে কোনও বিষয়ে স্পষ্ট বিধি নিষেধ না থাকে, সেই স্থলেই দেশাচার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। যথা,

> ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
> দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥ স্কন্দপুরাণে।

যে স্থলে বেদে অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা স্পষ্ট নিষেধ না থাকে, সেই স্থলে দেশাচার ও কুলাচার দেখিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়।

> স্মৃতের্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
> তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥
> প্রয়োগপারিজাতধৃত স্মৃতি॥

বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেরূপ স্মৃতি অগ্রাহ্য হয় সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবেক।

অতএব, যখন শাস্ত্রে আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দান স্পষ্ট বাক্যে নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন সেই নিষেধবোধক স্পষ্ট শাস্ত্র-লঙ্ঘন পূর্ব্বক দেশাচারের আশ্রয় লইয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ আম-তণ্ডুল নৈবেদ্যদান বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাওয়া কোনও মতে ন্যায়ানুগত হইতে পারে না।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রশর্ম্মগোস্বামী।

শকাব্দ ১৭৯৬। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ

কলিকাতা ৫৩ নং বেনেটোলা ষ্ট্রীট।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

আমতণ্ডুল নৈবেদ্যাদি দিয়া বিষ্ণুপূজা করা ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম।

এতদ্বিষয়ে

অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়দিগের নিকট হইতে ক্রমশঃ প্রাপ্ত ব্যবস্থা সকল।

তন্মধ্যে

নবদ্বীপস্থমহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতসদাশয়দিগের

ব্যবস্থা। সংখ্যা ১।

কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষিতেন চতুর্ব্বর্ণেন বিষ্ণুপূজনে আমান্ননৈবেদ্যদানং ন কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণম্
শ্রীসূর্য্যকান্ত শর্ম্মণাম্

শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রিণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীক্ষেত্রনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মণাম্

৺শিবো জয়তি
শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীহরিনাথ শর্ম্মণাম্

শ্রীশিবঃ শরণং
শ্রীকৃষ্ণকান্ত শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্

শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীলালমোহন শর্ম্মণাম্

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভো জয়তি	শ্রীশিবঃ শরণং
শ্রীঅজিতনাথ শর্ম্মণাম্	শ্রীশিবনারায়ণ শর্ম্মণাম্
শ্রীহরিঃ শরণং	শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র শর্ম্মণাম্	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মণাম্
	শ্রীরামঃ শরণং
	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শর্ম্মণাম্

১ম ব্যবস্থার অনুবাদ।

কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণের বিষ্ণুপূজায় আমান্ননৈবেদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে ইহা বিদ্বানদিগের পরামর্শ।

শ্রীযুত	শ্রীশ্রীনাথ শিরোমণি	ভট্টাচার্য্য	সুপ্রসিদ্ধ	প্রধান স্মার্ত্ত	
,,	,, শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন	ঐ	ঐ	নৈয়ায়িক	
,,	,, শ্রীহরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত	ঐ	ঐ	অধ্যাপক	
,,	,, শ্রীযদুনাথ সার্ব্বভৌম	ঐ	ঐ	ঐ	
,,	,, শ্রীকৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন	ঐ	ঐ	ঐ	
,,	,, শ্রীসূর্য্যকান্ত বিদ্যালঙ্কার	ঐ	ঐ	ঐ	
,,	,, শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন	ঐ	ঐ	ঐ	
,,	,, শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রী	ঐ	পৌরাণিক ও স্মার্ত্ত		
,,	,, শ্রীলালমোহন বিদ্যাবাগীশ	ঐ	সুপ্রসিদ্ধ	অধ্যাপক	
,,	,, শ্রীক্ষেত্রনাথ বিদ্যাভূষণ	ঐ	ঐ	ঐ	
,,	,, শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি	ঐ	ঐ	ঐ	
,,	,, শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন	ঐ	ঐ	ঐ	
,,	,, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ন্যায়রত্ন	ঐ	ঐ	ঐ	
,,	,, শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন	ঐ	ঐ	ঐ	
,,	,, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ শিরোমণি	ঐ	ঐ	ঐ	

,, ,, শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নবদ্বীপনিবাসী প্রায় সমস্ত অধ্যাপক মহাশয়দিগের সম্মত ও স্বাক্ষরিত এই ব্যবস্থা পত্র। ১৭৯৬ শকের ২৬এ জ্যৈষ্ঠ দিবসে প্রাপ্ত।

কলিকাতা ও তদন্তঃপাতিনগরস্থ এবং অন্যগ্রামস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের ব্যবস্থা। সংখ্যা ২।

গৃহীতবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাকানাং সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং প্রতিষ্ঠিতশ্রীবিষ্ণুবিগ্রহে শালগ্রামশিলায়াঞ্চ পূজনে আমান্ননৈবেদ্যার্পণং কদাপি ন কর্ত্তব্যং, অবিহিতত্বাৎ শাস্ত্রে নিষিদ্ধত্বাচ্চেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

অত্র প্রমাণং নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিত্যাদিস্মার্ত্তভট্টাচার্য্যাহ্নিকতত্ত্বধৃতং জ্ঞানমালাবচনং শ্রীভাগবতৈকাদশস্কন্ধীয়তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চপঞ্চাশত্তমশ্লোকটীকায়াং স্বামিপাদেনোদ্ধৃতঞ্চ। তদীয়ব্যাখ্যানে তাদৃগর্থঃ স্ফুটং প্রতীয়মানশ্চ যথা অক্ষতাস্তিলকালঙ্কারে ন তু পূজায়াং নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিতি বচনাৎ।

পদ্মপুরাণীয়োত্তরখণ্ডে শেষভাগে পূজাপ্রকরণাধ্যায়ে।

স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে।

গোবিন্দস্যার্চ্চনে সর্ব্বং দগ্ধং কাষ্ঠ * উদারধীঃ॥ ইতি।

তথা চামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্জয়েদ্ধরিপূজনে॥ ইতি চ।

বয়ব্বত্যধিকসপ্তদশশতশকাব্দীয়জ্যৈষ্ঠমাসীয়েয়ং ব্যবস্থা।

শ্রীহরিঃ শরণং	শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণাম্	রাজপুরনিবাসিনাম্
শ্রীহরির্জয়তি	শ্রীহরিঃ শরণং
শ্রীমহেন্দ্রনাথশর্ম্মগোস্বামিনাং	শ্রীরামতারণশর্ম্মণাম্
শিমুলিয়ানিবাসিনাং	নিশীরাগড়িনিবাসিনাম্
শ্রীহরিঃ শরণং	শ্রীরামমাণিক্যশর্ম্মণাম্
শ্রীকৃষ্ণকমল দেবশর্ম্মণাম্	কলিকাতাবাগবাজারনিবাসিনাম্
আঁড়িয়াদহনিবাসিনাং	শ্রীহরির্জয়তি
শ্রীহরির্জয়তি	শ্রীপঞ্চাননশর্ম্মণাম্
শ্রীরামেশ্বরশর্ম্মণাম্	ইটালীনিবাসিনাম্

---

* কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক ইত্যর্থঃ।

২য় ব্যবস্থার অনুবাদ।

প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ ও শালগ্রামশিলার পূজায় বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষাগ্রহণকারি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সকল বর্ণেরই আমান্ননৈবেদ্য অর্পণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু উহা অবিহিত ও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ইহা বিদ্বানের পরামর্শ। প্রমাণ যথা। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের আহ্নিকতত্ত্বধৃতজ্ঞানমালাবচন "অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবেক না" ইত্যাদি এবং এই বচন শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যায় এই অর্থই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে "অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবেক না" এবং পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শেষভাগে পূজাপ্রকরণে বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন এবং আমান্ন (কাঁচা চাউল) আর যাবতীয় দগ্ধ পদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক॥ হরিপূজনেও আমান্নের (আম তণ্ডুলের) নৈবেদ্য বর্জ্জন করিবেক।

সংস্কৃতপাঠশালাধ্যাপক সুবিখ্যাত শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

সিমুলিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবংশীয় প্রধান ও শাস্ত্রবেত্তা শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ শর্ম্ম গোস্বামী।

আঁড়িয়াদহনিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুত কৃষ্ণকমল ন্যায়রত্ন।

বৃহদাপণস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর দাস বর্ম্মার সভাপণ্ডিত শ্রীযুত নবকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার গোস্বামী ভট্টাচার্য্য।

রাজপুরনিবাসী সুবিখ্যাত শ্রীযুত রামেশ্বর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

রাজপুরনিবাসী খ্যাতনামা শ্রীযুত চণ্ডীচরণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য।

নিশীরাগাড়িনিবাসী শ্রীযুত রামতারণ তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।

বাগ্‌বাজারনিবাসী শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুত পঞ্চানন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য। সাং ইটালী।

বৃহদাপণস্থ উত্তরপশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতমহাশয়দিগের ব্যবস্থা। সংখ্যা ৩।

গৃহীতবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাকানাং সর্ব্বেষাং শূদ্রাণামপি প্রতিষ্ঠিতশ্রীবিষ্ণু-

মূর্ত্তিবিগ্রহশালগ্রামশিলার্চ্চনায়াং আমান্ননৈবেদ্যার্পণং কদাপি ন কর্ত্তব্যং অবিহিতত্বাৎ শাস্ত্রে নিষেধদর্শনাচ্চেতি বিদুষাং পরামর্শঃ। অত্র প্রমাণম্। পদ্মপুরাণীয়োত্তরখণ্ডীয়শেষভাগে।

স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে।

গোবিন্দস্যার্চ্চনে দদ্যাৎ সর্ব্বং কার্য্য উদারধীঃ॥ ইতি।

তথা চামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্জয়েদ্ধরিপূজনে॥ ইতি চ॥

নাক্তৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিত্যাদিস্মার্ত্তভট্টাচার্য্যধৃতং শ্রীভাগবতৈকাদশস্কন্ধে শ্রীস্বামিপাদেন তথা ব্যাখ্যাতঞ্চ। নৈবেদ্যদানমন্ত্রশ্চ যথা।

সৎপাত্রসিদ্ধং সুভগং বিবিধানেকভক্ষণম্।

নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ॥

তন্ত্রসারে। নারদপঞ্চরাত্রীয়চতুর্থরাত্রে ১১ অধ্যায়ে চ।

নিবেদনীয়ং যদ্‌দ্রব্যং প্রশস্তং প্রযতং তথা।

তদ্ভক্ষ্যার্হ্যং পঞ্চবিধং নৈবেদ্যমিতি কথ্যতে॥

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ পেয়ঞ্চূষ্যঞ্চ পঞ্চমম্।

সর্ব্বত্র চৈতন্নৈবেদ্যমারাধ্যায় নিবেদয়েৎ॥ তন্ত্রসারে।

আহারং ষড়্‌বিধং চূষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈব চ।

ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাদ্‌যথোত্তরম্॥

চূষ্যং, ইক্ষুদণ্ডাদি। পেয়ং, পানকশর্করাদি। লেহ্যং, রসালাক্কথিতাদি। ভোজ্যং, ভক্তসূপাদি। ভক্ষ্যং, লড্ডুকখণ্ডাদি। চর্ব্ব্যং, পীঠকচণকাদি। ভাবপ্রকাশে॥ ভোজ্যশব্দে নৈবেদ্যশব্দে চ শব্দকল্পদ্রুমে ইত্যাদি বহূনি প্রমাণবচনানি সন্তি বাহুল্যভয়ান্নোক্তানি।

শ্রীহরিরামদেবশর্ম্মণঃ পঞ্জাববাসস্থান, দুলিচন্দ কন্ধারীমল্লকে পুরোহিতস্য।

সম্মতিরেষা শ্রীরামেশ্বরমিশ্রস্য, হুগলাপ্রান্তবর্ত্তীআসংবসথ-নিবাসিনঃ।

শ্রীজগন্নাথশর্ম্মত্রিপাঠিনোঽপি সম্মতিরেষা।

সম্মতিরত্রার্থে শ্রীউমাপতিশর্ম্মণঃ ভোজপুরাধীনডুমরাগ্রামনিবাসিনঃ কল্‌কত্তায়াং শ্রীহনুবাবুভবনে স্থিতস্য।

সম্মতিরত্রার্থে শ্রীরামলালশর্ম্মণঃ তারনীলনিবাসিনঃ অধুনা কল্‌কত্তায়াং বৃহদাপণে শ্রীচৈণসুখবক্‌সীরামবাবুভবনে স্থিতস্য।

সম্মতিরত্রার্থে শ্রীলক্ষ্মীকান্তশর্ম্মণঃ ভোজপুরাধীনডুমরাগ্রামনিবাসিনঃ।

সম্মতিরত্রার্থে শ্রীভগবতীনন্দনশর্ম্মণঃ ঝুঝুণুংনামপুরবাসিনঃ।

সম্মতিরত্রার্থে মিশ্রোপনামকজয়শ্রীশর্ম্মণাম্ গয়াপ্রান্তবাসিনাম্।

শ্রীলক্ষ্মীনাথশর্ম্মপণ্ডিতরাজস্য। কল্‌কত্তায়াং জোড়াসাঁকো মহারাজ্ঞী স্বর্ণময়ীভবনে স্থিতস্য।

শ্রীভীমশাস্ত্রিণঃ পণ্ডিতবরস্য। সাং শিবঠাকুরের গলি।

সম্মতিরত্রার্থে শ্রীপৃথ্বীধরশর্ম্মণঃ গয়াপ্রান্তনিবাসিনঃ।

শ্রীদুর্গাদত্তশর্ম্মণঃ গাজীপুরপূর্ব্বস্যাং দিশি ব্যড়ুকাগ্রামবাসিনঃ।

শ্রীমঙ্গলমিশ্রস্য কল্‌কত্তায়াং মহাবীরসন্নিকটস্থস্য।

শ্রীবলদেবজ্যোতিষিকস্য শ্রীরামলালবদ্রীদাসসদস্যপণ্ডিতস্য।

সম্মতিরত্রার্থে শ্রীদেবীদত্তশর্ম্মণঃ পুষ্করপ্রান্তনিবাসিনঃ কল্‌কতায়াং তু জীবিকার্থং শ্রীঅভয়রামমদনগোপালগুপ্তবেশ্মনি স্থিতস্য।

সম্মতিরত্রার্থে শ্রীনন্দকিশোরশর্ম্মণঃ অধুনা কল্‌কত্তায়াং বৃহদাপণনিবাসিনঃ।

বদত্যেবং পণ্ডিত শ্রীমধুসূদনোঽপি।

৩য় ব্যবস্থার অনুবাদ।

প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলার পূজায় বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই আমান্ন নৈবেদ্য অর্পণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু উহা অবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ ইহা বিদ্বান্‌গণের পরামর্শ।

ইহা পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডের শেষভাগে উক্ত আছে। আর

অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না ইত্যাদি বচন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন আর শ্রীভাগবতের একাদশস্কন্ধে স্বামিপাদও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন এবং যাবতীয় দগ্ধপদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক। হরিপূজনেও আমান্নের নৈবেদ্য বর্জ্জন করিবেক।

নৈবেদ্যদানের মন্ত্র।

হে দেবগুরো! উত্তম পাত্রে সিদ্ধ করা উত্তম হবিরন্ন ও মনোহর নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য সকল অনুচর সহ তোমায় অর্পণ করিতেছি গ্রহণ কর।

তন্ত্রসারে। এবং নারদপঞ্চরাত্রীয় চতুর্থরাত্রে ১১ অধ্যায়ে। ভোক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় ও চূষ্য এই পঞ্চবিধ আহারযোগ্য প্রশংসনীয় পবিত্র যে দ্রব্য দেবতাকে সমর্পণ করা যায়, তাহাকে নৈবেদ্য বলে। সর্ব্বত্রেই ঐ পঞ্চপ্রকার নৈবেদ্যই আরাধ্য দেবতাকে অর্পণ করিবেক।

চূষ্য প্রভৃতি ছয় প্রকার আহার উত্তরোত্তর গুরু।

১ চূষ্য ইক্ষুদণ্ড প্রভৃতি, যাহা চুষিয়া আহার করা যায়। ২ পেয়, শিখরিণী শর্করা, জল প্রভৃতি (সরবৎ,) যাহা পান করিতে হয়। ৩ লেহ্য, রসালা, কড়ী প্রভৃতি, যাহা অবলেহন করিয়া আহার করিতে হয়। ৪ ভোজ্য, ভাত, দালী, ব্যঞ্জন প্রভৃতি, যাহা ভোজন করিতে হয়। ৫ ভক্ষ্য, লাড়ু পিঠা প্রভৃতি, যাহা ভক্ষণ করিতে হয়। ৬ চর্ব্ব্য, চিঁড়া, ছোলা প্রভৃতি, যাহা চর্ব্বণ করিয়া আহার করিতে হয়। ভাবপ্রকাশে এবং শব্দকল্পক্রমে ভোজ্যশব্দে ও নৈবেদ্য শব্দে ইত্যাদি নানা গ্রন্থে বহুবিধ প্রমাণ আছে। বাহুল্য ভয়ে সকল উদ্ধৃত করা হইল না।

দুলীচাঁদকন্দরীমল্লবাবুর পুরোহিত পঞ্জাবদেশীয় শ্রীহরিরাম পণ্ডিতের এই মত।

ছপরাজেলায় ঝৌয়াস্থানবাসী শ্রীরামেশ্বর মিশ্রের এই মত।

শ্রীজগন্নাথ শর্ম্ম ত্রিপাঠী পণ্ডিতের এই মত।

ভোজপুরের অধীন ডুমরা গ্রামবাসী শ্রীহনুবাবুর বাটীতে অবস্থিত শ্রীউমাপতি পণ্ডিতের এই মত।

তারনীলবাসী সম্প্রতি কলিকাতায় বড়বাজারে চৈনসুখবক্সীরামের কুঠীতে অবস্থিত শ্রীরামলাল পণ্ডিতের এই মত।

ভোজপুরের অধীন ডুমরাগ্রামনিবাসী শ্রীলক্ষ্মীকান্ত পণ্ডিতের এই মত।

ঝুঝুণুপুরবাসী শ্রীভগবতীনন্দন পণ্ডিতের এই মত।

গয়াপ্রান্তবাসী জয়শ্রীমিশ্র পণ্ডিতের এই মত।

শ্রীলক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতরাজের এই মত। সাং জোড়াসাঁকো মহারাণী স্বর্ণময়ীর চক।

পণ্ডিতবর শ্রীভীমশাস্ত্রীরও এই মত। সাং শিবঠাকুরের গলি।

গয়াপ্রান্তনিবাসী শ্রীপৃথ্বীধর মিশ্রপণ্ডিতের এই মত।

গাজিপুরের পূর্ব্বদিকে ব্যড়ুকাগ্রামনিবাসী শ্রীদুর্গাদত্ত পণ্ডিতের এই মত।

বড়বাজারের মহাবীরনিকটস্থিত শ্রীমঙ্গলমিশ্র পণ্ডিতের এই মত।

রামলালবক্সীদাসের কুঠির পণ্ডিত শ্রীবলদেবজ্যোতির্বিদের এই মত।

পুষ্করপ্রান্তনিবাসী অধুনা কলিকাতায় জীবিকাজন্য অভয়রাম মদনগোপালগুপ্তের বাটীতে স্থিত শ্রীদেবীদত্ত পণ্ডিতের এই মত।

অধুনা কলিকাতায় বড়বাজারে স্থিত শ্রীনন্দকিশোর পণ্ডিতের এই মত।

শ্রীমধুসূদন পণ্ডিতেরও এই মত।

শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনধামের সুবিখ্যাতনামা পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয় ও পণ্ডিত বৈষ্ণব মহাশয়দিগের এতদ্বিষয়ক ব্যবস্থা। সংখ্যা ৪।

যদি চ বক্ষ্যমাণধর্ম্মব্যবস্থা তত্তদধিকারনির্ণায়কসাত্বতশাস্ত্রাদৃষ্টিপূর্ব্বা

ণাম্মাপাততঃ পক্ষপাতবিদূষিতেব ভবিষ্যতি তথাপি সদসদ্বিবেচকানাং (ন নীচো যবনাৎ পরঃ ইত্যাদিবদ্) যথাশাস্ত্রদৃষ্ট্যা পক্ষপাতরাহিত্যেন নিরবদ্যৈব সেতি ভবিতব্যা। অতস্তানেব বিজ্ঞাপয়াম ইতি বিশেষঃ ॥

যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ২২৫ শ্লোকাঙ্কে পাদ্মে উমামহেশ্বর-সম্বাদে।

অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রাশ্চাণ্ডালাদধমাঃ স্মৃতাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং সোমপানাদি বর্জ্জয়েদিত্যাদি।

স্বাচরিতচরব্রাহ্মণানুচিতবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষেতরদীক্ষাদিরূপস্বগতদোষো-ত্থানাশঙ্কিরঘুনন্দনানুট্টঙ্কিতপাদ্মপুরাণাদ্যধিকারসূচকবিশেষবচনাদ্যনুসা-রেণ বৈষ্ণবেতরব্রাহ্মণানাং স্বাধিকারনিরূপকবিশেষশাস্ত্রোক্তধর্ম্মানব-লম্বিত্বেন পাতিত্যদোষবিশিষ্টত্বাৎ সুতরাং বিষ্ণুপূজানধিকারিণাং স্থানবিশেষে বৈষ্ণবেতরৈর্বিষ্ণুপ্রতিমাদ্যর্চ্চনাদিকরণনিদর্শনমাত্রযুক্ত্যা অন্ধপরম্পরয়া অবৈষ্ণবানাং বিষ্ণুপূজাদ্যধিকার ইত্যেব তাৎপর্য্যার্থা-পাতং পক্ষপাতং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণাবশ্যকবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাদিসূচকবিশেষবচ-নাদ্যসংগ্রাহকরঘুনন্দনস্মৃত্যনুট্টঙ্কিতকতিপয়বিশেষবচনানি সন্দর্শয়ামঃ॥

প্রথমতঃ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্বিতীয়বিলাসধৃতাগমে।

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারস্ততঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥

তত্রৈব স্কান্দে।

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ ॥ ইতি

সা চ দীক্ষা সবিধিমন্ত্রগ্রহণরূপা নতু নানামন্ত্রাধ্যয়নাদিরূপা। তত্র নানামন্ত্রাধ্যয়নেঽপি সবিধিবিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণেন বৈষ্ণবত্বম্। তথা সবিধিশৈবাদিমন্ত্রগ্রহণেন শৈবাদিত্বম্। তত্র অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রা-

শ্চাণ্ডালাদধমাঃ স্মৃতা ইত্যাদিবিশেষবচনানুসারেণ ব্রাহ্মণানাং বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষাভাবে পাতিত্যপ্রসক্তিঃ। তত্র চ সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবশৈবাদীনাং স্বস্বদীক্ষামন্ত্রস্ত্বেক এব। যস্য যো দীক্ষামন্ত্রস্তস্য তন্মন্ত্রমূর্ত্তিঃ, স এব মুখ্যোপাস্যঃ। ততশ্চ স্বাধিকৃতৈকমাত্রবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিতানামধীতশিবাদি-মন্ত্রাণামপি ব্রাহ্মণানাং বিষ্ণুরেব মুখ্যোপাস্যঃ। যাবদধিকারশিবাদয়স্তু গৌণোপাস্যাঃ। অতএব হরিভক্তিবিলাসে ৪ বিং ৭২ শ্লোকে।

পাদ্মে নারদোক্তৌ।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকঞ্চরেৎ।
তৎ সর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকঞ্চাধিগচ্ছতি॥ ইতি।

তথা তত্রৈবোত্তরখণ্ডে ৭৪ শ্লোকে।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ধরেদ্বিপ্রো মৃদা শুভ্রেণ বৈদিকম্।
ন তির্য্যক্ ধারয়েদ্বিদ্বানাপদ্যপি কদাচন॥ ইতি।

তথা চ তত্রৈব।

বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে।
অন্যেষান্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥
ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে।
তং স্পৃষ্ট্বাপ্যথবা দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং তু কুর্ব্বীত বৈষ্ণবা ন ত্রিপুণ্ড্রকম্।
কৃতত্রিপুণ্ড্রমর্ত্ত্যস্য ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ॥

তথা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাদিত্যাদিবচনানুসারেণ ব্রাহ্মণানাং বৈষ্ণবাসাধারণচিহ্নোর্দ্ধপুণ্ড্রধারণনিত্যতাবিধানেনাপি বৈষ্ণবত্বমেবা-বশ্যম্ভবিতব্যমিতি, সূচিতম্। কিন্তু ক্ষত্রিয়স্য ত্রিপুণ্ড্রকমিত্যাদিনা ব্রাহ্মণানাং বৈষ্ণবত্বমিব ক্ষত্রিয়াদীনামপি অবশ্যং শৈবত্বং সূচিতমিতি ন চ বাচ্যং। হরিভক্তিবিলাসে ১ বিং ১০১ শ্লোং॥

সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষ্বিত্যাদিক্রমদীপিকাদিবচনেন।

তথা

স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে মন্ত্রাধিকারিণ ইত্যাদি।

বৃহদ্গৌতমীয়াদিবিশেষবচনেনাপি শ্রদ্ধাবিশেষেণ ক্ষত্রিয়াদীনা-
াপি সর্ব্বশ্রেষ্ঠবিষ্ণুমন্ত্রাধিকারস্যাপি বিধানাৎ। কিঞ্চ

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ।

তথা,

বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুরিত্যাদি।

বচনানুসারেণ ব্রাহ্মণানাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বে স্বাধিকৃতনিরতিশয়শ্রেষ্ঠ্যৈ-
কমাত্রবৈষ্ণবত্বমেব পরং নিদানম্। হরিভক্তিবিলাসে ১০ বিলাসে
৭৮ শ্লোকাঙ্কে॥ স্কান্দে ব্রহ্মোক্তৌ॥

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদিবেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥ ইতি।

তথা হরিভক্তিবিলাসে ১০ বিং ১৭২ শ্লোকঃ। পাদ্মে।

বৈষ্ণবা বিষ্ণুবৎ পূজ্যা মম মান্যা বিশেষতঃ। ইতি।

তথাচ।

আরাধনানাং সর্ব্বাষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।

ইত্যাদিসর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বনিদানসূচকবিশেষবচনাৎ। অন্যথা তেষাং সর্ব্বাধমত্বম্।
হরিভক্তিবিলাসে ১০ বিং ১৯ শ্লোকঃ। নারদীয়ে শ্রীভগবদ্বাক্যে।

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। ইতি।

তথা হরিভক্তিবিলাসে ১০ বিং ১১২শ্লোং। পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে।

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ইতি॥

তথাচ হরিভক্তিবিলাসে ১০ বিং ৬৮ শ্লোকাঙ্কধৃতনারদীয়ে।

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজোত্তমঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধমঃ॥

ইত্যাদিবচনাৎ। কিমধিকেন॥

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গৃহ্ণীয়াদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ।

ইত্যাদ্যাগমবচনেন তথা হরিভক্তিবিলাসে ১৯ বিলাসে ২৩ শ্লোকাঙ্ক-ধৃতহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।

শৈবঃ সৌরো নৈষ্ঠিকশ্চেত্যাদিনা

যদ্যেতৈর্বর্জ্জিতৈর্বিষ্ণোঃ স্থাপনং ক্রিয়তে ক্বচিৎ

অসাধকং ভুক্তিমুক্ত্যোর্নিষ্ফলং তন্ন সংশয়ঃ॥

ইত্যন্তেন শৈবাদীনাং শ্রীবিষ্ণুপ্রতিমাস্থাপনানধিকারনির্ণায়ক-বিশেষবচনেন চ তথাচ তত্রৈব ৯ বিলাসে ৩৮ শ্লোকঃ। কৌর্ম্মে।

বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা।

অবৈষ্ণবানামন্নন্তু পরিবর্জ্জ্যমমেধ্যবৎ॥

তত্রৈব পাদ্মে।

প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবাদন্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।

সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ॥

ইত্যাদিনা এবঞ্চ বরাহপুরাণে।

অবৈষ্ণবস্য পক্বান্নং যো মহ্যং বিনিবেদয়েৎ।

অবৈষ্ণবেষু পশ্যৎসু মম পূজাং করোতি যঃ।

ইত্যাদ্যনেকবচনেন অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন বিষ্ণুমন্ত্রেণাপি শিষ্যস্য নিরয়পাতবিধানেন অবৈষ্ণবানাং বিষ্ণুমন্ত্রোচ্চারণানধিকারবিধানাৎ শৈবাদীনাং শ্রীবিষ্ণুপ্রতিমাস্থাপনানধিকারবিধানাচ্চ তথা অবৈষ্ণবেষু পশ্যৎসু শ্রীবিষ্ণুপ্রতিমাদিপূজাকরণে অপরাধকথনাৎ সুতরাং অবৈষ্ণ-বানাং তন্মন্ত্রমূর্ত্তিশ্রীবিষ্ণুপ্রতিমাদ্যর্চ্চনানধিকারিত্বং বিহিতমেবেতি যথাশাস্ত্রং শ্রীমদ্বৃন্দাবনধামবাসিনাং মতম্॥

অপরং শ্রীবিষ্ণুপ্রতিমাদিপূজনে আমতণ্ডুলাদিনৈবেদ্যমসঙ্গত-মবিহিতঞ্চ। হরিভক্তিবিলাসে ৮ বিলাসে ৫৫ শ্লোকঃ।

যদন্নদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।

তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্প্যতে ॥

তথা তত্রৈব ষষ্ঠস্কন্ধে ।

নৈবেদ্যঞ্চাষিগুণবদ্ দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্ ।

তথাচ বৌধায়নস্মৃতৌ ।

নানাবিধান্নপানৈশ্চ ভক্ষ্যাদ্যৈঃ সুমনোহরৈঃ ।

নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্বিষ্ণোস্তদভাবে চ পায়সম্ ॥

এবঞ্চ গারুড়ে ।

অন্নং চতুর্বিধং পুণ্যং গুণাঢ্যং চামৃতোপমম্ ।

নিষ্পন্নং স্বগৃহে যত্না শ্রদ্ধয়া কল্পয়েদ্ধরেঃ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ।

অভক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েৎ ।

তথা চামান্ননৈবেদ্যং বর্জয়েদ্ধরিপূজনে ॥

নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিত্যাদি বচনাচ্চ । অলমতিবিস্তরেণ ।

সম্মতিরত্রার্থে শ্রীগোস্বামিগোপীলালদেবশর্ম্মণাম্ ।

{ শ্রীরাধারমণ দেবসেবাধিকারি শ্রীগোস্বামি শ্রীমদনমোহন দেবপুত্রাণাং শ্রীগোপীলাল দেবশর্ম্মণাং মুদ্রা । }

তদনুজস্য শ্রীসখালাল দেবশর্ম্মণোঽপি ।

শ্রীমদদ্বৈতকুলোদ্ভবশ্রীগোবিন্দনাথশর্ম্মণোঽপি ।

(শ্রীরাধাদামোদরো জয়তি ।)

অত্রাস্তি সম্মতির্গোস্বামিশ্রীকেশবদেবশর্ম্মণঃ ।

শ্রীনীলমণিশর্ম্মগোস্বামিনঃ সম্মতিরস্তি ।

সম্মতিরত্র শ্রীবিহারিলালশর্ম্মণঃ ।

সম্মতিরত্র শ্রীগৌরচন্দ্রদাসশর্ম্মণঃ ।

শ্রীজগদানন্দ দাসস্যাপি ।

সম্মতিরত্র শ্রীহরিদাসস্যাপি ।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডনিবাসি শ্রীবৈষ্ণবচরণদাসপ্রভৃতীনাং সম্মতিরত্র ।

৪র্থ ব্যবস্থার অনুবাদ।

বক্ষ্যমাণ এই ধর্ম্মব্যবস্থা যদিও সেই সেই ধর্ম্ম অধিকারের নির্ণায়ক সাত্বতশাস্ত্রে দৃষ্টিবিহীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে আপাততঃ পক্ষপাতদূষিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইবেক তথাপি সদসদ্বিবেচকদিগের পক্ষে প্রকৃত শাস্ত্রদর্শনে (যবন হইতে নীচ আর কেহ নহে ইত্যাদির ন্যায়) পক্ষপাতশূন্যতা সহকারে অতি বিশদ হইয়াই প্রতীয়মান হইবেক। অতএব ঐ অপক্ষপাতি বিবেচকদিগকেই বিজ্ঞাপন করিতেছি।

যথা হরিভক্তিবিলাসে ২২৫ শ্লোকে পাদ্মে উমামহেশ্বরসম্বাদে।

যে ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণব নহে তাহারা চাণ্ডাল হইতেও অধম। তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ, স্পর্শ ও সোমপান প্রভৃতি করিবেক না। ইত্যাদি।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নিজে ব্রাহ্মণদিগের অনুচিত বিষ্ণুমন্ত্রেতরমন্ত্রের দীক্ষায় দীক্ষিত এবং তদনুসারী আচারে আচরণশীল থাকা প্রযুক্ত ঐ সকল স্বীয় দোষের প্রকাশ হইবার আশঙ্কায় পদ্মপুরাণ প্রভৃতির ঐ সকল বচন উল্লেখ করেন নাই যাহাতে বৈষ্ণবেতর ব্রাহ্মণদিগের স্বাধিকারনিরূপক ঐ সকল বিশেষশাস্ত্রোক্তধর্ম্মের অনাচরণ দ্বারা পাতিত্যদোষদূষিত হওয়া প্রযুক্ত বিষ্ণুপূজায় অনধিকারি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্নিমিত্ত রঘুনন্দন নিজ স্মৃতিসংগ্রহ গ্রন্থের স্থানবিশেষে বৈষ্ণবেতরেরাও বিষ্ণুপ্রতিমাদির অর্চ্চনাদি করিতে পারিবেক অন্ধপরম্পরার ন্যায় এই নিদর্শন দ্বারা অবৈষ্ণবদিগের বিষ্ণুপূজায় অধিকার আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ অশাস্ত্র ও অযুক্ত এই তাৎপর্য্যার্থের শ্রবণে ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রমাণবচন সকল যাহা রঘুনন্দন স্মৃতিতে প্রকাশ করেন নাই উহার মধ্যে কতিপয়মাত্র বিশেষবচন প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ হরিভক্তিবিলাসে দ্বিতীয়বিলাসধৃত আগমে। যেমন অনুপনীত দ্বিজদিগের বেদ অধ্যয়ন প্রভৃতি স্বীয় কর্ম্মে অধিকার

নাই। আর উপনীত হইলে উহাতে অধিকার হয়। সেইরূপ অদীক্ষিতদিগের মন্ত্র এবং দেবতা অর্চ্চনাদিতে অধিকার নাই। অতএব আত্মাকে শিবসংস্তুত অর্থাৎ মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেক॥ অয়ি বামোরু! অদীক্ষিত ব্যক্তির কৃত সমস্ত কর্ম্মই বিফল। দীক্ষাবিহীন ব্যক্তি পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। এই স্কন্দপুরাণ—

শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে মন্ত্রগ্রহণ করাই দীক্ষা নতুবা নানামন্ত্রের অধ্যয়ন করা দীক্ষা নহে। যদিও নানামন্ত্র অধ্যয়ন করা থাকে তথাপি যথাবিধি মন্ত্রগ্রহণ দ্বারাই বৈষ্ণব হয় এবং যথাবিধিমন্ত্রগ্রহণে শৈব হয়। তথায় ইহাও লিখিত আছে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরা চাণ্ডাল হইতেও অধম ইত্যাদি বিশেষ বচন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা না হইলে পাতিত্য জন্মে। তথায় আরও লিখিত আছে সকল বৈষ্ণব ও শৈবদিগের স্ব স্ব দীক্ষামন্ত্র একমাত্র হয়। যাহার যে দীক্ষামন্ত্র তাহার সেই মন্ত্র মূর্ত্তি মুখ্য উপাস্য। অতএব স্বাধিকৃত একমাত্র বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত ব্রাহ্মণেরা শিব প্রভৃতির মন্ত্র অধ্যয়ন করিলেও বিষ্ণুই তাহাদিগের মুখ্য উপাস্য। অধিকার অনুসারে শিব প্রভৃতি গৌণ উপাস্য। অর্থাৎ আরোগ্য জ্ঞান প্রভৃতি কামনায় ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে স্বস্ত্যয়নাদির জন্য শিব প্রভৃতি দেবতার কখনও কখনও উপাসনা হইতে পারে। অতএব হরিভক্তিবিলাসে ৪ বি ৭২ শ্লোকাঙ্কধৃত-পাদ্মে নারদের উক্তিতে।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া সন্ধ্যা কর্ম্মাদি করিলে সে সমস্ত কর্ম্মই রাক্ষসে প্রাপ্ত হয় এবং সেই কর্ম্মকারি নরকে গমন করে।

তথায় উত্তর খণ্ডে ৭৪ শ্লোকে।

বিপ্র শুভ্র মৃত্তিকা দ্বারা বেদোক্ত ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারণ করিবেক। বিদ্বান্ ব্যক্তি আপদ্ কালেও কখনও তির্য্যক পুণ্ড্র ধারণকরিবেক না। ইতি। তথায় ইহাও লিখিত আছে।

ব্রহ্মবেত্তারা বলেন যে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র ও অন্যের ত্রিপুণ্ড্র ইহাই বিহিত আছে। যে বিপ্রের

ত্রিপুণ্ড্র আছে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নাই, তাহাকে দেখিলে কিম্বা স্পর্শ করিলে সবস্ত্রে স্নান করিবেক। বৈষ্ণব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিবেক। তাহারা ত্রিপুণ্ড্র করিবেক না। যেহেতু ত্রিপুণ্ড্র তিলককারি ব্যক্তির কার্য্য হরির প্রীতিকর নহে। দ্বিজ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রই করিবেক।

ইত্যাদি বচন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে বৈষ্ণবসাধারণ চিহ্ন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণের নিত্যতাবিধান দ্বারা বৈষ্ণব হওয়াই সম্ভব ও আবশ্যক ইহাই প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ত্রিপুণ্ড্রক এই বচনে ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবত্বের ন্যায় ক্ষত্রিয়দিগের অবশ্য শৈবত্বাদি সূচিত হইল একথাও বাচ্য হইতে পারে না। হরি-ভক্তিবিলাসে ১ বি ১০১ শ্লোকে। ক্রমদীপিকা ও বৃহদ্গৌতমীয় প্রভৃতির সকল বর্ণ এবং স্ত্রী শূদ্রা প্রভৃতি সকলেই যে স্থলে অধিকারী। ইত্যাদি বিশেষ বচন দ্বারা শ্রদ্ধা বিশেষ দ্বারা ক্ষত্রিয়াদিরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুমন্ত্রে অধিকারের বিধান আছে।

আর দেখ বিদ্যাবান্ হউক বা বিদ্যাবিহীনই হউক ব্রাহ্মণ-মাত্রেই আমার শরীর ভগবানের এই বাক্য এবং ব্রাহ্মণ সমুদয় বর্ণেরই গুরু ইত্যাদি বচন অনুসারে বিষ্ণুর নিজের অধি-কৃত অতিশয় শ্রেষ্ঠতা যে ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধান করিয়াছেন। বৈষ্ণবত্বই উহার কেবল একমাত্র নিদান। আর হরিভক্তি বিলা-সের ১০ ম বিলাসীয় ৭৮ অঙ্কধৃত স্কন্দপুরাণীয় ব্রহ্মার উক্তি আছে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কি ইতর যে কোনও নীচ জাতি হউক না কেন বিষ্ণুভক্তিযুক্ত হইলে সর্ব্বোত্তমেরও উত্তম বলিয়া জানিবেক। উক্তগ্রন্থের ১০ বিলাসে ১৭২ অঙ্কধৃত পদ্ম-পুরাণীয় শিববচন যে বৈষ্ণবদিগকে বিষ্ণুর মত পূজা করিবেক। বলিতে কি বৈষ্ণবেরা আমার বিশেষতঃ মান্য। যেহেতু সকল আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের সম্যক অর্চ্চনা তদপেক্ষায়ও শ্রেষ্ঠতর। ইত্যাদি প্রমাণপ্রয়োগে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৈষ্ণবতানিবন্ধনই ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। অন্যথা অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে শাস্ত্রে ঐ ব্রাহ্মণদিগকে

সর্ব্বাধম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা হরিভক্তিবিলাসীয় ১০ম বিলাসে ১৯ অঙ্কধৃত নারদপুরাণীয় ভগবদ্বাক্য ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদী হইলেও আমার প্রিয় নহে কিন্তু চাণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ ব্যক্তি আমার ভক্ত হইলে আমার প্রিয় হয়। এবং উক্ত গ্রন্থের ঐ স্থলে ১১২ অঙ্কে পদ্মপুরাণীয় মাঘমাহাত্ম্যে উক্ত আছে যে লোকেতে চাণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতীয় ব্যক্তির ন্যায় অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের মুখদর্শন করিবেক না। বৈষ্ণব, বর্ণবাহ্য হইলেও ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। ঐ স্থলে ৬৮ অঙ্কে নারদীয় পুরাণের বচন এই যে হে মহীপাল চাণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উত্তম বলিয়া পরিগণিত আর যতিব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তিবিহীন হইলে চাণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি অপেক্ষাও অধম॥ এই সকল শাস্ত্র দৃষ্টে একমাত্র বিষ্ণুভক্তিতেই যে শ্রেষ্ঠত্ব বিধান করে তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। অধিক কি বলিব অবৈষ্ণব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা নরক গমন হয়। যদি কাহারও অবৈষ্ণব মন্ত্রদাতা গুরু হইয়া থাকে তাহা হইলে বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে সম্যক্ বিধি অনুসারে পুনর্ব্বার মন্ত্রগ্রহণ করিবেক॥ এই আগমবচনে এবং হরিভক্তিবিলাসের ১৯ বিলাসে ২৩ শ্লোকাঙ্কধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের, শৈব সৌর ও নৈষ্ঠিক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কারণে অবৈষ্ণবতানিবন্ধন বর্জ্জিত হওয়ায় ঐ সকল বর্জ্জিত ব্যক্তি দ্বারা যদি কোথায়ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়, উহা ভুক্তি ও মুক্তির সাধক নহে। বলিতে কি উহা নিষ্ফলই হয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এই বচনে শৈব শাক্ত প্রভৃতির শ্রীবিষ্ণুপ্রতিমাস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে যে অধিকার নাই তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। আর দেখ হরিভক্তিবিলাসের ৯ম বিলাসে ৬৮ অঙ্কে কূর্ম্মপুরাণীয় বচনে উক্ত আছে যে বৈষ্ণবেরা সকল সময়ে আপৎকালেও বৈষ্ণবের নিকট প্রার্থনা করিয়া অন্ন ভোজন করিবেক আর অবৈষ্ণবের অন্ন অপবিত্র অগ্রাহ্য দ্রব্যের ন্যায় পরিবর্জ্জন করিবেক॥ ঐ স্থলে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয়

ও বরাহপুরাণীয়।—বিচক্ষণ ব্যক্তি স্বীয় পাপ সমূহ সংশোধনের জন্য বৈষ্ণবের নিকট প্রযত্ন সহকারে অন্ন প্রার্থনা করিবেক উহার অভাবে নিতান্ত পক্ষে প্রার্থনা করিয়া জল পান করিবেক। বলিতে কি যে ব্যক্তি অবৈষ্ণবের দ্বারা পাককরা অন্ন আমাকে নিবেদন করিয়া দেয় এবং অবৈষ্ণবের দৃষ্টির সম্মুখে যে ব্যক্তি আমার পূজা করে সে মহা অপরাধগ্রস্ত হয়॥ এই ভগবদ্বাক্যে এবং অন্যান্য অনেকানেক যে সকল বচন আছে তাহাতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান যে অবৈষ্ণব গুরু দ্বারা উপদিষ্ট বিষ্ণুমন্ত্রে শিষ্যের নরক পাত হয়, অবৈষ্ণব ব্যক্তির বিষ্ণুমন্ত্র উচ্চারণেই অধিকার নাই, শৈব শাক্ত প্রভৃতির শ্রীবিষ্ণুপ্রতিমাস্থাপনে অধিকার নাই এবং অবৈষ্ণবদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে এই অবস্থায় শ্রীবিষ্ণুর প্রতিমা প্রভৃতির পূজা করিলে অপরাধ হয়॥ এই যথাশাস্ত্র বিধানে শ্রীবৃন্দাবনধামবাসি সকলেরই মত জানিবেন।

আর শ্রীবিষ্ণুপ্রতিমা প্রভৃতির পূজায় আমতণ্ডুলের নৈবেদ্য দেওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত। যেহেতু হরিভক্তিবিলাসের ৮ বিলাসে ৫৫ শ্লোকাঙ্কে বিহিত আছে যে যাহা যাহা লোকের অভিলষিত ও যাহা যাহা নিজের অতিশয় প্রিয় সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিলে অনন্ত ফল হয়॥ এবং ঐ স্থলে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতীয় ষষ্ঠস্কন্ধবচন এই যে অধিক গুণশালী যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা এক জনের পরিতোষ জন্মে সেইরূপ নৈবেদ্য দিবেক। ঐরূপ বৌধায়নস্মৃতিতেও বিহিত আছে যে মনোহর ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি নানাবিধ অন্ন পানাদি দ্বারা বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবেক তদভাবে কেবল পায়স দিবেক॥ গরুড়পুরাণেও ঐ বিধান আছে যে অমৃততুল্য গুণশালী চতুর্ব্বিধ পবিত্র অন্ন স্বগৃহে প্রস্তুত করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হরিকে অর্পণ করিবেক॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এই বিধান আছে যে ভক্ষণের অযোগ্য অপ্রীতিকর কেশসংস্পৃষ্ট কীটদূষিত ও অবিহিত নৈবেদ্য নিবেদন

করিবেক না এবং আমতণ্ডুলের নৈবেদ্য হরিপূজায় পরিত্যাগ করিবেক। এবং অক্ষত (কাঁচা আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবেক না এই সকল প্রমাণবচন দ্বারা শ্রীবিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুলের নৈবেদ্য দেওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আর বিস্তরের আবশ্যকতা নাই ইতি

এই বিষয়ে শ্রী৺রাধারমণ দেবালয়ের সেবাধিকারি সুবিখ্যাতনামা শ্রীগোপীলাল গোস্বামির সম্মতি এবং তাহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীসখালাল গোস্বামিরও সম্মতি।

শ্রীমদদ্বৈতবংশীয় শ্রীগোবিন্দনাথ গোস্বামিরও সম্মতি।

শ্রী৺রাধাদামোদরদেবালয়ের সেবাধিকারী শ্রীকেশবলাল গোস্বামির সম্মতি।

শ্রীনীলমণি গোস্বামির সম্মতি আছে।

কাঁটোয়ানিবাসী শ্রীমদ্ভাগবতের সুবিখ্যাতব্যাখ্যাকর্ত্তা অধুনা ৺শ্রীবৃন্দাবনবাসী সুবিখ্যাতনামা শ্রীগৌরচন্দ্রদাস শিরোমণির ইহাতে সম্মতি আছে।

শ্রীবিহারিলাল ভট্টাচার্য্যেরও ইহাতে সম্মতি।

৺রাধাকুণ্ডনিবাসী সুবিখ্যাতনামা শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বাবাজীরও সম্মতি।

ইহাতে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত বাবাজীরও সম্মতি।

শ্রীবৈষ্ণবচরণদাস পণ্ডিত বাবাজী প্রভৃতি শ্রীশ্রী৺রাধাকুণ্ডনিবাসী সমুদয়েরই ইহাতে সম্মতি আছে।

৫ম ব্যবস্থাকার পত্র।

প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনমিদম্—

মহাশয়ের কৃপাপত্র পাইয়া বাধিত হইলাম। বিষ্ণুকে অপক্ব তণ্ডুল নিবেদন করার প্রথা আমাদের রাধাবল্লভী গোস্বামীদের

ষয়ে কোনো কালেই নাই। বৰ্দ্ধমানাধিপতি আমাদেরই সম্প্র-দায়ী। তাঁহার এই প্রথা রহিত করা উত্তম কার্য্য হইয়াছে। আমাদের রাজবাটীতে এই চর্চ্চার সূত্রপাত সময়ে আমাকে জনৈক রাজপণ্ডিত জিজ্ঞাসা করায় এই কথা আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে অপক্ক তণ্ডুল নিবেদনের বাহুল্যতা এই বঙ্গদেশেই সমধিক প্রচলিত। এবং সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এতদ্দেশে বিরল। কেবল রঘু-নন্দনের স্মৃতিব্যবসায়ী অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ যে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভ্রম স্বীকার করিয়া আমাদের মতে মত দিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে।" অতএব আমার অভিপ্রায় যে মহাশয় উপযুক্ত বোধ করিলে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় এই বিষয়ে প্রস্তাব করেন। আমরা ভাল আছি। মহাশয়ের কুশল বার্ত্তা সতত প্রার্থনীয়।

মানকর } শ্রীহিতলাল মিশ্র
সন ১২৮১। ১১ই জ্যৈষ্ঠ } গোস্বামিনঃ

মুর্শিদাবাদপ্রদেশের সুপ্রসিদ্ধপণ্ডিতমহাশয়দিগের ব্যবস্থা।

সংখ্যা ৬।

যাহারা আমার ব্যবস্থায় অনুমোদন করিয়া ৬ ও ৭ সংখ্যক ব্যবস্থা লিখিয়া শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারীসেন দ্বারা পাঠাইয়াদিয়াছেন।

শ্রীলগোস্বামিপাদানুগামিনো বৈষ্ণবা অন্যে চ পূজকাঃ শ্রীবিষ্ণবে-হকৃতনৈবেদ্যং নৈব দদ্যুরিতি মহতাং ভক্তিমতাং মতম্। অত্রানুকুল-বচনানি যানি লিখিতানি সর্ব্বাণ্যস্মদভিমতানি কিঞ্চ গন্ধমাল্যাক্ষত-অগুরুধূপদীপোপহারকৈঃ। সাঙ্গং সম্পূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা

নমেদ্ধরিমিত্যস্য টীকায়াং শ্রীলস্বামিপাদৈরক্ষতদ্বারা শ্রীবিষ্ণোস্তিলকালঙ্কারবিধানমেবোক্তং নতু পূজনং। তট্টীকা যথা অক্ষতাস্তিলকালঙ্কারে নতু পূজায়াং প্রভৃত নিষিদ্ধমেব তৎ নাক্ষতৈরর্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরমিতি নিষেধাদিতি॥ নচ নাক্ষতৈরর্চয়েদিত্যস্য কতিপয়স্মার্ত্তবাণীমবলম্ব্যান্যথা ব্যাখ্যানমেব করণীয়মিতি বাচ্যং শ্রীস্বামিপাদাভিপ্রায়বিরোধাদমূলকত্বাচ্চ। নাপি নৈবেদ্যদানস্য পূজাঙ্গত্বাভাব ইতি বাচ্যং নৈবেদ্যং বন্দনং তথেতি বচনাৎ অলমতিবাহুল্যেন।

শ্রীলগোস্বামিবটুকপাদপদ্মষট্পদায়মানমানসস্য শ্রীলস্বামিপদনীরজানুগামিনঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রশর্ম্মগোস্বামিনো লিপিরিয়ম্।

৬ষ্ঠ ব্যবস্থার অনুবাদ।

শ্রীল গোস্বামীদিগের পদানুগত বৈষ্ণবদিগের এবং অন্যান্য পূজকদিগের শ্রীবিষ্ণুকে অক্ষতের (আতপতণ্ডুলের) নৈবেদ্য দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে ইহা মহদ্ভক্তিমান্‌দিগের মতই আছে এই বিষয়ে যে সকল অনুকূল বচন লিখিত হইয়াছে সে সমুদয়ই আমাদিগের অভিমত। আরও কিছু বলিতেছি যে "গন্ধ পুষ্পসমূহ অক্ষত (আতপতণ্ডুল) মাল্য ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা যথাবিধি অঙ্গদেবতা সহিত হরির পূজা করিয়া স্তবোচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করিবেক" এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের টীকায় শ্রীল স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অক্ষত দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর তিলকালঙ্কার দেওয়াই বিহিত পূজন করা বিধেয় নহে। উঁহার টীকা যথা "অক্ষত (আতপতণ্ডুল) ব্যবহার তিলক রচনাস্থলে পূজাবিষয়ে নহে" প্রভৃত উঁহার নিষেধ বিধানই সপ্রমাণ করিয়াছেন যথা "অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুপূজা ও কেতকী দ্বারা শিবপূজা করিবেক না" এইরূপ নিষেধ আছে॥ কতিপয় স্মার্ত্তের কথা অবলম্বন করিয়া উক্ত অক্ষত দ্বারা পূজানিষেধক বচনের অযথা ব্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য

এই কথা যেন কেহ মুখেও আনিও না যেহেতু উহা অমূলক এবং স্বামিপাদের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। নৈবেদ্যদান যে পূজার অঙ্গ নহে ইহাও বাচ্য নহে যেহেতু সমুদয় প্রমাণ বচনেই নৈবেদ্য বন্দন প্রভৃতিকে পূজার উপচার মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। আর অতি বাহুল্যে প্রয়োজন করে না।

শ্রীল রূপ সনাতন গোস্বামি প্রভৃতি ছয় গোস্বামির পাদপদ্মে ভ্রমরতুল্যমানস এবং শ্রীল স্বামিপদের ধূলির অনুগত এবং ক্ষুদ্র-বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামির এই লিখন।

ব্যবস্থা সংখ্যা ৭।

শ্রীসুবর্ণবর্ণো জয়তিতমাম্।

লিখিতবচনজালেনাপক্কতণ্ডুলনৈবেদ্যং বিষ্ণৌ ন দেয়ং যল্লিখিতং তদস্মৎসম্মতং চিরপ্রসিদ্ধং তদ্রূপসদাচারো হি দৃশ্যতে প্রাচীনপরম্পরাতঃ ক্রিয়তেঽস্মাভিরত্র বহুবাদিনাং বহুবিতণ্ডাঃ কালে কালে জাতা জায়ন্তে জনিষ্যমানাস্তথাপি তণ্ডুলমামান্ননৈবেদ্যং ন দত্তমস্মাভিরিত্যত্রেদমেব প্রমাণং বলবৎ। গৌতমীয়তন্ত্রস্য পঞ্চদশাধ্যায়ে।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নং যত্নাত্রৌ ভুঞ্জেদমুং স্মরন্।
যদন্নং বিষ্ণবে দদ্যাৎ তদন্নং পুরুষো ভবেৎ॥

অতএব তদ্দানীয়ান্নাশনমেবায়াতমতঃ কেবলং রম্ভাতণ্ডুলসিতাম্রকামান্নেন সাধকানাং দেহযাত্রানির্ব্বাহাভাবঃ। কিন্তু। ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়-জন্মখণ্ডে ইদমেব দৃশ্যতে।

শূদ্রশ্চেদ্ধরিভক্তশ্চ নৈবেদ্যভোজনোৎসুকঃ।

আমান্নং হরয়ে দত্ত্বা পাকং কৃত্বা তু খাদতীতি তু শূদ্রান্বয়ে স্বয়ং নিবেদনস্যান্বয়োঽতো নিত্যসেবায়াং ব্রাহ্মণাদৈর্ব্বা তাণ্ডুলামান্নং ন দাতব্যমিত্যাদ্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিবিধবচনজালৈর্লেখিতুং শক্তা বিদ্বাংসঃ। এবং হি শ্রীবৃন্দাবনাদৌ তু ন দৃশ্যতে তদ্রূপনৈবেদ্যং

চতুঃসম্প্রদায়িভিশ্চ কুত্রচন ন দীয়তে চ শ্রীমন্তবদুক্তপ্রমাণান্যেব প্রমাণীক্রিয়ন্তেঽস্মাভিরিত্যত্র বহুবাচা বাচালতয়া বাচালতয়ালমিতি।

গোস্বামিবটুকপ্রচারিতাচারবচ্ছ্রীযুতবাবুপুলিনবিহারিসেনাজ্ঞপ্তেন শ্রীআনন্দনারায়ণমৈত্রেয়েণ ভাগবতভুষণোপনাম্না ধাম্নাম্নায়াকোবিদেনাধমতমেন লিখিতেয়ং পত্রী জ্যৈষ্ঠস্য পংক্তি* সংখ্যকঘস্রজেয়ঞ্চ।

৭ম ব্যবস্থার অনুবাদ।

লিখিত বচন সমুদয়ে পাক করা নহে এরূপ তণ্ডুলের নৈবেদ্য বিষ্ণুবিষয়ে দেয় নহে ইহা যে লিখিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের সম্মত এবং ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে। সদাচারও এইরূপ দেখা যায় প্রাচীন পরম্পরায় আমরাও ঐ আচার করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাতে কাল সহকারে নানাবাদিদিগের নানাবিতণ্ডা হইয়াছে হইতেছে ও হইবেক। তথাপি কখনও তণ্ডুল আমান্নের নৈবেদ্য আমাদের দেওয়া হয় নাই। ইহাই ইহাতে প্রবল প্রমাণ জানিবে।

আর গৌতমীয় তন্ত্রের ১৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে বিষ্ণুকে যে অন্ন দেওয়া যায় পুরুষের তদন্নতা হয় ইহা স্মরণপূর্ব্বক রাত্রিতে যে অন্ন বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয় উহা ভোজন করিবেক॥

অতএব সেই দানীয় অন্নের ভোজনই প্রতিপন্ন হইতেছে নতুবা কেবল রম্ভা তণ্ডুল ও শর্করাময় আম অন্ন দ্বারা সাধকের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে জন্মখণ্ডে ইহাই দেখা যাইতেছে যে শূদ্র যদি হরিভক্ত এবং নৈবেদ্যভোজনে উৎসুক হইয়া হরিকে আমান্ন দিয়া পাক করিয়া আহার করে। ইহা কেবল শূদ্রবংশে স্বয়ং নিবেদন করিয়া দিবার নিয়ামক ব্যতিরিক্ত, ব্রাহ্মণাদি দ্বারা নিত্যসেবায় তণ্ডুলরূপ আমান্ন দেওয়া বিধেয় নহে। এইরূপ অন্বয়ব্যতিরেকস্থল রক্ষা-

*ঐ ব্যবস্থা পত্রে ২৩শ পংক্তি লেখা আছে। তন্নিমিত্ত ২৩এ জ্যৈষ্ঠ।

পূর্ব্বক বিদ্বানেরা বিবিধবচনবিন্যাস দ্বারা লিখিতে পারেন। এবং শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে কোথায়ও ঐরূপ নৈবেদ্য দেখা যায় না ও উহা (আমতণ্ডুলের নৈবেদ্য) চারি সম্প্রদায়ি বৈষ্ণবেরা কুত্রাপি দেন না। আপনার কথিত প্রমাণ সকলই আমাদিগের প্রমাণ করিয়া মান্য করা হইল। আর বহু বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বাচালতায় প্রয়োজন নাই।

ছয় গোস্বামির প্রচারিত আচারশালী শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারি সেনের আদেশে, ধামরহিত বেদানভিজ্ঞ ও অধমতম শ্রীআনন্দ-নারায়ণ মৈত্রেয় ভাগবতভূষণ কর্ত্তৃক এই পত্র জ্যৈষ্ঠমাসের ২৪শ দিবসে লিখিত হইল ॥

মানভুমের রাজা ও তাঁহার সভাপণ্ডিতের ব্যবস্থা।

সংখ্যা ৮।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে।
গোবিন্দস্যার্চ্চনে দগ্ধং সর্ব্বং কাঙ্ক্ষ উদারধীঃ ॥

ইত্যাদিবচনাদপক্কান্নং বিষ্ণবে ন.দাতব্যমিতি সতাম্মতম্।

শ্রীজয়নারায়ণশর্ম্মণঃ।

শ্রীশ্রীরাজকিশোরিপ্রসাদনারায়ণদেবস্যাপি।

৮ম ব্যবস্থার অনুবাদ।

উদারাশয় বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দগ্ধপদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক। ইত্যাদি বচন হেতুক অপক্কান্ন (আমতণ্ডুল) বিষ্ণুকে দেওয়া বিধেয় নহে। ইহা সদ্ব্যক্তিদিগের অভিমত।

মানভূমের রাজার সভাপণ্ডিত শ্রীজয়নারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের এবং রাজা শ্রীকিশোরীপ্রসাদ নারায়ণদেওর মত।

রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাটীর সভাপণ্ডিত ও বড়বাজারের শ্রীহরিসভার আচার্য্যের ব্যবস্থা।

সংখ্যা ৯।

শ্রীশ্রীহরিঃ

জয়তি

'দীক্ষিতবিষ্ণুমন্ত্রব্রাহ্মণেন' অসন্নিধানব্রাহ্মণতথাভূতক্ষত্রিয়েণ অসন্নিধানব্রাহ্মণক্ষত্রিয়তাদৃশবৈশ্যেন তথাভূতশূদ্রপ্রতিনিধিভূতপূজকব্রাহ্মণেন চ প্রতিষ্ঠিতশ্রীভগবদ্বিষ্ণুবিগ্রহশালগ্রামশিলার্চ্চনায়াং আমান্ননৈবেদ্যার্পণং ন কদাচিদপি কর্ত্তব্যং নৈবেদ্যদানমন্ত্রে সিদ্ধান্নবিধানাৎ শাস্ত্রে আমান্নদানপ্রতিষেধদর্শনাচ্চেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

অত্র প্রমাণং শ্রীভগবদ্বিষ্ণুনৈবেদ্যদানমন্ত্রঃ।

নারদপঞ্চরাত্রে চতুর্থরাত্রে একাদশাধ্যায়ে ॥

সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবিরিত্যাদি।

পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয়শেষভাগে।

স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে।
গোবিন্দস্যার্চ্চনে দদ্ধং সর্ব্বং কাঞ্চ উদারধীঃ ॥
তথাচামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্জয়েদ্ধরিপূজনে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতীয়েকাদশস্কন্ধস্য তৃতীয়াধ্যায়ে

দ্বিপঞ্চাশচ্ছ্লোকটীকায়ামক্ষতাস্তিলকালঙ্কারে ন তু পূজায়াং নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরমিতি নিষেধাৎ ॥

ইতি শ্রীধরস্বামিচরণৈর্ব্যাখ্যাতং।

শ্রীরামেশ্বরশর্ম্মণাম্।

৯ম ব্যবস্থার অনুবাদ।

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণ সন্নিধানে না থাকাতে ঐ প্রকার ক্ষত্রিয়ের, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈশ্যের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অসন্নিধানে এবং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত শূদ্রের প্রতিনিধিভূতপূজক-ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীভগবান্ বিষ্ণুবিগ্রহ কিম্বা শালগ্রামশিলার অর্চ্চনায় কদাচিৎও আমান্ন নৈবেদ্য অর্পণ করিবেক না, যেহেতু নৈবেদ্য অর্পণমন্ত্রে সিদ্ধ অন্নের বিধান আছে এবং শাস্ত্রে আম অন্নের নৈবেদ্য দিবার নিষেধও দেখা যাইতেছে। ইহা বিদ্বান্-দিগের পরামর্শ।

এ স্থলে উপযোগিপ্রমাণ বচন যথা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে নৈবেদ্য অর্পণ করিবার মন্ত্র নারদপঞ্চরাত্রের চতুর্থরাত্রে ১১ শ অধ্যায়ে।

হে দেবেশ উত্তম পাত্রে সিদ্ধকরা উত্তম হবিরন্ন এবং নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য সকল অনুচর সহ তোমায় সমর্পণ করিতেছি গ্রহণ কর।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পূজাপ্রকরণাধ্যায়ে আমতণ্ডুল-নৈবেদ্যদানের নিষেধ বিষয়ে প্রমাণ বচন যথা

হে মুনে উদারাশয় বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধতণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দগ্ধপদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক॥ আর শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে ৫২ অঙ্কের শ্লোকের টীকায় "অক্ষত (আতপতণ্ডুল) ব্যবস্থার তিলকালঙ্কার রচনাস্থলে পূজাবিষয়ে নহে যেহেতু "অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুপূজা ও কেতকী দ্বারা শিবপূজা করিবেক না" এরূপ নিষেধ আছে শ্রীধরস্বামি চরণের এই ব্যাখ্যা॥

শ্রীরামেশ্বর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অভিমত।

দিনাজপুরাধিশ্বরী মহারাণী শ্যামমোহিনীর সভা-পণ্ডিতের ব্যবস্থা।

সংখ্যা ১০।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ

শরণম্।

কুলাচারানুরোধেনাপ্যামান্ননৈবেদ্যেন বিষ্ণুপূজা ন কার্য্যা শ্রীধরস্বামিপাদলিখনেন পদ্মপুরাণবচনেন চ তন্নিষেধাদিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

শ্রীহরনাথশর্ম্মণাম্।

প্রমাণম্।

নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিতি স্বামিলিখনং
তথাচামান্ননৈবেদ্যং বর্জয়েদ্ধরিপূজন ইতি
স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে

ইতি চ পদ্মপুরাণম্।

১০ম ব্যবস্থার অনুবাদ।

কুলাচারের অনুরোধেও আমতণ্ডুলের নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু শ্রীধরস্বামিপাদলিখনে এবং পদ্মপুরাণীয় বচনে আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদানের নিষেধ আছে ইহা বিদ্বান্‌দিগের পরামর্শ।

প্রমাণ যথা

অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না এই স্বামিলিখন, আর হরিপূজায় আমতণ্ডুলের নৈবেদ্য বর্জ্জন করিবেক, ইহা-এবং হে মুনে সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) পরিত্যাগ করিবেক ইহাও পদ্মপুরাণের বচন।

শ্রীহরনাথ চূড়ামণির সম্মত

শ্রীহরিঃ

শরণম্।

বিষ্ণুনৈবেদ্যব্যবস্থাপত্রম্।

১১ সংখ্যাকম্।

তণ্ডুলরূপামান্নেন নৈবেদ্যেন শূদ্রেণাপি বিষ্ণুপূজনং ন কর্ত্তব্যং কিন্তু সর্ব্ববর্ণৈঃ আর্দ্রমুদ্গাদ্যামান্নেন ফলাদিনা চ তৎপূজনং কার্য্যং, তথা দ্বিজৈঃ অগ্নিঃস্বিন্নেন স্বয়ংপক্কান্নেন শূদ্রেণ ব্রাহ্মণদ্বারা পক্কান্নেন চ বিষ্ণুপূজনং কর্ত্তুং শক্যত ইতি বিদাম্বতম্।

অত্র প্রমাণম্।

" নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরম্।

ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং ন তুলস্যা বিনায়কমিতি " ॥

তিথিতত্ত্বধৃতজ্ঞানমালাবচনম্। ন চেদং পুষ্পাভাবে তৎস্থানীয়াক্ষতদাননিষেধপরমিতি বাচ্যম্ তথাসঙ্কোচে প্রমাণাভাবাৎ পুষ্পস্থানীয়স্যেব নৈবেদ্যস্যাপি নিষেধস্য তত্র প্রতীয়মানত্বাৎ, বিষ্ণুপূজায়াং নৈবেদ্যরূপস্যৈব তণ্ডুলরূপামান্নস্য পাদ্মোত্তরখণ্ডে নিষেধাচ্চ। যথা

" স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে।

গোবিন্দস্যার্চ্চনে সর্ব্বং দগ্ধং কাষ্ঠ উদারধীঃ "। ইতি।

" তথা চামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্জয়েদ্ধরিপূজনে "। ইতি চ।

ন চ " অন্নানি বিবিধানীহেত্যুপক্রম্য " " চণকব্রীহিগোধূমধান্যমুদ্গাস্তিলা যবা " ইত্যাদি পাদ্মোত্তরখণ্ডীয়েন মুদ্গাদীনামপি অন্নতাকীর্ত্তনেন মুদ্গাদীনামান্নতায়াং কথং ন দোষ ইতি বাচ্যম্। স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমিতি তণ্ডুলপদসাহচর্য্যাৎ আমান্নপদস্য তণ্ডুলপরত্বাবধারণাৎ। এতদেকবাক্যতয়ৈব চ " নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিতি " বচনে অক্ষতপদস্য তণ্ডুলপরতা ন তু " অক্ষতাশ্চ যবাঃ প্রোক্তাঃ " ইত্যুক্তযবপরত্বম্।

তস্য

শ্রাদ্ধপ্রকরণীয়ত্বেন শ্রাদ্ধমাত্রপরত্বাৎ।

" তস্যাং কার্য্যো যবৈর্হোমো যবৈর্ব্বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ " ইতি।

ব্রহ্মপুরাণবচনেন যবানাং বিষ্ণুপূজনে বিধানাৎ আমযবান্নদানেঽপি ন দোষঃ। এবঞ্চ সর্ব্বত্রামান্ননিষেধবাক্যং তণ্ডুলনিষেধপরমেব যানি তু আমান্নদানবিধায়কবচনানি তানি তণ্ডুলেতরামান্নবিষয়াণি দেবতান্তর-বিষয়াণি বা কল্প্যানি সর্ব্বসামঞ্জস্যাৎ। ন চ

" গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।

সাঙ্গং সংপূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্ " ইতি

(১১স্কং০ ৩অ০ ৫৩শ্লো০) ভাগবতবচনে অক্ষতানাং হরিপূজনা-ঙ্গতয়া বিধানাৎ বিকল্প ইতি বাচ্যম্। তস্য তিলকাঙ্গপরতায়াঃ শ্রীধর-স্বামিভিরুক্তত্বাৎ যথা

" অক্ষতাস্তিলকালঙ্কারে ন তু পূজায়াং নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরমিতি নিষেধাৎ"। গন্ধমাল্যসাহচর্য্যাচ্চাত্র তিলক-পরত্বোক্তির্যুক্তা নৈবেদ্যপরত্বে ধূপাদ্যুপহারৈঃ সহ পাঠঃ স্যাৎ ন চ তথা পঠিতমিতি ন তস্য পূজাঙ্গত্বম্। বস্তুতঃ অক্ষতাপদমমৃষ্টার্থকং স্রগ্বিশেষণমিতি জীবগোস্বামিনা ক্রমসন্দর্ভে তথৈব প্রতিপাদিত-ত্বাৎ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিনা সারার্থদর্শিন্যামনুপহতার্থপরতয়া ব্যাখ্যানাচ্চ ন বিরোধাশঙ্কাঽপীতি।

"যদ্‌দ্রব্যং তু যথা ভক্ষ্যং তত্তথৈব প্রদাপয়েদিতি"

কালিকাপুরাণবচনেন যথোপযোগদ্রব্যদানবিধানাৎ আমতণ্ডুলস্য চোপযোগাসম্ভবেন

"নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষ্বজামহিষীক্ষীরমিতি"

বিষ্ণুনা অভক্ষ্যস্য নৈবেদ্যত্বনিষেধাৎ,

"যদন্নাঃ পুরুষা লুনং তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ"

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে রামোক্ত্যা " অনেন স্বয়ংভোজ্যমন্নাদিদেয়মিত্যু-ক্তম্" ইত্যাহ্নিকতত্ত্বে রঘুনন্দনেন সিদ্ধান্তিতত্বেন স্বভক্ষণযোগ্যতা-

পন্নস্যৈব দানবিধানাচ্চ ন তস্য দেয়তা॥ ন চামান্নদানোক্তরং পক্ত্বা ভোজ্যমিত্যপি কল্পয়িতুং শক্যতে

"শূদ্রোঽপি হরিভক্তশ্চেন্নৈবেদ্যভোজনোৎসুকঃ।

"আমান্নং হরয়ে দত্ত্বা পক্কং কৃত্বা ন খাদয়েৎ"॥ ইতি

ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচনেন তন্নিষেধাৎ অপিনা বর্ণমাত্রসমুচ্চয়ঃ। তথাচ ব্রাহ্মণদ্বারৈব পক্কান্নদানেন নৈবেদ্যভোজনসিদ্ধিরিত্যর্থায়াতম্। কিঞ্চ

"আমান্নং হরয়ে দত্ত্বা পক্কান্নং খাদয়েদ্‌যদি।

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিরিতি"

পদ্মপুরাণবচনেন হরয়ে আমান্নদানে স্বয়ঞ্চ পক্কান্নভোজনে দোষোক্ত্যা যাদৃশান্নস্য স্বয়ং ভোজ্যতা তাদৃশান্নস্যৈব হরয়ে দেয়তেতি প্রতীয়তে। যত্তু

"উপক্ষেপেণ ধর্ম্মেণ যত্তু পাচয়তে দ্বিজম্।

অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নমিতি" কল্পতরুধৃতবচনম্

তৎ স্বভোজনার্থব্রাহ্মণকর্ত্তৃকপাকনিষেধপরম্"

"উপক্ষেপেণ ধর্ম্মেণ শূদ্রস্বামিকান্নস্য পাকার্থং ব্রাহ্মণগৃহে সমর্পণরূপেণেতি" কল্পতরুব্যাখ্যানদর্শনাচ্চ নৈবেদ্যার্থং স্বগৃহে পাকে দোষাভাবপ্রতীতেঃ।

ন চ স্বিন্নতণ্ডুলপক্কান্ননৈবেদ্যস্য সর্ব্বথা নিষেধে

" দ্বিঃস্বিন্নমন্নং পৃথুকং শুদ্ধং দেশবিশেষকে।

নাত্যন্তশস্তং বিপ্রাণাং ভোজনে চ নিবেদনে"॥ ইতি

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণগণেশখণ্ডীয়ৈকবিংশতিতমাধ্যায়বচনস্য কা গতিরিতি বাচ্যম্ পূজ্যানঙ্গনিবেদনপরমিতি গৃহাণ, দেশবিশেষে বঙ্গাদৌ বিপ্রাণামপি বহুনাং সিদ্ধান্নতণ্ডুলপক্কান্নভোজনাচারাৎ স্বভোজ্যদ্রব্যস্য চ

"অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যৎস্যমাংসাদিকঞ্চ যৎ।

অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যৎ বিষ্ণোরনিবেদিতম্"॥ ইতি বচনাৎ

"তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব স" ইতি গীতা-বচনাচ্চ ভোজনকালে উপস্থিতস্য নিবেদনবিধানাৎ তৎপরত্বস্যৈ-বৌচিত্যাৎ। পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনে গোবিন্দস্যার্চনে ইত্যুক্তত্বাৎ বিষ্ণু-ভিন্নদেবপূজাঙ্গনৈবেদ্যপরত্বকল্পনা তু ন যুক্তা।

"অর্দ্ধস্বিন্নং প্রেতভক্ষ্যং সুস্বিন্নং দেবসম্মতম্।

দ্বিঃস্বিন্নন্তু নরৈর্ভক্ষ্যং ত্রিঃস্বিন্নং ব্রহ্মগর্হিতমিতি"

বৃহদ্ধর্মোত্তরবচনে দ্বিত্রিঃপদসাহচর্য্যাৎ সুস্বিন্নপদস্য সকৃৎস্বিন্নপ-রত্বনিশ্চয়েন তস্যৈব সর্ব্বদেবপ্রিয়ত্বোক্তেঃ দ্বিঃস্বিন্নস্যৈব নরভক্ষ্যতো-ক্তেশ্চ ব্যতিরেকমুখেন দেবানামভক্ষ্যত্বপ্রতীতের্দেবমাত্রে ন দ্বিঃস্বিন্নান্নং নৈবেদ্যং দেয়মিতি প্রতীতেঃ। এবঞ্চ তাদৃশান্নভুগ্বিপ্রেণ ভোজন-কালেঽপি তাদৃশান্নং মৎস্যমাংসবৎ দেবেভ্যো নিবেদ্যৈব ভোজ্যং প্রাগুক্তবচনাৎ "দেবেভ্যো দত্ত্বৈব তত্রান্নং ভোক্তব্যমিতি" বদতা চ রঘুনন্দনেন তথৈব স্বীকৃতত্বাচ্চ। অতএব রঘুনন্দনেন হবিষ্যনিরূপণে "অন্যত্র স্বিন্নান্নে ন দোষ" ইতি বদতা ভোজন এব দোষাভাব ইতি প্রতিপাদিতম্।

কিঞ্চ স্বদত্তনৈবেদ্যস্য স্বয়ংভোজ্যতাবিধানেন আমান্ননৈবেদ্যদানে তস্য ভোজনাসম্ভবাদপি ন দেয়তা

"নৈবেদ্যঞ্চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্ভক্তিশালিনে" ইত্যাহ্নিকতত্ত্বধৃতপুর-শ্চরণচন্দ্রিকাবাক্যেন

"নিবেদিতং মদ্ভক্তায় দদ্যাদ্ভুঞ্জীত বা স্বয়ম্।

উদ্বাস্য চৈবং স্বে ধাম্নি তন্নিবেদিতমগ্রতঃ।

অন্নাদ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে"

ইত্যাহ্নিকতত্ত্বধৃতভাগবতবাক্যেন স্বদত্তস্য স্বভক্ষ্যতাবিধানেন

"অম্বরীষ! নবং বস্ত্রং ফলমন্নং রসাদিকম্।

কৃত্বা কৃষ্ণোপভোগ্যং তু সদা সেব্যং হি বৈষ্ণবৈঃ" ॥ ইতি

ব্রহ্মপুরাণে কৃষ্ণোপভোগ্যত্বকীর্ত্তনেন চ, তণ্ডুলস্য ভুথাঽসম্ভবা-

র্দ্দপি ন দেয়তা, সদেত্যুক্তেঃ তন্নৈবেদ্যভক্ষণস্য নিত্যত্বম্। তেনাপ্যাম-তণ্ডুলাদের্ন দেয়তা, দেয়তা চ আর্দ্রমুদ্গাদেস্তস্য ভক্ষণার্হত্বাদিতি ॥ যত্তু

- "যাবন্তস্তণ্ডুলাস্তত্র নৈবেদ্যার্থং প্রকল্পিতাঃ।

তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে" ॥

ইতি বচনম্, তদপি নৈবেদ্যার্থমিত্যভিধানাৎ সিদ্ধান্ননৈবেদ্যোপ-কারকতয়া তণ্ডুলানাং কল্পনাপরং ন তু তণ্ডুলনৈবেদ্যপরন্নর্থপদ-বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ন চ

"আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং পক্কমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে"

ইতি দুর্গোৎসবতত্ত্বধৃতবচনে শূদ্রস্বামিকামান্নে পক্কান্নধর্ম্মাতি-দেশেন শূদ্রেণ আমান্নদানেঽপি তস্য সিদ্ধান্নদানং সিধ্যেৎ তথাচ শূদ্রেণ সর্ব্বথা আমান্নদানাপত্তিরিতি বাচ্যম্, এতদ্বচনস্য শ্রাদ্ধস্থলে আমান্নে পক্কান্নাতিদেশপরত্বকল্পনাৎ।

"আপদ্যনগ্নৌ তীর্থে চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।

আমশ্রাদ্ধং দ্বিজৈঃ কার্য্যং শূদ্রেণ তু সদৈব হি" ॥

ইতি বচনে সদেত্যুক্তেঃ পক্কান্নেন কর্ত্তব্যবার্ষিকাদিশ্রাদ্ধমাত্রেঽপি শূদ্রস্যামান্নবিধানেন তদেকবাক্যতয়া এতদ্বচনস্য তৎপরত্বৌচিত্যাৎ তেন শূদ্রেণ বৃষোৎসর্গবৎ ব্রাহ্মণদ্বারাঽপি পক্কান্নেন শ্রাদ্ধং ন কার্য্যম্ আমান্নে পক্কান্নাতিদেশাৎ পক্কান্নশ্রাদ্ধসিদ্ধেরিতি মন্তব্যম্। সর্ব্ব-বিষয়পরত্বে শূদ্রামান্নভোজনে তৎপক্কান্নভক্ষণপ্রায়শ্চিত্তাপত্তেঃ বৃষোৎ-সর্গে চ পাকং বিনাপি আমান্নেন তত্রাধিকারিতা স্যাদিত্যেবং বহু-বিপ্লবাপত্তিঃ। কিঞ্চ বিষ্ণুপূজনে ষোড়শাদ্যুপচারমধ্যে নাক্ষতৈরর্চ্চ-য়েদিতি" অক্ষত সাধনত্বনিষেধাৎ পুষ্পপ্রতিনিধিত্বেনাপি ন তস্য তত্র সাধনতা তেনার্ঘ্যদানেঽপি যবা এব তৎপূজনে দেয়াঃ।

"আগচ্ছ নরসিংহেতি আবাহ্যাক্ষতপুষ্পকৈঃ" ইতি

আহ্নিকতত্ত্বধৃতনারদবাক্যাত্তু আবাহনার্থং তদ্গ্রহণে ন দোষ ইতি ভেদঃ।

"পুষ্পাক্ষতান্ সমাদায় পৃথক্ দেবান্ সমাহ্বয়েৎ"

ইতি দেবাবাহনে হস্তেন পুষ্পাক্ষতগ্রহণমাত্রবিধানেন তস্য পূজ-নানঙ্গত্বাৎ ত্যাগবোধকনমআদিশব্দোচ্চারণেন তত্তদ্দেবতোদ্দেশেন ত্যক্তদ্রব্যস্যৈব পূজাঙ্গত্বাৎ আবাহনার্থগৃহীতস্য চ তস্য নমআদিপদেন ত্যাগাভাবান্ন পূজাঙ্গতেতি নানুপপত্তিঃ। যদপি

"অন্নং পর্য্যুষিতত্বং ভাবদুষ্টং সহৃল্লেখং পুনঃসিদ্ধমামমৃজীষপক্বং কামমন্তর্দধ্না ঘৃতেন বাহভিঘারিতং ভুঞ্জীতেতি"

বশিষ্ঠবচনম্ তৎ ভুঞ্জীতেত্যুক্তেঃ স্বভোজনবিষয়ং ন তু নৈবেদ্যপরং তৎসূচকপদাভাবাৎ এতেন ঘৃতদধিসংযোগরূপসংস্কারেণামান্নস্য দেয়তে-ত্যুক্তিঃ পরাস্তা নৈবেদ্যে দেয়মান্নস্য তৎসংযোগমাত্রেণ শুদ্ধতায়াঃ কুত্রাপ্যনুক্তেঃ প্রত্যুত উক্তপাদ্মোত্তরখণ্ডে বিষ্ণুপূজনে আমান্নদান-নিষেধ এব, তস্য নৈবেদ্যবিষয়ে ঘৃতাদিসংযোগেন প্রতিপ্রসববোধক-বচনাভাবাৎ ন সামান্যভক্ষ্যবিষয়কবচনেন প্রতিপ্রসবো ভবিতুমর্হতি সমানবিষয়কত্বাভাবাৎ অন্তরভিঘারিতমিত্যুক্তেশ্চ প্রত্যেকাবৃত্তেঃ সমু-দায়াবৃত্তিত্বনিয়মেন প্রত্যেকমন্নমধ্যে দধিঘৃতাভিঘারণং বিনা ন ভক্ষ্য-মিতি প্রতিপাদনাদ্দধিঘৃতাদিসংযোগমাত্রেণ ন ভক্ষ্যতা ততশ্চ ইদানী-ন্তনৈতদ্দেশপ্রচলিতনৈবেদ্যস্য দধিঘৃতপ্লাবনাভাবেনাভক্ষ্যত্বাদপি ন দেয়তেতি সূক্ষ্মমীক্ষণীয়ম্। এবমামান্নে নিষিদ্ধে পক্বান্ননৈবেদ্যবিধায়-কানি তু সামান্যপ্রকরণীয়ানি বচনানি যথা। তত্র দুর্গোৎসবতন্ত্রে।

"পরমান্নং পিষ্টকঞ্চ কৃশরং যাবকং তথা।
মোদকং পৃথুকাদীনি কন্দুপক্বানি চোৎসৃজেৎ॥
হবিঃশাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করম্।
নিবেদয়েন্মহাদেব্যৈ সর্ব্বাণি ব্যঞ্জনানি চ"॥ ইতি

কালিকাপুরাণবচনম্ মহাদেব্যা ইত্যুপলক্ষণমাকাঙ্ক্ষায়াস্তুল্যত্বা-দিত্যন্যত্র রঘুনন্দনঃ

"অপর্য্যুষিতপক্বানি দাতব্যানি প্রযত্নতঃ।

খণ্ডাজ্যাদিকৃতং পক্কং নৈব পর্য্যুষিতং তথা”॥ বরাহপুরাণম্।

“হবিষা সংস্কৃতা যে চ যবগোধূমশালয়ঃ॥

তিলমুদ্গাদয়ো মাষাঃ ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ”॥ বামনপুরাণম্।

“অন্নেন সুমনোভিশ্চ গন্ধধূপৈঃ প্রদীপকৈঃ।

গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বগৃহে গৃহদেবতাঃ॥ ইতি

আহ্নিকতত্ত্বধৃতং দেবলবচনঞ্চ। নিরুপপদান্নশব্দস্য “স্বিন্নমন্নমুদাহৃতমিতি” পারিভাষিকস্বিন্নান্নপরত্বাৎ “ভক্তমন্ধোঽন্নমোদনোঽস্ত্রী-ত্যমরোক্তেশ্চ ওদনস্যৈব দেয়তা। কিঞ্চ “হবিষা সংস্কৃতা যে চ” ইতি বচনে সংস্কারপদার্থঃ পাকরূপসংস্কার এব। “সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চে”ত্যাদি স্থলে সংস্কারপদস্য পাকার্থত্বপ্রসিদ্ধেঃ সংযোগমাত্রপরত্বে হবিষা সংযুতা ইত্যেবাভিদধ্যাৎ ন চ তথাঽভ্যধায়ি।

“গুড়খণ্ডঘৃতানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাঞ্চ নিবেদনে।

ঘৃতেন পাচিতানাঞ্চ তেষাং শতগুণং ফলম্”॥ ইতি

আহ্নিকতত্ত্বধৃতশিবপুরাণবচনে ঘৃতেন পাচিতানামিত্যুক্তেস্তদেক-বাক্যতয়ৈব ঘৃতপক্কতাপরত্বৌচিত্যাচ্চ অন্যথা নানাশ্রুতিকল্পনা স্যাৎ এবং সিদ্ধান্নং নৈবেদ্যং দেয়মিতি স্থিতে তত্র বর্ণবিশেষে বিশেষস্তাবদভিহিতঃ দুর্গোৎসবতত্ত্বে “গঙ্গাবাক্যাবল্যাম্ এবং ত্রৈবর্ণিকেন সিদ্ধান্নং নৈবেদ্যং দেয়ং দ্বিজশুশ্রূষারতেন চেতি ব্যবস্থাপ্য “তত্র তৎ-প্রমাণতয়োপন্যস্তম্।

“ত্রিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যম্ পাকভোজনমেব চ।

শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বরাননে!”। ইতি বরাহপুরাণম্।

এতচ্চ কলীতরপরমিতি বদতা দুর্গোৎসবতত্ত্বে রঘুনন্দনেন দ্বিজ-শুশ্রূষারতস্যাপি শূদ্রস্য স্বয়ম্পাকং নিষিধ্য তত্র চ প্রমাণমুপন্যস্য ব্রাহ্মণদ্বারা পকান্নং শূদ্রেণ ব্রাহ্মণদ্বারা নৈবেদ্যং দেয়মিতি ব্যবস্থাপি-তম্ যথা

"ততশ্চ শূদ্রকর্ত্তৃকত্বয়োঃসর্গাদৌ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকচরুপাকবৎ ব্রাহ্মণ-দ্বারা পকান্ননৈবেদ্যানি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি"

ন চ "আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্কমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে" ইতি বচনাৎ শূদ্রপক্কস্যোচ্ছিষ্টতয়োক্তের্ন দেয়তেতি বাচ্যম্, রঘুনন্দনেন এতদ্বচন-মুত্থাপ্য "ইদং স্বয়ংপাকবিষয়মিতি" ব্যবস্থাপিতত্বাৎ। এতেন স্মার্ত্ত-শিরোমণিনা কেনচিদুক্তবাক্যস্য কন্দুপক্কবিষয়তায়া উক্তির্নিরস্তা ব্রাহ্মণ-দ্বারেতিপর্য্যন্তানুধাবনস্য ব্যর্থত্বাপত্তেঃ কন্দুপক্বাদীনাং শূদ্রেণ স্বয়-মপি পক্বানাং দানস্য ব্যবস্থাপনাৎ। ন চ জলোপসেকং বিনা পাক-বিষয়মিদমিতি বাচ্যং তথা সঙ্কোচে প্রমাণাভাবাৎ দৃষ্টান্তে চরুপাকে জলোপসেকস্য বিধানেন দার্ষ্টান্তিকেঽপি জলোপসেকস্যার্থতঃ সিদ্ধ-ত্বাৎ জলোপসেকং বিনা শূদ্রকর্ত্তৃকপক্কস্যাপি অনিষিদ্ধতয়া ব্রাহ্মণ-দ্বারেতি পর্য্যন্তানুধাবনস্য ব্যর্থত্বাপত্তেশ্চ। নচ বঙ্গদেশে আচারা-ভাবান্ন সিদ্ধান্নস্য শূদ্রেণ দেয়তা, দেয়তা চ সর্ব্ববর্ণৈরামান্নস্যৈবেতি বাচ্যম্ শাস্ত্রাবিরুদ্ধাচারস্যৈব ধর্ম্মে প্রমাণতয়া তদ্বিরুদ্ধস্যাচারস্য ধর্ম্মে প্রামাণ্যাভাবাৎ। সিদ্ধতণ্ডুলপক্বান্ননৈবেদ্যদানাচরণবৎ তস্যানাচার-ত্বস্যৈব কল্পনাৎ।

ভটপল্লীনবদ্বীপপ্রভৃতিপ্রসিদ্ধব্রাহ্মণসমাজেষু বিষ্ণুপূজনে তণ্ডুল-নৈবেদ্যদানাচরণাভাবাচ্চ ন তস্য সকলশিষ্টানুমোদিতত্বম্। অতঃ তাদৃশাচারস্যানাচারতয়ৈব শিষ্টৈর্ন গ্রাহ্যতা তথাচ প্রাগুক্তবচননিচয়-বিরোধিবিষয়ে আচারস্য ন প্রামাণ্যং তদলাভে এব তস্য প্রামাণ্যাৎ তথাচ শাস্ত্রালাভ এবাচারাদ্ধর্ম্মনির্ণয়ঃ কর্ত্তব্যঃ যথাহ

"লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ।

তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্"। ইতি বশিষ্ঠসংহিতায়াম্

"ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।

দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ"। ইতি মহাভার-তীয়ানুশাসনপর্ব্বণি।

"ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে"। ইতি স্কন্দপুরাণে।
"স্মৃতের্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ"। ইতি বিধানপারিজাতধৃতস্মৃতৌ চ।

এভির্বচনৈঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধদেশাচারস্যানমুষ্ঠানরূপা প্রামাণ্যম্। অতশ্চতুর্ব্বেদভাষ্যকৃদ্ভির্মাধবাচার্য্যৈঃ অধিকরণমালায়াং "বিরোধে ত্বনপেক্ষমসতি হ্যনুমানমিতি" জৈমিনীয়ন্যায়মনুসৃত্য শাস্ত্রবিরোধে শিষ্টাচারস্যাপ্রামাণ্যমিতি ব্যবস্থাপ্য মাতুলকন্যাপরিণয়রূপদাক্ষিণাত্যশিষ্টাচারস্যাপ্রামাণ্যোদাহরণতয়া উপন্যাসঃ কৃতঃ। কিঞ্চ ব্রহ্মাবর্ত্তাদিদেশমভিধায়

"তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে"॥ ইতি মনুনা তদ্দেশীয়পারম্পর্য্যক্রমাগতাচারস্যৈব সদাচারত্বং প্রতিপাদিতম্। ন চ তদ্দেশে আমান্ননৈবেদ্যাচারঃ অণুমাত্রেণাস্তি যেন তদাচারদৃষ্ট্যা স্মৃতেরনুমেয়তা স্যাদতঃ বঙ্গদেশীয়ানাং কেষাঞ্চিদীদৃশাচারঃ কেবলমনাচার এবেতি চ।

শ্রীহরিঃ শরণম্।
শ্রীতারানাথশর্ম্মণাম্।

১১শ ব্যবস্থার অনুবাদ।

তণ্ডুলরূপ আমান্নের নৈবেদ্য দিয়া শূদ্রেরও বিষ্ণুপূজা করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু সকলবর্ণেরই আর্দ্র মুদ্গ প্রভৃতি আমান্নের ও ফল প্রভৃতির নৈবেদ্য দিয়া উক্ত পূজা করা কর্ত্তব্য। এবং দ্বিজাতিমাত্রেই স্বয়ং পাককরা এবং শূদ্র ব্রাহ্মণদ্বারা পাককরা (দুইবার সিদ্ধকরা ভিন্ন) অন্নের নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করিতে পারে ইহা জ্ঞানবানের মত।

অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুর এবং কেতকী দ্বারা শিবের অর্চ্চনা করিবেক না। দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গার এবং তুলসী দ্বারা গণেশের পূজা করিবেক না।

তিথিতত্ত্বধৃতজ্ঞানমালাতন্ত্রের ঐ বচন ইহার প্রমাণ। উক্ত বচন পুষ্পের অভাবে প্রতিনিধীভূত আতপতণ্ডুলের নিষেধ বিধায়ক বলিয়া প্রতিপাদনকরা হইতে পারে না যেহেতু নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার যে কোনও উপচার কি অঙ্গ প্রাপ্ত তণ্ডুলের নিষেধ বিধায়ক ঐ বিধিবচনের অর্থে তথাবিধ সঙ্কোচ করার পক্ষে কোনও প্রমাণ নাই এবং পুষ্পস্থানীয় তণ্ডুলের যেমন নিষেধ, নৈবেদ্যে প্রাপ্ত তণ্ডুলের সেই নিষেধই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এবং বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্যস্বরূপে তণ্ডুলরূপ আমান্নের নিষেধ পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে উক্ত আছে। যে,

উদারাশয় বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধতণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দগ্ধ পদার্থ গোবিন্দ পূজায় পরিত্যাগ করিবেক। হরিপূজনেও আমান্ন নৈবেদ্য বর্জ্জন করিবেক॥

ইহাতে অপক্ক মুদ্গ চণক প্রভৃতি আমান্ন মধ্যে পরিগণিত থাকাতে আমান্ন বর্জ্জনে উহাদিগের বর্জ্জন করার আপত্তি করা হইতে পারে না। স্কান্দপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় বচনে "চণক ব্রীহি গোধূম ধান্য মুদ্গ তিল ও যব প্রভৃতিকে বিবিধ অন্ন" বলিয়া যদিও নির্দ্দিষ্ট আছে এবং উহাদিগের অপক্কতাদশায় উহাদিগকে আমান্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় বটে কিন্তু নৈবেদ্যে আমতণ্ডুলনিষেধবচনের স্থলে কি প্রকরণে "স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নং" এই তণ্ডুলপদের সাহচর্য্যে ঐ স্থলে আমান্নপদে আমতণ্ডুল অর্থই অবধারিত হইতেছে এবং ইহার সহিত একবাক্যতা রক্ষা প্রযুক্ত "অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না" এই বচনে অক্ষতপদে তণ্ডুলই বুঝাইতেছে নতুবা অক্ষত শব্দের শাস্ত্রসম্মত যব অর্থই প্রতীত হইত॥ "অক্ষতপদে যব বুঝায়" এই বচন শ্রাদ্ধপ্রকরণের বলিয়া কেবল শ্রাদ্ধস্থলেই

অক্ষতশব্দে যব বুঝাইবেক "উহাতে যব দ্বারা হোম করিবেক এবং যব দ্বারা বিষ্ণুর সম্যক অর্চ্চনা করিবেক" ব্রহ্ম-পুরাণীয় এই বচনে যব দ্বারা বিষ্ণুপূজার বিধান আছে, সুতরাং আম যবান্ন দেয়ায় কোনও দোষ নাই, এইরূপ সর্ব্বত্র আমান্ন-নিষেধবচনে আমান্নশব্দে আমতণ্ডুলই বুঝাইবেক। আরযে সকল বচনে আমান্ন প্রদানের বিধি আছে সে সকল বচন তণ্ডুল ব্যতিরিক্ত আমান্নবিষয়ক বা বিষ্ণুব্যতিরিক্ত অঙ্গদেবতার পূজা-বিষয়ক বলিয়া মীমাংসা করিলেই সকল সামঞ্জস্য হইবেক॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৩ অঙ্কিত।

"গন্ধ পুষ্পসমূহ অক্ষত মালা ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা যথাবিধি অঙ্গদেবতাসহিত হরির পূজা করিয়া স্তবোচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করিবেক" এই শ্লোকে অক্ষত দ্বারা হরিপূজার বিধান দেখিয়া কোনও দ্বৈধভাবের সম্ভাবনা নাই যেহেতু "অক্ষতের ব্যবহারতিলকরচনাস্থলে পূজাবিষয়ে নহে" এই ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীধরস্বামী অক্ষতের (আতপতণ্ডুলের) তিলকাঙ্গবিষয়তার স্পষ্ট বিধান কহিয়াছেন এবং অক্ষত দ্বারা পূজানিষেধের প্রমাণস্থলে "অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুর এবং কেতকী দ্বারা শিবের পূজা করিবেক না" এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। গন্ধ মাল্যের সহিত অক্ষতপদ বিন্যস্ত থাকায় তিলকবিষয়ে ঐ অক্ষতের ব্যবহার বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। নৈবেদ্যবিষয়ে উহার ব্যবহার করা অভিপ্রেত হইলে ধূপ প্রভৃতি উপচারের মধ্যে পঠিত হইত। যখন সেইরূপ পাঠ নাই তখন উহা পূজার অঙ্গ নহে। বস্তুতঃ অক্ষতপদে ঐ স্থলে অমৃষ্ট কিম্বা অনুপহত অর্থ করিয়া স্রক্‌শব্দের বিশেষণ বলিয়া মীমাংসা করিলে কোনও বিরোধের আশঙ্কাই থাকে না। ক্রমসন্দর্ভে জীবগোস্বামী এবং সারার্থদর্শিনীতে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঐ রূপ ব্যাখ্যা করিয়া উহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"যে ভাবে প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে পারা যায় সেই রূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়াই দ্রব্যসামগ্রী সকল দেবতা প্রভৃতিকে অর্পণ

করিবেক”। কালিকাপুরাণের এই বচনে আহার করিবার যোগ্য ভাবে প্রস্তুত করা দ্রব্যসামগ্রীর দান বিধান থাকায় ভোজনের অযোগ্য আম তণ্ডুল দেয়া কর্ত্তব্য নহে। আর "ভক্ষণের অযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী নৈবেদ্যে দিবেক না এবং ছাগী ও মহিষীর ক্ষীর যদিও স্থলবিশেষে ভক্ষ্য বটে কিন্তু উহাও নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ।" অভক্ষ্য বস্তু নৈবেদ্যে দেওয়ার বিষয় বিষ্ণুসংহিতায় নিষেধ থাকায় এবং "পুরুষে যে ভাবে প্রস্তুত যে দ্রব্য ভোজন করে তাহাদিগের দেবতারাও ঐ ঐ ভাবে প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্য আহার করেন" অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের এই বাক্যে এবং "ইহাতে স্বয়ং ভোজন করিতে পারা যায় এই রূপ অন্ন প্রভৃতি দেওয়া কর্ত্তব্য" আহ্নিকতত্ত্বে রঘুনন্দনের এই সিদ্ধান্তে আপন আপন আহার করিবার যোগ্যভাবাপন্ন দ্রব্যসামগ্রীরই দানের বিধান স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে॥ আহারের অযোগ্য আম তণ্ডুল দেয়া সম্ভব হয় না॥

দেবতাকে আম তণ্ডুল অর্পণ করিয়া অনন্তর উহা পাক করিয়া ভোজন করিবেক এই কল্পনা কোনও মতে ন্যায়ানুগত হইতে পারে না যেহেতু ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় বচনে নিষেধ আছে যে "হরিভক্ত শূদ্রও যদি প্রসাদী নৈবেদ্য ভোজনে উৎসুক হয় তবে ভগবানকে আমান্ন দিয়া পাক করিয়া খাইবেক না"। এই বচনে "শূদ্রোঽপি" অর্থাৎ শূদ্রও এই কথা বলাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারাও আমান্ন অর্পণ করিয়া পাক করিয়া খাইবেক না। শূদ্রও হরিকে আম (কাঁচা) অন্ন (চাউল) অর্পণ পূর্ব্বক পাক করিয়া খাইবেক না, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং হরিকে আমান্ন অর্পণ করিয়া পাক করিয়া স্বয়ং ভোজন করা কাহারও পক্ষে বিধেয় নহে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন অর্পণ করিলে সকল জাতির পক্ষেই প্রসাদী নৈবেদ্য ভোজন সিদ্ধ হইতেছে। আর দেখ হরিকে আমান্ন দিয়া স্বয়ং পৃথক্ অন্ন পাক করিয়া বা করাইয়া আহার করিলে যে দোষ হয় তাহা পদ্মপুরাণ-

বচনে “হরিকে আমান্ন দিয়া স্বয়ং পকান্ন আহার করিলে বিষ্ঠার কৃমিরূপে ষাটিহাজার বৎসর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবেক” এইরূপ দোষের উল্লেখ থাকায় স্বয়ং ভোজন করিবার কারণ যাদৃশ অন্ন প্রস্তুত করিবে তাদৃশ অন্নই হরিকে অর্পণ করিতে হইবেক ইহাই প্রতিপন্ন হইল॥ কল্পতরুধৃত বচনে উল্লেখ আছে যে “পাক করাইবার কারণ ব্রাহ্মণকে সমর্পিত তণ্ডুল ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করান হইলে ঐ অন্ন ভোজনের অযোগ্য হয়”। ইহাতে আপনার ভোজনের কারণ ব্রাহ্মণ কর্তৃক পাক করার নিষেধই বুঝাইতেছে। যেহেতু কল্পতরুর ব্যাখ্যানে “উপক্ষেপেণ ধর্ম্মেণ” পদে “শূদ্রস্বামিক অন্নের পাক কারণ ব্রাহ্মণ গৃহে সমর্পণ” এই অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে অতএব নৈবেদ্যের কারণ স্বগৃহে ঐ প্রকার পাক করাইতে কোনও দোষই নাই।

স্বিন্ন তণ্ডুলের (সিদ্ধ চাউলের) পাক করা অন্নের নৈবেদ্য সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ হইলে যদি বল যে “দেশবিশেষে শুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত চিপিটক এবং দুইবার সিদ্ধ করা অন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ তণ্ডুলান্ন ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে ভোজন কি নিবেদনে অত্যন্ত প্রশস্ত নহে?” ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় গণেশখণ্ডের ২১ অধ্যায়ের এই বচনের কি গতি হইবেক? ইহাতে বক্তব্য এই যে পূজা ব্যতিরিক্ত স্থলে নিবেদনবিষয়ক বলিয়া উহার অর্থগ্রহ কর। বঙ্গ প্রভৃতি দেশবিশেষে বহু বহু ব্রাহ্মণেরও সিদ্ধতণ্ডুলের পাক করা অন্নের ভোজন আচারে দেখা যায় এবং ভোজন কালে উপস্থিত আপনার ভোজ্য দ্রব্য নিবেদন করিবার বিধান আছে। “মৎস্য মাংস প্রভৃতি যে কিছু দ্রব্য হউক নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবেক না। বিষ্ণুকে অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাসমান ও জল মূত্রসমান হয়” এই বচনে এবং “তাহাদিগের দেওয়া দ্রব্য উহাদিগকে প্রদান না করিয়া যে ব্যক্তি আহার করে সে ব্যক্তি চোর”॥ এই গীতাবচন দ্বারা ভোজন কালে উপস্থিত অন্নের

নিবেদন বিধান থাকায় পূজাঙ্গ ব্যতিরিক্ত স্থলে নিবেদন-পর বলিয়া উহার মীমাংসা করা বিধেয়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় বচনে "গোবিন্দের পূজায়" এই কথা উক্ত হওয়ায় বিষ্ণু ভিন্ন দেবতার পূজাঙ্গভূত নৈবেদ্যবিষয়ক বলিয়া কল্পনা করাও ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। যেহেতু

"অর্দ্ধসিদ্ধ করা অন্ন প্রেতভক্ষ্য, সুসিদ্ধ অন্ন দেবতাদিগের সম্মত, দুই বার সিদ্ধ করা অন্ন মনুষ্যের ভক্ষণের যোগ্য, তিনবার সিদ্ধ করা অন্ন ব্রাহ্মণের গর্হিত"। বৃহদ্ধর্ম্মোত্তর পুরাণের বচনে দুইবার ও তিনবার সিদ্ধ এই পদের সাহচর্য্যে সুস্বিন্নপদে এক, বার সিদ্ধ করা অন্নকেই নিঃসংশয় বুঝাইতেছে। ঐ অন্ন সকল দেবতার প্রিয় বলায় এবং দ্বিঃস্বিন্ন অন্নকেই নরভক্ষ্য বলায় ব্যতিরেকমুখে দ্বিঃস্বিন্ন অন্ন দেবতাদিগের অভক্ষ্য বলিয়া প্রতীতি হওয়ায় দেবতামাত্রকেই দ্বিঃস্বিন্ন অন্ন দেওয়া বিধেয় নহে ইহাই প্রতীত হইতেছে॥ এবং ঐ দ্বিঃস্বিন্ন অন্ন ভোজনকারী ব্রাহ্মণের ভোজন কালেও তাদৃশ অন্ন মৎস্য মাংসের ন্যায় দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়াই ভোজন করা উচিত। ইহার প্রমাণবচন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "দেবতাদিগকে দিয়াই অন্ন ভোজন করিবেক" রঘুনন্দনের এই কথা বলাতেই উহা সেইরূপই স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব "হবিষ্য ভিন্ন স্থলে স্বিন্ন তণ্ডুলের অন্নে দোষ নাই" এই কথা হবিষ্যনিরূপণস্থলে বলিয়া সিদ্ধ তণ্ডুলান্নের ভোজন বিষয়ে কোনও দোষ নাই ইহা রঘুনন্দন প্রতিপাদন করিয়াছেন॥

আর দেখ স্বদত্ত নৈবেদ্য আপনাকে ভোজন করিতে হয় এই বিধান থাকায় আমাদের নৈবেদ্য অর্পণ করিলে উহা কোনও মতেই ভোজন করা যাইতে পারে না সুতরাং নৈবেদ্যে আমান্ন দেওয়া যাইতে পারে না॥ আহ্নিকতত্ত্বধৃত পুরশ্চরণচন্দ্রিকাবাক্য এই যে "ঐ নৈবেদ্য তাঁহার ভক্তিশালী ব্যক্তিকে দিয়া আপনি উপভোগ করিবেক"। এবং ঐ আহ্নিকতত্ত্বধৃত ভাগবতবাক্য

এই যে “আমাকে নিবেদিত দ্রব্যসামগ্রী আমার ভক্তকে দিবে কিম্বা স্বয়ং ভোজন করিবেক। পূজানন্তর দেবতাকে স্বধামে উদ্বাসিত করিয়া সকল কামনা সিদ্ধির কারণ ও আপনার শুদ্ধি কামনায় সেই নিবেদিত দ্রব্যসামগ্রী অগ্রে আপনি ভোজন করিবেক”॥

ইহাতে স্বদত্ত নৈবেদ্যের নিজে ভোজন করিবার বিধান থাকায় এবং ব্রহ্মপুরাণে “হে অম্বরীষ! বৈষ্ণবেরা নূতন বস্ত্র কি ফল কি অন্ন কিম্বা রস প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া আপনারা সর্ব্বদা উপভোগ করিবেক”। কৃষ্ণোপভোগ্য বলিয়া এই নির্দ্দেশ আছে তণ্ডুলের সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই অতএব উহা দেয় হইতে পারে না। আর সর্ব্বদা এই কথা বলায় সেই নৈবেদ্য ভক্ষণের নিত্যতা বিধান করা হইয়াছে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইল যে আমতণ্ডুল প্রভৃতি নিবেদন করিবার যোগ্য পদার্থ নহে আর্দ্র মুদ্গা প্রভৃতিই নিবেদন করিবার যোগ্য পদার্থ যেহেতু আর্দ্র মুদ্গা প্রভৃতি নিবেদন করিলে উহা ভোজন করিতে পারা যায়॥ আর “নৈবেদ্যার্থ যতও পরিমাণে তণ্ডুল কল্পনা করা হয় তাবৎসংখ্যক সহস্র বৎসর বিষ্ণুলোকে সমৃদ্ধিশালী হয়”। এই বচনে নৈবেদ্যার্থ পদ থাকায় সিদ্ধ করিয়া অন্নের নৈবেদ্য বিষয়ে উপকারক বলিয়া তণ্ডুলের কল্পনা করার কথা বলা হইয়াছে। নতুবা তণ্ডুলনৈবেদ্য বলিবার অভিপ্রায় হইলে অর্থ পদের ব্যর্থ প্রয়োগ হইয়া পড়ে॥

যদি বল দুর্গোৎসবতত্ত্বধৃত বচনে উল্লেখ আছে যে “শূদ্রের আমান্নকেই পক্বান্ন আর পক্বান্নকেই উচ্ছিষ্ট বলা যায়”। অতএব শূদ্রস্বামিক আমান্ন পক্বান্ন বলিয়া অতিদিষ্ট হওয়া প্রযুক্ত শূদ্র আমান্নদান করিলেও উহার সিদ্ধান্নদানই সিদ্ধ হইতেছে সুতরাং শূদ্রের সর্ব্বথাই আমান্নদান কর্ত্তব্য এই আপত্তি হইতে পারে। ইহাতে বক্তব্য এই যে উক্ত বচন দ্বারা শূদ্রের শ্রাদ্ধস্থলেই আমান্নে পক্বান্নের অতিদেশ কল্পনা করা হইয়াছে।

"আপৎকালে অগ্নির অভাবে তীর্থস্থলে এবং চন্দ্রের কি সূর্য্যের গ্রহণে দ্বিজদিগের আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য আর শূদ্রের সর্ব্বদাই আমশ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য" এই বচনে "সর্ব্বদা" এই কথা বলায় পকান্ন দ্বারা কর্ত্তব্য বার্ষিক প্রভৃতি শ্রাদ্ধমাত্রেই শূদ্রের আমান্ন বিধান থাকায় পূর্ব্বোক্ত পকান্নাতিদেশক বাক্যের সহিত একবাক্যতায় এই বচনকে পকান্নের অতিদেশ বলিয়া ব্যাখ্যান করাই উচিত হয়। তাহাতে বৃষোৎসর্গস্থলে শূদ্রে যেমন ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নে কার্য্য নিষ্পত্তি করিয়া থাকে সেই-রূপ ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নেও শ্রাদ্ধ করিবেক না যেহেতু শূদ্রের বিষয়ে শ্রাদ্ধ স্থলেই আমান্নে পকান্নের অতিদেশ বিধান আছে সুতরাং আমান্ন দ্বারা পকান্নশ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় ইহাই মান্য করা কর্ত্তব্য ও বিধেয়॥ শূদ্রের আমান্নে পকান্ন অতিদেশ বিধি, সকল বিষয়ে স্বীকার করিলে, শূদ্রের আমান্ন ভোজন করিলে উহার পকান্নই ভোজন করা হয় এবং ঐ আমান্ন ভোজনে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ যে শূদ্রপকান্ন ভোজন তাহাই সিদ্ধ হইয়া পড়ে সুতরাং শূদ্রপকান্ন ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আর বৃষোৎসর্গেও পাক ব্যতিরেকে আমান্ন দ্বারাই উহাতে অধিকার লাভ করিতে পায় এইরূপ অনেক বিপ্লব হয়। সুতরাং শ্রাদ্ধ স্থলেই শূদ্রের আমান্নে পকান্ন অতিদেশ সর্ব্বত্র নহে, এই স্থির-সিদ্ধান্ত অবলম্বন না করিলে ঐ সকল অনর্থ ও বিরোধের মীমাংসা হইবার আর উপায়ান্তর নাই॥

কিন্তু অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) দ্বারা পূজা করিবেক না এই নিষেধ থাকা প্রযুক্ত বিষ্ণুপূজার ষোড়শ উপচার মধ্যে অক্ষত দ্বারা পূজাঙ্গ সাধন একবারেই নিষিদ্ধ হইতেছে। অতএব পুষ্পপ্রতি-নিধি রূপেও অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুপূজা হইতে পারে না। তন্নিমিত্ত বিষ্ণুপূজায় অর্ঘ্যদানে তণ্ডুল না দিয়া যবই দেওয়া বিধেয়।

"হে নরসিংহ আগচ্ছ (আগমন করুন) এই বলিয়া অক্ষত ও পুষ্প দ্বারা আবাহন করিয়া" আহ্নিকতত্ত্বধৃত এই নারদবাক্য

দ্বারা বিষ্ণুর আবাহন কারণ অক্ষত গ্রহণে কোনও দোষ হয় না এই মাত্র ভেদ। “পুষ্প ও অক্ষত লইয়া দেবতাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ আহ্বান করিবেক” এই বচন দ্বারা দেবতার আবাহনে হস্ত দ্বারা পুষ্প ও অক্ষত গ্রহণ মাত্রের কেবল বিধান থাকায় উহা পূজাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যেহেতু ত্যাগার্থবোধক নমঃ প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক সেই সেই দেবতার উদ্দেশে ত্যক্ত দ্রব্যই পূজাঙ্গ রূপে গ্রাহ্য হয়। আবাহনের কারণ গৃহীত অক্ষতের বিষয়ে নমঃ আদি শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ত্যাগ করা নাই সুতরাং আবাহনার্থ গৃহীত অক্ষত পূজাঙ্গ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। অতএব উহাতে কোনও আপত্তিও রহিল না॥

আর বশিষ্ঠবাক্যে “পর্য্যুষিত, ভাবদুষ্ট, বিচিকিৎসিত, পুনঃসিদ্ধ, আম এবং ভর্জ্জনপাত্রপক্ব এই ছয় প্রকার অন্ন যথেষ্ট দধি কিম্বা ঘৃতের দ্বারা অন্তরে প্রবেশ হয় এই মত প্রচুর রূপে সেচন করিয়া ভোজন করিবেক” এই বিধানে ভোজন করিবেক বলায় স্বীয় ভোজন বিষয়েই ঐ বিধি, নৈবেদ্য বিষয়ে নহে। নৈবেদ্যে দেয়া অর্থের প্রতীতি হয় এইরূপ পদও নাই সুতরাং ঘৃত দধি সংযোগ রূপ সংস্কার পূর্ব্বক আমান্ন দেয়ার কথাই বলা যাইতে পারে না। নৈবেদ্যে দেয় আমান্নে যে ঘৃত দধি সংযোগমাত্রেই শুদ্ধ হইবেক কোথায়ও তাহার প্রমাণ বচন নাই। প্রত্যুত পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় বচনে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে বিষ্ণুপূজায় আমান্ন দানের নিষেধই স্পষ্ট আছে। নৈবেদ্যবিষয়ক আমান্নে ঘৃতাদি সংযোগ করিলে যে দেয় হইতে পারে এমন প্রতিপ্রসব বচনও নাই। সামান্য ভক্ষ্যবিষয়ক বচন দ্বারা নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ আমান্নের পুনর্বিধান হইতে পারে না যেহেতু ইহা ভোজনের যোগ্যতার প্রতিপাদক বিধি বচন, আর তাহা নৈবেদ্যে দেয় বিষয়ক নিষেধ বচন। নৈবেদ্যে দান ও স্বীয় ভোজন উভয় ভিন্ন বিষয়, সমান বিষয়ক হইলে প্রতিপ্রসবের সম্ভাবনাও হইত। আর অন্তরে

অভিঘারিত (সিক্ত) বলাতে প্রত্যেক ঐ আবৃত্তি দ্বারা সমুদয় আবৃত্তির নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক অন্নমধ্যে দধি কিংবা ঘৃতের সেচন ব্যতিরেকে ভক্ষণের অযোগ্য ইহা প্রতিপন্ন হওয়াতে দধি ঘৃত সংযোগ মাত্রে তাহা ভক্ষণযোগ্য হইতে পারে না। ইহাতে এতদ্দেশপ্রচলিত ইদানীন্তন নৈবেদ্যে আমান্নদ্রব্য দধি ঘৃত দ্বারা আপ্লাবিত না করাতে অভক্ষ্যই রহিতেছে সুতরাং উহা নৈবেদ্যে দেয় বলিয়া মনেও কল্পনা করিতে পারা যায় না ইহা সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করা উচিত। এইরূপে আমান্ন নিষিদ্ধ বলিয়া স্থির হইলে পকান্ন নৈবেদ্য বিধায়ক সাধারণ প্রকরণীয় যে সকল বচন আছে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে দুর্গোৎ-সবতত্ত্বধৃত কালিকাপুরাণের বচন "পরমান্ন, পিষ্টক, কৃশর, (খিচরি) যবান্ন, মোদক, (মোয়া) চিপিটক প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গ করিবেক"। উত্তম ঘৃত শর্করা যুক্ত হৈমন্তিক তণ্ডুলের অন্ন, যবের পরমান্ন এবং পায়সান্ন এই হবিরন্ন সকল এবং সমস্ত ব্যঞ্জন মহাদেবীকে নিবেদন করিবেক"। ইহা মহাদেবীকে দিবে বলা উপলক্ষ মাত্র বিষ্ণু প্রভৃতির নিবেদনেও প্রতীতি হইবেক। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আকাঙ্ক্ষার তুল্যতা হেতু দিয়া অপর স্থলেও ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আহ্নিকতত্ত্বধৃত বরাহ-পুরাণ বামনপুরাণ ও দেবল বচন যথা—"অপর্য্যুষিত পাককরা দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক দেবতাকে অর্পণ করিবেক ঘৃত শর্করা দ্বারা পাক-করা দ্রব্য কদাচ পর্য্যুষিত হয় না"॥

বামনপুরাণে যথা।

যব, গোধূম, হৈমান্তিক ধান্য, তিল, মুদ্গ, উরিদ ও শরদ্ধান্য, এবং চণক প্রভৃতি ধান্য এই সকলের ঘৃতপকান্ন হরির প্রিয়।

গৃহস্থ ব্যক্তি নিজগৃহে গৃহদেবতাকে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ এবং অন্ন দ্বারা নিত্য পূজা করিবেক।

এই শেষ বচনে অন্ন শব্দের পূর্ব্বে কোন উপপদ নাই "সিদ্ধ করিলে (ভাত) অন্ন কহা যায়" এই পরিভাষা আছে এবং

"ভক্ত অন্ধঃ অন্ন ওদন" এই এক পর্য্যায় মধ্যে অমরকোষ অভি-ধানে উল্লিখিত আছে সুতরাং সিদ্ধ করা ওদনই দেওয়া বিধেয় হইতেছে ॥

কিন্তু "হবিষা সংস্কৃতা" এই বচনে সংস্কার পদে পাকরূপ সংস্কার এই অর্থই প্রতীত হইবেক ":সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ" ইত্যাদি-স্থলে সংস্কার পদে পাকরূপ অর্থ প্রসিদ্ধই আছে, সংযোগরূপ অর্থ অভিপ্রেত হইলে "সংযুতাঃ" এই পদ প্রয়োগ থাকিত সংযোগ অর্থ অভিপ্রেত নহে। সুতরাং সংযুতাঃ পদ প্রযোগ না করিয়া সংস্কৃতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আহ্নিকতত্ত্বধৃত শিবপুরাণের

"গুড় খণ্ড ঘৃত প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যের নিবেদনে যে ফল। ঘৃত দ্বারা পাক করা দ্রব্য সকলের নিবেদনে তাহার শতগুণ ফল"॥

এই বচনে "পাচিত" (পাক করা) এই কথার সহিত এক বাক্যতা প্রযুক্ত হবিষা সংস্কৃতা পদে ঘৃত দ্বারা পাক করা এই অর্থ গ্রহণ করাই উচিত অন্যথা নানা শ্রুতি কল্পনা হইয়া উঠে॥

এক্ষণে পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া স্থির হইলে বর্ণ বিশেষে তাহার বিশেষ বিধান যথা দুর্গোৎসবতত্ত্বে গঙ্গাবাক্যা-বলীবচন যে "এইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নিজের পাক করা অন্নের এবং দ্বিজসেবাপরায়ণ শূদ্রও নিজের পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দিবেক"। এই ব্যবস্থার প্রমাণ স্বরূপে বরাহ-পুরাণের এই বচন

"হে বরাননে! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের পরস্পর পাক ভোজন এবং শুশ্রূষাপরায়ণ শূদ্রেরও পাক ভোজন করা কর্ত্তব্য"॥

উদ্ধৃত করিয়া উহা কলীতর বিষয়ক বলিয়া মীমাংসা পূর্ব্বক ঐ দুর্গোৎসবতত্ত্বেই দ্বিজশুশ্রূষারত হইলেও শূদ্রের স্বয়ং পাক নিষেধ করিয়া উহাতে প্রমাণ উপন্যাস পূর্ব্বক শূদ্র ব্রাহ্মণ

দ্বারা পাক কারা অন্নের নৈবেদ্য ব্রাহ্মণ দ্বারা অর্পণ করিবেক এই ব্যবস্থা রঘুনন্দন নিজে স্থির করিয়া লিখিয়াছেন যথা,

"ইহাতে সিদ্ধান্ত এই, যেমন শূদ্রের বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি ক্রিয়াস্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা চরু, দেবতা প্রভৃতিকে অর্পণ করা হয় সেইরূপ শূদ্রও ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দিতে পারেন" এবং "শূদ্রের আমান্নকে পকান্ন ও পকান্নকে উচ্ছিষ্ট বলে" এই বচন অনুসারে শূদ্রের পকান্ন উচ্ছিষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়া নিবন্ধন উহা দেওয়া যাইতে পারে না এই আশঙ্কা রঘুনন্দন নিজে উত্থাপন পূর্ব্বক "ঐ বচনকে স্বয়ম্পাক বিষয়ে" স্থির করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন অর্থাৎ শূদ্রের স্বয়ং পাক করা অন্নই উচ্ছিষ্টের মত হেয়, আর শূদ্রের অভিলাষ হইলে নিজ গৃহে নিজস্ব দ্রব্যসামগ্রী ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইয়া নৈবেদ্যে দিতে এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ভোজন করাইতে পারিবেক। ইহাতে কোনও স্মার্ত্ত শিরোমণি বলেন যে রঘুনন্দনের "ব্রাহ্মণ দ্বারা পকান্ন নৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি" ঐ মীমাংসায় পকান্ন পদে কন্দুপক (জলোপসেক ব্যতিরেকে কড়া তাওয়া প্রভৃতি পাত্রে ভৃষ্ট, চাউল ভাজা প্রভৃতি) অর্থই সদর্থ। তাহাতে বক্তব্য এই যে রঘুনন্দনের মীমাংসায় "ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা" এই পর্য্যন্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহার ঐ বাক্য অপসিদ্ধান্ত ও অনর্থ কর বলিয়া অগ্রাহ্য হয়, শূদ্রের স্বয়ং পাক করা কন্দুপক প্রভৃতি দ্রব্য দানের ব্যবস্থাই আছে তাহাতে ব্রাহ্মণ দ্বারা কন্দুপক করা পর্য্যন্ত বলা নিরর্থক হয়। এবং জলোপসেক ব্যতিরেকে পাক অর্থবোধনে কোনও প্রমাণ নাই অথচ উহার দৃষ্টান্ত যে চরুপাক তাহাতে জলোপসেকের বিধান আছে, দার্ষ্টান্তিকেও সুতরাং জলোপসেক সিদ্ধ হইতেছে। যেহেতু জলোপসেক ব্যতিরেকে শূদ্রকর্ত্তৃক পাক করা দ্রব্যের গ্রহণ ও ভোজন প্রভৃতিতে কোনও দোষ এবং শাস্ত্রে নিষেধ নাই। বরঞ্চ শাস্ত্রে শূদ্রের কন্দুপকান্ন ভোজন ও দানের বিধান থাকায় "ব্রাহ্মণ দ্বারা"

এই পর্য্যন্ত বলিবার আবশ্যকতা ছিল না। ব্রাহ্মণ দ্বারা পর্য্যন্ত বলা ব্যর্থ হইয়া যায়। যদি বল যে এই বঙ্গদেশে শূদ্রের সিদ্ধান্ন দেওয়ার আচার নাই সকল বর্ণেই আমান্ন দিয়া থাকে এই আপত্তিও কোনও রূপে উত্থাপিত হইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ আচারই ধর্ম্মে প্রমাণ হইয়া থাকে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ আচার ধর্ম্মে প্রমাণ হইতে পারে না॥ আর ভট্টপল্লী নবদ্বীপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণসমাজে বিষ্ণুপূজাস্থলে তণ্ডুল নৈবেদ্য দানের আচার ও ব্যবহার নাই সুতরাং উহা সকল শিষ্টের অনুমোদিত নহে। অতএব তাদৃশ আচার অনাচার বলিয়া সকল শিষ্টের গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর দেখ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বচন সমুদয়ের বিরোধি বিষয়ে আচারকে প্রমাণ বলিয়া কখনও পরিগ্রহ করা যাইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্রে কোনও প্রমাণ না পাইলেই শিষ্টাচার প্রমাণস্বরূপে পরিগণিত হয়। দেখ শাস্ত্রের অলাভেই আচার অনুসারে ধর্ম্ম নির্ণয় করা কর্ত্তব্য ইহা বশিষ্ঠসংহিতায় উক্ত আছে যে

"কি লৌকিক কি পারলৌকিক উভয় বিষয়েই শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়। শাস্ত্রের বিধান না পাইলে শিষ্টাচার প্রমাণ"॥

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বেও উক্ত আছে যে

"যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন তাঁহাদিগের পক্ষে বেদ সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ, লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ॥

স্কন্দপুরাণেও উক্ত আছে যে

"যে স্থলে বেদে অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথচ স্পষ্ট নিষেধ না থাকে সেই স্থলে দেশাচার ও কুলাচার দেখিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়"।

বিধান পারিজাত স্মৃতিতেও উক্ত আছে যে

"বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয় সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে লোকাচার অগ্রাহ্য করিতে হইবেক"॥

এই সকল বচনে ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দেশাচার প্রমাণ করিয়া কোনও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে॥ অতএব চারিবেদের ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য অধিকরণ মালাতে "শিষ্টাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলে অগ্রাহ্য করিতে হয়। এবং শিষ্টাচার দেখিয়া শাস্ত্রের অনুমান করিতে হয়" ॥ এই জৈমিনীর ন্যায় অনুসারে শাস্ত্রবিরুদ্ধ শিষ্টাচারের অপ্রামাণ্যের বিষয় ব্যবস্থা করিয়া মাতুল কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়ার প্রথা দক্ষিণ দেশে যে প্রচলিত আছে উহা অপ্রমাণ বলিয়া উদাহরণস্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন। আর মনুসংহিতাতে ব্রহ্মাবর্ত্ত আদি দেশের বিষয় উল্লেখিত হইয়া "ঐ দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যবর্ত্তি যে কোনও বর্ণের পারম্পর্য্যক্রমাগত যে আচার উহাকেই সদাচার বলা যায়" ঐ দেশীয় পারম্পর্য্যাগত আচারকেই সদাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশে বিন্দুমাত্রও আমান্ন নৈবেদ্যের আচরণ নাই, যে তাহাদিগের আচার দেখিয়া স্মৃতির অনুমান করা যাইবেক। অতএব বঙ্গদেশীয় কতিপয় ব্যক্তির ঐরূপ আচার যে কেবল অনাচার, তাহাতে আর সন্দেহ কি। ইহা অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক সুবিখ্যাতনামা শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতির সম্মত॥ ১৭৯৬ শকের ২৬ জ্যৈষ্ঠ দিবসে প্রাপ্ত)

বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত শ্রীধামনবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের, বিষ্ণুকে আমান্ন নৈবেদ্য দেওয়ার নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা পত্র এবং বিদ্যারত্ন মহাশয় ৩০ এ জ্যৈষ্ঠের পত্রে আমাকে লিখিয়াছেন যে "মোক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং" এই বচন দ্বারা প্রতিনিষিদ্ধ তণ্ডুল দ্বারা পূজা নিষেধ ইহা প্রাচীন মহাশয়েরা কহিয়া থাকিতেন কিন্তু অস্মদ্বংশে আমান্ননৈবেদ্য দেওয়ার ব্যবহার নাই এবং দিতেও দেখি নাই ঐক্ষণে পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয় বচনে কাঙ্ক্ষ গোবিন্দ পাদপ্রবণে ঐ

ব্যবহার শাস্ত্রমূলক ইহা নিশ্চয় হওয়াতে নির্ভয়ে ব্যবস্থা লিখিলাম দৃষ্টিগোচর করিবা।" ॥ ইত্যাদি।

ব্যবস্থা সংখ্যা ১২।

কুলাচারানুরোধেনাপি গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকেন শূদ্রেণাপি আমান্ন-নৈবেদ্যং বিষ্ণবে ন দাতব্যমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ

অত্র প্রমাণম্। নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিতি। অক্ষতাস্তিলকালঙ্কারে ন তু পূজায়ামিতি শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যানম্। স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে। গোবিন্দস্যার্চ্চনে দগ্ধং সর্ব্বং কাঞ্চ উদারধীরিতি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয়বচনে গোবিন্দস্যেতি কাঞ্চ ইতি চ বিশেষোপাদানম্। ন চ অন্নং পর্য্যুষিতং ভাবদুষ্টং সহৃল্লেখং পুনঃসিদ্ধমামমৃজীষপক্কং কামমস্তর্দধ্না ঘৃতেন বাভিঘারিতং ভুঞ্জীতেতি বিষ্ণুসূত্রস্য কল্পতরুব্যাখ্যানেন ভোজ্যান্তরাসম্ভবে পর্য্যুষিতাদীনাং ঘৃতেন দধ্না বাভিঘারিতানাং ভোজ্যত্বপ্রতিপাদনাৎ অভক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েদিতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরতৃতীয়কাণ্ডীয়বচনে পূজায়ামভক্ষ্যনিষেধেন চ ভক্ষ্যবস্তুনো দেবদেয়ত্ববোধনাদ্বিষ্ণবেরপি দ্রব্যান্তরাসম্ভবে ঘৃতেন দধ্না বাভিঘারিতমামান্নং বিষ্ণবেঽপি দাতব্যমিতি বাচ্যম্। আমান্নস্য স্বরূপতোঽভক্ষ্যত্বেন দেবপূজামাত্রে অদেয়ত্বলাভাৎ প্রাগুক্তবচনে বিষ্ণুপূজায়াং বিশেষতো নিষেধদর্শনাচ্চ। অতএব হবিষা সংস্কৃতা ইত্যনেন পক্কা ইতি দর্শিতম্। স্মৃতের্ব্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ। তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেদিতি চ। ৯ আষাঢ়দিবসীয়া। শক ১৭৯৬।

শ্রীহরিঃ।

শরণম্।

শ্রীব্রজনাথশর্ম্মণাম্। শ্রীকৃষ্ণকান্তশিরোরত্নশর্ম্মণাম্। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্রবিদ্যারত্নশর্ম্মণাম্।

১২ ব্যবস্থার অনুবাদ।

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শূদ্রও আমান্ন নৈবেদ্য বিষ্ণুকে দিতে পারিবেক না। আমান্ন নৈবেদ্য দেওয়ার বিষয়ে যদি উহার কুলাচার থাকে তাহাও গ্রাহ্য করিবেক না ইহা বিদ্বান্‌দিগের পরামর্শ।

"অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না"। এই বচন, এবং "অক্ষত (আতপতণ্ডুল) ব্যবহার তিলকরচনা স্থলে, পূজা বিষয়ে নহে" শ্রীধরস্বামির এই ব্যাখ্যান, এবং "উদারাশয় কার্ষ্ণ (কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষিত) অর্থাৎ বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দগ্ধ পদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক"। পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডের এই বচনে "কার্ষ্ণ-ব্যক্তি" এবং "গোবিন্দের পূজায়" এই বিশেষ উপাদানই উহাতে প্রমাণ।

এই বিষয়ে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে "পর্য্যু-ষিত, ভাবদুষ্ট, বিগর্হিত, পুনঃসিদ্ধ, আম, (কাঁচা) এবং ভর্জ্জন-পাত্রে পাক করা, অন্ন (তণ্ডুল প্রভৃতি) যথেষ্ট দধি কিম্বা ঘৃত দ্বারা অভিঘারিত করিয়া (বিশেষ মত ভিজাইয়া বা মাখাইয়া) ভোজন করিবেক"। এই বিষ্ণুসূত্রের কল্পাতরু ব্যাখ্যা দ্বারা ভোজ-নীয় অন্যান্য দ্রব্যের অসম্ভাবনায় পর্য্যুষিত প্রভৃতি অন্ন, দধি ঘৃত দ্বারা অভিঘারিত করিলেই ভোজনীয় হইতে পারে ইহা প্রতি-পাদন করা হইয়াছে। এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের তৃতীয়কাণ্ডীয় বচনে "ভক্ষণের অযোগ্য এবং অপ্রীতিকর নৈবেদ্য নিবেদন করিবেক না"। পূজায় অভক্ষ্য দ্রব্য দেওয়া নিষিদ্ধ ইহা প্রতিপাদিত আছে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভোজ্যদ্রব্যই দেবতা-দিগকে দিবেক সুতরাং দ্রব্যান্তরের অসম্ভাবে বৈষ্ণবেরাও ঘৃত কিম্বা দধি দ্বারা অভিঘারিত আমান্ন বিষ্ণুকে অর্পণ করিতে না পারিবেক কেন। তাহাতে বক্তব্য এই যে আমান্ন স্বরূপতঃই অভক্ষ্যবিধায় দেবপূজামাত্রেই অদেয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত তাহাতে

আবার পূর্ব্বোক্ত বচনে বিষ্ণুপূজায় আমান্নের বিশেষরূপে নিষেধ দেখা যাইতেছে। অতএব " হবিষ্য সংস্কৃতা " এই পদে ঘৃত দ্বারা পাক করা এই অর্থও প্রদর্শিত আছে। "বেদের সহিত বিরোধে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয় সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত লোকাচারও অগ্রাহ্য করিতে হইবেক"। এই প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইল॥

শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্ন শ্রীকৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শক ১৭৯৬। ১২ আষাঢ়প্রাপ্ত

৺ বারাণসীক্ষেত্রনিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের এবং পাঠশালার অধ্যাপকদিগের বিষ্ণুকে আমতণ্ডুল নৈবেদ্য প্রদানের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক পত্র।

ব্যবস্থা সংখ্যা ১৩।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরো জয়তি।

৺বারাণসীক্ষেত্রনিবাসিপণ্ডিতবর্গাণাং ব্যবস্থাপত্রিকেয়ম্।

ব্রাহ্মণাদিভিঃ সর্ব্বৈরেব বর্ণৈঃ কুলাচারানুরোধেনাপি আমতণ্ডুল-নৈবেদ্যেন বিষ্ণুপূজনং ন কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ। (ক)

অত্র প্রমাণম্

তথা চামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্জয়েদ্ধরিপূজনে।
স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে॥
গোবিন্দস্যার্চ্চনে দদ্যাৎ সর্ব্বং কার্য্য উদারধীঃ॥
ইতি পদ্মপুরাণীয়োত্তরখণ্ডীয়বচনম্।

অক্ষতাস্তিলকালঙ্কারে ন তু পূজায়াম্। নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরমিতি নিষেধাদিতি শ্রীধরস্বামিলিখনম্।

স্মৃতের্ব্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং সর্ব্বং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥
ইতি স্কন্দপুরাণপ্রয়োগপারিজাতধৃতস্মৃতিবচনে চ।

ন্যায়ালঙ্কারোপাধিকশ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণাম্।
শ্রীনবীননারায়ণশর্ম্মণাম্।
শিরোমণ্যুপাধিকশ্রীরামধনদেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীমধুসূদনশর্ম্মণাম্
সার্ব্বভৌমোপাধিকশ্রীবেচারামদেবশর্ম্মণাম্।
বিদ্যারত্নোপনামকশ্রীআনন্দচন্দ্রশর্ম্মণাম্।
বাচস্পত্যুপনামকশ্রীকালীকুমারদেবশর্ম্মণাম্।
বিদ্যালঙ্কারোপাধিকশ্রীমহেশচন্দ্রশর্ম্মণাম্।
চূড়ামণ্যুপাধিকশ্রীরাজচন্দ্রদেবশর্ম্মণাম্।
শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজ্যোতিঃশিরোমণিভট্টাচার্য্যাণাম্।
শ্রীদেবনারায়ণবাচস্পত্যুপাধিকশর্ম্মণাম্।
ন্যায়রত্নোপাধিকশ্রীক্ষেত্রনাথদেবশর্ম্মণাম্।
{ ৺কাশীধামস্থদিনাজপুরাধিপরাজসভাসমাশ্রিত-
শ্রীহরিপ্রসাদদ্বিবেদশর্ম্মপৌরাণিকানাম্। }
শ্রীহরিকিশোরশর্ম্মণাম্।
শ্রীকাশীধামস্থলক্ষ্মণদেবশর্ম্মবৈদিকানাম্।

অত্র বিষয়ে বিশেষেতরজ্ঞানাদ্যৈর্বিষ্ণুপূজনং ন কর্ত্তব্যমিতি সতাং মতম্। (খ)

শ্রীশিবঃ শরণম্।

চূড়ামণ্যুপাধিকশ্রীরামকুমারদেবশর্ম্মণাম্।

শ্রীরামঃ শরণম্।

শ্রুতিস্মৃত্যবিরুদ্ধকুলাচারাজিহীর্ষুণা ব্রাহ্মণাদিনা বিষ্ণবে তণ্ডুলেতরনৈবেদ্যং দেয়মিতি বিদামতম্। (গ)

ন্যায়পঞ্চাননোপনামকশ্রীঠাকুরদাসদেবশর্ম্মণাম্।
শিরোমণ্যুপনামকশ্রীকালীপ্রসাদশর্ম্মণাম্।
শ্রীধরস্বামিনোঽপি প্রমাণাদ্বিষ্ণবে তণ্ডুলনৈবেদ্যং ন দেয়মিতি। (খ)
শ্রীদুর্গাচরণদেবশর্ম্মণাম্ ন্যায়রত্নোপনামকানাম্।
শিরোমণ্যুপনামকশ্রীকৈলাসচন্দ্রশর্ম্মণাম্।
বিদ্যাবাগীশোপনামকশ্রীভগবতীচরণশর্ম্মণাম্।

১৩শ ব্যবস্থার অনুবাদ।

আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দেওয়া কুলাচার হইলেও উহা পরিত্যাগ করিবেক অর্থাৎ কোনও মতেই আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণু-পূজা করা কর্ত্তব্য নহে ইহা বিদ্বান্‌দিগের পরামর্শ। (ক)

এই বিষয়ে প্রমাণ—যথা

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় বচন "উদারাশয় বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দগ্ধ পদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক। হরিপূজনেও আমান্ন (কাঁচা চাউল) নৈবেদ্য পরিত্যাগ করিবেক"॥ এবং "অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) ব্যবহার তিলকরচনাস্থলে পূজাবিষয়ে নহে। যেহেতু অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুপূজা ও কেতকী দ্বারা শিবপূজা করিবেক না এরূপ নিষেধ আছে" শ্রীধরস্বামির এই লিখন এবং "যে বিষয়ে বেদ অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা স্পষ্ট নিষেধ না থাকে। সেই বিষয়ে দেশাচার ও কুলাচার দেখিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়"। "বেদের সহিত বিরোধ হইলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয় সেইরূপ স্মৃতির বিরুদ্ধ হইলে লোকাচারও অগ্রাহ্য করিতে হইবেক"॥ এই স্কন্দপুরাণ এবং প্রয়োগপারিজাতধৃত স্মৃতিবচন॥

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার। শ্রীরাজচন্দ্র চূড়ামণি।
শ্রীনবীননারায়ণ শর্ম্মভট্টাচার্য্য। শ্রীরামচন্দ্র জ্যোতিঃশিরোমণি ভট্টাচার্য্য।
শ্রীরামধন শিরোমণি। শ্রীদেবনারায়ণ বাচস্পতি।

শ্রীমধুসূদন ন্যায়বাগীশ। শ্রীক্ষেত্রনাথ ন্যায়রত্ন।
শ্রীবেচারাম সার্ব্বভৌম। শ্রীহরিপ্রসাদ দ্বিবেদশর্ম্মপৌরাণিক।
শ্রীআনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন। শ্রীহরিকিশোর শর্ম্মভট্ট।
শ্রীকালীকুমার বাচস্পতি। শ্রীলক্ষ্মণ দেবশর্ম্ম বৈদিক।
শ্রীমহেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

এই সকলেরই বাস কাশী।

এই বিষয়ে নবান্ন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতিরেকে আমান্ন দ্বারা বিষ্ণুপূজা করা অবিহিত (খ)।

শ্রীরামকুমার চূড়ামণি।

বেদ ও স্মৃতির বিরুদ্ধ নহে এমন কুলাচার পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছু যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কি শূদ্র সকলেই তণ্ডুল ভিন্ন দ্রব্যের নৈবেদ্য বিষ্ণুকে দিবেক ইহাই জ্ঞানির সম্মত॥ (গ)

শ্রীঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন। শ্রীকালীপ্রসাদ শিরোমণি।

শ্রীধরস্বামিরও প্রমাণবচন আছে অতএব বিষ্ণুকে তণ্ডুলনৈবেদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। (ঘ)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি। শ্রীভগবতীচরণ বিদ্যাবাগীশ।
শ্রীদুর্গাচরণ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য।

৺ কাশীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় সুবিখ্যাত অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক ভারতবর্ষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় অদ্বিতীয়পণ্ডিত মহাশয়দিগের

ব্যবস্থা সংখ্যা ১৪।

শ্রীঃ

ব্রাহ্মণাদিভিশ্চতুর্ভির্ব্বর্ণৈর্ব্বর্ণান্তরৈশ্চ তণ্ডুলরূপামান্নেন নৈবেদ্যেন বিষ্ণুপূজনং ন কর্ত্তব্যম্। আর্দ্রেমুদ্গাদ্যামান্নেন কলাদিনা চ তৎপূজনকার্য্যন্তথা দ্বিজৈরদ্বিঃস্বিন্নেন স্বয়ম্পাকান্নেন শূদ্রেণ ব্রাহ্মণদ্বারা পক্কান্নেন চ বিষ্ণুপূজনঙ্কর্ত্তুং শক্যত ইতি বিদাম্বতম্॥

অত্র প্রমাণম্। নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুন্ন কেতক্যা মহেশ্বরম্। ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গান্ন তুলস্যা বিনায়কমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতজ্ঞানমালাবচনম্। শালগ্রামশিলামাত্রন্নাক্ষতৈরর্চ্চয়েৎ সুধীরিতি হেমাদ্রিধৃতস্মৃতিবচনম্। যদ্বযথা চ হবির্ভক্ষ্যন্তক্ষয়েচ্চ স্বয়ন্নরঃ। কৃত্বা দেবে তথা দেয়ং নৈবেদ্যন্তদনুত্তমম্। নৈবেদ্যং যোঽন্যথা দদ্যান্মূলমুক্তক্রমাদ্বহিঃ। ব্রহ্মহত্যাসমম্পাপঙ্কৃতন্তেন ন সংশয় ইতি গঙ্গাবাক্যাবলীধৃতলিঙ্গপুরাণবচনম্। অক্ষতানর্কধুস্তুরৌ বিষ্ণৌ নৈবার্পয়েৎ সুধীরিতি মন্ত্রমহোদধিবচনম্। অক্ষতান্ তণ্ডুলাদীন্ তিলকার্পণে ন দোষ ইতি নৌকাব্যাখ্যানঞ্চেতি দিক্।

নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিতি বচনেন স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে। গোবিন্দস্যার্চ্চনে সর্ব্বং দগ্ধং কার্য্যং উদারধীরিতি পাদ্মবচনেন শিষ্টাচারাচ্চ তণ্ডুলাক্ষতনৈবেদ্যৈর্বিধানাদৃতে বিষ্ণুপূজনন্ন কার্য্যমিতি বিমর্শো।

রাজারামশাস্ত্রিণঃ। সম্মতিরত্র ভট্টসখারামশর্ম্মণঃ।
বালশাস্ত্রিণশ্চ। সম্মতিরত্র ভট্টানন্তরামশর্ম্মণঃ।
বামনাচার্য্যাণাঞ্চ। সম্মতিরত্র দক্ষকরগঙ্গাধরশাস্ত্রিণঃ।
বাপূদেবশাস্ত্রিণশ্চ। পণ্ডিতবেচনরামশর্ম্মণঃ সম্মতিরত্র।
পণ্ডিতবিভবরামশর্ম্মণঃ। কৃতসম্মতিকোঽত্র দ্বিবেদপণ্ডিতবস্তীরামশর্ম্মা।
সম্মতিরত্র ত্রিপাঠিশীতলপ্রসাদশর্ম্মণঃ। সম্মতিরত্রার্থে দেবকৃষ্ণশর্ম্মণঃ।
কৈলাসচন্দ্রশর্ম্মণশ্চ। { এষোঽর্থঃ সম্মতো বিশ্বচন্দ্রশেখরশর্ম্মণঃ। তণ্ডুলবর্জ্জন্নৈবেদ্যমুক্তভক্তাদিকং বহু॥ }
শেষোপাধ্যভিক্ষুপদ্মশর্ম্মণশ্চ। কৃতসম্মতিকোঽত্র রামমিশ্রশাস্ত্রী।
সম্মতিরত্র রাগেশ্বরশর্ম্মণঃ। সম্মতিরত্রাম্বিকাদত্তশর্ম্মণঃ।
সম্মতিরত্রার্থে দেবকৃষ্ণশর্ম্মণঃ। সম্মতিরত্রার্থে প্রয়াগদত্তশর্ম্মণঃ।
সম্মতিরত্রার্থে ব্যাসহরিকৃষ্ণশর্ম্মণঃ।
সম্মতিরত্র তারাচরণশর্ম্মণঃ। দ্বারকানাথশর্ম্মপণ্ডিতেনাত্রার্থে কৃতসম্মতিঃ।

১৪শ ব্যবস্থার অনুবাদ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণ কিম্বা যে কোনও জাতি হউক তণ্ডুল রূপ আমান্নের নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করিবেক না। আর্দ্র মুদ্গা কিম্বা ফল প্রভৃতির নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করা কর্ত্তব্য এবং দ্বিজাতি মাত্রেই স্বয়ং পাককরা এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাককরা (দুইবার সিদ্ধকরা ভিন্ন) অন্নের নৈবেদ্যও দিতে পারিবেক। ইহা জ্ঞানিদিগের মত।

এ বিষয়ে প্রমাণ। "অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুর কেতকী দ্বারা মহেশের পূজা করিবেক না। দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গা দেবীর এবং তুলসী দ্বারা গণেশ দেবের অর্চ্চনা করিবেক না" শ্রীধরস্বামিধৃতজ্ঞানমালার এই বচন "শালগ্রামশিলামাত্রকেই অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা পূজা করিবেক না" ইহা হেমাদ্রিধৃতস্মৃতিবচন॥ "মনুষ্য ভোজনীয় হবিঃ (হব্যদ্রব্য) যথারূপ প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং ভোজন করিয়া থাকে সেইরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল (হবিষ্যান্নগণপঠিত) দ্রব্যের অত্যুৎকৃষ্ট নৈবেদ্য দিবেক। যে ব্যক্তি উক্ত রীতির বিপরীতে অন্যথা করিয়া মূল নৈবেদ্য দেয়, তাহার ব্রহ্মহত্যা সমান পাপ হয়। তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই" ইহা গঙ্গাবাক্যাবলীধৃত লিঙ্গপুরাণবচন। "অক্ষত এবং অর্ক ও ধুস্তুর পুষ্প বিষ্ণুবিষয়ে অর্পণ করিবেক না" ইহা মন্ত্রমহোদধির বচন এবং মন্ত্রমহোদধির নৌকানামক টীকায় ব্যাখ্যা যথা "অক্ষত অর্থাৎ তণ্ডুল প্রভৃতি উহা দ্বারা তিলকরচনায় দোষ নাই" এই মাত্র নিদর্শন করা গেল॥ আর "অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবেক না" ইহা ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ বচন আছে এবং "উদারাশয় বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধতণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দগ্ধ পদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক"॥ পদ্মপুরাণের এই বচনে স্পষ্ট নিষেধ আছে। এবং তণ্ডুলনৈবেদ্য দেওয়ার বিষয়ে শিষ্টাচারও নাই সুতরাং কোনও বিদ্বান ব্যক্তি-

য়েকে অক্ষত তণ্ডুলের (কাঁচা আতপতণ্ডুলের) নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা যুক্তিসহকৃত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত॥

মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুত সখারাম ভট্টের সম্মত।

সংস্কৃতবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুতরাজারাম শাস্ত্রীর

ঐ ঐ ঐ শ্রীযুত বাল শাস্ত্রীর

ঐ ঐ ঐ শ্রীযুত বাপূদেব শাস্ত্রীর

মহারাষ্ট্রীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুত অনন্তরাম ভট্টের

রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত বামনাচার্য্যের

মহারাষ্ট্রীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুত গঙ্গাধর শাস্ত্রীর

রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বস্তীরাম দ্বিবেদপণ্ডিতের

রাজকীয়সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত বেচনরামপণ্ডিতের

ঐ ঐ শ্রীযুত দেবকৃষ্ণপণ্ডিতের

ঐ ঐ শ্রীযুত শীতলপ্রসাদত্রিপাঠীপণ্ডিতের

পঞ্চগৌড়দেশীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য অতিপ্রাচীন শ্রীযুত চন্দ্রশেখর পণ্ডিতের

ঐ ঐ ,, বিভবরাম পণ্ডিতের

ঐ ঐ ,, হরিকৃষ্ণ ব্যাসের

ঐ ঐ ,, যাগেশ্বর পণ্ডিতের

ঐ ঐ ,, রামমিশ্র শাস্ত্রীর

ঐ ঐ ,, অম্বিকাদত্ত পণ্ডিতের

ঐ ঐ ,, দেবকৃষ্ণ শাস্ত্রীর

ঐ ঐ ,, প্রয়াগদত্ত পণ্ডিতের

মহারাষ্ট্রদেশীয় প্রধান পণ্ডিত ,, ভিক্ষুণাম্বুশেষের

ভট্টপল্লীর পণ্ডিতবর ,, তারাচরণ তর্করত্নভট্টাচার্য্যের

বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতবর ,, কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

এবং মহারাজা মানসিংহের সভাপণ্ডিত ,, দ্বারকানাথ পণ্ডিতের

সম্মত॥

এতদ্দেশীয় প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মন্ত্রদাতা দীক্ষা-
গুরু ভাটপাড়ার ঠাকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ সদাচারপূত
অশেষশাস্ত্রদর্শী মহামান্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়-
দিগের ব্যবস্থা সংখ্যা ১৫।

১৭৯৬ শকের ১২ই ভাদ্রে লব্ধ।

শ্রীরামঃ

শরণম্

ভট্টপল্লীনিবাসিনাং পণ্ডিতানাং ব্যবস্থাপত্রমেতৎ।

তণ্ডুলনৈবেদ্যেন সর্ব্ববর্ণৈরপি বিষ্ণুপূজনং ন কর্ত্তব্যমিতি সতাম্মতম্॥

অত্র প্রমাণম্। নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরম্। ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং ন তুলস্যা বিনায়কমিত্যাহ্নিকতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য-ধৃতজ্ঞানমালাবচনম্। খিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে। গোবিন্দ-স্যার্চ্চনে সর্ব্বং দগ্ধং কার্য্যং উদারধীরিতি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডী-য়ৈকসপ্ততিতমাধ্যায়ীয়বচনঞ্চ। তথাচামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্জয়েদ্ধরিপূজনে। ইত্যপি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয়দ্বিসপ্ততিতমাধ্যায়ীয়বচনম্॥ অস্মৎপূর্ব্ব-পুরুষপারম্পর্য্যক্রমাগতাচার এবায়ম্।

শ্রীরামঃ শরণং বিদ্যারত্নোপাধিকশ্রীকৈলাসচন্দ্রদেবশর্ম্মণাম্।

" " বিদ্যারত্নোপাধিকশ্রীচন্দ্রনাথদেবশর্ম্মণাম্।

" " তর্করত্নোপাধিকশ্রীযাদবচন্দ্রদেবশর্ম্মণাম্।

" " চূড়ামণিশ্রীচন্দ্রনাথদেবশর্ম্মণাম্।

" " শিরোমণ্যুপাধিকশ্রীমৃত্যুঞ্জয়দেবশর্ম্মণাম্।

" " বিদ্যাভূষণোপাধিকশ্রীরঘুমণিদেবশর্ম্মণাম্।

" " শিরোমণ্যুপাধিকশ্রীআনন্দচন্দ্রদেবশর্ম্মণাম্।

" " স্মৃতিরত্নোপাধিকশ্রীমধুসূদনদেবশর্ম্মণাম্।

" " ন্যায়ভূষণোপাধিকশ্রীজয়রামদেবশর্ম্মণাম্।

,, ,, ন্যায়রত্নোপাধিকশ্রীরাখালচন্দ্রদেবশর্ম্মণাম্।
,, ,, তর্কপঞ্চাননোপাধিকশ্রীসীতারামদেবশর্ম্মণাম্।
,, ,, সার্ব্বভৌমোপাধিকশ্রীশিবচন্দ্রদেবশর্ম্মণাম্।
,, ,, বিদ্যারত্নোপাধিকশ্রীঅভয়াচরণদেবশর্ম্মণাম্।
,, ,, তর্কসিদ্ধান্তোপাধিকশ্রীদিগম্বরদেবশর্ম্মণাম্।

১৫শ ব্যবস্থার অনুবাদ

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি সকল বর্ণেরই তণ্ডুল নৈবেদ্য দ্বারা বিষ্ণুপূজা করা কর্ত্তব্য নহে ইহা সদাচারিদিগের মত। এই বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ যথা আহ্নিকতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যধৃতজ্ঞানমালাবচন। "অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুর কেতকী দ্বারা শিবের পূজা করিবেক না। দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গাদেবীর এবং তুলসী দ্বারা গণেশদেবের অর্চ্চনা করিবেক না" ইতি এবং পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডের ৭১ অধ্যায়ের বচন যথা "উদারাশয় বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধতণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দগ্ধ পদার্থ গোবিন্দপূজায় পরিত্যাগ করিবেক" ইতি। আর ঐ পুরাণের ঐ খণ্ডের ৭২ অধ্যায়ের বচন যে "হরিপূজনেও আমান্ন (কাঁচা চাউল) নৈবেদ্য বর্জ্জন করিবেক" ইতি॥ আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ পরম্পরার সদাচারও এই।

শ্রীযুতকৈলাসচন্দ্রবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্য
,, চন্দ্রনাথবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্য
,, যাদবচন্দ্রতর্করত্নভট্টাচার্য্য
,, চন্দ্রনাথচূড়ামণিভট্টাচার্য্য
,, মৃত্যুঞ্জয়শিরোমণিভট্টাচার্য্য
,, রঘুমণিবিদ্যাভূষণভট্টাচার্য্য
,, আনন্দচন্দ্রশিরোমণিভট্টাচার্য্য

শ্রীযুতরাখালচন্দ্রন্যায়রত্নভট্টাচার্য্য
,, সীতারামতর্কপঞ্চাননভট্টাচার্য্য
,, শিবচন্দ্রসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য
,, অভয়াচরণবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্য
,, দিগম্বরতর্কসিদ্ধান্তভট্টাচার্য্য
,, মধুসূদনস্মৃতিরত্নভট্টাচার্য্য
,, জয়রামন্যায়ভূষণভট্টাচার্য্য

কলিকাতার দক্ষিণ মঞ্জুলপুর, বারুইপুর, লাঙ্গলবেড়, হরিনাভি প্রভৃতি গ্রামের সুবিখ্যাতনামা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়দিগের ব্যবস্থা সংখ্যা ১৬।

১৭৯৬ শকের আশ্বিন মাসে প্রাপ্ত।

শ্রীহরির্জয়তি

গৃহীতবিষ্ণুমন্ত্রৈর্ব্রাহ্মণাদিভিঃ সর্ব্বৈরেব বর্ণৈঃ কুলাচারানুরোধেনাপি বিশেষেতরত্র বিষ্ণুপূজায়াং তণ্ডুলরূপামান্ননৈবেদ্যার্পণং কদাচিদপি ন কর্ত্তব্যমিতি সতাম্মতম্।

অত্র প্রমাণং তিথিতত্ত্বধৃতজ্ঞানমালাবচনং নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিত্যাদি। পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডীয়বচনং। স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে। গোবিন্দস্যার্চ্চনে সর্ব্বং দগ্ধঞ্চ কাঞ্চ উদারধীঃ॥ তথাচামান্ননৈবেদ্যং ন দদ্যাদ্ধরিপূজনে। আমান্নং হরয়ে দত্ত্বা পক্বান্নং খাদয়েদ্যদি। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥ অক্ষতাস্তিলকালঙ্কারে ন তু পূজায়াং নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিতি নিষেধাদিতি ভাগবতীয়েকাদশস্কন্ধীয়তৃতীয়াধ্যায়দ্বিপঞ্চাশচ্ছ্লোকটীকায়াং শ্রীধরস্বামিচরণৈর্ব্যাখ্যাতঞ্চ।

ন্যায়ালঙ্কারোপাধিকশ্রীরামনারায়ণশর্ম্মণাম্।

শ্রীরামো জয়তি। শ্রীরামসেবকশর্ম্মণাম্।

বিদ্যাসাগরোপাধিকশ্রীশিবচন্দ্রশর্ম্মণাম্।

ওঁ নমঃ। শ্রীসীতানাথদেবশর্ম্মণাম্।

শ্রীবনমালিশর্ম্মণাম্।

তর্কালঙ্কারোপাধিকশ্রীজয়চন্দ্রশর্ম্মণাম্।

শ্রীগুরুর্জয়তি শ্রীখুদিরামশর্ম্মণাম্।

শ্রীরামকমলশর্ম্মণাম্।

শ্রীরামো জয়তি। শ্রীগোবর্দ্ধনশর্ম্মণাম্।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণাম্।

শ্রীপার্ব্বতীচরণশর্ম্মণাম্। শ্রীরাধাকান্তশর্ম্মণাম্।

শ্রীহরিঃ শরণম্। ন্যায়বত্নোপাধিকশ্রীকালীদাসশর্ম্মণাম্।

১৬শ ব্যবস্থার অনুবাদ।

বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণই, নবান্ন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থলে যে বিশেষ বিশেষ বিধি আছে তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে বিষ্ণুপূজায় আমান্ন নৈবেদ্য অর্পণ কদাচিৎও করিবেক না। আমান্ন নৈবেদ্য দেওয়া কাহারও কুলাচার হইলে ঐরূপ কুলাচারেরও অনুরোধ রাখিবেক না, ইহা সদাচারিদিগের মত।

এই বিষয়ে প্রমাণ যথা "অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবেক না" ইত্যাদি তিথিতত্ত্বধৃতজ্ঞানমালার বচন। এবং পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচন এই যে "উদারাশর বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধতণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দগ্ধ পদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক। হরি পূজনেও আমান্ন নৈবেদ্য বর্জ্জন করিবেক॥ হরিকে আমান্ন (কাঁচা চাউল) দিয়া পাককরা অন্ন নিজে ভোজন করিলে বিষ্ঠাতে ষষ্টি সহস্র বৎসর কৃমিরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ॥ ইতি॥ এবং "অক্ষত" (আতপতণ্ডুল ব্যবহার তিলকরচনা স্থলে পূজাবিষয়ে নহে। যেহেতু "অক্ষত (আতপতণ্ডুল দ্বারা) বিষ্ণুর পূজা করিবেক না এরূপ নিষেধ আছে" শ্রীভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ের ৫২ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যাও ইহাতে প্রমাণ॥

শ্রীযুক্ত বনমালী বিদ্যাসাগর সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সাং মজীলপুর।

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি সুপ্রসিদ্ধস্মার্ত্ত সাং মজীলপুর।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ বিদ্যাভূষণ স্মার্ত্ত এবং সভাবাজারের রাজগুরুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণকার সর্ব্বপ্রাচীন এবং শাস্ত্রব্যবসায়ী। সাং মজীলপুর।

শ্রীযুত রামসেবক তর্কালঙ্কার প্রধান স্মার্ত্ত। মজীলপুরের দত্তবাবুদিগের সভাপণ্ডিত।

শ্রীযুত খুদিরাম বিদ্যালঙ্কার সাং মজীলপুর হাতিবাগানে চতুষ্পাঠী।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রসিদ্ধস্মার্ত্ত এবং ইটালির ৺দেবনারায়ণ দের গুরু।

শ্রীযুত গোবর্দ্ধন তর্কবাগীশ প্রসিদ্ধস্মার্ত্ত ভবানীপুরে চতুষ্পাঠী।

শ্রীযুত রামকমল শিরোমণি বারুইপুরে রায়চৌধুরিদিগের সভাপণ্ডিত।

শ্রীযুত রাধাকান্ত তর্কবাগীশ পৌরাণিক। সাং লাঙ্গলবেড়।

শ্রীযুত কালীদাস ন্যায়রত্ন প্রধানস্মার্ত্ত সাং ঐ এবং গোবিন্দপুরের বিশ্বাসবাবুদিগের পুরোহিত।

শ্রীযুত শিবচন্দ্র বিদ্যাসাগর। স্মার্ত্ত, হরিনাভির ঘোষবাবুদিগের পুরোহিত।

শ্রীযুত রামনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার প্রাচীনস্মার্ত্ত সাং হরিনাভি।

শ্রীযুত জয়চন্দ্র তর্কালঙ্কার স্মার্ত্ত ভবানীপুরে চতুষ্পাঠী নিবাস রাজপুর।

৺শান্তিপুরনিবাসী ৺শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুবংশীয় প্রধান প্রধান গোস্বামি মহাশয়দিগের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা সংখ্যা ১৭।

যাহা সুবিখ্যাতনামা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামি মহাশয় দ্বারা ১৭৯৬ শকের ৯ই কার্ত্তিক লব্ধ।

শ্রীকৃষ্ণঃ

শরণম্

আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদ্বারা ভগবদর্চ্চনা ন কর্ত্তব্যা নাক্তৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরমিতি ভাবার্থদীপিকাধৃতবচনেন তুলসীকৃতমান-নিষেধাৎ প্রাচীনসম্প্রদায়িভির্মু সম্মতেরদৃষ্টত্বাচ্চ। যানি চামান্নতণ্ডুল-প্রদানপরাণি বচনান্যাধুনিকস্মার্ত্তমতৈঃ প্রদর্শ্যন্তে তানি নৈমিত্তিক-

দানবিষয়কাণি। তথাহি সর্ব্বেষামেব নবান্ননান্দীমুখশ্রাদ্ধাদিষু পাক-নিষেধাৎ। বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে। ইতি ভাবার্থদীপিকাহরিভক্তিবিলাসধৃতবচনেন বিশেষতো গৃহস্থবৈষ্ণবানাং ভগবন্নিবেদিতদ্বারা শ্রাদ্ধান্য-দেবার্চ্চনাদীনাং বিহিতত্বাচ্চ তদঙ্গামতণ্ডুলনৈবেদ্যার্পণে ন কোঽপি দোষগন্ধঃ। অপিচ সর্ব্বত্রৈবামতণ্ডুলদাননিষেধকবচনেষ্বর্চ্চনাদিপদ-বিদ্যমানত্বাদুপচারাত্মকামতণ্ডুলনৈবেদ্যাদিকদানমেব নিষিধ্যতে ন তু যাদৃচ্ছিকং অন্যথা "অক্ষতাস্তিলকালঙ্কারে ন তু পূজায়ামিত্যপি স্বামি-পাদলিখনমসঙ্গতং স্যাৎ। অতএব নবান্নাশনাদৌ ক্ষীরসারাদ্যুপাদেয়-দ্রব্যসংযুক্তামতণ্ডুলদানপ্রথা গৌড়োৎকলমধ্যদেশাদিষু সুপ্রসিদ্ধং বিরাজতে। অন্যানি আমতণ্ডুলনিষেধকবচনান্যাকরগ্রন্থতোঽবগন্তব্যানি বিস্তরভিয়া নোদ্ধৃতানি। কিমধিকং সর্ব্বসমাদৃতসদাচারপরায়ণ-নবদ্বীপশান্তিপুরাম্বিকাদিনগরীষু কুত্রাপ্যামতণ্ডুলদানপ্রথা নাস্তিতমাং গোস্বামিসম্প্রদায়ানাং বার্ত্তা তাবদাস্তাং সাক্ষাদ্রঘুনন্দনসম্প্রদায়ে-ষপি ন কেনচিদামতণ্ডুলনৈবেদ্যং শ্রীবিষ্ণবে প্রদীয়তে। ইত্যলমতি-বিস্তরেণ ইতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদিস্মৃতিবিদাং বিদাম্মতম্।

শ্রীমদ্ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবমতানুযায়িনাং কলিযুগপাবনাবতার-
শ্রীমদদ্বৈতবংশসম্ভূতানাম্।

শ্রীআনন্দকিশোরশর্ম্মণাম্।	শ্রীজয়গোপালশর্ম্মগোস্বামিনাম্।
গোস্বামিশ্রীকৃষ্ণময়শর্ম্মণাম্।	শ্রীরামকানাইগোস্বামিনাম্।
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রশর্ম্মগোস্বামিনাম্।	শ্রীরামগোপালগোস্বামিনাম্।
শ্রীকৃষ্ণগোপালশর্ম্মগোস্বামিনাম্।	শ্রীমধুসূদনশর্ম্মগোস্বামিনাম্।

শ্রীমন্মদনগোপালপাদপদ্মানুজীবিনাং
শ্রীমন্মদনগোপালশর্ম্মগোস্বামিনাম্মতম্॥

সম্মতিরত্র সর্ব্বেষামেব শান্তিপুরস্থগোস্বামিনাম্॥

॥ ১৭ শ ব্যবস্থার অনুবাদ ॥

"অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুর এবং কেতকী দ্বারা মহেশের পূজা করিবেক না।" ভাবার্থদীপিকাধৃত এই বচনে অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দেওয়ার সুস্পষ্ট নিষেধ থাকায় এবং প্রাচীন সংগ্রহে তদ্বিষয়ে সম্মতিও দৃষ্ট না হওয়ার আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য নহে। আপনাকে স্মার্ত্ত বলিয়া পরিচয় দেন এমন আধুনিকেরা আমান্নতণ্ডুল প্রদান বিষয়ে যে সকল বচন প্রদর্শন করেন সে সমুদয়ই নৈমিত্তিক দান বিষয়ক। দেশ সকলের পক্ষেই নবান্ন নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে পাকের নিষেধ থাকা বিধায় এবং "বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্য দেবতার পূজা করিবেক ও পিতৃলোককেও সেই অন্ন দিবেক" ভাবার্থদীপিকা ও হরিভক্তিবিলাসধৃত বচনে বিশেষতঃ গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে শ্রাদ্ধ বিষয়ে অন্য দেবতার পূজা আদিতে ভগবন্নিবেদিত দ্রব্যই দিবেক এই বিধান থাকায় ঐ ঐ শ্রাদ্ধাঙ্গ আমতণ্ডুল নৈবেদ্য অর্পণে দোষের কোনও গন্ধ রহিল না। আর সর্ব্বত্রেই আমতণ্ডুল দানের সকল নিষেধবচনে অর্চ্চনা প্রভৃতি পদ প্রয়োগ থাকায় পূজার উপচার নৈবেদ্য প্রভৃতিতেই আমান্ন দান নিষেধ বুঝাইবেক যাদৃচ্ছিকদানের নিষেধ নহে অন্যথা "আতপ-তণ্ডুল ব্যবহার তিলকরচনাস্থলে পূজাবিষয়ে নহে" স্বামিপাদের এই লিখনও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অতএব নবান্ন ভোজন প্রভৃতি স্থলে ক্ষীর সার প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যসংযুক্ত আম-তণ্ডুলদানের প্রথা গৌড় উৎকল ও মধ্যদেশ প্রভৃতিতে সুপ্রসিদ্ধরূপে বিরাজমান আছে। এতদ্ভিন্ন যে সকল আম-তণ্ডুলদাননিষেধক বচন আছে তাহা সেই সেই মূল গ্রন্থ হইতে অবগত হইবে। বাহুল্যভয়ে উহা উদ্ধৃত করা গেল না॥ অধিক কি? সর্ব্বসমাদৃত সদাচারের পরম আদর্শস্থান নবদ্বীপ শান্তিপুর ও অম্বিকা প্রভৃতি নগরে কোথাও আমতণ্ডুলদানের

প্রথা একবারেই নাই। গোস্বামিসম্প্রদায়ের কথা দূরে থাকুক সাক্ষাৎ রঘুনন্দনসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই বিষ্ণুকে তণ্ডুল নৈবেদ্য প্রদান করেন না। আর বাহুল্য করা ব্যর্থ॥ ইহা শ্রীহরিভক্তি-বিলাস প্রভৃতি স্মৃতিবেত্তা বিদ্বান্‌দিগের মত। শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের মতানুযায়ি এবং কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশোদ্ভব শ্রীযুত আনন্দকিশোর গোস্বামির শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামির

,,	কৃষ্ণময় গোস্বামির	,,	রামকানাই গোস্বামির
,,	অদ্বৈতচন্দ্র গোস্বামির	,,	রামগোপাল গোস্বামির
,,	কৃষ্ণগোপাল গোস্বামির	,,	মধুসূদন গোস্বামির

এবং শ্রীমদনগোপালদেবের পাদপদ্মানুজীবি শ্রীযুত মদনগোপাল গোস্বামির সম্মত। ইহাতে শান্তিপুরস্থ সমুদয় গোস্বামির মত।

৺বিনোদীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র নানা-শাস্ত্রদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ সদাচারশীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র—সংখ্যা ১৮।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

আপনকার পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম, আম্রতণ্ডুল নৈবেদ্য বিষয়ে ব্যবস্থা যাহা পাঠাইয়াছিলেন তাহা দৃষ্ট করিয়া সন্তোষ হইলাম। আমাদিগের নিজে কি শিষ্যসাধারণে আম্র-তণ্ডুল নৈবেদ্য দেওয়া রীতি নাই কেবল আমশ্রাদ্ধের অগ্রভাগ এবং নবান্নের দিবস দেয়া হয় অতএব আপনি যে ব্যবস্থা পাঠাইয়াছেন তাহা আমার অভিপ্রেত কিন্তু এ বিষয়ের প্রতিকূল যে কয়েকটি বচন পাঠাই তাহা দৃষ্ট করিয়া বিবেচনা করিবেন এখানকার আর আর সমস্ত কুশল, আগতে আপনকারদিগের

শারীরিক স্বচ্ছন্দ সম্বাদ লিখিবেন। ইহা শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন ইতি সন১২৮১। ১৩ শ্রাবণ।

প্রণাম পত্র শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণাং

ব্যবস্থাসংখ্যা ১৯।

শ্রীশ্রীহরির্জয়তি

কুলাচারানুরোধেনাপি গৃহীতবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাকেনামান্ননৈবেদ্যেন বিষ্ণুপূজা ন কর্ত্তব্যেতি সতাং মতম্॥

অত্র প্রমাণানি পদ্মপুরাণীয়োত্তরখণ্ডবামনপুরাণস্কন্দপুরাণ-জ্ঞানমালাবচনানি। যথা,

স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে।
গোবিন্দস্যার্চ্চনে সর্ব্বং দগ্ধং কার্য্যং উদারধীঃ॥
সুগন্ধিকুসুমৈর্ধূপৈর্দীপৈর্নানোপহারকৈঃ।
তণ্ডুলেতরনৈবেদ্যৈর্বিষ্ণুং বামনকং যজেৎ॥
তণ্ডুলেন বিনা দেবি নৈবেদ্যেন সমর্চ্চয়েৎ।
সুগন্ধিপুষ্পমাল্যেন দেবদেবং জনার্দ্দনম্॥
নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কম্।
ন দুর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং নোম্মত্তৈর্দিবাকরম্॥

শ্রীহরিঃ	শ্রীরামঃ শরণম্
বিদ্যাবাচস্পত্যুপাধিক-	শ্রীরামগোপালদেবশর্ম্মণাম্
শ্রীহরসুন্দরশর্ম্মণাম্	ঝাঁপড়দহনিবাসিনাম্
হস্তুদ্যাননিবাসিনাম্	শ্রীশ্রীরামঃ শরণম্
শ্রীগুরুঃ	বিদ্যারত্নোপাধিকশ্রীহরচন্দ্রশর্ম্মণাম্
শিরোমণ্যুপাধিক-	তত্রুলালনিবাসিনাম্
শ্রীরামতারণশর্ম্মণাম্	শিরোমণ্যুপাধিকশ্রীপার্ব্বতীচরণ-
ইটালীমঠানাম্	দেবশর্ম্মণাম্ জগদ্দলনিবাসিনাম্

শ্রীরামঃ শরণম্
বিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যোপাধিক-
শ্রীবিশ্বম্ভরশর্ম্মণাম্
ইটালীনিবাসিনাম্

তর্করত্নোপাধিকশ্রীসীতানাথদেব-
শর্ম্মণাম্ রাজপুরনিবাসিনাম্।

শ্রীরামঃ শরণম্
চূড়ামণ্যুপাধিকশ্রীরামতারণশর্ম্মণাম্
কলুটোলানিবাসিনাম্

শ্রীরামঃ শরণম্
সার্ব্বভৌমোপাধিকশ্রীকালীনাথদেবশর্ম্মণাম্ বহুবিপণিমঠানাম্

১৭শ ব্যবস্থার অনুবাদ।

কুলাচারের অনুরোধেও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির আমান্ন নৈবেদ্য দ্বারা বিষ্ণুপূজা করা কর্ত্তব্য নহে ইহা সাধুদিগের মত। এ বিষয়ে পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডের বামনপুরাণের স্কন্দপুরাণের এবং জ্ঞানমালাতন্ত্রের এই বচন সকলই প্রমাণ। যথা,

" উদরাশয় বৈষ্ণব ব্যক্তি স্বিন্ন তণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দগ্ধপদার্থ গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক॥"

"সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং তণ্ডুলব্যতিরিক্ত দ্রব্যের নৈবেদ্য নানা উপকরণ যুক্ত করিয়া বামনাবতারী বিষ্ণুর পূজা করিবেক"॥

" তণ্ডুল ভিন্ন দ্রব্যের নৈবেদ্য এবং সুগন্ধি পুষ্প মালা দ্বারা দেব-দেব জনার্দ্দনের সম্যক্ অর্চ্চনা করিবেক "॥

"অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুর এবং তুলসী দ্বারা গণে-শের অর্চ্চনা করিবেক না দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গার এবং অর্কপুষ্প দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিবেক না॥"

শ্রীযুত হরসুন্দর বিদ্যাবাচস্পতি
নৈয়ায়িক এবং স্মার্ত্ত সাং হাতির বাগান।
শ্রীযুক্ত রামতারণ শিরোমণি
স্মার্ত্ত এবং পৌরাণিক ইনি ইটালীর
দে বাবুদিগের সভাপণ্ডিত সাং
বোলসিদ্ধি পং মুড়োগাছা।
শ্রীযুত বিশ্বম্ভর বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুত রামগোপাল ভট্টাচার্য্য
সাং ঝাঁপুড়দহ।
শ্রীযুত হরচন্দ্র বিদ্যারত্ন। সাং
কৃষ্ণনগরের নিকট তত্ত্বসাল।
শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ শিরোমণি
স্মার্ত্ত সাং জগদ্দল।
ইহার বহুবাজারে চতুষ্পাঠী

স্মার্ত্ত এবং শুঁড়ার মিত্র বাবুদিগের সভাপণ্ডিত ইটালীতে ইহার চতুষ্পাঠী।

শ্রীযুত কালীনাথ সার্ব্বভৌম স্মার্ত্ত ৺রামতনু তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র। সাং বহুবাজার।

শ্রীযুত সীতানাথ তর্কবত্ন স্মার্ত্ত সাং রাজপুর।

শ্রীযুত রামতারণ চূড়ামণি স্মার্ত্ত কলুটোলায় চতুষ্পাঠী।

শুঁড়ার ৺মহারাজ পীতাম্বর মিত্র বাহাদুরের পৌত্র অশেষ শাস্ত্রদর্শী বিবিধবিদ্যাবিনোদী শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের পত্র—সংখ্যা ২০।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

সপ্রণামনিবেদনমেতৎ.

আপনকার প্রেরিত পুস্তক পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি আপনি যাহা ব্যবস্থা লিখিয়াছেন উহা যথাশাস্ত্র হইয়াছে আমাদের বাটীতে ৺ বলদেবজী ও ৺ গোপালজীর পূজাতে আমান্ন নৈবেদ্য দেওয়া রীতি নাই আমি ইতঃপূর্ব্বে পীড়িত হইয়াছিলাম অদ্যাপি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই এজন্য এ বিষয়ে আমি অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না ইতি তাং ২৬ শ্রাবণ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য

ইতঃপূর্ব্বে ১৭৭৬ শকে ২১ আষাঢ় দেবনাগর অক্ষরে যে এই বিষয়ক ব্যবস্থাসকল প্রকাশ হইয়াছিল তাঁহাতে ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ ও ১৯শ ব্যবস্থাপত্র এবং ১৮শ ও ২০শ পত্র প্রকাশ করা হয় নাই যেহেতু ঐ পাঁচখানি ব্যবস্থাপত্র এবং ঐ দুইখানি পত্র ঐ পুস্তক প্রকাশের পরে পাওয়া গিয়াছে।

উপসংহার

বিষ্ণুপূজায় আম তণ্ডুল নৈবেদ্য ব্যবহার যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত, কোন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত নহে। উহা ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হওয়াতে ধার্ম্মিক ব্যক্তি মাত্রেরই অবলম্বনীয় নহে। শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীধাম বৃন্দাবন ৺ বারাণসী ৺ শান্তিপুর ৺ অম্বিকা বিষ্ণুপুর মৌরভঞ্জ ভট্টপল্লী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সকল সমাজেই বিষ্ণুপূজায় আম তণ্ডুল নৈবেদ্যের আচার ব্যবহার নাই। সুতরাং বিষ্ণুপূজায় আম তণ্ডুল নৈবেদ্য দেওয়া সদাচার মধ্যে গণ্য না হইয়া অধর্ম্ম ও অনাচার মধ্যেই গণ্য হইল। কিন্তু তথাপি এরূপ কতকগুলি লোক আছেন যে আম তণ্ডুল নৈবেদ্যের দোষকীর্ত্তন বা নিবারণ কথা উত্থাপন করিলে তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহাদিগের এরূপ সংস্কার হইয়াছে কিম্বা প্রয়োজনবশতঃ করিয়া রাখিয়াছেন যে আম তণ্ডুল নৈবেদ্য কাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধর্ম্মানুগত ব্যাপার। যাহারা নৈবেদ্যে আম তণ্ডুল দেওয়ার বিষয়ে বিরাগ বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন তাঁহাদের মতে তাদৃশ ব্যক্তি শাস্ত্রদ্রোহী নরাধম পাষণ্ড বলিয়া পরিগণিত। জীবিকার হানি, লভ্যের কিয়দংশব্যাঘাত এবং অনেক বিষয়ে অনেক প্রকারে অসুবিধা বশতঃ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদানপ্রথা নিবারিত হইলে শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্ম্মলোপ ঘটিবেক। এই অকিঞ্চিৎকর অনর্থকর উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহারা শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও আচারের দোহাই দিয়া বিবাদ ও বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এবিষয়ে শাস্ত্রেই কত দূর পর্য্যন্ত বিধান কি নিষেধ আছে এবং এদেশে কতকগুলি স্বার্থসর্ব্বস্ব শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল যাদৃচ্ছিক ব্যবহার দ্বারাই বা কত দূর পর্য্যন্ত অনার্য্য ও বিগর্হিত আচরণ ঘটিয়া উঠিয়াছে তাহা সবিশেষ অবগত নহেন। এদেশে সকল ধর্ম্মই শাস্ত্রমূলক শাস্ত্রে যে বিষয়ের বিধি আছে তাহাই ধর্ম্মানুগত বলিয়া পরিগৃহীত। আর শাস্ত্রে

যাহ। প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাই ধর্ম্মবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদানবিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের যে সমস্ত বিধি অথবা নিষেধ আছে তাহা পরীক্ষিত হইলেই আমতণ্ডুল-নৈবেদ্যদানকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধর্ম্মানুগত ব্যাপার কি না এবং আমতণ্ডুল-নৈবেদ্যদানপ্রথা নিবারিত হইলে শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্ম্মলোপের শঙ্কা আছে কি না অবধারিত হইতে পারিবেক এই স্থির করিয়া যে সকল শাস্ত্র প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল তাহাতে আম তণ্ডুল নৈবেদ্য দেওয়া অত্যন্ত নিষিদ্ধ এমন কি আম তণ্ডুল নৈবেদ্য দিলে বিশেষ বিশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয় শাস্ত্রে এরূপ ভূরি ভূরি প্রত্যবায় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এতদ্দেশে আচারপূত ধর্ম্মপরায়ণ প্রায় সকল মহাশয়ের যেরূপ আচারও প্রদর্শিত হইল তাহাতে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদান-কাণ্ড যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক মাত্র। এই অতি জঘন্য অনার্য্য স্বার্থ-নিবন্ধন ব্যাপার শাস্ত্রানুমত বা ধর্ম্মানুগত বা সদাচারসমর্থিত ব্যাপার নহে, ইহা নিবারিত হইলে শাস্ত্রের অবমাননা বা ধর্ম্মলোপ অথবা সদা-চারবাধের অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদানপ্রথা নিবারিত হইলে শাস্ত্রের সম্মান করা হয় ধর্ম্মের রক্ষা হয় এবং সদা-চারের অনুসরণ করা হয়। এমন স্থলে কোন্ ব্যক্তি ধার্ম্মিক বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিতে গিয়া বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুলের নৈবেদ্য দিয়া সজ্জন সমাজে অধার্ম্মিক ও অনাচারী বলিয়া পরিগণিত ও ঘৃণাস্পদ হইতে সাহসী হইবেন। ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে হইলেও আর্দ্র মুদ্গাদির নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করার সদাচার অবলম্বন করিয়া আচরণ করা উচিত। অসৎ ও অধর্ম্ম আচরণকে কৌলিক বলিয়া বোধ হয় কেহই অবিহত রাখিবার চেষ্টা করিতে ব্যগ্রতা বা সাহস প্রকাশ করিবেন না।

এক্ষণে বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদানরূপ অসৎ ও অধর্ম্ম্য আচার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা পাককরা অন্নের কিম্বা ফলাদি উপ-করণের সহিত আর্দ্র মুদ্গের নৈবেদ্য দিয়া পূজাকরা ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধি ও সদাচার যাহা আছে তাহাই অবলম্বন করা উচিত। দম্ভ, অহঙ্কার,

স্বার্থপরতা, মাৎসর্য্য ও অসারল্য এবং কূটধর্ম্মিতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাদিগের নির্ণীত প্রণালী ও পদ্ধতি অনুসারে নানাবিধ ফল প্রভৃতি উপকরণের সহিত আর্দ্র মুদ্গের নৈবেদ্য কিম্বা ব্রাহ্মণ দ্বারা পাককরা অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতির নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"আমান্ন নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না" এতদ্বিষয়ক বিচারের ১ম পুস্তক প্রকাশিত হইলে যখন এই বিষয়ের বিশেষ বাদানুবাদ ও আন্দোলন হইয়া একটা হুলস্থুল ব্যাপার হইতে লাগিল তখন হোগলকুড়নিবাসী ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীমান্ গোবিন্দচন্দ্র ভড় আমার অনুমতি ও সাহায্য লইয়া নিজব্যয়ে শ্রীশ্রী ৺ বৃন্দাবনধামের শ্রী ৺ কাশীধামের শ্রী ৺ নবদ্বীপধামের এবং অন্যান্য স্থানের ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী সদাচারী ধার্ম্মিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ঐ সকল ব্যবস্থা আনাইয়া দেন তাহাতে নিম্ন লিখিত—

৺ শ্রীবৃন্দাবনধামস্থ

শ্রীযুত গোপীলাল দেবশর্ম্ম গোস্বামী } ৺ রাধারমণ জীউ
শ্রীযুত মথালাল দেবশর্ম্ম গোস্বামী } দেবালয়ের সেবাধিকারী।
শ্রীমদদ্বৈতবংশোদ্ভব শ্রীযুত গোবিন্দনাথ শর্ম্ম গোস্বামী।
শ্রীযুত কেশবলাল দেবশর্ম্ম গোস্বামী ৺ রাধাদামোদর দেবালয়ের সেবাধিকারী।
শ্রীযুত বেহারিলাল ভট্টাচার্য্য আম্লীতলা।
শ্রীযুত গৌরচন্দ্রদাস দেবশর্ম্ম শিরোমণি ৺ রাধাবাগের নিকট।
শ্রীযুত নীলমণি শর্ম্ম গোস্বামী ৺ গোপীনাথের বাজার।
শ্রীযুত জগদানন্দ দাস পণ্ডিত }
শ্রীযুত হরিদাস পণ্ডিত } ৺ রাধাকুণ্ড।
শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ দাস পণ্ডিত }

প্রভৃতি রাধাকুণ্ডবাসী অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে।

৵ শ্রীধামনবদ্বীপসমাজস্থ সদাচারশীল ধর্ম্মপরায়ণ
ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত শ্রীনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত সূর্য্যকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত যদুনাথ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রী দক্ষিণদেশীয়
শ্রীযুত লালমোহনবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্য শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্তন্যায়ভূষণভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত শিবনারায়ণ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহাশয়গণ।

৵ বারাণসীক্ষেত্রস্থ বঙ্গদেশীয়

শ্রীযুত তারাচরণ তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কারভট্টাচার্য্য শ্রীযুত দেবনারায়ণবাচস্পতিভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত রাজচন্দ্র চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত রামকুমার চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত রামধন শিরোমণি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত হরিকিশোর ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নভট্টাচার্য্য শ্রীযুতকালীপ্রসাদ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত বেচারাম সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত কালীকুমার ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত রামচন্দ্রজ্যোতিঃশিরোমণিভট্টাচার্য্য শ্রীযুত দুর্গাচরণন্যায়রত্নভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

৵ বারাণসীক্ষেত্রস্থ অন্যান্যদেশীয় সর্ব্বপ্রধান ও অশেষ-
শাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুত অনন্তরাম ভট্ট শ্রীযুত বামনাচার্য্য
শ্রীযুত গঙ্গাধর শাস্ত্রী শ্রীযুত বস্তীরাম দ্বিবেদিপণ্ডিত

শ্রীযুত বেচনরাম পণ্ডিত
শ্রীযুত শীতলপ্রসাদ ত্রিপাঠী পণ্ডিত
শ্রীযুত বিভবরাম পণ্ডিত
শ্রীযুত যাগেশ্বর পণ্ডিত
শ্রীযুত অম্বিকাদত্ত পণ্ডিত
শ্রীযুত প্রয়াগদত্ত পণ্ডিত
শ্রীযুত হরিপ্রসাদ দ্বিবেদশর্ম্মা পৌরাণিক
শ্রীযুত দ্বারকানাথ পণ্ডিত

শ্রীযুত দেবকৃষ্ণ পণ্ডিত
শ্রীযুত চন্দ্রশেখর পণ্ডিত
শ্রীযুত হরিকৃষ্ণ ব্যাস
শ্রীযুত রামমিশ্র শাস্ত্রী
শ্রীযুত দেবকৃষ্ণ শাস্ত্রী
শ্রীযুত ভিক্ষুপন্থ শেষ
শ্রীযুত লক্ষ্মণ দেবশর্ম্মা বৈদিক

এবং শৈয়দাবাদ সমাজের]

শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুর্শিদাবাদসমাজস্থ

শ্রীযুত পুলিনবিহারী সেন বাবুর সভাসদ
শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্ম গোস্বামী
শ্রীযুত আনন্দনারায়ণ মৈত্রেয় ভাগবতভূষণ

৺ শান্তিপুরসমাজস্থ ৺ শ্রীমদদ্বৈতবংশীয়

শ্রীযুত আনন্দকিশোর গোস্বামী
শ্রীযুত কৃষ্ণময় গোস্বামী
শ্রীযুত অদ্বৈতচন্দ্র গোস্বামী
শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

শ্রীযুত জয়গোপাল গোস্বামী
শ্রীযুত রামকানাই গোস্বামী
শ্রীযুত রামগোপাল গোস্বামী
শ্রীযুত মধুসূদন গোস্বামী

এবং শ্রীযুত মদনগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি সমুদয় গোস্বামী মহাশয়।

মানকরের ভূম্যধিকারী নানাশাস্ত্রদর্শী

শ্রীযুত হিতলাল মিশ্র গোস্বামী

মানভূমের রাজা

শ্রীযুত কিশোরীপ্রসাদ নারায়ণ দেও ও তাঁহার সভাপণ্ডিত
শ্রীযুত জয়নারায়ণ শর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার

দিনাজপুরের মহারাজ্ঞী শ্রীমতী শ্যামমোহিনীর সভাপণ্ডিত

শ্রীযুত হরনাথ চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য

ভট্টপল্লীসমাজের যাবতীয় ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয়

শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্রবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত চন্দ্রনাথবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত যাদবচন্দ্রতর্করত্নভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত চন্দ্রনাথচূড়ামণিভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয়শিরোমণিভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত রঘুমণিবিদ্যাভূষণভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত আনন্দচন্দ্রশিরোমণিভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত রাখালচন্দ্রন্যায়রত্নভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত সীতারামতর্কপঞ্চাননভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত শিবচন্দ্রসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত অভয়াচরণবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত দিগম্বরতর্কসিদ্ধান্তভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত মধুসূদনস্মৃতিরত্নভট্টাচার্য্য
শ্রীযুত জয়রাম ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য

কলিকাতার বড় বাজারের উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমাজস্থ

শ্রীযুত হরিরাম পণ্ডিত
শ্রীযুত জগন্নাথ ত্রিপাঠী
শ্রীযুত রামলাল পণ্ডিত
শ্রীযুত ভগবতীনন্দন পণ্ডিত
শ্রীযুত লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতরাজ
শ্রীযুত ভীম শাস্ত্রী পণ্ডিতবর
শ্রীযুত পৃথ্বীধর মিশ্র পণ্ডিতবর
শ্রীযুত দুর্গাদত্ত পণ্ডিত
শ্রীযুত রামেশ্বর মিশ্র
শ্রীযুত উমাপতি পণ্ডিত
শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত পণ্ডিত
শ্রীযুত জয়শ্রী শর্ম্ম মিশ্র
শ্রীযুত মঙ্গল মিশ্র পণ্ডিত
শ্রীযুত বলদেব শর্ম্ম জ্যোতির্বিক
শ্রীযুত দেবীদত্ত পণ্ডিত
শ্রীযুত নন্দকিশোর পণ্ডিত

কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের।

শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য। পটলডাঙ্গা
শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ শর্ম্ম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য। সিমুলিয়া
শ্রীযুত কৃষ্ণকমল ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য। আঁড়িয়াদহ

শ্রীযুত নবকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য। বড়বাজারে ৺ দেওয়ান কাশীনাথ বাবুর বাটীর সভাপণ্ডিত।
শ্রীযুত রামেশ্বর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। ৺ রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাটীর সভাপণ্ডিত ও বড়বাজারের বরিসভার আচার্য্য
শ্রীযুত চণ্ডীচরণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য সাং রাজপুর
শ্রীযুত রামতারণ তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য সাং নিশিড়াগড়ি
শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য সাং বাগবাজার
শ্রীযুত পঞ্চানন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য ইটালির দে বাবুদিগের সভাপণ্ডিত।

কলিকাতার দক্ষিণ মঞ্জুলপুর বারুইপুর হরিনাভি রাজপুর জগদ্দল ঝাঁপড়দহ ও লাঙ্গলবেড় প্রভৃতি সমাজস্থ।

শ্রীযুত বনমালী বিদ্যাসাগর
শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি
শ্রীযুত সীতানাথ বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুত রামসেবক তর্কালঙ্কার
শ্রীযুত খুদিরাম বিদ্যালঙ্কার
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন
শ্রীযুত গোবর্দ্ধন তর্কবাগীশ
শ্রীযুত রামকমল শিরোমণি
শ্রীযুত রাধাকান্ত তর্কবাগীশ
শ্রীযুত কালীদাস ন্যায়রত্ন
শ্রীযুত শিবচন্দ্র বিদ্যাসাগর
শ্রীযুত রামনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার
শ্রীযুত জয়চন্দ্র তর্কালঙ্কার
শ্রীযুত হরচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি
শ্রীযুত পার্ব্ববতীচরণ শিরোমণি
শ্রীযুত শীতানাথ তর্করত্ন
শ্রীযুত রামতারণ শিরোমণি
শ্রীযুত বিশ্বম্ভর বিদ্যাবাগীশ
শ্রীযুত কালীনাথ সার্ব্বভৌম
শ্রীযুত হরচন্দ্র বিদ্যারত্ন
শ্রীযুত রামতারণ চূড়ামণি
শ্রীযুত রামগোপাল ভট্টাচার্য্য

প্রভৃতি নানাশাস্ত্রদর্শী সদাচারশীল মহামহোপাধ্যায় মহাশয়গণ, বিষ্ণুপূজায় আম তণ্ডুল নৈবেদ্য ব্যবহার কাহারও কৌলিক হইলেও অশাস্ত্রীয় অন্যায়, অধর্ম্ম অনাচার বোধে পরিত্যাগ করিয়া, নানাবিধ ফল প্রভৃতি উপকরণের সহিত আর্দ্র মুদ্গের নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করিবেক, এবং তাঁহাদিগের নিজের

আচরণও ঐ প্রকার ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন।

বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীশ্রীনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং নানা শাস্ত্রাধ্যাপক ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি, এবং স্মার্ত্তশিরোমণি শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি অনেকানেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের গুরু-গোষ্ঠী ভট্টপল্লীর ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি মহাশয়গণকে যাহারা নির্ব্বোধ ও অপদার্থ এবং অশাস্ত্রজ্ঞ অনাচারী জ্ঞান করেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রাহ্য করেন না, তাহাদিগের প্রতি আমার কিছু বলিবার অভিসন্ধি নাই। আমিএইমাত্র বলিতে পারি, যে পূর্ব্বে যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত এই আম তণ্ডুল নৈবেদ্য ব্যবহার যে শাস্ত্রবহির্ভূত ও ধর্ম্ম-বিগর্হিত কর্ম্ম বলিয়া যে আমার প্রত্যয় ও সংস্কার ছিল। সাতি-শয় অভিনিবেশ সহকারে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের সবিশেষ অনুশীলন করাতে এবং উল্লিখিত অদ্বিতীয় শাস্ত্রবেত্তা মহামহোপাধ্যায়দি-গের এইরূপ ব্যবস্থাপত্র দৃষ্টি করাতে সেই সংস্কার সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ক্রমাগত কিছুকাল ঐ সকলের আলোচনা করিয়া আমার এত দূর বিশ্বাস হইয়াছে যে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত আম-তণ্ডুল নৈবেদ্য ব্যবহার যে শাস্ত্রীয় ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না এরূপ নির্দ্দেশ করিতে আমার ভয়, সংশয় বা সঙ্কোচ উপস্থিত হইতেছে না। ফলতঃ আমার সামান্য বুদ্ধি ও বিবেচনায় বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুলনৈবেদ্যব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত বলিয়া সমর্থিত হওয়া সম্ভব নহে।

কলিকাতা, বেণেটোলা ষ্ট্রীট।
শকাব্দা ১৭৯৬। ২১ অগ্রহায়ণ। } শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শর্ম্ম গোস্বামী।

আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না? এতদ্বিষয়ক তৃতীয় পুস্তক।

আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না? এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবে আমতণ্ডুল নৈবেদ্যের অবিধেয়তা ও নিষিদ্ধতা প্রতিপাদক শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্টে কেবল কতিপয় মহাশয়কেই প্রতিবাদরঙ্গভূমিতে বিতণ্ডা উপহাস ও কটূক্তি রূপ খড়্গ হস্তে করিয়া প্রকাশ হইতে দেখা গেল। সন১২৮১ সালের (১৭৯৬ শকের) ১৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ঐ শকের ২৬এ আশ্বিনের মধ্যে ক্রমশঃ প্রকাশিত ৪ খানি পুস্তক দেখিতে পাইলাম। তাহাতে এই বিবেচনা হইয়াছিল, যখন ৪ মাস দশ দিনের মধ্যেই ৪ খানি প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশ হইল তখন প্রতীক্ষা করিলে আরও প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশ হইতে পারে। এই সম্ভাবনায় এক বারে সকল প্রতিবাদ পুস্তকের মীমাংসা করা যাইবেক, এই আশায় আকৃষ্ট হইয়া প্রায় দুই বৎসর কাল ঐ সকল প্রতিবাদের মীমাংসা প্রকাশ করা হয় নাই। এক্ষণে ঐ বিষয়ে হতাশ হইয়া এবং আমার কতিপয় আত্মীয় বন্ধুদিগের তিরস্কার সহকৃত অনুরোধ বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া, বিতণ্ডাদিপরিপূর্ণ ঐ সকল প্রতিবাদ পুস্তকের যে যে অংশে কটূক্তি শ্লেষোক্তি এবং উপহাস বাক্য প্রয়োগ আছে, ঐ সকল অসার অংশ প্রস্তাবিত বিষয়ের অকিঞ্চিৎকর বোধে পরিত্যাগ করিয়া, যে যে অংশে শাস্ত্রার্থ লইয়া বিতণ্ডা করা হইয়াছে, ঐ সকল বিষয়ের মীমাংসা পূর্ব্বক

স্থির সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে এই তৃতীয় পুস্তক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার দৃঢ় সংস্কার এই এ দেশে যে আমতণ্ডুলনৈবেদ্যপ্রথা প্রচলিত আছে তাহা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক, শাস্ত্রানুগত ব্যবহার নহে। তদনুসারে আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না? এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তকে আমতণ্ডুল নৈবেদ্য কাণ্ড শাস্ত্রনিবিদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। উহার প্রতিবাদ কামনায় প্রতিপক্ষ মহাশয়েরা স্বপক্ষ সমর্থনে সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া উচিতানুচিত বিবেচনায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত আমতণ্ডুলনৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য ইহা প্রতিপন্ন করা তাঁহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, এবং তজ্জন্য অদ্ভুত যুক্তি অবলম্বন ও অদ্ভুত শাস্ত্রার্থ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। প্রতিবাদী মহাশয়দিগের সংখ্যা অধিক নহে। সমুদয়ে চারি ব্যক্তি প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুস্তকপ্রচারের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

প্রথম শ্রীমান গোকুলচন্দ্র গোস্বামী। ইনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুবংশীয়, অতিশয় ধীরস্বভাব, দেখিলে উদ্ধত ও অহমিকাপূর্ণ বিবেচনা হয় না। কলিকাতার মধ্যে প্রধান প্রধান ধনী স্বর্ণবণিকজাতীয় কতকগুলি লক্ষ্মীবান লোক ইহাঁর শিষ্য আছে। যাঁহাদিগের শিষ্য কি যজমান সূত্রে বা যে কোনও বিশেষ সূত্রে হউক লক্ষ্মীবান দিগের সহিত সবিশেষ সম্পর্ক থাকে, তাঁহাদিগের প্রায় সরস্বতীর সহিত সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, ইনি মুগ্ধবোধ. ব্যাকরণ,

ভট্টি ও রঘুবংশ প্রভৃতি কয়েক খানি কাব্য প্রায় রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইহা সামান্য বিস্ময়কর নহে। এবং শুনিয়াছি অল্প কাল হইল অলঙ্কার ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের কিছু কিছু অনুশীলন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি রীতিমত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কিছু মাত্র চর্চ্চা কি অনুশীলন করিয়াছেন, তদীয় প্রতিবাদ পুস্তক পাঠে কোনও ক্রমেই তদ্রূপ প্রতীতি জন্মে না। তাঁহার বয়সে যত দূর শোভা পায় তদীয় ঔদ্ধত্য তদপেক্ষা অনেক অধিক এবং তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যত দূর শোভা পায় অহঙ্কার ও গর্ব্ব তদপেক্ষা অনেক অধিক। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তিনি " বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুলদান ধর্ম্মশাস্ত্রবিধেয়" এই পুস্তক প্রচার দ্বারা ঐ সকল কথা বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় বরীসালের অন্তঃপাতী জলাবাড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন। শুনিয়াছি এই মহাশয় বহুকাল নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে জীমূতবাহনপ্রণীত দায়-ভাগ ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থের তাদৃশ অনুশীলন করেন নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন এই মহাশয়ের বিলক্ষণ কবিত্ব-শক্তি এবং অতিশয় সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে। কিন্তু সৎ আশয় নাই এবং বুদ্ধির স্থিরতা নাই। ইনি দায়ভাগ এবং নব্য ন্যায়-শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক আমতণ্ডুল-নৈবেদ্য কাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ আশ্রয় করিয়া "তত্ত্বনির্ণয়" করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অনুমানপ্রমাণবলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ভাবন করিতে ইতঃপূর্ব্বে কখনও দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই। যাহা হউক ধর্ম্মশাস্ত্রসংক্রান্ত তদীয় আচরণের

পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ১২৮০ সালে কলিকাতা চোরবাগান নিউ সরকার্স প্রেসে মুদ্রিত, গৌরভক্তিবিলাসিনী গ্রন্থে ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র, অগ্নিসংহিতা, ব্রহ্মযামল ও রুদ্রযামল প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণপ্রয়োগ পূর্ব্বক সংস্কৃত শ্লোকে ও বাঙ্গলা ভাষার ত্রিপদীতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূর্ণব্রহ্মত্ব সংস্থাপনে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়া " শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ঈশ্বরত্ববিষয়ে আর তর্ক করা কৃতবিদ্য লোকের উচিত হয় না " (৯ পৃষ্ঠায় ৬ পংক্তিতে) পরে " অতএব হে সজ্জনগণ আপনারা আদর পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রতি বিশ্বাস করুন এবং দ্বেষভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষোত্তম চৈতন্যদেবের প্রতি দৃঢ়ভক্তি রাখুন তবেই ঐহিক পারত্রিক সুখসম্ভোগ করিতে পারিবেন। (১৪ পৃষ্ঠায় ৬ পংক্তিতে) এই বলিয়া সিদ্ধান্ত নির্ণয় পূর্ব্বক "চৈতন্য দেবের উপাসনার অঙ্কুর সাধুজনের হৃদয়রূপ উর্ব্বরা ভূমিতে অবশ্য উদ্ভব হইলে অবশ্য পুণ্যফল প্রকাশ পাইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই" এই নির্দ্দেশ দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বুদ্ধির পরিচয় দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূর্ণব্রহ্মত্বস্থাপন পক্ষে বিলক্ষণ উৎসাহ ও অনুরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাতিশয় আগ্রহ সহকারে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই রাজকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূর্ণব্রহ্মত্ব খণ্ডনপক্ষ অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অশাস্ত্রীয়তা অনুমান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তদীয় এতাদৃশ চরিত্রবৈচিত্রের কারণ তিনিই জানেন। বুদ্ধির স্থিরতা থাকিলে এতাদৃক ভাব লক্ষিত হইত না। যাহা

হউক ইহাঁর আমতণ্ডুলনৈবেদ্য কাণ্ডের তত্ত্বনির্ণয় গ্রন্থে কেবল কতকগুলি উপহাসবাক্য, শ্লেষবাক্য এবং বিতণ্ডা আছে। তৃতীয় শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় অতিশয় ধীরস্বভাব হইয়া অতিশয় ঔদ্ধত্য ও অহমিকা পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অনেকে কহিয়া থাকেন, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিষয়ীলোক, শাস্ত্রব্যবসায় ইহাঁর পৈতৃক ধর্ম্ম নহে। এক্ষণে পাট ব্যবসায়ী হইয়াছেন। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে "বিষ্ণুনৈবেদ্যমীমাংসা" পুস্তক প্রচার দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে তাদৃশ অনভিজ্ঞতার বিষয় পরিচয় দিয়া অনেক অংশে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক আমতণ্ডুলনৈবেদ্য কাণ্ড সমর্থন বিষয়ক প্রমাণ প্রয়োগে তদীয় আচরণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি "গুপ্তপল্লীনিবাসী শ্রীযুত রামধন বিদ্যালঙ্কার, কলিকাতানিবাসী শ্রীযুত রামপ্রাণ শিরোমণি মহাশয়দিগের ব্যবস্থার প্রমাণরূপে উদ্ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলীধৃত প্রপঞ্চসার বচন বলিয়া যে

"যুবতীস্তনবৎ কৃত্বা ক্ষালিতং শালিতণ্ডুলং।
কল্পয়িত্বা তু নৈবেদ্যং বিষ্ণবে তন্নিবেদয়েৎ"॥

"ক্ষালিত অর্থাৎ জলদ্বারা ধৌত আতপতণ্ডুলকে যুবতী স্ত্রীর স্তনের আকৃতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া নৈবেদ্য কল্পনা করতঃ শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে"।

এই অমূলক অশাস্ত্রীয় বচনকে প্রমাণস্থলে বিন্যাস করিয়া রামধন বিদ্যালঙ্কার ও রামপ্রাণ শিরোমণির স্কন্ধে উহার সমূলকতা ও শাস্ত্রীয়তা পক্ষ সপ্রমাণ করিবার ভারের

সঙ্গে অধর্ম্মফল ভোগের ভার অর্পণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজসভাসদ ঐ বচনের তথ্যাতথ্য নির্ণয় করিতে প্রপঞ্চসার মন্ত্রমুক্তাবলী প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচন করিয়া প্রপঞ্চমধ্যে দেখিতে না পাওয়ায় অমূলক ও অশাস্ত্রীয় বোধে যে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এক জন প্রধান রাজসভাসদ স্মৃতিরত্ন মহাশয়, তাহা বিশেষরূপ অবগত হইয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারে ছল ও কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক অধর্ম্মফলভোগী রামপ্রাণশিরোমণি মহাশয় প্রভৃতির স্কন্ধে যে তাদৃশ ভার নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা কি তাঁহার মত উদারাশয় মহাশয়ের পক্ষে ন্যায্য কার্য্য হইয়াছে।

শ্রীমান গোকুলচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীযুত রাজকুমার ন্যায়রত্ন স্ব স্ব গ্রন্থ মধ্যে ঐ বচনকে প্রমাণস্থলে গণ্য করিয়া যে মহাডম্বর করিয়াছেন তাহা তাদৃশ দোষাবহ হইতে পারে না, যেহেতু অনভিজ্ঞতাবশতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন ও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা শূন্য ব্যক্তিদিগকে অপরের বাক্যে নির্ভর করিয়া কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই যে বিষম প্রমাদগ্রস্ত হইতে হয় তাহা বড় দুরূহ কিম্বা তাদৃশ দূষণীয় ব্যাপার নহে।

সুবোধ স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁহার প্রতি আরোপ্যমাণ দোষের পরিহারবাসনায় সমুদয়ে ৪৬ পৃষ্ঠা পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় তিনি সাত খানি ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন; তন্মধ্যে "প্রথম সংখ্যা" ব্যবস্থায় যাঁহারা নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় নাই। কতকগুলি মহাশয় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও ভট্টির কিয়দংশ অবগত আছেন, বলিতে আক্ষেপ হই-

তেছে যে দুই এক ব্যক্তি ভিন্ন প্রায় অনেকেই ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী নহেন এবং কখনও রীতিমত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই। তবে দুই এক জন যে ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মহাশয়ের নাম স্বাক্ষর, আছে তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান এবং রাজসভাসদের অনুমোদনকারীর অগ্রগণ্য তাঁহার এতাদৃক্ অধিক বয়স হইয়াছে যে লোকে ঐ বয়সে প্রায়ই ভীমরতি (ভ্রান্ত) হয়। ঐ ব্যবস্থার উপসংহারে (সর্ব্বশেষে) "লোকবিদ্বিষ্টত্বান্নাচরনীয়ং, অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নহীতি বচনাদিতি চ" লোকবিদ্বিষ্ট বলিয়া ঐরূপ আচরণ কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু এরূপ বচন আছে যদি ধর্ম্মকর্ম্মও হয় তথাপি লোকবিদ্বিষ্ট হইলে উহাতে স্বর্গ হয় না সুতরাং ঐ লোকবিদ্বিষ্ট ধর্ম্মকর্ম্মও আচরণ করিবেক না ইহাও আছে। এই নির্দ্দেশ দ্বারা উহা অনেক অংশে সপ্রমাণ হইয়াছে। দ্বিতীয়সংখ্যক ব্যবস্থাদাতা শ্রীযুক্ত হরমোহন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইনি নবদ্বীপের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক সুতরাং আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদানের বিধেয়তাপক্ষ এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্বান্ননৈবেদ্যদানের অবিধেয়তাপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক বচনাভাব এবং ব্যবহারাভাব হেতু নির্দ্দেশ করিয়া ঘৃতাদি যুক্ত আমান্ননৈবেদ্যাদি দ্বারা সর্ব্ববর্ণেরই বিষ্ণুপূজা করা কর্ত্তব্য, এই সাধ্যনির্ণয়ের নির্দ্দেশ দ্বারা অনুমান কাণ্ডের পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। চতুর্থসংখ্যক ব্যবস্থাদাতা শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ ন্যায়বাগীশ, শুনিলাম ভট্টপল্লীর ভট্টাচার্য্যবংশে কেবল এই এক মহাশয়ই একমাত্র ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ী। পঞ্চমসংখ্যক ব্যবস্থাদাতা শ্রীযুক্ত কালীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ইনি

কাঁঠালপাড়ার মধ্যে এক জন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। উল্লিখিত তিন মহাশয়েই ন্যায়শাস্ত্র বলে আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদানবিধির এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্কান্ননৈবেদ্যদাননিষেধের শাস্ত্রীয়তা অনুমান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ষষ্ঠসংখ্যক ব্যবস্থাদাতা "রক্তচন্দনতিলকামোদি ছাগমহিষরুধিরাক্তকলেবর শক্তিমন্ত্রচরণপদ্মপরায়ণ নিত্যশ্রুতিস্মৃত্যদিতবিধিনিষেধপ্রতিপালনানুরত কামরূপনিবাসি তর্ককেশরী শ্রীমান" তারিণীতনয়শর্ম্মা, ইনি "শ্রীমত্তারার্চ্চন প্রফুল্লমানস শক্তিমন্ত্রপরায়ণ চরণানুগামি শাক্ত এবং তদনুগামি বৈষ্ণবের বিষ্ণুপূজা[illegible] স্বিন্নতণ্ডুলনৈবেদ্যই দেওয়া কর্ত্তব্য এই সাধুসম্মতা ব্যব[illegible] এই কথা লিখিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের কামরূপবিষয়িণী বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে ধর্ম্মশাস্ত্রমীমাংসা করিতে উদ্যত হইয়া শ্লেষোক্তি ও কটূক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক উপহাসরসিকতা প্রদর্শনের সময় স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অনভিমত ও বিদ্বিষ্ট মতও ব্যবস্থা সহকারে প্রচার হইয়া গেল। যাহা হউক ন্যায়শাস্ত্রামোদি ব্যবস্থার পর কাব্যরসামোদি ব্যবস্থা প্রকাশ করা অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে পর্য্যায়ক্রমভঙ্গদোষে দূষিত হইয়া কাব্যরসের নিত্যদোষ মধ্যে গণ্য হওয়াতে স্মৃতিরত্ন মহাশয় অনেক অংশে অর্ব্বাচীনের মত কার্য্য করিয়াছেন। তৃতীয়সংখ্যক ব্যবস্থাদাতা শ্রীযুক্ত রামধন বিদ্যালঙ্কার ইনি গুপ্তিপাড়ার এক বিখ্যাত মহাশয় এবং সপ্তমসংখ্যক ব্যবস্থাদাতা শ্রীযুত রামপ্রাণ শিরোমণি ইনি গুয়াবাগানে বিখ্যাতনামা ব্যক্তি, এই দুই মহাশয়ই উল্লিখিত অমূলক বচনকে মন্ত্রমুক্তাবলিধৃত প্রপঞ্চসারীয়

নির্দ্দেশ করিয়া মহা আড়ম্বর করিয়াছেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারে উদ্যত হইয়া ছল, কৌশল ও কপটভাব অবলম্বন পূর্ব্বক, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিপরীত মত লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে অনায়াসে ও অক্ষুব্ধচিত্তে প্রচার করিয়াছেন, অপরিহার্য্য এতাদৃশ দোষ, ঐ সকল ব্যবস্থা প্রকাশ করা দ্বারা যে কত দূর পরিহার হইবেক তাহা সাধারণে অনায়াসেই অনুভব করিয়া লইতে পারিবেন। চতুর্থ সভাকাজারীয় রাজসভাসদ, ইঁহার প্রকাশিত "বিষ্ণু নৈবেদ্য বিচার" পুস্তকে কোনও স্থলে কোনও স্থলে অন্যান্য প্রতিবাদি মহাশয়দিগের মত তাদৃশ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন বা তাদৃশ গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং অমূলক বা অপ্রামাণিক বচন বিন্যাস করিতে দেখা যায় না। ইঁনি দেশাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে যত দূর সাধ্য যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছেন।

এক্ষণে রাজসভাসদের "সসিদ্ধান্ত বিষ্ণুনৈবেদ্য বিচার" পুস্তকে অনুমোদন বা সাহায্যকারী এবং স্মৃতিরত্নের পুস্তকের প্রথম সংখ্যক ব্যবস্থাদাতা অধ্যাপকগণের মধ্যে অনেকেরই পূর্ব্বাপর চরিত্রের বিষয় সাধারণের সুগোচর কারণ শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চাঁদ বাহাদুরের মন্তব্য সহিত প্রকাশিত প্রশ্নোত্তমালার (বর্দ্ধমান সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে ১৭৯৫ শকে অগ্রহায়ণ মাসে মুদ্রিত) ৪৪ সংখ্যক প্রশ্ন কতকগুলি অধ্যাপকের উত্তর এবং মহারাজাধিরাজের স্বীয় সভাসদ্‌পণ্ডিতগণ দ্বারা সংশোধিত নিজ মন্তব্য প্রকাশ

করা যাইতেছে, "বিষ্ণু আদি দেব দেবীর পূজা সময়ে তণ্ডুল নৈবেদ্য প্রদান বিষয়ে কোন কোন শাস্ত্রে বিধি এবং নিষেধ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায় অতএব উক্ত পূজা সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ নৈবেদ্য প্রদানস্থলে পক্কান্নাদি অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করিবেন অথবা পাত্র মধ্যে মন্দিরাকৃতি তণ্ডুলোপরি লড্ডুক স্থাপন পূর্ব্বক তচ্চতুর্দ্দিকে ফল মূলাদি বিন্যস্ত তণ্ডুল নৈবেদ্য প্রদান করিবেন?" ইহাতে বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত রামতনু তর্কসিদ্ধান্তের এই উত্তর যে তণ্ডুল নৈবেদ্য এবং পক্কান্ন নৈবেদ্য উভয়ই দিতে পারেন। বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত তারকনাথ তর্করত্নের মতে আমান্ন নৈবেদ্যও দিতে পারে।

ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণির মতে পক্কান্ন নৈবেদ্যই প্রশস্ত অভাবে আমান্ন নৈবেদ্য দিবেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র শিরোমণির মতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নের বিষ্ণুনৈবেদ্য মীমাংসায় চতুর্থ ব্যবস্থাদাতা হইয়া বোধ করি ইনি ন্যায়বাগীশ বলিয়া এক্ষণে পরিচয় দেন। তণ্ডুলনৈবেদ্য এবং পক্কান্ননৈবেদ্য উভয়ই দেওয়া যায়।

৵ বৃন্দাবনধামের শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ ত্রিপাঠীর মতে উভয় নৈবেদ্যই দিতে পারা যায়।

মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতি খাগড়ার শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামলাল শিরোমণি, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র তর্করত্ন এবং শ্রীযুক্ত রামযাদব সিদ্ধান্তবাগীশের মতে, তণ্ডুল নৈবেদ্য এবং পক্কান্ন নৈবেদ্য উভয়ই দিতে পারা যায়।

বিল্বপুষ্করিণীর শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এবং অর্দ্ধচন্দ্র

বিদ্যারত্নের মতে তণ্ডুল নৈবেদ্য এবং পক্কান্ন নৈবেদ্য উভয়ই দিতে পারা যায়।

সমুদ্রগোড়ের শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ তর্করত্নের মতে উভয় নৈবেদ্যই দিতে পারা যায়।

পূর্ব্বস্থলীর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের মতে তণ্ডুলনৈবেদ্য এবং পক্কান্ননৈবেদ্য উভয়ই দিতে পারা যায়।

গুপ্তিপাড়ার দণ্ডির সভাপণ্ডিতগণ শ্রীযুক্ত রামধন বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত রঘুমণি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন তর্করত্ন শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ন্যায়ভূষণ শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য্যের মতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকলেই পক্কান্ন নৈবেদ্যই দিবেন, কিন্তু আপৎকালে আমান্ন নৈবেদ্যও দেয়া যায়।

দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত হরনাথ চূড়ামণি এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ ন্যায়ভূষণের মতে তণ্ডুলনৈবেদ্য এবং পক্কান্ননৈবেদ্য উভয়ই দিতে পারা যায় কিন্তু বিষ্ণুকে তণ্ডুলনৈবেদ্য দিতে পারা যায় না।

দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্যের মতে উভয় নৈবেদ্যই দিতে পারা যায়।

বহির্গাছির শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার অম্বিকার শ্রীযুক্ত দীননাথ ন্যায়রত্ন শ্রীযুক্ত ভবনাথ তর্কালঙ্কার শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র তর্কবাচস্পতি শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর ন্যায়বাগীশ এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র তর্কভূষণের মতে উভয়নৈবেদ্যই দিতে পারা যায়।

নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির মতে ঘৃত দধি যোগ ব্যতিরেকে আমান্ন নৈবেদ্য দিবে না কিন্তু আমান্ন নৈবেদ্য অপ্রশস্ত নহে।

নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত হরমোহন চূড়ামণি এবং শ্রীযুক্ত মধুসূদন ন্যায়রত্নের (এক্ষণে স্মৃতিরত্ন) মতে পক্কান্ন নৈবেদ্যই মুখ্য কিন্তু পরপক্কান্ন ভোজন নিষেধ হেতু এবং ব্রাহ্মণ প্রতিপত্তি নিমিত্ত আমান্ন নৈবেদ্যও দেওয়া যায়।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নের মতে উভয় নৈবেদ্যই দিতে পারা যায়।

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজের মন্তব্য।

বিষ্ণু আদি দেব দেবীর পূজা সময়ে নৈবেদ্য প্রদান স্থলে তণ্ডুল নৈবেদ্য প্রদান যদিও সর্ব্বশাস্ত্রনিষিদ্ধ না হউক এবং যদিও তদ্বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিত মহাশয়ই বিধি দিয়াছেন তথাপি তাহা কর্ত্তব্য নহে।
কারণ যখন দেবতাকে আত্মবৎ সেবা করিবার বিধি সকল শাস্ত্রেই শ্রুত হইয়া থাকে তখন আমরা স্বয়ং যে বস্তু ভক্ষণ করি সেই বস্তুই দেবতাকে দেওয়া বিধেয়। আর আমরা যে বস্তু অখাদ্য বিবেচনায় নিজে আহার করি না সেই দ্রব্য দেবতাকে দেওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু আমরা কেহ আমতণ্ডুল ভক্ষণ করি না তবে কিরূপে তাহা দেবনিবেদনীয় হইবে? যদি দেবদ্রব্য ব্রাহ্মণসাৎ করিবার জন্য তণ্ডুল নৈবেদ্য, প্রদানের বিশেষ আবশ্যক হয় তাহাও অমূলক কারণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ক অন্ন অবশ্যই

ব্রাহ্মণভক্ষ্য। যদিও তদন্ন সাধারণ ব্রাহ্মণ ভোজ্য না হউক কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সহিত পরস্পর অন্নব্যবহার আছে তাঁহারা অবশ্য তদন্ন ভক্ষণ করিতে পারেন এরূপ স্থলে কেবল বঙ্গদেশীয় ব্যবহারের বশীভুত হইয়া তণ্ডুল নৈবেদ্য প্রদানের আবশ্যক কি ?”

এক্ষণে ১২৮২ সালে আশ্বিন মাসে প্রকাশিত শ্রীক্ষেত্র-পাল স্মৃতিরত্নের প্রণীত বিষ্ণুনৈবেদ্য মীমাংসায় প্রথম ব্যবস্থার প্রশ্ন এবং তাহার উত্তরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সম্মত উত্তর প্রকাশ করা যাইতেছে।

“প্রশ্ন ১ম বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত ব্রাহ্মণভিন্ন ব্রাহ্মণের বিষ্ণু-প্রতিমা পূজায় অধিকার আছে কি না ?

উত্তর। সৌর শাক্ত গাণপত্য শৈব এবং বৈষ্ণব আচার-শালী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, এবং ভিক্ষু (চারি আশ্রমী চারি বর্ণের) সকলের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিষ্ণুপ্রতিমাদির পূজার অধিকারই শাস্ত্রার্থ। যেহেতু অকরণে প্রত্যবায় বাহুল্য শোনা যায় বলিয়া উহা সন্ধ্যাদির মত নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু বিষ্ণু-মন্ত্রদীক্ষিত বৈষ্ণবাচারশীল ব্রাহ্মণ মাত্রেরই যে উহাতে অধিকার তাহা নহে। যেহেতু দ্বিজ মাত্রে পরমাক্ষরী সাবিত্রী দেবীর উপাসনা করা প্রযুক্ত সকলেই শাক্ত, উহারা শৈব নহে বৈষ্ণবও নহে নির্ব্বাণতন্ত্রের এই বচন অনুসারে ব্রাহ্মণ মাত্রেই শাক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রের বিষ্ণুপূজায় অনধিকার বলা)হয় সুতরাং উহা কাহারও সম্মত নহে। ইহাতে এবং

২য় প্রশ্ন। বিষ্ণুপূজায় আতপতণ্ডুল নৈবেদ্যদান বিষয়ে বিধি আছে কি না ?

উত্তর। বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয় এবং অন্য নৈবেদ্য অপেক্ষা অতি প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে আতপতণ্ডুলের নৈবেদ্যের বিধান আছে অতএব বিষ্ণুপূজায় আতপতণ্ডুলের নৈবেদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য"। ইহাতে কলিকাতার শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত মধুসূদন ন্যায়রত্ন বা এক্ষণে স্মৃতিরত্ন, গুপ্তিপাড়ার শ্রীযুক্ত রামধন বিদ্যালঙ্কার, কলিকাতার শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চূড়ামণি, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, খড়দহের শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দপ্রভুবংশীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন শর্ম্ম গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র শর্ম্ম গোস্বামী এবং জিরাটের ৺ গঙ্গাবংশীয় শ্রীযুক্ত জগদানন্দ শর্ম্ম গোস্বামী প্রভৃতি একাদশ মহাশয়ের নাম স্বাক্ষর আছে।

ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই গুপ্তিপাড়ার রামধন বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পূর্ব্বেই কি বুঝিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্রের বিষ্ণু আদি দেবতার পূজায় পক্বান্ননৈবেদ্যই দিবেক বলিয়া এবং নবদ্বীপের মধুসূদন ন্যায়রত্ন (এক্ষণে স্মৃতিরত্ন) প্রভৃতি পক্বান্ননৈবেদ্যই মুখ্য বলিয়া এবং এই "ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন পক্বান্ন ও আমান্ন উভয় নৈবেদ্যই দিতে পারা যায় বলিয়া শাস্ত্রসম্মতিনির্দ্দেশে ব্যবস্থাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজকে দিয়াছিলেন আর এক্ষণেই বা কি বুঝিয়া আমতণ্ডুলনৈবেদ্যের বিষম পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন এবং বিষ্ণুপূজার আমতণ্ডুলনৈবেদ্য দেয়াই শাস্ত্রীয় ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দিবার

নানাবিধ প্রয়াস পাইতেছেন। তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম তাঁহারাই জানেন। ইচ্ছাময় মহাশয়েরা যখন যাহাই হয় তাহাই (কেবল বলিয়া নহে) ব্যবস্থা লিখিয়া স্বাক্ষরিত করিয়া দেন। আর বোধ করি খড়দহের নিত্যানন্দ প্রভুর কুলতিলক উক্ত দুই মহাপুরুষ দ্বারা শ্যামসুন্দরের নৈমিত্তিক পূজায় আমতণ্ডুলের নৈবেদ্যবিষয় অবগত হইয়া আমার পরমহিতৈষী পরমদয়ালু কর্ণদর্শী রাজসভাসদ "অগ্রে আমার নিজ গৃহের আমদোষ নিবারণ করিতে" উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি নিজ ঘরের বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও রাজসভাসদের উপদেশবশতঃ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কোনও আমদোষ দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, অথবা বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই বসন্তকালীন দোলযাত্রা পর্ব্ব উপলক্ষেই আতপ-তণ্ডুলনৈবেদ্য মেঢ়ুকের প্রীতিকর এমন কি দেখিলেই মুখ-মণ্ডূতিকর বলিয়া প্রবাদ আছে সুতরাং উহা মেঢ়ুকাসুরকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যে যাহার ভক্ত সে তাহার নৈবেদ্য ভক্ষক বিধায় তৎকালীন উপস্থিত যে কেহ তাঁহার ভক্ত থাকে ঐ আম প্রসাদ তাহারই উদরগত হইয়া ঐ আশয় মুখে প্রকাশ হইয়া থাকিবেক। ফলতঃ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ প্রভু বীরচন্দ্রপ্রকাশিত গোস্বামী ৺ শ্যামসুন্দরের নৈমিত্তিকাদি কোনও পূজা উপলক্ষে নিজ গৃহে আমদোষ না থাকা প্রযুক্ত লক্ষিত না হওয়ায় রাজসভাসদের তাদৃশ নিরুপম উপদেশ পালন করা হইল না তজ্জন্য আমি অতিশয় চিন্তিত দুঃখিত লজ্জিত কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত হইতেছি, দয়াময় কর্ণদর্শী রাজসভাসদ যেরূপ দয়া করিয়া আমায় উপদেশ

দিয়াছেন যেন সেই রূপ দয়া করিয়া আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করেন। সে যাহা হউক উল্লিখিত মহামহোপাধ্যায় মহাজন দিগের যথেচ্ছাচার দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়াছি। বিতণ্ডা-পিশাচী কিম্বা উপরোধ অনুরোধের ভার স্কন্ধে আরোহণ করিলে কি ঐ মহাপুরুষদিগের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না? কথিতই আছে,

উপরোধোঽনুরোধশ্চ বিরোধো ব্যাধিরেব চ।
অপরাধ ইতি পঞ্চ ধাত্বাঃ স্থ্যর্ধর্ম্মনাশকাঃ॥

আক্ষেপের বিষয় এই যে যাঁহাদের এইরূপ রীতি ও আচরণ সেই মহাপুরুষেরাই এদেশে অনেক লোকের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মীমাংসাকর্ত্তা এবং অনেককেই তাঁহাদের বাক্যে ও ব্যবস্থায় আস্থা করিয়া চলিয়া থাকিতে হইতেছে।

যদি আমতণ্ডুলনৈবেদ্য দেওয়ার প্রথা বাস্তাবিক শাস্ত্রীয় বলিয়া তাঁহাদের বোধ থাকে অথচ কেবল বর্দ্ধমানরাজাধি-রাজের উপরোধ বশতঃ বা তৈলবটের লোভে অশাস্ত্রীয় বা অপ্রশস্ত কল্প বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে কি যথার্থ ভদ্রের কার্য্য করা হইয়াছে? আর যদি আমতণ্ডুলনৈবেদ্য দেওয়ার প্রথা বাস্তবিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া বোধ থাকে এবং সেই বোধানুসারে আর দেশের কতক-গুলি লোকের আচার ও তদবলম্বনে কতকগুলি ব্রাহ্মণের যে বৃত্তি আছে, সে সকল রক্ষার উপরোধে, আপৎকালে আমান্নও দেওয়া যায় ইত্যাদি নির্দ্দেশ দ্বারা আমান্ন নৈবেদ্য দেওয়াকে অপ্রশস্ত কল্প বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে এক্ষণে আমতণ্ডুলনৈবেদ্য দেওয়াই প্রশস্তকল্প

এবং উহাই শাস্ত্রীয় বলিয়া পূর্ব্ব বিষয়ে বিশেষ বিদ্বেষ প্রদর্শন করাও কি যথার্থ ভদ্রের কার্য্য করা হইতেছে ?

উল্লিখিত চারিখানি পুস্তকেই আমার প্রকাশিত প্রস্তাব এবং ব্যবস্থাপুস্তক এই উভয় পুস্তকের প্রতিবাদ করার বিশেষ উদ্যম করা হইয়াছে। প্রতিবাদি মহাশয়েরা আমার লিখিত প্রস্তাবকে অশাস্ত্রীয় ও অনাচার বলিয়া সপ্রমাণ করিয়া দিবার নিমিত্ত, যে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যাইতে পারে, সবিশেষ পরিশ্রম ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, স্ব স্ব পুস্তকে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যখন নানা প্রতিপক্ষ ব্যক্তিতে নানা প্রণালীতে যত দূর পারেন চেষ্টা করিয়া প্রতিবাদ বিষয়ে এক এক প্রস্তাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমতণ্ডুল নৈবেদ্যের অশাস্ত্রীয়তা খণ্ডন পক্ষে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে তাহার এক প্রকার শেষ হইয়াছে, বলিতে হইবেক। এক্ষণে ঐ চারি পুস্তকের যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগের মীমাংসা করা হইলে, বোধ হয়, আমতণ্ডুলের নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করা বৈধ বলিয়া আর কাহারও বোধ হইবার সম্ভাবনাও হইবেক না।

আমি, বিষ্ণুকে আমতণ্ডুলনৈবেদ্য দেওয়া অবৈধ এবং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক ইহাই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া "আমান্ননৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না ? এতদ্বিষয়ক বিচার" এই পুস্তক খানি প্রচার করিয়াছি। ঐ পুস্তকের উদ্দেশ্য বিষয়ে অনুমোদন প্রকাশ করিয়া নানাস্থানীয় নৈয়ায়িক, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ নিজ নিজ স্বাক্ষরিত

ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই যে দেশপূজ্য, কৃতবিদ্য, দূরদর্শী, অধর্ম্মভীরু এবং অপক্ষপাতী তাহা এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। ঐ সমুদয় মহাত্মাগণ অকিঞ্চিৎকর অর্থদর্শনে মুগ্ধ হইয়া বৈধ কার্য্যকে অবৈধ এবং অবৈধকে বৈধ বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছেন অথবা সকলেই যুগপৎ ভ্রমান্ধকারে পতিত হইয়াছেন ঈদৃশ অযুক্ত ও অশ্রদ্ধেয় সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন করার প্রবৃত্তি বঙ্গদেশীয় জলাবাড়ীনিবাসী সুকুমারমতি রাজকুমার ব্যতীত অন্য কাহারও চিত্তে সহসা উদয় হওয়া দুরূহ ব্যাপার। ফলতঃ আমি, বৈধই হউক বা অবৈধই হউক একটা যে কোনও কার্য্য সম্পাদন করিয়া সমাজ মধ্যে এক জন মতপ্রচারক বলিয়া পরিগণিত হইব এই উদ্দেশে যে আমান্ননৈবেদ্যদান নিষিদ্ধ বলিতেছি তাহা নহে, আমার দৃঢ় সংস্কার এই এ দেশে যে কোনও কোনও স্থানে আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক, শাস্ত্রানুগত ব্যবহার নহে। তদনুসারে আমান্ন নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না? এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তকে তাদৃশ নৈবেদ্য ব্যবহার অশাস্ত্রীয় এবং অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রচার করিয়াছি। বলিতে কি আমি এখনও মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতেছি যদি কেহ বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থের সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা বিষ্ণুকে আমান্ন নৈবেদ্য দান শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহ তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিতে পারি

এবং এতৎপক্ষীয়স্বাক্ষরকারী সমুদয়কেই ভ্রান্ত বোধ করিতে পারি। নতুবা যাঁহারা শাস্ত্রার্থ তত্ত্বানুসন্ধানে অন্ধবৎ হইয়া অকারণ আমার প্রতি কোপ প্রকাশ করিয়া ইহার বিরুদ্ধে এক এক খানি ক্ষুদ্রাকার পুস্তক প্রচার করত প্রতি পঙ্‌ক্তি-তেই আমার প্রতি কটূক্তি ও শ্লেষ করিয়া স্ব স্ব প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন, আমি অকপটচিত্তে তাঁহাদিগকে অভয়দান দিতেছি যে, তাঁহারা এজন্য অনর্থক অর্থব্যয় ও কায়িক শ্রম স্বীকার না করিয়া যদি সাক্ষাৎকারে আমাকে ইচ্ছামত কটু-বাক্য বলিতেন তাহা হইলে বিশেষ হানিকর হইত না।

ধর্ম্মশাস্ত্র যে অপারজলধিস্বরূপ এবং ধর্ম্মতত্ত্ব যে অতি নিগূঢ় ইহা অনেকেই কেবল মৌখিক ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে অতি অল্পলোককে দেখিতে পাওয়া যায়। যে মহাপুরুষেরা স্ব স্ব পুস্তকে ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐরূপ অপরিচ্ছিন্নতা এবং দুরবগাহতা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া-ছেন, আবার তাঁহারাই গণ্ডূষমাত্রজলে সফরীর ন্যায় এরূপ ভয়ঙ্কর আস্ফালন করিয়াছেন যে তাহা ভাবিতে হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কি আশ্চর্য্য আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান ধর্ম্মশাস্ত্রের পরস্পর সামঞ্জস্য করিতে হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র ও মীমাংসাশাস্ত্র এই উভয় শাস্ত্রেই নৈপুণ্য থাকা আবশ্যক ইহাই পূর্ব্ব হইতে জানিতাম। কিন্তু এত দিনের পর প্রতীতি হইল যে উপহাস কটূক্তি এবং শ্লেষপটুতাই ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিচারের প্রধান উপকরণ। অন্যথা কতিপয় অবচ্ছেদ-কতামাত্রোপজীবী অনাস্বাদিতধর্ম্মশাস্ত্র ব্যক্তি কোন সাহসে অনায়াসে এই অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তৎপ্রণীত পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে কেবল জিগীষা, ঈর্ষ্যা, বাচালতা ও অনভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য সারাংশ কিছুই লক্ষিত হয় না। তবে যে যৎকিঞ্চিৎ শাস্ত্রার্থ লইয়া কিয়ৎ পরিমাণে চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়াছেন, তাহার কোনও অংশই বিচার্য্য বলিয়া প্রতিবক্তব্য স্থলে গ্রাহ্য নহে। আরও আশ্চর্য্য বোধ হইল যে আমাদিগের তরুণবয়স্ক ন্যায়রত্ন অর্থপ্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়া অনিষিদ্ধ কার্য্যকে নিষিদ্ধ বলিতে ভীত হইয়াছেন। কিন্তু যে গুণধাম চাটুলব্ধ অশেষক্লেশোপার্জ্জিত প্রাণসম অর্থকে কায়িক পরিশ্রমের সহিত ব্যয় করিয়া সর্ব্বসম্মত নিষিদ্ধ কর্ম্মকে অনায়াসে অনিষিদ্ধ বোধ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার পক্ষে ঈদৃশ অবৈধ কার্য্যে তত দূর সঙ্কুচিত হওয়া সুসঙ্গত বোধ হয় না। কবিত্বাভিমানী চপলমতি রাজকুমার প্রকৃতিসিদ্ধ চাপল্য পরবশ হইয়া সকল বিষয়েই বিজ্ঞতাপ্রদর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। যাহা হউক সকলের প্রবৃত্তি এক প্রকার নহে, সুতরাং সকলে এক প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। প্রকৃতিবৈলক্ষণ্য প্রবৃত্তিভেদের প্রধান কারণ। কিন্তু এরূপ গুরুতর বিষয়ে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রণালী ভেদ অবলম্বন না করিয়া, যেরূপ বিষয় তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প ছিল।

বিষ্ণুনৈবেদ্যবিচারপ্রণেতা রাজসভাসদ স্বাক্ষরস্থলে "গ্রন্থকারাণাং" এইরূপ বহুবচন প্রয়োগ করিয়া বোধ করি দলপুষ্টি অথবা স্বীয় গৌরব প্রদর্শন করিয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বীয় গৌরব প্রদর্শনই যদি বহুবচন প্রয়োগের প্রকৃত কারণ

হইল, ঐ গৌরব কি আশ্রয়গৌরব অথবা পাণ্ডিত্যগৌরব ? যদি বাস্তবিকই আশ্রয়গৌরব তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা এই ভাবিয়া উৎকণ্ঠা দূর করিব যে প্রভুর পরিতোষার্থ অনন্যশরণ আশ্রিত তাদৃশ লোক দিগের উচ্চ নীচ ভাব অনুকরণ ও অনুসরণ করার প্রথা বহু দিন হইতেই প্রচলিত আছে। তজ্জন্য আমরা তাঁহা-দিগকে অনভিজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিতে পারি না। প্রভুবিশেষ যে অকারণ আমাদিগের মতের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া অশাস্ত্রীয় ব্যবহার অপ্রতিহত রাখিতে সযত্ন হইতেছেন ইহা ভাবিয়াও বিশেষ ক্ষতি বোধ করিব না। কারণ "স্বদেশে পূজ্যতে" ইত্যাদি চানক্যের শ্লোক আমাদিগের সে উৎকণ্ঠা দূর করিবেক। অথবা নিজ গৌরবপ্রদর্শন অনেকের স্বভাবসিদ্ধ। কেহ বা উচিতপক্ষ কেহ বা অনুচিতপক্ষ আশ্রয় করিয়া পদে পদে গৌরব দেখাইয়া থাকেন। ইঁহারাও কি সেই প্রকৃতিপরতন্ত্র হইয়া ঐরূপ বহুবচনে অবিকল প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন ? আশ্চর্য্য কি! স্বভাব অনুল্লঙ্ঘনীয়। যাহা হউক এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে রাজসভাসদ কোন পক্ষ আশ্রয় করিয়া এরূপ গৌরবের পথে পদার্পণ করিয়াছেন।

ইতি পূর্ব্বে রাজসভাসদের উপর বিশ্বাস ছিল যে রাজ-সভাসদ নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন, বিবেচনা না করিয়া সহসা কোনও অনুচিতপক্ষ আশ্রয় করেন না; কোনও বিষয়ের মীমাংসা করিতে গিয়া একান্ত অপটুতারও পরিচয় দেন না। কিন্তু সংপ্রতি সে বিশ্বাস অনেকাংশে শিথিল হইল। মান-নীয় রাজসভাসদ আমান্ননৈবেদ্যের মীমাংসাকালে অকারণ

অতীব রোষপরবশ হইয়া ছিলেন। যেহেতু তৎপ্রণীত পুস্তকখানি সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টই বোধ হয় যে, তিনি বাদী নিরস্ত করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনে সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া,-উচিতানুচিত বিবেচনায় এক কালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। যাহা হউক আক্ষেপের বিষয় এই যে এত বিতণ্ডা করিয়াও কিছুমাত্র কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। উপরোধের পদ্ধতিই এই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে পরমদয়ালু রাজসভাসদ আমার নৈবেদ্যো-পজীবী কতকগুলি দেবল ব্রাহ্মণের উপজীব্য হানি হয় বলিয়া এইরূপ অধর্ম্মযুদ্ধের পৃষ্ঠপোষক হইয়া আমার উপর অগত্যা খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা এরূপ অযুক্ত কথায় সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এই পুস্তকে অনুমোদন-কারি মহাশয়দিগের এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপালস্মৃতিরত্নকে যাঁহারা ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেই সকল মহাশয়ের মধ্যে অনেকেরই কিছু কিছু পরিচয় যথাস্থলে দেওয়া হইয়াছে।

গোকুলচন্দ্র গোস্বামীর পক্ষে আমার প্রতিবাদে একখানি পুস্তক প্রকাশ করা ব্যর্থ হইয়াছে। অধ্যয়ন অধ্যাপনাসূত্রে তাঁহার সহিত আমার যে প্রকার সম্বন্ধ তাহাতে তাঁহার অকারণ এরূপ অর্থব্যয় করিবার কোনও আবশ্যক ছিল না। তিনি স্বীয় পুস্তকে যে দুই একটি কথা লিখিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন, ঐ কথা গুলি সাক্ষাৎকারে আমাকে বলিলে তাঁহাকে আর এরূপ অর্থব্যয় ও কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত না। ভালই হউক বা মন্দই হউক কোনও না কোনও একখান পুস্তক প্রচার করিয়া

জনসমাজে পরিচিত হই এই বাসনায় যদি ঐরূপ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমার দুঃখের বিষয় এই যে সংসারে এত অসংখ্য বিষয় সত্ত্বে কোন অপরাধে এই ধর্ম্মশাস্ত্রমীমাংসায় আমিই অগ্রে তাঁহার লক্ষ্য হইলাম।

গোকুলের জ্ঞানশলাকানামকপুস্তকপ্রণেতার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে তিনি গোকুলের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নিমিত্ত কেন অকারণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। যেহেতু কথিতই আছে যে

গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥

গোকুলে অশুদ্ধিবিষয়ক মীমাংসা কর্ত্তব্য নহে।

এক্ষণে আমি প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মধ্যে রাজসভাসদের নিকটে আমাকে যৎপরোনাস্তি উপকৃত স্বীকার করিতেছি, এবং তাঁহাদের সকলকেই মুক্তকণ্ঠে সহস্র সাধুবাদ দিতেছি। তিনি পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া উত্তর দানে প্রবৃত্ত না হইলে স্মার্ত্তবাগীশমতানুসারে আচরণকারি মহাশয়দিগের সকল সমাজেই ইহা প্রতীয়মান হইত যে এতদ্দেশীয় স্মার্ত্তমতানুযায়ী প্রধান মহাশয়েরা আমার প্রস্তাবিত বিষয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের উত্তরদান দ্বারা আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতিবাদ করায় অন্ততঃ ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে যে এই প্রস্তাব এরূপ নহে যে একবারেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে আমি কত ক্ষোভ পাইতাম বলিতে পারি না। তাঁহারা

আমার লিখিত আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করার অবৈধ বিষয়ক লিখিত প্রস্তাবকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যাইতে পারে, সবিশেষ পরিশ্রম ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্বীয় পুস্তকে সেই সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক্ষণে সেই সকলের যথাশক্তি মীমাংসা করিয়া প্রত্যুত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলাম; তাহা হইলে বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দেওয়ার নিষেধ এবং শূদ্রের বিষ্ণুপূজাস্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়ার বিধি শাস্ত্রীয় কি না সে বিষয়ে সকল সংশয় নিরাকৃত হইতে পারিবেক। আমি এই প্রত্যুত্তর প্রদান বিষয়ে বিস্তর যত্ন ও বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি। পাঠকবর্গের নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই তাঁহারা যেন, অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক, নিবিষ্টচিত্তে এই প্রত্যুত্তর পুস্তক অন্ততঃ একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলেই আমার সকল যত্ন ও সকল শ্রম সফল হইবেক।

আমতণ্ডুলের নৈবেদ্য দ্বারা যে বিষ্ণুপূজা করিবেক না ইহা কাহারও স্বকপোলকল্পিত অশাস্ত্রীয় অভিনব ব্যবস্থা নহে। যাঁহারা পুরাণবাক্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন, যাঁহারা সদসদ্বিবেচনা না করিয়া যে কোনও রূপে স্বমত সংস্থাপন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হইব এই বোধে বদ্ধপরিকর হইয়া তিলকে তাল করত ব্যাপকতার পথে পদার্পণ না করেন এবং যাঁহারা ঈর্ষ্যা দাম্ভিকতা প্রভৃতি নীচবৃত্তিবিহীন হইয়া সরল চক্ষে মীমাংসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাঁহারা মৎসংগৃহীত বচনগুলি এবং তৎসমুদয়ের তাৎ-

পর্য্যব্যাখ্যা অবগত হইয়া বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুলের নৈবেদ্য দেওয়া যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত-ব্যবহার-মূলক সুতরাং অবৈধ, কোনও মতেই শাস্ত্রানুমোদিত নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুল দান নিষেধ পরিচ্ছেদ।

বিষ্ণুনৈবেদ্যে আমতণ্ডুল দান যে, নিষিদ্ধ তাহা বামন-পুরাণের

সুগন্ধিকুসুমৈর্ধূপৈর্দীপৈর্নানোপহারকৈঃ।
তণ্ডুলেতরনৈবেদ্যৈর্বিষ্ণুং বামনকং যজেৎ॥

সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ, এবং নানাবিধ উপকরণের সহিত তণ্ডুলেতর নৈবেদ্য (অর্থাৎ তণ্ডুলভিন্ন অনিষিদ্ধ পদার্থের নৈবেদ্য) দিয়া বামনরূপী বিষ্ণুকে পূজা করিবেক।

এই বচন এবং স্কন্দপুরাণের

তণ্ডুলেন বিনা দেবি নৈবেদ্যেন সমর্চ্চয়েৎ।
সুগন্ধিপুষ্পমাল্যেন দেবদেবং জনার্দ্দনং॥

সুগন্ধি পুষ্পের মালা এবং তণ্ডুল ব্যতিরিক্ত ভক্ষ্য বস্তুর নৈবেদ্য দ্বারা দেবদেব জনার্দ্দনকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিবেক।

এই বচন দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে সুতরাং বিষ্ণুপূজায় আমান্ন নৈবেদ্য দেওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

আমতণ্ডুলের নিষেধবিধায়ক

স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে।
গোবিন্দস্যার্চ্চনে দগ্ধং সর্ব্বং কার্য্য উদারধীঃ॥
রাজমাসমসূরঞ্চ দগ্ধান্নঞ্চ কলম্বিকাং।
তথা চামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্জয়েচ্চক্রিপূজনে॥
স্বিন্নান্নং রক্তশাকঞ্চ বার্ত্তাকুং কুন্দসন্নিভাং

মুকুন্দস্যার্চ্চনে জহ্যাৎ যত্নতঃ সাত্বতো ভুবি ॥

উদারাশয় বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধতণ্ডুলের সিদ্ধান্ন ও আমান্ন অর্থাৎ কাঁচা চাউল এবং যাবতীয় দগ্ধ বস্তু গোবিন্দপূজায় ত্যাগ করিবেক। রাজমাস, মসূর, দগ্ধ অন্ন, কলম্বিকা এবং আমান্নের (অর্থাৎ কাঁচা চাউলের) নৈবেদ্য হরিপূজায় পরিবর্জ্জন করিবেক। সাত্বত ব্যক্তির পক্ষে স্বিন্নতণ্ডুলের অন্ন, রক্তশাক এবং কুন্দপুষ্পসদৃশ শ্বেতবার্ত্তাকু মুকুন্দপূজায় পরিত্যাগ করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

পদ্মপুরাণীয় এই বচনে বিষ্ণুকে আমতণ্ডুল দেওয়া অবৈধ এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে নিবর্ত্তন নিমিত্ত বিশেষরূপ প্রত্যবায়েরও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা পদ্মপুরাণে

আমান্নং হরয়ে দত্ত্বা পক্কান্নং খাদয়েদ্যদি।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥

হরিকে আমান্ন দিয়া, আপনি পক্কান্ন আহার করিলে ষষ্টিসহস্রবর্ষকাল বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া জন্মাইতে হয়।

আর বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুলদান নিষেধক ভূরি ভূরি প্রমাণবচন আছে, তন্মধ্যে জ্ঞানমালাতন্ত্রের

নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কং।
ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং মাল্লূরৈর্ন দিবাকরং ॥

অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুল দ্বারা বিষ্ণুপূজা, তুলসী দ্বারা গণেশপূজা, দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গাপূজা এবং বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিবেক না।

এই বচনে, পিচ্ছিলাতন্ত্রীয়

ন তুলস্যা যজেৎ কালীং নাক্ষতৈর্বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ।

তুলসী দ্বারা কালীপূজা এবং অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুল দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না।

এই বচনে, হেমাদ্রিধৃত স্মৃতির

শালগ্রামশিলামাত্রং নাক্ষতৈরর্চ্চয়েৎ সুধীরিতি।

অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুল দ্বারা শালগ্রাম শিলামাত্রেরই পূজা করিবেক না।

এই বচনে এবং মন্ত্রমহোদধির বচন ও উহার নৌকা-নামকটীকার

অক্ষতানর্কধূস্তূরৌ বিষ্ণৌ নৈবার্পয়েৎ সুধীরিতি।

অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুল এবং অর্ক (আকন্দ) ও ধূস্তূর পুষ্প বিষ্ণু বিষয়ে কদাচ অর্পণ করিবেক না।

অক্ষতান্ তণ্ডুলাদীন্ তিলকার্পণে ন দোষঃ ইতি।

অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুল প্রভৃতি অর্পণ করিবেক না কিন্তু উহা তিলকরচনা বিষয়ে অর্পিত হইলে দূষণীয় নহে।

এই ব্যাখ্যানে বিষ্ণুপূজাবিষয়ে আমতণ্ডুলদান স্পষ্টাক্ষরে নিষিদ্ধ হইতেছে। এবং গঙ্গাবাক্যাবলীধৃত লিঙ্গপুরাণের

যদ্‌যথা চ হবির্ভক্ষ্যস্তক্ষয়েচ্চ স্বয়ং নরঃ।
কৃত্বা দৈবে তথা দেয়ং নৈবেদ্যন্তদনুত্তমং॥
নৈবেদ্যং যোঽন্যথা দদ্যান্মূলমুক্তক্রমাদ্বহিঃ।
ব্রহ্মহত্যাসমম্পাপং কৃতং তেন ন সংশয় ইতি॥

মনুষ্যেরা হবির্দ্রব্যকে (১) যেরূপ নিজের ভোজনের যোগ্য করিয়া প্রস্তুত করতঃ স্বয়ং ভোজন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হবির্দ্রব্যের অত্যুৎকৃষ্ট নৈবেদ্য দেবতাকে দিবেক। যে

---

(১) মুদ্গান্নানি পয়ঃ সোমো মাংসং যচ্চানুপস্কৃতং।
অক্ষারলবণঞ্চৈব প্রকৃত্যা হবিরুচ্যতে॥
গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্যমুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে অক্ষারলবণং মতং। মনু

জন এই প্রথায় অন্যথা করিয়া উক্ত ক্রমের বিপরীতমতে প্রধান নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দেয়, সেই অতিক্রমকারি জনের উহাতে যে ব্রহ্মহত্যা সমান পাপকর্ম্ম করা হয় তাহাতে আর সংশয় নাই।

এই বচনে, কালিকাপুরাণের

যদদ্রব্যন্তু যথা ভক্ষ্যং তত্তথৈব প্রদাপয়েৎ।

যে দ্রব্য যেরূপ ভাবে প্রস্তুত করিলে আহার করিবার যোগ্য হয় সেই দ্রব্য সেইরূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে প্রদান করিবেক।

এই বচনে, বাল্মীকীয় রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে

যদন্নঃ পুরুষো নূনং তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ।

যে ভাবে প্রস্তুত করা যে দ্রব্য যে পুরুষ আহার করিয়া থাকে তাহার দেবতাকেও সেই ভাবে প্রস্তুত করা সেই দ্রব্য দিতে হয়।

এই বচনে এবং স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের একাদশীতত্ত্ব ও আহ্নিকতত্ত্ব ধৃত বিষ্ণুসূত্রে ও কল্পতরুব্যাখ্যানে এবং স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের নিজ মীমাংসাচূর্ণকে

"নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ইত্যাদি" বিষ্ণুসূত্রে "আমং তণ্ডুলাদি স্বরূ-পতো অভক্ষ্যং।" অনেন স্বয়ং ভোজ্যমন্নাদি দেয়মিত্যুক্তং॥

"আম অর্থাৎ তণ্ডুলাদি স্বরূপতঃ অভক্ষ্য" "নৈবেদ্য বিষয়ে অভক্ষ্য দিবেক না" সুতরাং নিজের ভোজনের যোগ্য যে অন্নাদি তাহাই দিবেক।

এইরূপ স্পষ্ট লেখায় এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রীয় ভুরি ভুরি প্রমাণ বচনে বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুল দানের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বিষ্ণুপূজাবিষয়ে আমতণ্ডুল দেওয়া কদাচ কোনও মতেই কর্ত্তব্য নহে।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে বামনপুরাণ,

স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হেমাদ্রিধৃতস্মৃতি, মন্ত্রমহোদধি ও তাহার নৌকানামক টীকা, লিঙ্গপুরাণ, কালিকাপুরাণ, জ্ঞানমালাতন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্র, বিষ্ণুসংহিতা ও তাহার কল্পতরুনামক টীকা এবং স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের আহ্নিকতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের ভুরি ভুরি বচনে, পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুকে আমান্ন দেওয়া বিষয়ে যখন স্পষ্টাক্ষরে মুক্তকণ্ঠে নিষেধ প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে, তখন কতিপয় অতিসূক্ষ্মমতি কৃতবিদ্য মহাপুরুষেরা স্বীয় বুদ্ধিমত্ত্বা প্রদর্শনার্থ কতকগুলি বচনের যথাশ্রুতার্থ প্রকটনে পরাঙ্মুখ হইয়া পরমদয়ালু সংস্কৃতভাষার সাহায্যে অদ্ভুত অর্থ উদ্ভাবন পূর্ব্বক মহাসমারোহে যে বাগাড়ম্বর করিয়াছেন বোধ করি ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী ধার্ম্মিকগণের নিকট তাহা কখনই আদরণীয় বা গ্রাহ্য হওয়া সম্ভবপর নহে।

এক্ষণে যাঁহারা শাস্ত্রীয় কতকগুলি বচনের চিরপ্রচলিত যথাশ্রুতার্থ গোপন এবং স্বমতপোষক অন্যার্থ কল্পনা করিয়া অনর্থক অর্থব্যয় ও জনসমাজে মহাকোলাহল করিয়াছেন তাঁহাদিগের ঐ অর্থের ফলে উদ্ভাবিত নূতন মীমাংসা গুলির যে কত দূর পর্য্যন্ত সারবত্ত্বা তাহারই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

অনেকেই কহিয়াছেন। যে

"স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে। ইত্যাদি বচনে এবং এইরূপ স্থলে আমান্নঞ্চ এই আমান্নপদোত্তরবর্ত্তী সমুচ্চয়ার্থবাচক চকারদ্বারা স্বিন্নতণ্ডুলের সমুচ্চয় বোধ হওয়াতে আমান্নপদ সুতরাং স্বিন্নতণ্ডুলের আমান্নবোধক বুঝিতে হইবে। অতএব এবচন দ্বারা বিষ্ণুপূজায় যে আতপতণ্ডুলের আমান্ন নিষিদ্ধ ইহা

কোনও রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।” “এই বচন কোন সংগ্রহকর্ত্তা কর্ত্তৃক ধৃত বা ব্যাখ্যাত দৃষ্ট হয় না। সুতরাং গোস্বামিজী ইহাকে স্বমতের প্রধান প্রমাণ স্বরূপে প্রতিপন্ন করণার্থ সম্পূর্ণ সেচ্ছানুযায়িনী ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ পাইতে পারেন।”

ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই রূপ অর্থ কল্পনা দ্বারা আমতণ্ডুলের স্পষ্ট নিষেধ বাক্যকে অন্যথা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করা অসাধ্যসাধন প্রয়াসমাত্র প্রকাশ হইয়াছে। সে যাহা হউক প্রতিবাদী মহাশয়েরা আমার প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহাতে বক্তব্য এই যে আমি উল্লিখিত পদ্মপুরাণ বচনের ব্যাকরণরীতি অনুসারেই ব্যাখ্যা করিয়াছি, স্বপক্ষ রক্ষার জন্য ব্যগ্রতায় একান্ত আকৃষ্ট হইয়া সংস্কৃত ভাষার অর্থ করিবার চিরপরিগৃহীত ও চিরপ্রচলিত পাণিনিমুনির ব্যাকরণনিয়ম এবং “একত্র বিশেষণত্বেনান্বিতস্যান্যত্র বিশেষণত্বাযোগ ইতি ন্যায়ঃ” এই ন্যায় উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অর্থ করিয়া কোনও অন্যায় কার্য্য করি নাই সুতরাং এ উপলক্ষে আমার বিশ্বস্যকারিতা ব্যাঘাতের কোনও আশঙ্কা সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। প্রতিবাদি মহাশয়দের অন্তঃকরণে অকস্মাৎ ঈদৃশী আশঙ্কা উপস্থিত হইল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক আশ্চর্য্যের অথবা কৌতুকের বিষয় এই প্রতিবাদী মহাশয়েরা অন্যের বা আমার বিশ্বস্যকারিতা রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন কিন্তু নিজের বিশ্বস্যকারিতা রক্ষা পক্ষে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই।

“শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ষড়্‌বেদাঙ্গানি”।

শিক্ষাশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, নিরুক্তশাস্ত্র, ছন্দঃশাস্ত্র এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র এই ছয়টি বেদের অঙ্গ।

বেদের এক প্রধান অঙ্গ ব্যাকরণ শাস্ত্রের

"বৃত্তিশব্দৈকদেশস্য সম্বন্ধস্তেন নেষ্যতে॥"

সমস্তপদের এক দেশের সহিত অসমস্ত পদের অন্বয় হইবেক না।

এই নিয়ম, ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, পিশলী, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর এবং জৈনেন্দ্র এই আট জন আদিশাব্দিক ঋষির সম্মত এবং তন্মতানুযায়ী প্রায় সকল বৈয়াকরণদিগের অবলম্বিত। প্রতিবাদী মহাশয়েরা সেই বিধি নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই বচনের স্বার্থসাধক অন্যার্থ স্বেচ্ছানুসারে কল্পনা করিবার জন্য যখন লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন বোধ হয় তৎকালে জিগীষা, ঈর্ষ্যা, প্রভৃতি পাপপ্রবৃত্তি সমুদয় অবশ্যই তাঁহাদের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিয়াছিল, নতুবা তাঁহাদিগের তাদৃশ নির্দ্দোষচিত্তে এরূপ স্থূল দোষ কথনই অলক্ষিত থাকিবার নহে। সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে অপরিহার্য্য বিশেষ কারণ ব্যতীত বেদের কিম্বা বেদাঙ্গ ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মুনিবচনের সঙ্কোচ করিতে সাহসী হওয়া দুঃসাহসিকের এবং অবিমৃশ্যকারির কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে কি না। বৈয়াকরণেরা "বৃত্তিশব্দৈকদেশস্য সম্বন্ধস্তেন নেষ্যতে" (অর্থাৎ) সমস্ত পদের একদেশের সহিত অসমস্ত পদের অন্বয় হয় না এরূপ নিয়ম না করিলে প্রতিবাদী মহাশয়দের কথঞ্চিৎ অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা হইত। কিন্তু বৈয়াকরণেরাই তাদৃশ বুদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া দিয়াছেন। "স্মিক্লক্ত

সিদ্ধান্নং ” এই পদের সমাস “ স্বিন্নতণ্ডুলেন ” অর্থাৎ সিদ্ধ চাউল উপাদান করণে অথবা “স্বিন্নতণ্ডুলস্য” অর্থাৎ সিদ্ধ চাউল সম্পর্কে “সিদ্ধং” সিদ্ধ করা “ অন্নং ” অন্ন এইরূপে তৃতীয়া কিম্বা ষষ্ঠী তৎপুরুষ এই উভয় সমাসের অন্যতর দ্বারা এই স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নং পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে সুতরাং স্বিন্ন-তণ্ডুল পদটী তৃতীয়া কিম্বা ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদ, উহার সহিত আমান্নং এই পদের কিরূপে অন্বয় হইতে পারে অন্বয় করি-লেই বা কিরূপ অর্থ ফলিত হইবেক তাহা তাঁহারাই জানেন। তথাপি প্রতিবাদী মহাশয়েরা সংস্কৃতজ্ঞ হইয়া যখন ‘স্বিন্ন-তণ্ডুলসিদ্ধান্নং’ এই সমস্ত পদের একদেশবর্ত্তি স্বিন্নতণ্ডুলের সহিত ‘আমান্নং’ এই অসমস্ত পদের অন্বয় করিয়া মহাকোলা-হল করিয়াছেন তখন বোধ হইতেছে যে তাঁহাদের চিত্ত তৎ-কালে কখনই প্রকৃতিস্থ ছিল না অবশ্যই কোনও না কোনও কারণে বিশেষ কলুষিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আর বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রতিবাদী মহাশয়েরা “ তথা চামান্ন-নৈবেদ্যং বর্জ্জয়েদ্ধরিপূজনে ” এই বচনের স্বেচ্ছানুসারে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমান্নপদের সঙ্কোচ করত “স্বিন্নতণ্ডুলের আমান্ন” বলিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে উল্লিখিত বচনের “ আমান্নপদে ” স্বিন্নতণ্ডুল এবং আতপতণ্ডুল এই উভয়ের আমান্নবোধক হইলে তৎপরবর্ত্তী “সিদ্ধান্নং রক্তশাকঞ্চ” এই বচনের সিদ্ধান্ন-পদও পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ তণ্ডুলেরই সিদ্ধান্নবাচক হইয়া উঠে তাহাতে কি আতপতণ্ডুল কি সিদ্ধ তণ্ডুল ইহার কোনও পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে দিতে না পারায় বিষমশ্লিষ্টদোষ

ঘটিয়া উঠে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বচনের আমান্নপদ সিদ্ধতণ্ডু-লের আমান্নবাচক না বলিলে আর উপায়ান্তর নাই এই ভাবিয়া প্রতিবাদী মহাশয়েরা উল্লিখিত বচনের আমান্ন-পদের ঐরূপ সঙ্কোচ করতঃ ভাবিয়াছেন যে স্বার্থসাধনে অনেক কৃতকার্য্য হইলাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বচনের সঙ্কোচ করিতে করিতে প্রতিবাদী মহাশয়দের দৃষ্টিও অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে নতুবা সাধারণের দৃষ্টি-গোচর বিষয় গুলি যে তাঁহাদের ন্যায় দূরদর্শিলোকের দৃষ্টিপথের অতীত হয় ইহা অল্প বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। এক্ষণে পুরাণবচনের দ্বিবিধ অর্থ উপস্থিত; প্রথম চির-প্রচলিত, দ্বিতীয় রাজসভাসদ্ প্রভৃতি কল্পিত। যেরূপ দর্শিত হইল তদনুসারে চিরপ্রচলিত অর্থে কোনও অনর্থ ঘটি-তেছে না এবং সমুদয় বচন পরস্পর সম্যক্ সংলগ্ন হইতেছে; রাজসভাসদ্ প্রভৃতি কল্পিত অর্থে চ্যুতসংস্কৃতি প্রভৃতি উৎ-কট উৎকট দোষ ঘটিতেছে এবং ঐ অর্থ সম্যক্ সংলগ্ন হই-তেছে না। এমন স্থলে কোন অর্থ প্রকৃত অর্থ বলিয়া অব-লম্বিত হওয়া উচিত তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ফল কথা এই, তাঁহাদের অবলম্বিত অর্থ বচনের অন্তর্গত পদ সমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতেই সম্ভব নহে।

সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন অন্নশব্দের যথাভূত শক্তি-লভ্য অর্থ গ্রহণ করা হইলে শূকধান্য-তণ্ডুলবিকার বিশেষকে অন্ন বলা যাইতে পারে, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যও মলমাসতত্ত্বে অন্নশব্দের ঐরূপ অবিকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "অন্নঞ্চ শূকধান্যতণ্ডুলবিকারবিশেষঃ" অর্থাৎ তণ্ডুল পাক করিলে

যে একরূপ বিক্লিন্ন পদার্থ হয় অন্ন শব্দে তাহারই উপস্থিতি হয় কিন্তু কোনও কোনও স্থলে অন্যান্য পদসাহচর্য্যাধীন সাধারণ খাদ্যপরও হইয়া থাকে যথা মিষ্টান্ন ইত্যাদি, যাহা হউক অন্নশব্দের শক্যার্থ যে তণ্ডুলবিকার বিশেষ ইহা শব্দ-শাস্ত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি স্মৃতিকার ঋষিদিগের আপ্তবাক্য এবং শিষ্ট ব্যবহার সকল মতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, ইহার ইচ্ছামত অন্য অর্থও কোনও মতেই প্রতিপাদিত হইতে পারে না। আর দেখুন 'সিদ্ধান্নং রক্তশাকঞ্চ', এই বচনস্থিত সিদ্ধান্ন পদে কর্ম্মধারয় সমাস করিলে সিদ্ধ বিশেষণের বৈয়র্থ্য হয় যেহেতু যদর্থ লাভের নিমিত্ত বিশেষণ বিধায় সিদ্ধ পদের প্রয়োগ করা হইতেছে, কেবল অন্ন বলিলে অনায়াসেই সেই অর্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে, (ইহার অন্যান্য বিবরণ আমার লিখিত প্রস্তাবের প্রথম পুস্তকে ১৫ শ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে,) সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বচনের সিদ্ধান্ন পদে কর্ম্মধারয় সমাস না করিয়া ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করাই শব্দশাস্ত্রসম্মত সঙ্গত ও ন্যায়ানুগত; এই বিধায় স্বিন্ন অর্থাৎ সিদ্ধতণ্ডুলের অন্ন বিষ্ণুকে দেওয়া অবৈধ ইহাই ঐ বচনের প্রকৃতার্থ এবং এই ব্যাখ্যা যে সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। আর তথাচামান্নৈবেদ্যং এই বচনস্থিত আমান্ন পদের সঙ্কোচ না করিলে তৎপরবর্ত্তী "সিদ্ধান্নং রক্তশাকঞ্চ" এই বচনের সিদ্ধান্ন পদে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ আমান্নের সিদ্ধান্ন বোধক হয়, বলিয়া কি আতপ তণ্ডুল কি সিদ্ধ তণ্ডুল এ উভয়ের কোনও তণ্ডুলই পাক করিয়া বিষ্ণুকে দেওয়া বৈধ হইল না এই বিরোধ দর্শাইয়া যার পর নাই প্রফুল্লচিত্ত

হইয়াছেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র প্রভৃতিতে সবিশেষ দৃষ্টি না থাকাতে পুরাণবচনের সর্ব্বসম্মত চিরপ্রচলিত যথার্থ অর্থকে আমার কপোলকল্পিত অভিনব অপ্রামাণিক অর্থ স্থির করিয়া প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে স্বীয় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন এক্ষণে এই মীমাংসাতে তাঁহাদের সে বিরোধ আশঙ্কা যে সমূলে দূরীকৃত হইল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। অধুনা বোধ করি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা প্রতিবাদী মহাশয়েরা অঙ্গীকার করিতে পারেন এই মীমাংসিত সিদ্ধান্ত অর্থ প্রাচীন ও চির-প্রচলিত, আমার কপোলকল্পিত বা লোক প্রতারণার্থ বুদ্ধি-বলে উদ্ভাবিত অভিনব পদার্থ নহে।

বিষ্ণুপূজায় আমান্নদান বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণ বলিয়া প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে বচনগুলি অভিপ্রায়মতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এক্ষণে সেই সেই বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

"ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় জন্মখণ্ডের বচনং যথা—

শূদ্রশ্চেদ্ হরিভক্তশ্চ নৈবেদ্যভোজনোৎসুকঃ।
আমান্নং হরয়ে দত্ত্বা (১) পাকং কৃত্বা চ খাদতি॥"

---

(১) পাকং কৃত্বা ন খাদয়েৎ। ইত্যেব পাঠঃ।
পাক করিয়া আহার করিবেক না। ইহাই যথার্থ ও সঙ্গত পাঠ কিন্তু যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়া বিচার করা যাইতেছে যেহেতু উহা শব্দকল্পদ্রুমধৃত বলিয়া সকল প্রতিবাদী মহাশয়েরই সম্মানিত। আর ঐ শ্লোকের পাঠ প্রতিবাদী মহাশয়দের ইচ্ছানুরূপ আকারেও স্বীয় পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে

হরিভক্ত শূদ্র নৈবেদ্য ভোজন করিতে উৎসুক হইয়া বিষ্ণুকে যদি আমান্ন নিবেদন পূর্ব্বক পাক করিয়া ভোজন করে

প্রতিবাদী মহাশয়েরা কি ভাবিয়া হর্ষ পূর্ব্বক এই বচনটিকে যে স্বমতপোষক বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। কিঞ্চিৎ অনুধাবন পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারিবেক যে ইহা দ্বারা আমান্ন দানের বৈধত্ব প্রতিপাদন করা দূরে থাকুক প্রত্যুত শূদ্রান্তর্ভাবে অবৈধত্বই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রথমতঃ উক্তবচনের প্রকৃতার্থ অনুসারে হরিভক্ত শূদ্র নৈবেদ্যভোজনোৎসুক হইয়া হরিকে আমান্ন নিবেদন পূর্ব্বক যদি পাক করিয়া আহার করে এই অর্থে তাহা হইলে কি ফল হইবেক? এই আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইতে পারে এবং তদুত্তরে পরকালে ষাট হাজার বৎসর কৃমিজন্ম পরিগ্রহরূপ যে প্রত্যবায় কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহার উপস্থিতি হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাদী মহাশয়দের মতে অর্থ এই যে "নৈবেদ্য ভোজনেচ্ছুক হরিভক্ত যদি শূদ্র হয় তাহা হইলে বিষ্ণুকে আমান্ন নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ ঐ আমান্ন পাক করিয়া ভোজন করিবেক"। এই অর্থ তাঁহাদের অবলম্বিত ঐরূপ পাঠের শ্লোকস্থ পদ দ্বারাও কোনও মতে প্রতিপাদিত হইতে পারে না। যাঁহাদিগের

ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নের পুস্তকের ৭ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তি শূদ্রশ্চেদ্ভক্তিসংযুক্তস্তান্নং খাদিতুমিচ্ছতি। আমান্নং হরয়ে দত্ত্বা পাকং কৃত্বা চ ভক্ষয়েৎ ইচ্ছাময় মহাশয় দিগের যখন যাহা ইচ্ছা হয় সেই পাঠ লিখিয়া দিতেছেন।

অল্পমাত্রও সংস্কৃত ভাষার সহিত পরিচয় তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন, যে ঐরূপ লিখনের অর্থ ও কোনও মতে সংলগ্ন হয় না আর ঐরূপ অসংলগ্ন অর্থেও প্রতিবাদী মহাশয়দের অভিপ্রেত নিষেধ প্রতিপাদন কোনও মতে সঙ্গত বা ন্যায়ানুগত বা ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিদিগের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বোধ হয় তাঁহারা ইহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। এক্ষণে প্রতিবাদী মহাশয়দের অবলম্বিত পাঠ ও অর্থের অনুযায়ী তাৎপর্য্যের পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। তাঁহাদের অবলম্বিত পাঠ ও অর্থ অনুযায়ী তাৎপর্য্য এই যে

অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদিকঞ্চ যৎ।
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্‌ ॥

মৎস্য মাংসাদি কিছুই নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবেক না।
বিষ্ণুর অনিবেদিত যে অন্ন তাহা বিষ্ঠাতুল্য এবং জল মূত্রতুল্য।

এই মৎস্যসূক্ত বচন দ্বারা অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণের নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু অভক্ত শূদ্রেরা স্বয়ং পাক করিয়া পক্বান্ন দান করিতে অনধিকারী। অতএব অভক্ত শূদ্র কর্ত্তৃক স্বয়ং পাক স্থলে অগত্যা পূর্ব্বে আমান্ন নিবেদন করিয়া পরে ঐ নিবেদিত আমান্ন পাক করত ভোজন করিবেক। ইহাই উল্লিখিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণীয় জন্মখণ্ডবচনের প্রতিবাদী মহাশয়দের অবলম্বিত পাঠের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ। কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে উহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া অবিহিত ও নিষিদ্ধ।

এই স্থলে কেহ কেহ এরূপ বিবেচনা করিতে পারেন যে, যদি আমান্ন দান নিষিদ্ধ হইল, তবে নিষিদ্ধ বস্তু কিরূপে

বিষ্ণুকে নিবেদন করিবেক? তাহাতে বক্তব্য এই যে অনিবে-
দিত বস্তু ভক্ষণে দোষ শ্রুতি আছে বলিয়া ভক্ষ্যস্থলে নিষিদ্ধ
বস্তুও নিবেদন করা যাইতে পারে। এই মীমাংসা কেবল
আমার স্বকপোলকল্পিত বা বুদ্ধিবলে নবোদ্ভাবিত নহে,
স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য একাদশীতত্ত্বে ও আহ্নিকতত্ত্বে অবিকল এই-
রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে,

অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং মৎস্যমাংসাদিকঞ্চ যৎ।
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্॥

অনেন স্বভোজ্যং মৎস্যাদি দেয়মিত্যুক্তং "নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষজামহিষীক্ষীরং বর্জ্জয়েৎ পঞ্চনখমৎস্যবরাহমাংসানি চেতি" প্রাগুক্ত বিষ্ণুবচনে নানেবংবিধং নিষিদ্ধমিত্যবিরোধঃ। নাভক্ষ্যমিতি যদ্বর্ণস্য যদভক্ষ্যং স্বরূপতো লশুনাদি তত্তেন ন দেয়ং নতু রাত্রৌ দধ্যাদি।"

মৎস্য মাংসাদি কিছুই বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া ভোজন
করিবেক না। বিষ্ণুর অনিবেদিত যে অন্ন তাহা বিষ্ঠাতুল্য এবং
জল মূত্রতুল্য। মৎস্যসূক্ত ও বিষ্ণুপুরাণের এই বচন এবং স্বরূপতঃ
অভক্ষ্য দ্রব্য নৈবেদ্যে দিবেক না। ভক্ষ্য দ্রব্যের মধ্যে অজ,
মহিষের, দুগ্ধ দিবেক না। পঞ্চনখের মাংস মৎস্য ও শূকরের
মাংস দিবেক না। পূর্ব্বোক্ত এই বিষ্ণুসংহিতাবচনে যে মৎস্য
মাংসাদি বিষ্ণুকে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন তাহা স্বভোজ্য ভিন্ন স্থলে
অর্থাৎ নিয়মিত বিষ্ণুপূজায়। অতএব পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুসংহিতা ও
মৎস্যপুরাণবচনের পরস্পর বিরোধ হইল না। অভক্ষ্যপদে
যে বর্ণের যে বস্তু স্বরূপতঃ অভক্ষ্য অর্থাৎ লশুন প্রভৃতি নতুবা
রাত্রিকালে দধি প্রভৃতি নহে।

শূদ্রের, ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক ও নিবেদন করাইয়া
ভোজন করিবার সম্ভাবনা আছে তাদৃশ শূদ্র এবং ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইঁহারা যে আমান্ন নিবেদন করিয়া পক্কান্ন

ভোজন করিবেক, নিরুক্তবচনের এই রূপ স্বাভিপ্রায় মত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইলে যে কেবল অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয় এমন নহে অধিকন্তু অনভিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া নিবন্ধন ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর বিবেচনা করিয়া দেখুন যে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণ বচনে আমতণ্ডুল দান জন্য প্রত্যবায় স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে। যে

"আমান্নং হরয়ে দত্ত্বা পক্কান্নং খাদয়েদযদি।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥

হরিকে আমান্ন দিয়া, স্বয়ং পকান্ন আহার করিলে ষষ্টিসহস্র-বর্ষকাল বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মাইতে হয়।

হরিকে আমান্ন নিবেদিয়া পাক করা অন্ন খাইলে বিষ্ঠায় কৃমিজন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, এবম্বিধায় বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুল ত্যাগের বিধান এবং তদতিক্রমে তাদৃক্ দোষ দেখিয়া শুনিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নিত্যবিধি ও নিষেধের প্রকারজ্ঞ কোনও ব্যক্তিও সেই নিত্যবিধি কিম্বা নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশে সাহসী হইবেন না সুতরাং শূদ্রশ্চেদ্ধরিভক্তশ্চ এই বচনের যেরূপ পাঠ ও তদনুসারী ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিবাদী মহাশয়েরা অনর্থক আস্ফালন করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও ঘৃণিত, এবং জিগীষার পরিচায়ক বিতণ্ডা করা মাত্র। ফলতঃ প্রতিবাদী মহাশয়দের অবলম্বিত পাঠ ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচনের প্রকৃত পাঠ নহে তাহা এক প্রকার প্রদর্শিত হইল।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা স্বমতপোষক বোধে বামনপুরাণীয়

হবিষা সংস্কৃতা যে চ যবগোধূমশালয়ঃ।
তিলমুদ্গাদয়ো মাষা ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ॥

যব, গোধূম, হৈমন্তিক ধান্য, তিল, মুদ্গ, উরিদ ও শরদ্ধান্য, ব্রীহিকলাই এবং চনক প্রভৃতি ধান্য এই সকলের ঘৃতপকান্ন হরির প্রিয়।

এই বচন দ্বারা বিষ্ণুকে আমান্ন দান বিধেয় বলিয়া যে কি রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বোধ করি উক্ত বচনে ঘৃত সংস্কৃত এই মাত্র দেখিয়াই প্রতিবাদী মহাশয়েরা উদ্ধত ও অবিমৃষ্যকারির মত ভয়ানক আস্ফালন করিয়া থাকিবেন নতুবা ঐ বচনে এইরূপ কিছুই কথিত হয় নাই যাহাতে বিষ্ণুকে আমান্ন দান বৈধ বলিয়া প্রতীতি হয়। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধগম্য হইবেক যে হৈমন্তিক ও শরৎপক্ক ধান্য ঘৃতসংস্কৃত করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিবেক ইহা নিতান্ত অযুক্ত অতএব উক্ত দ্বিবিধ ধান্যের তণ্ডুল ঘৃতসংযোগে পাক করিয়া নিবেদন করিলে বিষ্ণুর প্রীতিকর হয় ইহাই বচনের প্রকৃতার্থ। প্রতিবাদী মহাশয়েরা যদি বিতণ্ডাপরবশ হইয়া এইরূপ আপত্তি করেন যে শালি ও ব্রীহিশব্দে তত্তৎ ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়া নিবেদন করিবেক এইরূপ অর্থের উপস্থিতি হইতে পারে না। ইহাতে বক্তব্য এই যে ধান্য শব্দের প্রয়োগে সেই ধান্যের তণ্ডুল পর্য্যন্তের যদি উপস্থিতি হইতে পারে তবে "সংস্কৃতা" এই বিশেষণ পদ সহকারে সেই তণ্ডুলের পকান্ন বোধ হওয়াতে প্রতিবন্ধক কি? আরও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত হবিষ্যপ্রকরণে হৈমন্তিক ধান্যের বিধি বাক্যে

হৈমন্তিক ধান্য বা তাহার তণ্ডুল ভক্ষণ করিবেক এইরূপ বচনের তাৎপর্য্য নহে বলিয়াই সেইরূপ ব্যবহারও নাই। হবিষ্যান্নে হৈমন্তিক ধান্যবিধায়ক এই

হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবা ইত্যাদি।

অস্বিন্ন শুক্লবর্ণ হৈমন্তিক ধান্য এবং মুদ্গ, তিল, যব প্রভৃতি হবিষ্যান্ন।

বচনে যেরূপ হৈমন্তিক ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়া ভক্ষণ করাই শাস্ত্র ও ব্যবহার সংঙ্গত, সাংদৃষ্টিক ন্যায় অনুসারে বামনপুরাণীয় বচনে পক্ক অন্নরূপ অর্থ গ্রহণ করা এবং তদনুসারে আচরণ করাই শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। তবে হবিষ্যান্ন হৈমন্তিক ধান্যের সহিত বিশেষ এই যে হৈমন্তিক ধান্যে আমান্ন ও পক্কান্ন উভয় ভোজনেই হবিষ্যান্ন ভোজন সিদ্ধি হইবেক কিন্তু বিষ্ণুনৈবেদ্যে অন্যান্য ভূরি ভূরি বচনে আমান্ন দানের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ আছে বলিয়া এবং বামনপুরাণবচনে সংস্কৃত এই বিশেষণ পদ সাহচর্য্যে শালি ও ব্রীহি শব্দে তত্তদ্ধান্যের আমান্ন না বুঝাইয়া কেবল পক্কান্ন মাত্র বুঝাইবেক। ফলতঃ "হবিষা সংস্কৃতা যে চ" এই বচনস্থিত শালি ও ব্রীহি শব্দে যেমন তত্তদ্ধান্যের আমান্ন বুঝাইতে পারে সেইরূপই পক্কান্নও বুঝাইতে পারে, কিন্তু আমান্ননিষেধক অন্যান্য বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে পক্কান্ন ব্যতীত কখনই আমান্নবাচক বলা যাইতে পারে না। কিঞ্চ "হবিষা সংস্কৃত যে চ" এই বচনে সংস্কার পদে পাকরূপ সংস্কার অর্থই প্রকৃত অর্থ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, সংস্কর্ত্তা চোপস্কর্ত্তা ইত্যাদি স্মরণে সংস্কার পদে পাকরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ সর্ব্ব

স্মার্ত্তসম্মত, সংযোগরূপ অর্থের প্রতীতি অভিপ্রেত হইলে, সংযুক্তা শব্দের প্রয়োগ থাকিত, ফলতঃ সংযোগ অর্থ অভিপ্রেত নহে বলিয়াই সংস্কৃতা পদ প্রয়োগ দ্বারা "পক্কাঃ" এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আর, আহ্নিকতত্ত্বধৃত শিবপুরাণের এই

গুড়খণ্ডঘৃতানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাঞ্চানিবেদনে।
ঘৃতেন পাচিতানাঞ্চ তেষাং শতগুণং ফলম্॥

গুড় খণ্ড (খাঁড) ঘৃত প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যের নিবেদনে যে ফল, ঘৃত দ্বারা পাচিত ভক্ষ্য দ্রব্যের নিবেদনে তাহার শতগুণ ফল।

বচনে "পাচিতানাং" পাক করান এই পদের প্রয়োগে প্রতীত অর্থের বোধক বাক্যের সহিত উল্লিখিত বামনপুরাণবচনের একবাক্যতা প্রযুক্ত "হবিষা সংস্কৃতা" পদে ঘৃত দ্বারা পাক করা এই অর্থ গ্রহণ করা উচিত ও কর্ত্তব্য অন্যথা নানাশ্রুতিকল্পনাদোষ ঘটিয়া উঠে। তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় প্রতিবাদী মহাশয়েরা কখনই বামনবচনকে আমান্ননৈবেদ্যবিধায়ক স্পষ্টবচন বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ আহ্লাদে গদ্গদ হইতেন না। যাহা দর্শিত হইল তাহাতে বোধ হয় আর প্রতিবাদী মহাশয়েরা তাঁহাদিগের উদ্ভাবিত অর্থকে বামনপুরাণবচনের প্রকৃতার্থ বলিয়া বোধ করিবেন না।

এক্ষণে প্রতিবাদী মহাশয়েরা আমান্নবিধায়ক সুস্পষ্ট বচনের দলপুষ্টি করিবার জন্য চতুরতা করিয়া প্রকরণানুপযোগী ও অকিঞ্চিৎকর যে বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে

সমুদয়ের পরিচয় দিতেছি, তাহার বলাবল সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের

পূজোপযুক্তং নৈবেদ্যং যদ্বেদে নিরূপিতং।
বক্ষ্যামি সাম্প্রতং কিঞ্চিদ্যথাধীতং যথাগমম্ ॥
নবনীতং দধি ক্ষীরং লাজঞ্চ তিললড্ডুকম্।
ইক্ষুমিক্ষুরসং শুক্লবর্ণপক্বং গুড়ং মধু ॥
স্বস্তিকং শর্করা শুক্লধান্যস্যাক্ষতমক্ষতম্।
অস্বিন্নশুক্লধান্যস্য পৃথুকং শুক্লমোদকম্ ॥

বেদে পূজোপযুক্ত নিবেদনের যোগ্য যে সকল দ্রব্য নিরূপিত আছে, এক্ষণে আগমশাস্ত্রানুযায়ী শিক্ষার অনুসারে তাহার কিঞ্চিৎ বলিতেছি। নবনীত, দধি, ক্ষীর, খই, তিলের লাড়ু, ইক্ষু, ইক্ষুরসপক শুক্লবর্ণ গুড, মধু, পিষ্টক, শর্করা, অক্ষত (জীর্ণতাদিদোষহীন) অক্ষত, আতপতণ্ডুল অস্বিন্নশুক্লধান্যের চিড়া এবং শুভ্র মোয়া প্রভৃতি।

এই ভগবদ্বচনে সাধারণ্যে দেবদেয় বস্তু সকল বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে অক্ষতকেও নৈবেদ্য মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। ইহাতে প্রতিবাদীগণের প্রকৃত পক্ষে কি উপকার দর্শিল। অক্ষত অর্থাৎ আতপ চাউল যে সাধারণতঃ অনৈবেদ্য নহে ইহা আমরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, তবে বিষ্ণু-বিষয়ে বিশেষ বাধক বচন আছে বলিয়া বিষ্ণুপূজায় আমান্ন-নৈবেদ্য অদেয়, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমাদিগের অভিপ্রেত। উল্লিখিত প্রকৃতিখণ্ডের ভগবদ্বচন তৎপক্ষে কোনও প্রতি-বাদ করিতেছে না, যেহেতু উক্ত বচনে বিষ্ণুবিষয়ের নাম গন্ধও উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি প্রতিবাদী মহাশয়েরা স্বপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া যে কি জন্য উক্ত বচনটি প্রমাণস্থলে

উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিবলে স্থির নির্ণয় করিয়া উঠা অতি দুঃসাধ্য।

আর প্রতিবাদী মহাশয়েরা গৌতমীয় তন্ত্রে ঊনবিংশাধ্যায়ের,

শঙ্খাদিনিধিনা যুক্তং দ্বারকামধ্যগং হরিম্।
ধ্যাত্বা তণ্ডুলদূর্ব্বাভির্হুত্বা শান্তিমবাপ্নুয়াৎ॥
শঙ্খচক্রগদাযুক্তং বসন্তং দ্বারকাং পুরীম্।
ধ্যাত্বা তিলাজ্যকরণাজ্জুহুয়াৎ সিততণ্ডুলান্॥

শঙ্খাদিনিধিযুক্ত দ্বারকাবাসী হরিকে ধ্যান করিয়া তণ্ডুল ও দূর্ব্বা দ্বারা হোম করিলে শান্তি প্রাপ্ত হয়। শঙ্খচক্রগদাযুক্ত ও দ্বারকাপুরীতে বিরাজিত এই ধ্যান করিয়া তিল ও ঘৃত দ্বারা আতপতণ্ডুলের হোম করিবেক।

এই বচন এবং শিলার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত

বহ্নাবভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং সপুষ্পৈঃ সিততণ্ডুলৈঃ।
আজ্যাক্তৈরযুতং হুত্বা ভস্ম তন্মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ॥

কুণ্ডস্থ অগ্নিতে গোবিন্দের অর্চ্চনা করত ঘৃতাক্ত পুষ্প ও শুক্ল তণ্ডুল দ্বারা হোম করিয়া মস্তকে উহার ভস্ম দ্বারা তিলক ধারণ করিবেক।

এই বচন দ্বারা আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দেয় এই বিধিবাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছেন। হায়! কি আক্ষেপের বিষয় প্রতিবাদী মহাশয়েরা বিষ্ণুপূজায় আমান্নৈবেদ্য বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে কতই প্রয়াস পাইয়াছেন তাহার সীমা নাই। অধিক কি পরিশেষে আতপ তণ্ডুল দ্বারা হোম বিধায়ক উল্লিখিত এবং আরও কতকগুলি বচন লইয়া স্ব স্ব পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু

তদ্দ্বারা যে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতি নিগূঢ় ভাণ্ড সাধা-রণের নিকট প্রকটিত হইতেছে তৎপক্ষে অণুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। দুঃখের বিষয় এই কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে প্রতিবাদী মহাশয়েরা গৌতমীয় তন্ত্র ও শিলার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত যে বচন লইয়া এই অধর্ম্ম্য কার্য্য অপ্রতিহত রাখিতে বদ্ধপরিকর হই-য়াছেন তদ্দ্বারা কি প্রতিপাদিত হইতেছে। উক্ত দুই বচনে আতপতণ্ডুল দ্বারা বিষ্ণুর হোম করিবার বিধি আছে, নৈবেদ্যে যে আতপতণ্ডুল দিবেক তাহার প্রসঙ্গও নাই। নৈবেদ্য ভিন্ন অর্ঘ্য ও আবাহন প্রভৃতি কার্য্যে আতপ তণ্ডুল বৈধ ইহা কোনও কোনও শাস্ত্রে আছে কিন্তু শ্রীভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার সর্ব্বমান্য পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী তাহাতেও সম্মত নহেন বলিয়া যখন আমরাই স্বীকার করিতেছি তখন আতপ তণ্ডুল দ্বারা হোম করিতে পারে ইহার প্রমাণ প্রচারিত করায় যে কিরূপ বাদিনিরাস করা হইল তাহা বোধ হয় কেহই বুঝিতে পারিবেন না। ফলতঃ অর্ঘ্য, আবাহন ও হোমাদিতে যে আতপ তণ্ডুল বৈধ তাহা আমরাও অবগত আছি, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত কাহারও প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হইতেছে না, কেবল নিমিত্ত বিশেষ ব্যতীত নৈবেদ্যে উহা অবৈধ ও নিষিদ্ধ এবং ঐ সকল শাস্ত্রে কেবল অর্ঘ্য প্রভৃতি স্থলে যে আতপতণ্ডুল ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে শ্রীভাগবতের অতি প্রসিদ্ধ টীকাকার সর্ব্বদেশে সর্ব্বমান্য পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী তাহাতেও সম্মত নহেন।

শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে টীকায় পুষ্পের সহিত আতপতণ্ডুল ব্যবহারের যে বিধি আছে, তিনি তাহার প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিয়া পূজাস্থলে তাদৃশ ব্যবহারের স্পষ্ট নিষেধ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন তদনুসারে উঁহার ক্রমসন্দর্ভকার পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এবং সারার্থ-দর্শিনীনামকটীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ স্থলে মাল্যের বিশেষণ বিধায় অক্ষত পদে অম্লষ্ট কিম্বা অনুপহত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বিরোধ উত্থাপনের কারণ নিবারণ করিয়া দিয়াছেন ইহাই আমাদিগের অভিপ্রেত। কিন্তু ইহা তন্ত্রসারকার প্রভৃতির মতবিরুদ্ধ হওয়াতে তন্ত্রসারকারের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের মান্য শ্রীধরস্বামিপাদের লেখাকে অপ্রমাণ বলিতে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ভয়, সংশয় বা সঙ্কোচ হয় নাই। শাস্ত্রে সবিশেষ দৃষ্টি না থাকিলেই ঐরূপ হয়। তাঁহারা পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ১০৭ অধ্যায়ে

কোরকং রক্তপুষ্পঞ্চ রক্তচন্দনমক্ষতম্।
নির্গন্ধকুসুমং পথ্যা বিল্বস্য চন্দনং দলম্॥
মৃত্তিকাতাম্রপাত্রঞ্চ সৌবর্ণং রাজতং বিনা।
দর্ভাংশ্চাপরপাত্রাণি গোবিন্দার্ঘ্যে পরিত্যজেৎ॥

গোবিন্দের অর্ঘ্য বিষয়ে কোরক, রক্তবর্ণপুষ্প, রক্তচন্দন, আতপতণ্ডুল, নির্গন্ধ পুষ্প, হরিতকীফল, বিল্বের চন্দন ও পত্র, মৃৎপাত্র, তাম্রপাত্র ও স্বর্ণ রৌপ্য ব্যতিরিক্ত অপর ধাতুপাত্র এবং কুশ এই সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেক।

এই বচন দৃষ্টিগোচর থাকিলে বোধ হয় সর্ব্বমান্য পূজ্যপাদ মহাশয়দিগের লিখিত সিদ্ধান্তের উপর সংশয়াপন্ন

হইয়া আর প্রমাণের অনুসন্ধান করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল বাক্যকে অপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না।

কোনও কোনও মহাত্মা হোমবিষয়ক উক্ত বচন মাত্র উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, উহার স্বাভিপ্রায় মত তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা করিয়া জনসমাজে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ের পূর্ণাহুতি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে যে দেবতার হোমে যে যে বস্তু বৈধ, সেই সেই দ্রব্য সেই সেই দেবতার অভিপ্রেয়। অতএব বিষ্ণুর হোমে যখন আতপ তণ্ডুলের বিধি আছে তখন বিষ্ণুনৈবেদ্যে যে আতপ তণ্ডুল অবশ্যদেয় ইহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা এই বিস্ময়কর অভিনব সিদ্ধান্ত তাৎপর্য্য বর্ণনা দেখিয়া বড়ই চিন্তিত ও বিস্মিত হইলাম, কারণ ধর্ম্ম-তত্ত্বমীমাংসার যদি এবম্বিধ মহাত্মারা লেখনী ধারণে অধিকারী হইলেন, তবে এই শত্রুপুরীর মধ্যে দুর্ব্বল আর্য্যধর্ম্ম আর কত কাল জীবিত থাকিবেক। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে যে দেবতার হোমে যে যে বস্তুর বিধি আছে তাহাই যদি সেই সেই দেবতার প্রিয় বলিয়া নৈবেদ্যে দেয় হয় তাহা হইলে কলিযুগে যদিচ দেবতারা স্পষ্টাক্ষরে কিছুই বলেন না বটে কিন্তু প্রসাদ ভক্ষণে ভক্তের পক্ষে বড়ই প্রমাদ ঘটিতে পারে; কারণ শ্বেত সর্ষপ, পদ্ম, দূর্ব্বা, পলাশপুষ্প, ধান্য, কাকের পাখা ও মরীচ প্রভৃতিও হোমে বৈধ বলিয়া উক্ত আছে। সারদাতিলকে দুর্গাহোমপ্রকরণে—

বশয়েত্তিলহোমেন নরান্নরপতীনপি।
সিদ্ধার্থৈর্দ্দুর্ব্বৃত্তারাতী রোগাংশ্চোক্তভক্ষণাৎ॥

পদ্মৈর্হুত্বা জয়েচ্ছত্রূন্ দূর্বাভিঃ শান্তিমাপ্নুয়াৎ।
পলাশকুসুমৈঃ পুষ্টিং ধান্যৈর্ধান্যশ্রিয়ং লভেৎ॥
কাকপক্ষৈঃ কৃতো হোমো দ্বেষং বিতনুতে নৃণাং।
মরীচহোমান্মরণং রিপুরাপ্নোতি সর্ব্বথা॥

তিল দ্বারা হোম করিলে নর ও নরপতিগণ বশীভূত হয়, সিদ্ধার্থ অর্থাৎ শ্বেত সর্ষপ দ্বারা হোম করিলে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ হয়। পদ্ম পুষ্প দ্বারা হোম করিলে শত্রুজয় ও দূর্ব্বা দ্বারা হোমে শান্তি হয়। পলাশপুষ্প দ্বারা হোমে পুষ্টি হয়। ধান্য দ্বারা হোম করিলে ধান্য সম্পত্তি পাওয়া যায়। কাক-পক্ষ অর্থাৎ কাকের পাখা দ্বারা হোম করিলে মনুষ্যদিগের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব জন্মাইয়া দেয়। মরীচ দিয়া হোম করিলে শত্রু বিনাশ হয়।

এই বচন অনুসারে দূর্ব্বা ও কাকের পাখা পর্য্যন্তও হোমে বৈধ হইতেছে, এবং হোমে বৈধ বস্তু নৈবেদ্যে অবশ্য দেয় সুতরাং ঐ সকল নিবেদিত দ্রব্য তদ্ভক্তদিগের অবশ্য ভক্ষ্য এই অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত মীমাংসাকরণ শক্তি সহকারে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের স্বপক্ষ সমর্থনে সাতিশয় ব্যগ্রতা-নিবন্ধন উচিতাচিত বিবেচনায় এক কালে জলাঞ্জলি দেওয়ার মীমাংসাও সাধারণের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল।

গৌতমীয় তন্ত্র ও পদ্মপুরাণের নিম্নলিখিত দুই বচনের উপর নির্ভর করিয়াই বোধ করি প্রতিবাদী মহাশয়েরা অকারণ এরূপ অর্থব্যয় ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত বচন-দ্বয় কখনই তাঁহাদিগকে প্রলোভিত বা বিমোহিত করিতে পারিত না। গৌতমীয় তন্ত্রের বচন যথা—

মাঘে মাসি যজেৎ কৃষ্ণমক্ষতৈঃ সুশুভৈঃ সিতৈঃ।
দুগ্ধান্নং শর্করামিশ্রং মিষ্টান্নঞ্চ নিবেদয়েৎ॥

মাঘ মাসে অতি উৎকৃষ্ট শুক্লবর্ণ আতপ তণ্ডুল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেক, এবং শর্করাযুক্ত দুগ্ধান্ন ও মিষ্টান্ন নিবেদন করিবেক।

পদ্মপুরাণীয় বচন যথা

সংক্রান্ত্যাং মাঘমাসস্য সাধিবাসিততণ্ডুলান্।
নিবেদ্য বিষ্ণবে ভক্ত্যা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥

মাঘমাসের সংক্রান্তিতে অধিবাসিত তণ্ডুল বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেক।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে প্রতিবাদী মহাশয়েরা কি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উল্লিখিত গৌতমীয় তন্ত্রের ও পদ্মপুরাণের বচনে বিষ্ণুর নিত্য পূজায় আতপ তণ্ডুলের সামান্যতঃ বিধান নাই, তবে কাল বিশেষে অর্থাৎ মাঘমাস ও মাঘমাসের সংক্রান্তিতে দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতিতে অভিঘারিত আমান্ন বিষ্ণুনৈবেদ্যে বিহিত ইহাই নির্দ্দিষ্ট আছে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধ হইবেক যে উহা দ্বারা বিষ্ণুর সাধারণতঃ নিত্য-পূজায় আমান্ন দান যে বিহিত ইহা কোনও রূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। উক্ত দুই বচনের তাৎপর্য্য এই যে সামান্যতঃ বিষ্ণুপূজায় নিষিদ্ধ আতপ তণ্ডুল কেবল মাঘমাস ও মাঘমাসের সংক্রান্তিতে বৈধ। মাঘমাসে মকর চাউল বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাহা ইক্ষু রসা প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণের সহিত তিল ও শর্করা সহযোগে প্রস্তুত দুগ্ধ কিম্বা ক্ষীরে অভিঘারিত আতপতণ্ডুল নৈবেদ্য উহাই বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া

দেওয়ার বিধান করা হইয়াছে এবং এবং ঐরূপ প্রথাও প্রায় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। সামান্যতঃ নিষিদ্ধ বস্তুও যে কাল বিশেষে বৈধ হয় ইহা আমরাও অস্বীকার করি না তাহার বিশিষ্ট প্রমাণও আছে শিবপূজায় সাধারণতঃ কুন্দপুষ্পের নিষেধ আছে কিন্তু মাঘমাসে তাহার প্রাশস্ত্য কীর্ত্তন করিয়া বিশেষ বৈধত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা যোগিনীতন্ত্রে।

শিবে বিবর্জ্জয়েৎ কুন্দং মাঘে মাসি প্রশস্যতে।

শিবকে কুন্দপুষ্প দিবেক না কিন্তু মাঘমাসে শিবপূজায় কুন্দপুষ্প প্রশস্ত।

অতএব পূর্ব্বোক্ত গৌতমীয়তন্ত্র ও পদ্মপুরাণ বচন দ্বারা প্রতিবাদী মহাশয়েরা বিষ্ণুর নিত্যপূজায় আমান্নের নৈবেদ্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বিফল হইল, যেহেতু উক্ত বচনদ্বয় কেবল নিষিদ্ধ বস্তুর কাল বিশেষে বিধানের বোধক মাত্র।

সামান্য বিশেষ বিধি নিষেধ স্থলে সচরাচর এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"। প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনা করিবেক। এ স্থলে বেদে সামান্যতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যা বন্দনের স্পষ্ট বিধি আছে। কিন্তু শুদ্ধিতত্ত্বধৃত জাবালি মুনির

সন্ধ্যাং, পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্যিকং স্মৃতিকর্ম্ম চ।
তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃ ক্রিয়া॥

অশৌচ মধ্যে সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও স্মৃতিবিহিত নিত্যকর্ম্ম করিবেক না। দশাহের অর্থাৎ অশৌচের অন্তে পুনর্ব্বার করিবেক॥

এই বচনে অশৌচকালে সন্ধ্যা বন্দন করার স্পষ্ট নিষেধ আছে। দেখ বেদে সামান্যাকারে প্রত্যহ সন্ধ্যা বন্দনের বিধি থাকিলেও জাবালির বিশেষ নিষেধ দ্বারা অশৌচকালে দশ-দিবস সন্ধ্যাবন্দন রহিত হইতেছে। অর্থাৎ জাবালির বিশেষ নিষেধ অনুসারে অশৌচকালীন দশ দিবস ব্যতিরিক্ত স্থলে বেদোক্ত প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের সামান্য বিধি খাটিতেছে।

আরও দেখ মনুসংহিতার

ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাং।
স শূদ্রবৎ বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ॥ মনু। ২ অধ্যায় ১৩ শ্লোক

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না করে তাহাকে শূদ্রের ন্যায় সকল দ্বিজকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিবেক॥

এই বচনে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনের নিত্যবিধি ও তদতিক্রমে প্রত্যবায় স্মরণ থাকিলেও তিথিতত্ত্ব-ধৃত ব্যাসের

সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ংসন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥

সংক্রান্তি পূর্ণিমা অমাবাস্যা ও শ্রাদ্ধদিনে সায়ংকালে সন্ধ্যা-বন্দন করিবেক না, করিলে পিতৃহত্যার পাতক হয়॥

এই বচনে বিশেষ নিষেধ দ্বারা সংক্রান্তি প্রভৃতিতে সায়ংসন্ধ্যা রহিত হইতেছে অর্থাৎ ব্যাসের বিশেষ নিষেধ অনুসারে সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত দিনে সায়ংসন্ধ্যার সামান্য বিধি খাটিতেছে।

বেদে নিষেধ আছে যে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি"। কোনও প্রাণির প্রাণহিংসা করিবেক না। কিন্তু বেদের

অন্যান্য স্থলে বিধি আছে "অশ্বমেধেন যজেত"। অশ্ব বধ করিয়া যজ্ঞ করিবেক। "পশুনা রুদ্রং যজেত"। পশু বধ করিয়া রুদ্রযাগ করিবেক। "অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত"। পশু বধ করিয়া অগ্নি ও সোমদেবতার যাগ করিবেক। "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত"। শ্বেতবর্ণ ছাগল বধ করিয়া বায়ুদেবতার যাগ করিবেক।

দেখ বেদে সামান্যাকারে জীবহিংসার স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও অন্যান্যস্থলের বিশেষ বিধি দ্বারা যজ্ঞে পশুহিংসা বিহিত হইতেছে অর্থাৎ বিশেষ বিধিবলে অশ্বমেধ রুদ্রযাগ প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত স্থলে জীবহিংসার সামান্য নিষেধ খাটিতেছে। এই নিমিত্তই মনু কহিয়াছেন যে

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ॥

মনুসংহিতা ৫ অ। ৪১ শ্লো।

মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকর্ম্ম ও দেবকর্ম্ম, এই কয়েক বিষয়েই পশুহিংসার বিশেষ বিধি আছে, অতএব এই কয়েক বিষয়ে পশুহিংসা করিবেক, এতদতিরিক্ত স্থলে জীবহিংসার সামান্য নিষেধশাস্ত্র অনুসারে পশুহিংসা করিবেক না।

দেখ যেমন এই সকল স্থলে সামান্যাকারে স্পষ্ট বিধি ও স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিষেধ অনুসারে স্থলবিশেষে চলিতে হইতেছে এবং তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি ও সামান্য নিষেধ খাটিতেছে, সেইরূপ সামান্যাকারে বিষ্ণুপূজা বিষয়ে আমতণ্ডুল দানের নিষেধ থাকিলেও গৌতমীয় তন্ত্রের বচন অনুসারে মাঘমাসে মকরতণ্ডুল ও নবান্ন প্রভৃতি স্থলে দধি, দুগ্ধ কিম্বা ঘৃতাদি অভিঘারিত

আমতণ্ডুলের দান বিহিত হইতেছে। স্কন্দপুরাণ বামনপুরাণ কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে এক বারেই স্পষ্ট নিষেধ আছে, অন্যান্য স্থল বিশেষ বা সময় বিশেষ ধরিয়া বিশেষ বিধি আছে সুতরাং ঐ স্থল বিশেষ বা কাল বিশেষ ব্যতিরিক্ত স্থলে আমতণ্ডুল দানের সম্পূর্ণ নিষেধ খাটিবেক। ঐ বিষয়ে সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ করিতে হইলে এইরূপ মীমাংসা করাই সর্ব্বাংশে সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে।

আর প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ

"যুবতীস্তনবৎ কৃত্বা ক্ষালিতং শালিতণ্ডুলং।
কল্পয়িত্বা তু নৈবেদ্যং বিষ্ণবে তন্নিবেদয়েৎ॥"

ক্ষালিত শালিতণ্ডুলের দ্বারা যুবতীস্তনাকার নৈবেদ্য করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিবেক।

এই অমূলক অপ্রামাণিক বচনকে নিজপ্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাব্য ও ন্যায় শাস্ত্র ব্যবসায়ী মহোদয়েরাই বোধ করি ইহাকে অভিধাশক্তি বিরত করিয়া ব্যঞ্জনা-বৃত্তি বলে ও অনুমান প্রমাণ বলে প্রামাণিক বোধ করিয়া থাকিবেন। অনুমান করিবার পূর্ব্বে একবার সেই প্রপঞ্চসার গ্রন্থ খানি প্রত্যক্ষ করা উচিত ছিল। অথবা যে রাজসভাসদ মহাশয়েরা ঐ বচনকে অমূলক বলিয়া অপ্রামাণিক বোধে নিজ গ্রন্থে ধরেন নাই, তাঁহাদের নিকট পরামর্শ ও যুক্তি লওয়া উচিত ছিল, এবং উপদেশ লওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে আগমতত্ত্ববিলাস ও তন্ত্রসার-কারের লিখিত মীমাংসার উপর নির্ভর করিয়া এই অধর্ম্মযুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেই আগমতত্ত্ববিলাস ও তন্ত্রসার যে আত্ম-পরিচয়ে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ প্রতারিত করিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই; কেমন করিয়াই বা বুঝিবেন ঈর্ষা ও কোপ পরবশ হইলে অতি পরিণত বুদ্ধিও কলুষিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। এক্ষণে আগমতত্ত্ববিলাসকার ও তন্ত্রসারকার উভয়ে অক্ষত উপলক্ষে যে প্রকার অবিকল একরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, সকলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন

"নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিতি পুষ্পাভাবে অতিদেশপ্রাপ্ততণ্ডুলনিষেধ-পরম্। তথাচ পুষ্পাভাবে জলেনাপি দূর্ব্বয়া তণ্ডুলেন চ। নিত্যপূজা প্রকর্ত্তব্যা ভক্তিভাবেন সুন্দরি। নত্বর্ঘ্যাদিনিষেধপরং তথাচ গন্ধ-পুষ্পাক্ষতযবকুশাগ্রতিলসর্ষপৈঃ। সদূর্ব্বৈঃ সর্ব্বদেবানামেতদর্ঘ্যমুদী-রিতমিতি"

অক্ষত অর্থাৎ আতপ তণ্ডুল দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না এই নিষেধ পুষ্পাভাবে অতিদেশপ্রাপ্ত তণ্ডুলের নিষেধপর বলিতে হইবেক হে সুন্দরি পুষ্পাভাবে জল দূর্ব্বা এবং আতপ তণ্ডুল দ্বারা নিত্যপূজা করিবেক এই শিববাক্যে পুষ্পাদির অভাবস্থলে কেবল তণ্ডুল দ্বারা পূজার বিধি আছে। অর্ঘ্যাদিতে তণ্ডুলদান নিষেধ নহে যেহেতু গন্ধ পুষ্প অক্ষত অর্থাৎ আতপ তণ্ডুল যব কুশাগ্র তিল সর্ষপ এবং দূর্ব্বা এই দ্রব্য দ্বারা সমস্ত দেবতার অর্ঘ্য কথিত হইয়াছে।

আগমতত্ত্ববিলাসকার ও তন্ত্রসারকারের লিখিত এই মীমাংসা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধ হইতে পারিবেক যে উক্ত দুই গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত বামনপুরাণ নৃসিংহ-পুরাণ ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের সুস্পষ্ট ভূরি

ভুরি প্রমাণ বচন অনুসারে বিষ্ণুনৈবেদ্যে যে আতপ তণ্ডুল নিষিদ্ধ ইহা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন সুতরাং বিষ্ণুপূজায় নিষিদ্ধ অক্ষতের মীমাংসা করিতে গিয়া নৈবেদ্যের নামোল্লেখও করেন নাই কেবল "গন্ধপুষ্পাক্ষতযব" এই বচনস্থিত সর্ব্বপদের সঙ্কোচ করিতে ভীত হইয়া নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং এই বচনকে পুষ্পাভাবে অতিদেশপ্রাপ্ত তণ্ডুলের নিষেধপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা বিষ্ণুপূজায় কেবল অর্ঘ্য ও আবাহনে আতপতণ্ডুল বৈধ ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে তবে যে কেহ কেহ "নত্বর্ঘ্যাদিনিষেধপরং" এইরূপ লিখিত আছে বলিয়া অর্ঘ্যপদোত্তরবর্ত্তি আদি পদে নৈবেদ্য পর্য্যন্তের উপস্থিতি করাইয়া নৈবেদ্যেও আতপ তণ্ডুল বৈধ বলিয়াছেন, সে তাঁহাদিগের অসাধারণ দুঃসাহসের পরিচয় মাত্র, অন্যথা যে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহস্রাক্ষের বংশ নবদ্বীপে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত ও আগমবাগীশ প্রভৃতির তুল্যমান্য তাঁহাদিগের আচারবিরুদ্ধে এবং ঐ আধুনিক আগমতত্ত্ববিলাসকার ও তন্ত্রসারকারের লিখিত ভাষায় আদিশব্দের প্রতি নির্ভর করিয়া স্বাভিপ্রায় মত অর্থ প্রকাশের অনুরোধে, বামনপুরাণ নৃসিংহপুরাণ এবং পদ্মপুরাণ প্রভৃতি ভুরি ভুরি প্রামাণিক গ্রন্থের অনাদর করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। ফলতঃ তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অর্ঘ্যাদি এই আদিপদে অগত্যা কেবল আবাহনেরই উপস্থিতি হইবেক।

সকলে ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন যে পূর্ব্বোক্ত বচনে, কেবল অতিদেশপ্রাপ্ত তণ্ডুল নিষিদ্ধ ইহা তন্ত্রসারকার ও

আগমতত্ত্ববিলাসকারের অভিপ্রেত হইলে "অতিদেশপ্রাপ্তস্য তণ্ডুলস্য নিষেধপরং" এই মাত্র লিখিলেই সম্পন্ন হইত পুনর্ব্বার "নত্বর্ঘ্যাদিনিষেধপরং" এইরূপ যে লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অর্ঘ্য, ও আদিপদপ্রাপ্ত আবাহন, এই দুই স্থল ব্যতীত যে যে স্থলে পূজায় অক্ষত দেওয়ার বিধি আছে সেই সমস্ত স্থলেই বিষ্ণুকে অক্ষতদান নিষিদ্ধ। অতএব অতিদেশপ্রাপ্ত বিষয়ে এবং নৈবেদ্যে অক্ষতদান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, ইহাই বিচারসঙ্গত ও শাস্ত্রসম্মত।

এইরূপস্থলে মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যও এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, যথা "যুগ্মাদরস্তু দেবকৃত্য এব ন পিতৃকৃত্যে" অর্থাৎ যুগ্মাদর দেবকার্য্যেই পিতৃকার্য্যে নহে, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের এই বাক্যের কেবল দেবকার্য্যেই যুগ্মতিথির আদর এই অভিপ্রায় হইলে "যুগ্মাদরস্তু দেবকৃত্য এব" এইমাত্র লিখিলেই সম্পন্ন হইত। তবে যে পুনর্ব্বার "ন পিতৃকৃত্যে" এইরূপ লিখিয়াছেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে পিতৃকার্য্য ভিন্ন সমস্ত কার্য্যে অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি সমুদয় মনুষ্যকৃত্য ও পূজাদি সমস্ত দেবকৃত্যে যুগ্মাদর গ্রাহ্য।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা এইরূপ মীমাংসা করিয়া মুখে বলিয়া থাকেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু এই মীমাংসানুসারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ১২৮২ সালের সমস্ত পঞ্জিকাতেই মনুষ্যকৃত্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকার্য্য যুগ্মাদরপ্রযুক্ত পরদিনে লিখিত ছিল। প্রতিবাদী মহাশয়েরাও তদনুসারে ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক বিজ্ঞ বলিয়া খ্যাত ব্যক্তি দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র

বিচারে স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য এতাদৃক্ উদ্ধতভাবাপন্ন হইয়া যে বিমৃষ্যকারিতায় একবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে জানিতাম না। ফলতঃ অগ্র পশ্চাৎ বিশেষ-রূপে বিবেচনা না করিয়া কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পরিণামে যে কিরূপ ও কত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা দূরদর্শী অথবা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে সহসা অনুভব করিতে পারেন না। বোধ করি দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেরই ঈর্ষ্যা দাম্ভিকতা প্রভৃতি নীচবৃত্তি সমুদয় সতেজ হইয়া দূরদর্শিতাদি গুণকে এককালে দূরীভূত করিয়া দিয়াছে; সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বাপর বিবেচনা শূন্য হইয়া একদা যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সাধারণের নিকট স্ব স্ব মান রক্ষা করিবার জন্য যে কতই প্রয়াস পাইয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বলিতে কি পাচ সাত দশ বৎসরের অনধিক পূর্ব্বকালে কোঁচবেহারাধিপতি রাজার মন্ত্রী ৺ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক আহ্নিকাচার-তত্ত্বাবশিষ্ট নামক যে অভিনব আধুনিক গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রস্তুত হইয়াছে, প্রতিবাদী মহাশয়েরা তাহারও শরণাপন্ন হইয়া প্রামাণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দোহাই দিতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হয়েন নাই। যাহা হউক ঋষিবাক্য ও তাদৃশ প্রামাণিক বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া, অবিজ্ঞ অদূরদর্শী আধুনিক সংগ্রহকার বা টীকাকারের কপোলকল্পিত ব্যবস্থায় আস্থা প্রদর্শন করা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দুরবস্থা প্রদর্শন মাত্র। তাঁহারা আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্টকে আহ্নিকাচার-

পরিশিষ্ট এইরূপ নাম দিয়া অক্ষত সম্বন্ধে তদীয় মীমাংসাকে স্ব স্ব প্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা

"অথ পুষ্পপ্রতিনিধিঃ জ্ঞানমালায়াম্

পুষ্পাভাবে জলেনাপি দূর্ব্বয়া তণ্ডুলেন চ।
নিত্যপূজা প্রকর্ত্তব্যা ভক্তিভাবেন সুন্দরি ॥
নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কম্।
ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং মালূরৈর্ন দিবাকরম্ ॥

অত্র প্রতিনিধাবেব তণ্ডুলবর্জ্জনং নত্বর্ঘ্যনৈবেদ্যাদৌ আমশ্রাদ্ধে অপ্রদানবাধপ্রসক্তেঃ। ইত্যাহ্নিকাচারপরিশিষ্টলিখনং।"

জ্ঞানমালাগ্রন্থে পুষ্প অভাবে জল, দূর্ব্বা এবং আতপতণ্ডুল দ্বারা নিত্যপূজা করিবেক অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুল দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না। দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গাপূজা, তুলসী দ্বারা গণেশপূজা, এবং বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্যপূজা করিবেক না। এই বচনে প্রতিনিধি স্থলেই তণ্ডুলত্যাগ করিবেক। অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য প্রভৃতিতে তণ্ডুল ত্যাজ্য নহে। যেহেতু আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধস্থলে শ্রীবিষ্ণুকে অগ্রভাগ দিবার যে বিধান আছে তাহার বিপ্রতিপত্তি হইয়া যায়।"

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রতিবাদী মহাশয়েরা ধর্ম্মশাস্ত্রের তাদৃশ সবিশেষ অনুশীলন যেন কখনও করেন নাই ইহা প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়েই বোধ হয় এত আড়ম্বর করিয়া ঐ আধুনিক ও অপ্রামাণিক বচনের দোহাই দিয়াছেন, নতুবা পূর্ব্বোক্ত বামনপুরাণ নৃসিংহপুরাণ পদ্মপুরাণ মন্ত্রমহোদধি ও তাহার নৌকানামক টীকা প্রভৃতি ভূরি ভূরি প্রামাণিক গ্রন্থে যখন আমান্নদানের সুস্পষ্ট নিষেধ রহিয়াছে, তখন তৎসমুদয় মুনিবাক্যের বিরোধী ঐ অপ্রামাণিক আধু-

নিক মন্ত্রী মহাশয়ের অমূলক বাক্যকে কিরূপে শিরোধার্য্য করা যাইতে পারে। প্রতিবাদী মহাশয়েরা যদি ঐ অমূলক অপ্রামাণিক আধুনিক মন্ত্রী বাক্যেই কেবল নির্ভর করিয়া আমতণ্ডুল নৈবেদ্য কাণ্ডকে বৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা কিছুমাত্র অনুধাবন না করিয়াই ঐ রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেহেতু কোনও বিষয়ের নিষেধ বা বিধি অবগত হইতে হইলে তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট মুনিবচন সত্ত্বে তাহা অপ্রমাণ করিয়া ঐরূপ আধুনিক বাক্যকে তৎপ্রতিকূলপক্ষে দণ্ডায়মান করা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত কার্য্য ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে? ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন।

এক্ষণে প্রতিবাদী মহাশয়েরা মহা আড়ম্বরে যাঁহার দোহাই দিয়াছেন, তাঁহার আপত্তির মীমাংসা হইলেই বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুলের নৈবেদ্য নিষেধ ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কি না এই বিষয়ে তাঁহাদের সকল সংশয়ই নিরাকৃত হইতে পারিবেক। ঐ আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্টীয় চূর্ণকের মর্ম্ম অনুসারে বোধ হয় মন্ত্রী মহাশয়ের প্রধান আপত্তি ও যুক্তি এই যে আমশ্রাদ্ধে অগ্রভাগ আমান্ন বিষ্ণুকে দেওয়া হইয়া থাকে সুতরাং বিষ্ণু-নৈবেদ্যে আমান্ন বিধেয়। ইহাতে বক্তব্য এই যে মৎস্য মাংসাদি নিষিদ্ধ হইলেও স্বভোজ্য স্থলে বিষ্ণুকে দেওয়ার যেরূপ কাদাচিৎক কথঞ্চিৎ বিধি পাওয়া যায়, সেইরূপ পিতৃভক্ষ্য বলিয়া আমশ্রাদ্ধেও বিষ্ণুকে আমান্ন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে আতপতণ্ডুল যে স্বরূপতঃ বিষ্ণুনৈবেদ্য ইহা ঐ হেতুবাদে কোনও রূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

ফলতঃ আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত চূর্ণকের মর্ম্ম অনুসারে বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুল নৈবেদ্যের বিধান সাধনে উদ্যত হওয়া বিড়ম্বনামাত্র, ঐ বচনের প্রকৃত অর্থ ও যথার্থ তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে তদ্দ্বারা বিষ্ণুপূজায় আম-তণ্ডুল নৈবেদ্য বিহিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠে না (১)। আর, অমূলক ও অপ্রামাণিক এবং আধুনিক ঐ চূর্ণকবচন দ্বারা যদিই কথঞ্চিৎ বিষ্ণুবিষয়ে আমতণ্ডুলনৈবেদ্যবিধি প্রতি-পন্ন হইত, তাহা হইলেও কোনও ক্ষতি হইতে পারিত না; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ঐ আধুনিক লেখায় অভিপ্রায়মত অর্থও সঙ্গত হয় না, এমন স্থলে অমূলক ও অপ্রামাণিক এবং আধুনিক ঐ বচন অবলম্বন করিয়া সর্ব্বসম্মত প্রামাণিক মুনি-বচনকে অগ্রাহ্য করা শাস্ত্রদর্শী ধার্ম্মিক বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে কোনও ক্রমেই বিচারসিদ্ধ ও ন্যায়ানুগত এবং সঙ্গত বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে না।

এক্ষণে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উদ্ধৃত সংবৎসরকৌমু-দীর বচনের মীমাংসা করিতে আমাকে আর স্বতন্ত্র প্রয়াস পাইতে হইল না। যেহেতু ১৫০, ১৫১ এবং ১৫২ পৃষ্ঠায় আগমতত্ত্ববিলাস ও তন্ত্রসারকারের পাঠের যেরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে, গোবিন্দানন্দকৃত সম্বৎসরকৌমুদীর "নাক্ষতৈশ্চ হৃষীকেশমিতি। কেবলাক্ষতপূজাবিষয়ং অর্ঘ্যাদৌ তু বিহিতা এবাক্ষতাঃ" "অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিবেক না। ইহা কেবল অক্ষত দ্বারা পূজাবিষয়ে নতুবা অর্ঘ্যপ্রভৃতিস্থলে অক্ষত বিহিত আছে" এই পাঠেরও অবিকল সেই মীমাংসা।

(১) ১৩৩ ও ১৩৪ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের মীমাংসা করা হইয়াছে।

সুতরাং উহাতেও বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুলনৈবেদ্য বিহিত বলিয়া কোনও মতেই প্রতিপন্ন হইয়া উঠিল না দেখিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতিবাদী মহাশয়েরা স্বপক্ষ সমর্থনে ব্যগ্রতানিবন্ধন শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত পদ্মপুরাণের গৌতমাম্বরীষসম্বাদীয়

দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ পূজয়িত্বা পূজান্তে মধুসূদনম্।
অক্ষতৈর্নৃপশার্দূল কিমর্চ্চয়সি কেশবম্॥

গৌতম অম্বরীষ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে নৃপবর দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা মধুসূদন পূজা করিয়া সেই পূজার অবসানে অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুল দ্বারা কি কেশবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ?

এই বচন এবং পদ্মপুরাণীয় ক্রিয়াযোগসারের ১৮ অধ্যায়ে

একদা কুলভদ্রাখ্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ।
পূজয়ামাস মাং ভক্ত্যা নৈবেদ্যাদ্যৈর্নদীতটে॥
মামভ্যর্চ্চ্য স বিপ্রেন্দ্রো মম নৈবেদ্যতণ্ডুলং।
যযৌ তত্রৈব বিক্ষিপ্য ভূয় এব নিজং গৃহম্॥ ইত্যাদি

কুলভদ্রনামে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ একদা নদীতীরে আমাকে ভক্তি সহকারে নৈবেদ্যাদি দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই বিপ্রবর আমার নৈবেদ্য সম্বন্ধীয় তণ্ডুল সেই স্থানেই নিক্ষেপ করিয়াই পুনর্ব্বার নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

এই ভগবদ্বচন এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণের

প্রাতঃ শুক্লাম্বরধরো দন্তধাবনপূর্ব্বকম্।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ সম্যগর্চ্চয়েদ্বাগ্‌যতো হরিং॥

প্রাতঃকালে দন্তধাবন পূর্ব্বক শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া বাক্য সংযম করতঃ গন্ধ পুষ্প ও অক্ষত অর্থাৎ আতপ তণ্ডুল দ্বারা হরির অর্চ্চনা সম্পূর্ণ করিবেক।

এই বচনকে আমতণ্ডুলনৈবেদ্য বিধায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়াই যে ঐরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট ও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। যেহেতু উহা বৈষ্ণববলিবিধানের প্রমাণবচন ঐ সকল বচনকে বিষ্ণু-নৈবেদ্যবিধায়ক বলা কোনও ক্রমেই বিচারসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। যখন গৌতমমুনিবচনে পূজাবসানে অক্ষত সহযোগে পূজার বিধান আছে, তখন ঐ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ঐ উন্মীলনী প্রকরণে ১২০ অঙ্কিত শ্লোকের অব্যবহিত পরের পদ্মপুরাণীয়

নৈবেদ্যং দেবদেবস্য সর্ব্বোপস্করসংযুতম্।
বিষ্বক্সেনায় দত্ত্বা ত্বং ভুঞ্জসে বৈষ্ণবৈঃ সহ ॥
টীকা। উপস্করাঃ ব্যঞ্জনাদীনি।

দেবদেব ভগবানকে নিবেদিত সর্ব্বপ্রকার ব্যঞ্জনাদি সহকৃত নৈবেদ্য বিষ্বক্সেনকে দিয়া বৈষ্ণবদিগের সহিত তুমি ভোজন করিয়া থাক কি?

এই বচন অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত ছিল, যেহেতু কোনও বিষয়ে মত প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হইয়া সেই মত প্রকাশ করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। সবিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কেহ কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারে না। বিশেষজ্ঞ না হইয়া কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে অনধিকারচর্চ্চার ফল লাভ হয়। ফল কথা এই; কোনও ব্যক্তি সদভিপ্রায়প্রবর্ত্তিত হইয়া কার্য্য বিশেষের অনুষ্ঠানকে শাস্ত্রীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে উক্ত-বিধ ব্যক্তিরা ঐ অনুষ্ঠানকে অসদভিপ্রায়প্রণোদিত বলিয়া অম্লান মুখে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আপনারা যে জিগীষাপর-

বশ হইয়া অতথ্য নির্দ্দেশ দ্বারা পরের চক্ষে ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছেন তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। আমতণ্ডুল-নৈবেদ্যের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষা বিষয়ে ব্যগ্র হইয়া শাস্ত্র ও দেশাচার সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে ঐ প্রথাকে শাস্ত্রীয় ও অবিগীতশিষ্টাচারানুমোদিত, পরপ্রতারণা যাঁহার উদ্দেশ্য নহে তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ঈর্ষ্যার পরতন্ত্র বা বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন অথবা স্বীয় পিতৃপিতামহের স্থাপিত দেবসেবায় আমতণ্ডুলনৈবেদ্য ব্যবহার আছে বলিয়া কুসংস্কার বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া আমতণ্ডুলনৈবেদ্যনিবারণ বিষয়ের প্রতিপক্ষতা করা মাত্র যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তিনি তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞই হউন, আর অনভিজ্ঞই হউন, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকলের যে কোনও অংশ স্বপক্ষ সমর্থনের বা পরপক্ষ খণ্ডনের উপযোগী বলিয়া নিজে বোধ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও অবিহিত হইলেও সেই সেই অংশকেই তদ্বিষয়ের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বিধি বলিয়া কীর্ত্তন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্কুচিত হন না।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উদ্ধৃত ঐ কয়েকটী প্রমাণ দর্শনে অনেকের অন্তঃকরণে আমতণ্ডুলনৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রানুগত ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে এজন্য এতদ্বিষয়ে যে সকল অংশ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিবাদী মহাশয়েরা বচনগুলি প্রকাশ করিয়াছেন সেই সকল অংশ প্রকাশ করিয়া দেওয়া যাইতেছে। এবং নরসিংহপুরাণোক্ত বৈষ্ণববলিদানপ্রকার যাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৮ বিলাসে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাও প্রচার করা যাইতেছে।

ততো যবনিকাং বিদ্বানপসার্য্য যথাবিধি।
বিষ্বক্সেনায় ভগবন্নৈবেদ্যাংশং নিবেদয়েৎ॥

ইত্যাদি॥ নারসিংহে।

ততস্তদন্নশেষেণ পার্ষদেভ্যঃ সমন্ততঃ।
পুষ্পাক্ষতৈর্বিমিশ্রেণ বলিং যস্তু প্রযচ্ছতি॥
বলিনা বৈষ্ণবেনাথ তৃপ্তাঃ সন্তো দিবৌকসঃ।
শান্তিং তস্য প্রযচ্ছন্তি শ্রিয়মারোগ্যমেব চ॥

টীকা। বৈষ্ণবেন বিষ্ণুসম্বন্ধিনা তদুচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদান্নেন দত্তত্বাৎ দিবৌকসঃ পার্ষদা এব। যদ্বা অন্যেঽপি দেবাঃ॥

সর্ব্বপ্রকার ব্যঞ্জনাদি সহকৃত উপাদেয় বস্তু সকল ভগবানকে নিবেদন করিয়া হোমাদিকার্য্য সমাধানান্তে, যবনিকা (পরদা) যথাবিধি অপসারিত করিয়া ভগবৎপ্রসাদান্নের কিয়দংশ বিষ্বক্সেনকে নিবেদন করিবেক। নৃসিংহপুরাণে। ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই অন্নশেষ, মহাপ্রসাদ পুষ্প ও অক্ষত (আতপ চাউল) মিশ্রিত করিয়া যে ব্যক্তি পার্ষদদিগকে বলিপ্রদান করে। খেচর কিম্বা স্বর্গবাসী পার্ষদদেবতারা ঐ বৈষ্ণববলি দ্বারা তৃপ্ত হইয়া তাহার সর্ব্বাপৎ শান্তিপূর্ব্বক আরোগ্য ও সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ কুলভদ্র ব্রাহ্মণ অক্ষতমিশ্র পার্ষদবলিদান উপলক্ষ ব্যতিরেকে অত্যাজ্য ও অবশ্য ভোজ্য ভগবৎপ্রসাদান্ন যে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা কোনও ক্রমেই সম্ভবে না। ইহা দ্বারা ঐ সকল বচন পার্ষদদেবতাবলিপর তাহা সপ্রমাণ হইল। সুতরাং উহা দ্বারা বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদান বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বিফল হইল।

এ স্থলে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া লিখিয়াছেন যে "আম

নৈবেদ্যে ঘৃতপ্রক্ষেপের নিয়ম বিশেষরূপে প্রচলিত আছে বচনান্তরে ইহার কর্ত্তব্যতাও দেখা যাইতেছে যথা শিবপুরাণে

নৈবেদ্যং ঘৃতসংযুক্তং মধুপর্কং নিবেদয়েৎ।

অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥"

যে মনুষ্য, নিবেদনের যোগ্য ঘৃতসংযুক্ত মধুপর্ক নিবেদন করিবেক, সে ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাইবেক॥

এই বচনে রাজস-ভাস-দ মহাশয় "যে ব্যক্তি ঘৃতসংযুক্ত নৈবেদ্য ও মধুপর্ক প্রদান করেন" এই যে এক অদ্ভুত অর্থ উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা ব্যাকরণ কি কোনও শব্দশাস্ত্রে কিছুতেই ঐ অর্থ প্রতিপাদিত হয় না এবং ঐ শিবপুরাণের ঐ প্রকরণের পূর্ব্বাপর বচন অনুধাবন করিয়া দেখিলে উহা কেবল মধুপর্কপর বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীত হয়, ভোজ্যান্তর বোধক বলিয়া কোনও মতেই প্রতীয়মান হয় না। বোধ করি রাজস-ভাস-দ মহাশয়েরা এ প্রকরণ বিষয়ক সমুদয় ভাব এবং তাৎপর্য্য অবগত ছিলেন যেহেতু তৎপরেই ভবিষ্যপুরাণের তাদৃশ অন্য একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু উহার ভাষার্থ দেখিলে সাধারণের উপহাসকর হইবেক বলিয়া অনুবাদ লেখেন নাই শ্লোক যথা "ভবিষ্যে চ,—

দেবদারুসমেতঞ্চ সর্জ্জশ্রীবাসকুন্দুরুং।

শ্রীফলঞ্চাজ্যসংমিশ্রং দত্ত্বাপ্নোতি পরাং গতিং॥

দেবদারুকাষ্ঠ সমেত সর্জ্জ (ধুনা) শ্রীবাস (টার্পিন) কুন্দুরু (কুন্দুরু খোটিগন্ধদ্রব্য) এবং শ্রীফল (রাজাদনীগন্ধদ্রব্য) এই সকল দ্রব্যে গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া (অর্থাৎ ধূপ) দিলে পরম গতি পায়।

উক্ত দুই বচনে কিম্বা সেই প্রকরণে বিষ্ণুবিষয়ক কিম্বা

আমতণ্ডুল বিষয়ক বলিয়া কোনও নাম গন্ধও নাই তথাপিও সূক্ষ্ম বিবেচক রাজস-তাস-দ মহাশয়েরা যে কি বুঝিয়া ঐ প্রমাণে আম নৈবেদ্যে ঘৃত প্রক্ষেপের নিয়ম কর্ত্তব্যতা দর্শাইয়াছেন তাহা সাধারণে বিলক্ষণ বুঝিয়া লইবেন।

আর প্রতিবাদী মহাশয়েরা "বিষ্ণুপূজায় আমান্ন নৈবেদ্য দানের প্রমাণ অন্বেষণ করিতে গিয়া যে শ্লোকে অক্ষত পদ দেখিয়াছেন কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনা শূন্য হইয়া সেই শ্লোকটিকেই প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন যথা

নারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয় রাত্রে—

"গন্ধাক্ষতপ্রসূনৈশ্চ মূলেনাভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ।
প্রীণয়েদ্দধিখণ্ডাজ্যমিশ্রেণ তু পয়োঽম্ভসা॥"

গন্ধ ও অক্ষত অর্থাৎ কীটনিষ্কৃষিতাদি দোষ রহিত বা অবিমৃষ্ট পুষ্প দ্বারা মূলমন্ত্র সহকারে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া দধি গুড় ও ঘৃত মিশ্রিত, দুগ্ধ ও জল দ্বারা প্রীত করিবেক।

গৌতমীয় তন্ত্রে চতুর্থপটলেঽপি

গন্ধাক্ষতানাং ধূপানাং দীপানাং বলিভিঃ পৃথক্।
কামবীজেন সংপূজ্য নৈবেদ্যং হি সমর্পয়েৎ॥

গন্ধ ও অক্ষত অর্থাৎ পুষ্প প্রতিনিধি আতপতণ্ডুল (যাহার নিষেধ সর্ব্ববাদিসম্মত) ধূপ, ও দীপ এই সকল পদার্থের উপহার দ্বারা কামবীজ সহকারে সম্যক্ পূজা করিয়া নৈবেদ্য সমর্পণ করিবেক।

এবং শ্রীভাগবতের ১১ একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের সটীক এই কয়েকটী

বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্গন্ধলেপনৈঃ। অলঙ্কুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতং॥৩০॥ পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং সুমনসোঽক্ষতান্।

ধূপদীপোপহার্য্যাণি দত্তান্মে শ্রদ্ধয়ার্চ্চকঃ॥ ৩১ ॥ গুড়পায়সসর্পীংষি শষ্কুল্যাপূপমোদকান্। সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ॥ ৩২ ॥ অভ্যঙ্গোন্মর্দ্দনাদর্শদন্তধাবাভিষেচনম্। অন্নাদ্যগীতনৃত্যানি পর্ব্বণি স্যুরুতান্বহম্॥ ৩৩ ॥

স্বামিপাদটীকা॥ বস্ত্রাদ্যুপচারেষু অলঙ্কারলক্ষণং গুণং বিধত্তে পত্রাণি কপোলবক্ষঃস্থলাদিষু লিখিত্বা পত্রভঙ্গা গন্ধস্রক্শ্চেৎ সপ্রেম যথা ভবতি তথা যথোচিতমলংকুর্ব্বীত॥৩০॥ উক্তার্থে সর্ব্বসাধারণং শ্রদ্ধালক্ষণং গুণং বিধত্তে পাদ্যমিতি॥৩১॥ নৈবেদ্যে বৈভবলক্ষণং গুণং বিধত্তে গুড়পায়সেতি। শষ্কুল্যঃ তৈলপক্কবিশেষাঃ। আপূপা অপূপানাং মণ্ডকাদীনাং সমূহাঃ সূপা ব্যঞ্জনানি। সতি বিভব ইতি শেষঃ॥৩২॥ কালভেদেন গুণান্ বিধত্তে অভ্যঙ্গেতি অভিষেচনং পঞ্চামৃতস্নানং অন্নাদ্যেতি অন্নং ভোজ্যং আদ্যং ভক্ষ্যং পর্ব্বণ্যেকাদশ্যাদৌ অন্বহং প্রত্যহং বা বিভবে সতীতি॥ ৩৩ ॥

বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, কপোল ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতিতে আতপতণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা পত্রভঙ্গ লেখা মাল্য এবং গন্ধলেপন দ্বারা আমার ভক্ত ব্যক্তি প্রেমসহকারে আমাকে যথোচিত অলঙ্কৃত করিবেক॥ ৩০ ॥ অর্চ্চক ব্যক্তি পাদ্য আচমনীয় গন্ধ ও অক্ষত অর্থাৎ কীটনিষ্কুবিতাদি দোষ রহিত বা অবিমৃষ্ট পুষ্প এবং ধূপ দীপ ও নিবেদনীয় পদার্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে দিবেক॥ ৩১ ॥ গুড়, পায়স, ঘৃত, তৈলপক্ক শষ্কুল্য, নানাবিধ পিষ্টক, মোদক, ক্ষীরের মালপোয়া, দধি ও নানাবিধ ব্যঞ্জনের নৈবেদ্য ক্ষমতাশালীরা প্রস্তুত করিবেক॥ ৩২ ॥ অভ্যঙ্গ, উন্মর্দ্দন, আদর্শপ্রদান, দন্তধাবন, পঞ্চামৃতস্নান, ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতির নৈবেদ্য, নৃত্য এবং গীত এই সকল, আমার পর্ব্বদিবসে অর্থাৎ একাদশী প্রভৃতি উৎসব দিনে আর ক্ষমতাশালীর পক্ষে প্রতিদিনে দেওয়া কর্ত্তব্য॥ ৩৩॥

শ্লোকের মধ্যে ৩১ অঙ্কিত শ্লোকে অক্ষতান্ এই পদ দেখিয়া নির্ভয়ে অসঙ্কুচিতচিত্তে ও পরমানন্দে একটি অদ্ভুত

কাণ্ড করিয়া আমার প্রতি দোষারোপপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে "আমান্নবিবাদী গোস্বামী সাধারণনৈবেদ্য বর্ণিত প্রথম বচনে সাধারণনৈবেদ্যমধ্যে আমান্নের উল্লেখ থাকাতে নিজ পুস্তকে তাহার নামমাত্র গ্রহণ করেন নাই কেবল সক্ষম-দিগের পক্ষে বিশেষ বিধি নিরূপক দ্বিতীয়বচনমাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাগবতের সহিত তাঁহার পরিচয় না থাকিলে উহা কথঞ্চিৎ উপেক্ষণীয় হইতে পারিত, জ্ঞাত বিষয়কে এরূপে পরিত্যাগ করা ধর্ম্মবিচারে কদাচ নির্দ্দোষ বলা যায় না ইত্যাদি"।

আমি স্বরূপাখ্যানে নির্দ্দেশ করিতেছি যে চন্দনোশীর-কর্পূর ইত্যাদি শ্লোক হইতে অভ্যঙ্গোম্মর্দ্দ ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যন্ত, এই ছয়টি শ্লোক মধ্যে কোনও শ্লোকেই আমান্ন নৈবেদ্য বোধক এমন কোনও পদ নাই এবং শ্রীধরস্বামী, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, শ্রীজীবগোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিজয়ধ্বজ এবং দীপকদীপিকানামক টিপ্পনীকার শ্রীরাধা-রমণ দাস গোস্বামী প্রভৃতি মহামান্য মহাশয়দিগের ঐ সকল শ্লোক ব্যাখ্যায় এমন কোনও লেখা নাই যাহাতে "সাধারণ নৈবেদ্য মধ্যে আমান্নের উল্লেখ থাকা" দেখিতে পাইব বা অনুমানে ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইব।

আর গন্ধ ও পুষ্পের পর, এবং ধূপ দীপ ও নৈবেদ্যের পূর্ব্ব, "অক্ষতান্" এই পদ দেখিয়া রাজস-ভাস-দ মহাশয়দের অভিলষিত ভাবার্থের অনুসারে কিরূপেই বা "অক্ষতান্" পদে আতপতণ্ডুল ব্যাখ্যা করিতে পারি এবং মহামান্য ছয় জন টীকাকারসম্মত "পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং সুমনসোঽক্ষতান্"

এই পাঠের পরিবর্ত্তে "পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধঞ্চ সুমনোঽ-ক্ষতান্" এই নবোদ্ভাবিত পাঠই বা কি রূপে গ্রাহ্য করিতে পারি। বোধ করি রাজস-ভাস-দ মহাশয়েরা ঐ স্কন্ধের ঐ অধ্যায়ে "গন্ধং সুমনসো ধূপো দীপোঽন্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ" এই অষ্টাদশ শ্লোকে সুমনস্ শব্দের পুংলিঙ্গে প্রযোগ আছে তাহা না দেখিয়াই উক্ত একত্রিংশৎ শ্লোকে সুমনসোঽক্ষতান্ পাঠে" "সুমনসঃ" এই পদকে অশুদ্ধ প্রয়োগ বোধে এবং যাহাতে "অক্ষতান্" এই পদটি বিশেষণ পদ না হইয়া বিশেষ্য পদ হইয়া আতপতণ্ডুল অর্থ প্রতিপাদন পূর্ব্বক সং-কল্পিত অর্থ সিদ্ধ হয় এই দুরভিসন্ধি প্রণোদনে আবিষ্ট হইয়া প্রাচীনটীকাকারসম্মত ও অস্মদ্দেশীয় প্রায় সমস্ত গ্রন্থে লিখিত এবং বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত বিজয়ধ্বজীটীকাসমেত শ্রীভাগবতীয় ঐ শ্লোকের উল্লিখিত পাঠের পরিবর্ত্তে ঐ নূতন উদ্ভাবিত পাঠ উদ্ধৃত করিয়া স্বার্থসাধন চেষ্টা করিয়া থাকিবেন অথবা শ্রীভাগবতের অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ঐরূপ অযথা উপদেশ দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকিবেন। নতুবা তাদৃশ অসম্বদ্ধ অন্যায্য অপ্রাসঙ্গিক অযৌক্তিক অপ্রামাণিক এবং প্রায় সমস্তটীকাকারের অসম্মত উল্লিখিত "সুমনো-ঽক্ষতান্" এই পাঠের দোহাই দিয়া বিষ্ণুনৈবেদ্যে আমতণ্ডুল-বিধান শ্রীভাগবত বচনে প্রতিপন্ন হইল ভাবিয়া আমার প্রতি তাদৃশ দোষারোপ করিতেন না। ফলতঃ পূজ্যপাদ শ্রীধর-স্বামী যথন শ্রীভাগবতের ঐ একাদশ স্কন্ধের পূর্ব্ব বচনের টীকার আতপতণ্ডুল ব্যবহার তিলকরচনাস্থলে পূজাবিষয়ে নহে এই সিদ্ধান্ত নির্ণয় পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিয়া, বিষ্ণুপূজাস্থলে

তাদৃশ ব্যবহারের স্পষ্ট নিষেধ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। তখন আবার তদ্বিরুদ্ধে শ্রীভাগবতের শ্লোকে অভূতপূর্ব্ব এক অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড করিয়া ইষ্ট সিদ্ধিকরা কোনও ক্রমে সম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয় না। ফল কথা এই রাজস-ভাস-দ মহাশয়েরা শ্রীভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একাদশ স্কন্ধের ঐ সকল বচনের উদ্দেশ্য কি তাহা জানেন না ভবিষ্যপুরাণীয় দেবদারুসমেতঞ্চ প্রভৃতি ধূপ ও হোম কাণ্ডীয় বচন সকলের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি তাহাও জানেন না; এজন্যই এরূপ অসঙ্গত ও অশ্রুত-পূর্ব্ব ব্যবস্থা বিষ্ণুনৈবেদ্যবিচারপুস্তকে প্রচার করিয়াছেন। যাঁহাদের যে শাস্ত্রে বোধ বা অধিকার না থাকে নিতান্ত অর্ব্বাচীন না হইলে তাঁহারা সাহস করিয়া সে শাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করেন না। রাজস-ভাস-দ মহাশয় প্রাচীন ধার্ম্মিক ও বহুদর্শী বিজ্ঞ হইয়া কি বিবেচনায় অনধীত অননুশীলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলেন বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক প্রতিবাদী মহাশয়দিগের আমতণ্ডুল নৈবেদ্যদানের প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত শিবপুরাণের মধুপর্কসম্পর্কীয় বচন ভবিষ্যপুরাণের ধূপসম্পর্কীয় বচন এবং গৌতমতন্ত্রীয় ও শিলার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত হোমবিষয়ক বচন সকল এবং অন্যান্য তন্ত্র পুরাণের ঐরূপ অন্যান্য বিষয়ক বচন নির্ভর করিয়া যে অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রচার করিয়া দিয়াছেন। ঐ অদ্ভুত ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে একটি সামান্য উপাখ্যান স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

"যার যে শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও অধীত নয় সে শাস্ত্রেতে তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করিবে না ইহার কথা।

এক রাজার নিকটে বিপ্রাভাব নামে এক বৈদ্য থাকে সে চিকিৎসাতে উত্তম তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইলে পর ঐ রাজা রামকুমার নামে তাহার পুত্রকে তাহার পিতৃপদে স্থাপিত করিলেন। ঐ ভিষকপুত্র রামকুমার ব্যাকরণ সাহিত্য কিঞ্চিৎ পড়িয়াবুৎপন্ন ছিল কিন্তু বৈদ্যকাদি শাস্ত্র তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও পঠিত ছিল না।

রাজানুগ্রহে স্বপিতৃপদাভিষিক্ত হওয়াতে রোগীরা চিকিৎসার্থে তাহার সন্নিধানে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। পরে এক দিবস এক নেত্ররোগী ঐ রামকুমার নামক বৈদ্যপুত্রের নিকটে আসিয়া কহিল, হে বৈদ্যপুত্র! অক্ষিপীড়ায় অতিশয় পীড়িত আছি, দেখ আমাকে এমন কোন ঔষধ দেও যাহাতে আমার নয়নব্যাধি শীঘ্র উপশম পায়। রুগ্ননেত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ চিকিৎসকসুত অতি বড় এক পুস্তক আনিয়া খুলিয়া একবচনার্দ্ধ দেখিতে পাইল সে বচনার্দ্ধ এই—"নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্বা কটিং দহেৎ" ইহার অর্থ নেত্ররোগ হইলে নেত্ররোগীর কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া লৌহ তপ্ত করিয়া তাহার কটিতে দাগ দিবে এই বচনার্দ্ধ পাইয়া ঐ ভিষকনন্দন নেত্ররোগীকে কহিল, হে রুগ্নাক্ষ! এই প্রতীকারে তোমার ব্যাধি শীঘ্র শান্তি হইবে যে হেতুক গ্রন্থ মুকুলিত করামাত্রেই এ ব্যাধির ঔষধের প্রমাণ পাওয়া গেল, এ বড় সুলক্ষণ। রোগী কহিল সে কি ঔষধ, ভিষক্‌সন্তান কহিল তুমি শীঘ্র বাটী গিয়া এই প্রয়োগ কর তীক্ষ্ণধার, শাণিত এক ক্ষুর আনিয়া স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সন্তপ্ত লৌহেতে দুই পাছাতে দুই দাগ দেও; তবে তোমার চক্ষুঃপীড়া আশু শান্ত হইবে। ইহা শুনিয়া ঐ লোচনরোগী আর্ত্ততা প্রযুক্ত, কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাই করিল।

অনন্তর রোগী এক পীড়োপশমনার্থ চেষ্টাতে অধিক পীড়াদ্বয়ে

অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ঐ বৈদ্যের নিকটে পুনর্ব্বার গেল ও তাহাকে কহিল, হে বৈদ্যপুত্র! নেত্রের জ্বালা যেমন তেমনি পোঁদের জ্বালায় মরি। বৈদ্যপুত্র কহিল ভাই কি করিবে রোগ হইলে সহিষ্ণুতা করিতে হয়, আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে ঔষধ দিয়াছি আতুর হইলে কি হইবে "নহি সুখং দুঃখৈর্ব্বিনা লভ্যতে"। এই রূপে রোগী ও বৈদ্যেতে কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে অত্যুত্তম এক চিকিৎসক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ যমসহোদর রামকুমার নামে মুর্খ বৈদ্যতনয়ের পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্য প্রযুক্ত সাহসের বিষয় বিশেষ অবগত হইয়া কহিল ওরে ব্যলীক সর্ব্বনাশ করিয়াছিস এ রোগীটাকে খুন করিলি, এ বচনার্দ্ধ অশ্ব চিকিৎসার মনুষ্যপর নয়। দেশ কাল পাত্র অবস্থা ভেদে চিকিৎ-সার বিশেষ আছে। তোর প্রকরণ জ্ঞান নাই এ শাস্ত্র তোর পড়া নয় কুব্যুৎপত্তিমাত্র বলে অপঠিত শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিস। যা যা উত্তম গুরুর স্থানে বৈদ্যকশাস্ত্রের অধ্যয়ন কর। "সঙ্কেতবিদ্যা গুরুবক্ত্রগম্যা" ইহা কি তুই কখন শুনিস নাই। এই রূপে ঐ চিকিৎসকবৎসকে পবিত্র ভর্ৎসন করিয়া ঐ ক্লিন্নাক্ষ রোগীকে যথাশাস্ত্র ঔষধ প্রদান করিয়া নীরোগ করিল"॥ এই উপাখ্যানটি প্রবোধচন্দ্রিকা দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় কুসুম হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রীযুক্ত রামকুমারকবিরাজের মনুষ্যের নেত্ররোগ চিকিৎসা বিষয়ে কর্ণচ্ছেদ পূর্ব্বক কটিদাহ ব্যবস্থা এবং প্রতিবাদী মহাশয়দিগের বিষ্ণুপূজাবিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী প্রভৃতির মত খণ্ডন পূর্ব্বক আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদান ব্যবস্থা এ উভয়ের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য আছে কি না, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বুদ্ধির যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন ইতিপূর্ব্বে তাহার অনেকাংশ

সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে। অতএব "বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুল দেওয়ার প্রথা শাস্ত্রসিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে" ইহা, তাঁহাদের বুদ্ধিসিদ্ধ, তদীয় এই নির্দ্দেশ কতদূর আদরণীয় হওয়া উচিত তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। "গোস্বামী মহাশয় কেবল বিদ্যাবল ও বুদ্ধিকৌশল অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুপূজায় চিরপ্রচলিত তণ্ডুলনৈবেদ্য ব্যবহারের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন" যিনি কোনও কালে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন নাই; সুতরাং ঋষিবাক্যের অর্থবোধে ও তাৎপর্য্যগ্রহে সম্পূর্ণ অসমর্থ; তাদৃশ ব্যক্তির মুখে ঈদৃশ বিসদৃশ অমৃতবাক্য শুনিলে শরীর পুলকিত হয়। অনন্য-মনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলনে অতিবাহিত করিলেও, তাঁহাদের ঈদৃশ নির্দ্দেশ করিবার অধিকার জন্মিবে কি না সন্দেহ স্থল; এমন স্থলে অর্থগ্রহ ব্যতিরেকে দুই চারিটি বচন অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রে আমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছি এই ভাবিয়া "ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক বচনের অবলম্বন পরিত্যাগ করুন" অম্লানমুখে এতাদৃশ উপদেশ দেওয়া কিম্বা দিতে উদ্যত হওয়া সাতিশয় আশ্চ-র্য্যের ও নিরতিশয় কৌতুকের বিষয় বলিতে হইবেক। আর যদি এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, পূর্ব্বে বঙ্গদেশের জলাবাড়ি বাসী এক্ষণে সভাবাজার শ্যামপুকুর নিবাসী সর্ব্ব-শাস্ত্রদর্শী অবচ্ছেদক মাত্র ব্যবসায়ী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহামহোদয় ভায়া কবিরত্ন চূড়ামণি প্রভৃতি প্রতিবাদী রায় বাহাল বাহাদুর এবং স্বমত স্বাব্যস্ত ব্যস্ত বাহাদুরেরা স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও আগম বচনের যে পাঠ কিম্বা যে অর্থ কিম্বা যে অভিপ্রায় যথার্থ বা অযথার্থ

বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, অদ্যাবধি দ্বিরুক্তি না করিয়া ঐ বচনের ঐ পাঠের ঐ অর্থ ও ঐ অভিপ্রায় যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া ভারতবর্ষবাসী লোকদিগকে শিরোধার্য্য করিতে হইবেক; তাহা হইলে আমি যে সকল বচনের পাঠ ও ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, সে সমস্ত যথার্থ নহে এবং তদীয় সিদ্ধান্ত নির্ব্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সেরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত নাই; সুতরাং অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করিতেছি, আমি শাস্ত্রের অযথার্থ ব্যাখ্যা লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই। পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং এক্ষণেও নির্দ্দেশ করিতেছি, প্রতিবাদী মহাশয়দের মধ্যে অনেকেই প্রায় ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এজন্যই নিতান্ত নির্ব্বিবেক হইয়া তাঁহাদিগের বেদ হইতেও সমধিক বহুমান্য স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনকে এবং সর্ব্বদেশে সর্ব্ববাদিমান্য পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীকে অমান্য করতঃ তাদৃশ গর্ব্বিত বাক্যে, তাদৃশ উদ্ধত ও তাদৃশ অসঙ্গত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিষ্ণুনৈবেদ্যে যে আতপতণ্ডুল নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে তাহা কি আমার স্বকপোলকল্পিত কি যথার্থ শাস্ত্রসম্মত। বিষ্ণুনৈবেদ্যে আতপতণ্ডুল বৈধ কি না এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বামনপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ ও পদ্মপুরাণ এবং হেমাদ্রিধৃত স্মৃতি প্রভৃতি ভূরি ভূরি প্রামাণিক গ্রন্থে বিষ্ণুনৈবেদ্যে আতপতণ্ডুল যে নিষিদ্ধ তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণবচন পাওয়া যাইতেছে। ব্যবহার অনুসন্ধান করিলেও দেখা যাইতেছে, যে যে স্থলে বিষ্ণু কৃষ্ণাদির প্রসিদ্ধ সেবা চলিয়া

আসিতেছে, সেই সেই স্থানে এবং যথার্থ বিষ্ণুভক্তদিগের বাটীতে প্রায়ই বিষ্ণুনৈবেদ্যে আতপতণ্ডুল দেওয়ার প্রথা নাই। কয়েক জন পণ্ডিত ও পণ্ডিতম্মন্য কতিপয় মহাত্মা আমার উপর অকারণ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া শাস্ত্র ও সদাচার বিরুদ্ধবিষয়ে হস্তক্ষেপ করত যে কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাও সাধারণের অবিদিত রহিল না। অতএব ভগবদ্ভক্ত বিজ্ঞ মহাত্মাগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে আতপতণ্ডুল অপেক্ষা উপাদেয় মুদ্গাদির নৈবেদ্যদানের সুস্পষ্ট বিধি সত্ত্বে বিচার্য্যস্থলে কেন আতপতণ্ডুল দিয়া সন্দেহে পতিত হওয়া যায়। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আতপতণ্ডুলের নৈবেদ্য দিলে মুদ্গা অপেক্ষা উপাদেয় বস্তু দেওয়া হইল না; আর আম-তণ্ডুল যদি যথার্থ নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিষিদ্ধের আচরণ জন্য নরকগামী হইতে হয়। অতএব ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবম্বিধ স্থলে অসংশয়িত পক্ষ সত্ত্বে সংশয়াপন্ন পক্ষ অবলম্বন করা কদাচ ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, সভাবাজারীয় রাজসভাসদ, শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় ইহাঁরা প্রত্যেকেই আমার প্রতিবাদে এক এক খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু আমি প্রতিবক্তব্য স্থলে কোনও ব্যক্তি বিশেষ বা পুস্তক বিশেষের লিখনক্রম অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করি নাই। প্রতিপক্ষ হইতে যে যে বচন্ গুলি উদ্ধৃত করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ই আমার এই পুস্তকে কোনও না কোনও স্থানে মীমাংসিত হইয়াছে। প্রতিবাদী মহাশয়দিগের নিকট সবিনয়ে নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যেন সেই মীমাংসা অনুসন্ধান করিয়া লয়েন। আর দেখুন বিষ্ণুপূজা-

বিষয়ে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক আমতণ্ডুল নৈবেদ্যকাণ্ড যে শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও সদাচার বহির্ভূত কর্ম্ম এবং সাধুবিগর্হিত ব্যবহার ইহা আমান্ননৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না? এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এতদ্দেশীয় ও অন্যান্য দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ প্রায় সমুদয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র দ্বারা উহা সমর্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে কতিপয় ব্যক্তি অতিশয় অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া তাদৃশ আমতণ্ডুল নৈবেদ্য ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রানুমোদিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং সকলকার পরিগৃহীত বিশিষ্টাচার, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়া আমার প্রস্তাবিত বিষয় খণ্ডন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন এবং বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন। সে সমুদয়ই ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এক প্রকার যথাসাধ্য মীমাংসিত হওয়াতে একবারেই বিফল হইয়া গেল। এক্ষণে প্রতিবাদী বিরোধী প্রায় সকল মহাশয়েরই একটি প্রধান আপত্তি এই যে, এতদ্দেশে আমতণ্ডুলনৈবেদ্য ব্যবহার আবহমানকাল প্রচলিত আছে এবং শূদ্র প্রভৃতির সেবায় কোথাও পক্কান্ন কি আর্দ্রমুদ্গাদির নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি নাই, শাস্ত্রানুমোদিত না হইলে কি প্রধান প্রধান বিজ্ঞ লোকেরা বিষ্ণুপূজাবিষয়ে আমতণ্ডুল নৈবেদ্য ব্যবহার অবিহত রূপ প্রচলিত রাখিতেন। অবশ্যই তাঁহারা শাস্ত্রপর্য্যালোচনাপূর্ব্বক একটা মীমাংসা করিয়া উহার অন্যথাচরণ করিতেন। এ বিষয়ে বৃথা বিতণ্ডা না করিয়া অতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে এতদ্দেশীয় শূদ্রাদিগের স্থাপিত বিষ্ণুসেবায় কিরূপ নৈবেদ্য অর্পণ করা হইয়া থাকে, তাহার নাম, জাতি, বাসস্থান ও ভোগের প্রকার এই সমুদয়ের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

জিলা বর্দ্ধমান।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীরাখালদাস চৌধুরী	উগ্রক্ষেত্রি	কামারকিতে বগুল
শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ	অন্ন	শ্রীবিশ্বম্ভর বসু মুন্সি	কায়স্থ	কাইগাঁ
ঐ	অন্ন	শ্রীগোবিন্দ চন্দ্রবসু মুন্সি	কায়স্থ	কাইগাঁ
ঐ	অন্ন	শ্রীহরিচরণ বসু মুন্সি	কায়স্থ	কাইগাঁ
শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ ও শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ	অন্ন	শ্রীনিতাইসুন্দর চৌধুরী	কায়স্থ	বাব্‌পুর
শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত	অন্ন	শ্রীমধুসূদন নন্দী	তেলি	বৈদ্যপুর
শ্রীশ্রী৺রাধামাধব	অন্ন	শ্রীনীলকণ্ঠ ঘোষ	কায়স্থ	বহড়ান্
ঐ	অন্ন	শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ	কায়স্থ	বহড়ান্
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ	কায়স্থ	পিঁপ্‌লুন্
ঐ	অন্ন	শ্রীদীননাথ ঘোষ	কায়স্থ	পিঁপ্‌লুন্
শ্রীশ্রী৺মদনমোহন	অন্ন	শ্রীনদীয়াবাসী দালাল	তন্তুবায়	বামুনাড়ি
ঐ	অন্ন	শ্রীরাজচন্দ্র দে দালাল	তন্তুবায়	বামুনাড়ি
ঐ	অন্ন	শ্রীমাধবচন্দ্র দে দালাল	তন্তুবায়	বামুনাড়ি
শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ	অন্ন	শ্রীনন্দকুমার দে দালাল	তন্তুবায়	বামুনাড়ি
ঐ	অন্ন	শ্রীশ্যামলাল দে দালাল	তন্তুবায়	বামুনাড়ি
শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ	অন্ন	শ্রীশ্রীধর সামন্ত,	কৈবর্ত্ত	ঘোড়াদহ
ঐ	অন্ন	শ্রীকালাচাঁদ সামন্ত	কৈবর্ত্ত	ঘোড়াদহ
ঐ	অন্ন	শ্রীবৈষ্ণবদাস সামন্ত	কৈবর্ত্ত	ঘোড়াদহ

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺রাধাবিনোদ	অন্ন	শ্রীরাধাবিনোদ বসু	কায়স্থ	নাদাইখাঁপুর
শ্রীশ্রী৺নন্দদুলাল	অন্ন	শ্রীতিতুরাম সরকার	কায়স্থ	গুড়প
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীজগমোহন মজুমদার	কায়স্থ	রীকমপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীভুবনমোহন মজুমদার	কায়স্থ	বীকমপুর
শ্রীশ্রী৺রাধামোহন	অন্ন	শ্রীমদনমোহন ঘোষ	কায়স্থ	মাহাতা রামচন্দ্র পুর
ঐ	অন্ন	শ্রীমথুরামোহন ঘোষ	কায়স্থ	মাহাতা রামচন্দ্র পুর
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	অন্ন	শ্রীশ্রীনারায়ণ মিত্র	কায়স্থ	মাহাতা রামচন্দ্র পুর
ঐ	অন্ন	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র	কায়স্থ	মাহাতা রামচন্দ্র পুর
শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ	অন্ন	শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায়	কায়স্থ	জামালপুর
শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত	অন্ন	শ্রীরাজবল্লভ মজুমদার	কায়স্থ	শিলাকোট
শ্রীশ্রী৺মদনমোহন	অন্ন	শ্রীমনিমোহন মজুমদার	কায়স্থ	বনপাসমোহনপুর
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	অন্ন	শ্রীবলাইচাঁদ রায়	কায়স্থ	বনপাসমোহনপুর
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীপুরুষোত্তম ঘোষ	কায়স্থ	জগদানন্দপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীবলহরি ঘোষ	কায়স্থ	জগদানন্দপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীশ্রীরাম ঘোষ	কায়স্থ	জগদানন্দপুর
শ্রীশ্রী৺রাধামাধব	অন্ন	শ্রীনাথ দাস	কায়স্থ	বহড়ান্
ঐ	অন্ন	শ্রীমতী সর্ব্বসুন্দরী দাসী	কায়স্থ	বহড়ান্
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীরাধাসুন্দর দাস	কায়স্থ	বহড়ান্
ঐ	অন্ন	শ্রীগৌরনারায়ণ দাস	কায়স্থ	বহড়ান্
শ্রীশ্রী৺রাধাবিনোদ	অন্ন	শ্রীমাধবেন্দ্র দত্ত	কায়স্থ	নাথুরা

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ শ্রীশ্রী৺বলরাম	অন্ন	৺কৈলাসনাথ রায়ের পত্নী	কায়স্থ	গোমাই
শ্রীশ্রী৺রাধামোহন	অন্ন	৺নরনারায়ণ মিত্রের পত্নী শ্রীমতী গয়ামণি দাসী	কায়স্থ	মাহাতা
শ্রীশ্রী৺মদনমোহন	অন্ন	শ্রীপুলিনবিহারী ঘোষ	কায়স্থ	নাথুরা
ঐ	অন্ন	শ্রীনীলমণি ঘোষ	কায়স্থ	নাথুরা
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীগিরিধারী রায়	কায়স্থ	মোস্তাবাপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীসীতানাথ রায়	কায়স্থ	মোস্তাবাপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীসারদাবল্লভ রায়	কায়স্থ	মোস্তাবাপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীমতী রাতুলমণি দাসী	কায়স্থ	মোস্তাবাপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র ঘোষ	কায়স্থ	বউসা
ঐ	অন্ন	শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ	কায়স্থ	বউসা
ঐ	অন্ন	শ্রীরসিকলাল মিত্র	কায়স্থ	বউসা
শ্রীশ্রী৺রাধামাধব	অন্ন	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বক্সী	কায়স্থ	খান্দড়া

জিলা মেদিনীপুর।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনবিহারী	অন্ন	শ্রীমধুসূদন মান্না	কৈবর্ত্ত	এরেটী
ঐ	অন্ন	শ্রীঠাকুরদাস মান্না	কৈবর্ত্ত	এরেটী
ঐ	অন্ন	শ্রীশ্রীনাথ মান্না	কৈবর্ত্ত	এরেটী

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন চন্দ্র	অন্ন	শ্রীপ্যারিমোহন অধিকারী	কৈবর্ত্ত	মৎস্যকুন্তীরা
ঐ	অন্ন	শ্রীশ্রীনিবাস অধিকারী	কৈবর্ত্ত	মৎস্যকুন্তীরা
ঐ	অন্ন	শ্রীগোপালচন্দ্র অধিকারী	কৈবর্ত্ত	মৎস্যকুন্তীরা
ঐ	অন্ন	শ্রীকমলাকান্ত অধিকারী	কৈবর্ত্ত	মৎস্যকুন্তীরা
ঐ	অন্ন	শ্রীবীরেশ্বর অধিকারী	কৈবর্ত্ত	মৎস্যকুন্তীরা
ঐ	অন্ন	শ্রীনবীনচন্দ্র অধিকারী	কৈবর্ত্ত	মৎস্যকুন্তীরা
ঐ	অন্ন	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ অধিকারী	কৈবর্ত্ত	মৎস্যকুন্তীরা
শ্রীশ্রী৺বাসুদেব	অন্ন	শ্রীভীম চরণ পাত্র,	কৈবর্ত্ত	জোৎকানু রামের গড়
ঐ	অন্ন	শ্রীবনমালী চরণ পাত্র	কৈবর্ত্ত	জোৎকানু রামের গড়
শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দর	অন্ন	শ্রীবংশিধর মণ্ডল,	কৈবর্ত্ত	রাণীচক্
ঐ	অন্ন	শ্রীকৃষ্ণমোহন মণ্ডল	কৈবর্ত্ত	রাণীচক্
শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ	অন্ন	শ্রীসীতারাম রায়,	কায়স্থ	রাধাকৃষ্ণ পুর
ঐ	অন্ন	শ্রীহারাধন রায়,	কায়স্থ	রাধাকৃষ্ণ পুর
ঐ	অন্ন	শ্রীদ্বারিকানাথ রায়,	কায়স্থ	রাধাকৃষ্ণ পুর
ঐ	অন্ন	শ্রীদীনবন্ধু রায়	কায়স্থ	রাধাকৃষ্ণ পুর
শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ ও	অন্ন	শ্রীদ্বারিকানাথ চৌধুরী	কায়স্থ	বলরামবাজার
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন ঐ	অন্ন	শ্রীপ্রসন্নকুমার চৌধুরী	কায়স্থ	বলরামবাজার
শ্রীশ্রী৺শ্রীধর ও দধিবামন শ্রীশ্রী৺সীতারামচন্দ্র	অন্ন	শ্রীবেচারাম ঘোষ	কায়স্থ	বলরামবাজার

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীরামপ্রসাদ সামন্ত	কৈবর্ত্ত	ব্রাহ্মণবসান
ঐ	অন্ন	শ্রীজিতনারায়ণ সামন্ত	কৈবর্ত্ত	ব্রাহ্মণবসান
ঐ	অন্ন	শ্রীবৈষ্ণবদাস সামন্ত	কৈবর্ত্ত	ব্রাহ্মণবসান
শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু ও রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীসনাতন মহিষ	একাদশ তেলি	সেলাম পুর
ঐ	অন্ন	শ্রীযাদবচন্দ্র মহিষ	১১শ তেলি	সেলাম পুর
শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু	অন্ন	শ্রীসৃষ্টিধর পাল	১১শ তেলি	রাধানগর কিশোরপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ পাল	১১শ তেলি	রাধানগর ঐ
ঐ	অন্ন	শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র পাল	১১শ তেলি	রাধানগর কিশোরপুর
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীবরাহ	পক্কান্ন	শ্রীনীলকণ্ঠ দে	১১শ তেলি	ঘোষপুর
ঐ	পক্কান্ন	শ্রীনিমাইচাঁদ দে	১১শ তেলি	ঘোষপুর
ঐ	পক্কান্ন	শ্রীনবকৃষ্ণ দে,	১১শ তেলি	ঘোষপুর
ঐ	পক্কান্ন	শ্রীরাধাগোবিন্দ দে	১১শ তেলি	ঘোষপুর
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন	পক্কান্ন	শ্রীদীনবন্ধু নন্দী	১১শ তেলি	পলাসি
ঐ	পক্কান্ন	শ্রীনবদ্বীপচাঁদ নন্দী	১১শ তেলি	পলাসি
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীবরাহ	অন্ন	শ্রীরামলোচন মাইতি	১১শ তেলি	পলাসি
ঐ	অন্ন	শ্রীবনমালিচরণ মাইতি	১১শ তেলি	পলাসি
শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ	অন্ন	শ্রীস্বরূপমোহন মাসান্ত	১১শ তেলি	রাতুল্চা
শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ	অন্ন	শ্রীভজহরি মাইতি	সুকুলি	দুর্গাপুর
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীঅচ্যুতানন্দ অধিকারী	কায়স্থ	হাড়িসালগোপালপুর

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারিরর নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনচন্দ্র	অন্ন	শ্রীবাজারাম দত্ত	শঙ্খবণিক	বাসুদেবপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীশ্রীধরচন্দ্র দত্ত	শঙ্খবণিক	বাসুদেবপুর
শ্রীশ্রী৺রাধামাধব	অন্ন	শ্রীভারতচন্দ্র অধিকারী	কৈবর্ত্ত	বাগবেড়া

জিলা ঢাকা।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারিরর নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺রাধাশ্যাম রায়	পায়সান্ন	শ্রীবংশীবদন বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	উত্তর নবাবপুর
শ্রীশ্রী৺রাধারমণ	অন্ন	শ্রীরাধাচরণ বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	নবাবপুর
শ্রীশ্রী৺রাধামদন গোপাল	অন্ন	শ্রীগঙ্গাচরণ বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	নবাবপুর টেকেরহাট
শ্রীশ্রী৺রাধাগোপীনাথ	পায়সান্ন	শ্রীরামকুমার বসাক	তন্তুবায়	নবাবপুর
শ্রীশ্রী৺শ্রীধর	অন্ন	শ্রীচন্দ্রমোহন বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	নবাবপুর
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	অন্ন	শ্রীমদনমোহন বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	ঐ অন্তঃপাতি অগ্রপুর
শ্রীশ্রী৺হয়গ্রীব	পায়সান্ন	শ্রীকৃষ্ণমোহন বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	ঐ লালচাঁদমকীমেরগলি
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	পায়সান্ন	শ্রীগৌরচাঁদ বসাক	তন্তুবায়	ঐ লালচাঁদমকীমেরগলি
শ্রীশ্রী৺গোপাল	অন্ন	শ্রীকুঞ্জবিহারী বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	ঐ লালচাঁদমকীমেরগলি
শ্রীশ্রী৺রাধারমণ	অন্ন	শ্রীসুকময় বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	নবাবপুর গোয়াইল আরা
শ্রীশ্রী৺গোপাল	অন্ন	শ্রীব্রজনাথ বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	নবাবপুর গোয়াইল আরা
শ্রীশ্রী৺রাধারমণ	অন্ন	শ্রীরামচরণ বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	নবাবপুর গোয়াইল আরা
শ্রীশ্রী৺রাধাগোপীনাথ	অন্ন	শ্রীচন্দ্রমোহন বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	নবাবপুর বনগ্রাম
শ্রীশ্রী৺গোপাল	অন্ন	শ্রীকৃষ্ণচরণ বসাক	তন্তুবায়	ইস্লামপুর
শ্রীশ্রী৺কুঞ্জবিহারী	অন্ন	শ্রীনিতাইচরণ বসাক	তন্তুবায়	ইস্লামপুর

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণচন্দ্র	অন্ন	শ্রীরামচরণ বসাক	তন্তুবায়	ইস্লামপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীকৃষ্ণচরণ বসাক	তন্তুবায়	ইস্লামপুর
শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বর	অন্ন	শ্রীমোহনচাঁদ বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	ইস্লামপুর কামার নগর
শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু	অন্ন	শ্রীগঙ্গাচরণ বসাক	তন্তুবায়	ইস্লামপুর কামারনগার
শ্রীশ্রী৺রাধামদনমোহন	অন্ন	শ্রীজগন্নাথ বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	কল্তা বাজার
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীগোবর্দ্ধন বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	কল্তা বাজার
শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ	পায়সান্ন	শ্রীকৃষ্ণচরণ জৈরা	কর্ম্মকার	জৈরাটুলি, নবাবপুর
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	পায়সান্ন	শ্রীলক্ষ্মণ কর্ম্মকার	কর্ম্মকার	ইস্লামপুর কামার নগর
শ্রীশ্রী৺রাধাশ্যামসুন্দর	অন্ন	শ্রীসনাতন দাস	সাহা	সজ্জিমহাল
শ্রীশ্রী৺কালাচাঁদ	অন্ন	শ্রীসনাতন দাস প্রভৃতি	সাহা	সজ্জিমহাল
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	পায়সান্ন	শ্রীরাধিকামোহন রায় প্রভৃতি	সাহা	তাঁইনবাজার
শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বর	পায়সান্ন	শ্রীপ্যারিমোহন রায় প্রভৃতি	সাহা	বাঙ্গালাবাজার
শ্রীশ্রী৺বলদেব	অন্ন	শ্রীবৈষ্ণবচরণ পোদ্দার	স্বর্ণবণিক	দিগ্‌বাজার
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	পায়সান্ন	শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়	সাহা	দিগ্‌বাজার
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	পায়সান্ন	শ্রীমাণিকচাঁদ পোদ্দার প্রভৃতি	সাহা	বাঙ্গালাবাজার
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	পায়সান্ন	শ্রীনবীনচাঁদ সাহা	সাহা	সূত্রাপুর
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	পায়সান্ন	শ্রীহরিমোহন সাহা	সাহা	সূত্রাপুর
শ্রীশ্রী৺রাধারমণ	অন্ন	শ্রীব্রজলাল সাহা	সাহা	আমনী গোলা
ঐ	অন্ন	শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহা	সাহা	আমনী গোলা
শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ	পায়সান্ন	শ্রীরাজবল্লভ কর্ম্মকার	কর্ম্মকার	নবাবপুর জৈরাটুলি

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺সুদর্শন	অন্ন	শ্রীমাধবচন্দ্র শূর	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীশ্রী৺মদনগোপাল	পায়সান্ন	শ্রীগৌরীচরণ শূর প্রভৃতি	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীশ্রী৺শ্রীধর	মুগাঙ্কুর	শ্রীউদ্ধব চন্দ্র কর	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীশ্রী৺রাধারমণ	মুগাঙ্কুর	শ্রীনিতাই চরণ দত্ত	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	মুগাঙ্কুর	শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীশ্রী৺রাধামদনমোহন	মুগাঙ্কুর	শ্রীরামকুমার দত্ত	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীশ্রী৺রাধাদামোদর	মুগাঙ্কুর	শ্রীরাধিকামোহন শূর	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ	মুগাঙ্কুর	শ্রীরাধাচরণ শূর	শঙ্খবণিক	শাঁখারিবাজার
শ্রীশ্রী৺শ্যামরায়	পায়সান্ন	শ্রীরতুচরণ রায়	গন্ধবণিক	মৈসন্তি
শ্রীশ্রী৺শ্রীধর	পায়সান্ন	শ্রীকৃষ্ণচরণ সাহা প্রভৃতি	গন্ধবণিক	মৈসন্তি
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	পায়সান্ন	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী	গন্ধবণিক	মৈসন্তি
শ্রীশ্রী৺মুরারীমোহন	মুগাঙ্কুর	শ্রীউদ্ধবচাঁদ কর্ম্মকার	কর্ম্মকার	মৈসন্তি
শ্রীশ্রী৺শ্রীধর	মুগাঙ্কুর	শ্রীরামকুমার কর্ম্মকার	কর্ম্মকার	মৈসন্তি
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	মুগাঙ্কুর	শ্রীপীতাম্বর কর্ম্মকার	কর্ম্মকার	মৈসন্তি
শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বর	মুগাঙ্কুর	শ্রীরামলোচন সাহা	গন্ধবণিক	মালিপাড়া
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	মুগাঙ্কুর	শ্রীশচীনন্দন বসাক প্রভৃতি	তন্তুবায়	ইস্‌লামপুর তাঁতিবাজার
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	মুগাঙ্কুর	শ্রী রামধন বণিক	গন্ধবণিক	বনগ্রাম
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	মুগাঙ্কুর	শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সাহা	গন্ধবণিক	দক্ষিণমৈসন্তি
শ্রীশ্রী৺রাধাবিনোদ	অন্ন	শ্রীমানিক বসাক	তন্তুবায়	কলতাবাজার
শ্রীশ্রী৺রাধাবিনোদ	অন্ন	শ্রীরামধন সাহা	সাহা	ঢাকা

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺মদনমোহন	অন্ন	শ্রীরামধনবাবু	তন্তুবায়	ঢাকা
শ্রীশ্রী৺মদনমোহন	অন্ন	শ্রীবংশীধর বাবু	তন্তুবায়	ঢাকা
শ্রীশ্রী৺রাধাবিনোদ	অন্ন	শ্রীমাণিক বাবু	তন্তুবায়	ঢাকা
শ্রীশ্রী৺রাধারমণ	অন্ন	শ্রীরামমোহন সা	সা	বেলেটী
শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গমহাপ্রভু	অন্ন	শ্রীজগন্নাথ সা	সা	ঘিয়রমেলেগী
শ্রীশ্রী৺মদনমোহন	অন্ন	শ্রীরামকৃষ্ণ কর্ম্মকার	কর্ম্মকার	পান্তাপাড়া
শ্রীশ্রী৺নন্দদুলাল ও মহাপ্রভু	অন্ন	শ্রীরাধামোহন সা	সা	শাবাড়
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	অন্ন	শ্রীগুরুপ্রসাদ কুণ্ডু	তিলি	ভাগ্যকুল
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	অন্ন	শ্রীনিমাইচরণ পালচৌধুরী শ্রীচন্দ্রবিনোদ পালচৌধুরী	তিলি	লোহগঞ্জ
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	অন্ন	শ্রীছাতু বাবু শ্রীলাটু বাবু শ্রীরামকৃষ্ণ বাবু শ্রীকালী বাবু	তিলি	লোহগঞ্জ

জিলা বীরভূম।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺বনোয়ারি লাল	অন্ন	মহারাজ শ্রীবনোয়ারে গোবিন্দ বাহাদুর	তন্তুবায়	বনোয়ারি আবাদ
শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত	অন্ন	শ্রীবিশ্বম্ভর বাবু	কায়স্থ	রাইপুর
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীচন্দ্রনারায়ণ সিংহ	কায়স্থ	বাতিকার

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীমাখনলাল সিংহ	কায়স্থ	বাতিকার
ঐ	অন্ন	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ	কায়স্থ	বাতিকার
শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ	অন্ন	শ্রীচন্দ্রগোবিন্দ সিংহ	কায়স্থ	বাতিকার
শ্রীশ্রী৺গোবিন্দ	অন্ন	শ্রীগুরুপ্রসাদ ঘোষ	কায়স্থ	বাতিকার
শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ শ্রীশ্রী৺রাধামাধব	অন্ন	শ্রীনিত্যানন্দ মিত্র শ্রীরসিকানন্দ মিত্র শ্রীরামকিশোর মিত্র শ্রীসুধাকৃষ্ণ মিত্র শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ মিত্র শ্রীঅটলবিহারী মিত্র শ্রীললিতাকুমার মিত্র শ্রীবংশীধর মিত্র শ্রীকন্দর্পমোহন মিত্র	কায়স্থ	ময়নাড়াল
শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ	অন্ন	শ্রীকৈলাসচন্দ্র সরকার	কায়স্থ	গোমাই
শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ	অন্ন	শ্রীরামলাল স্বর্ণকার	কায়স্থ	কেতুগ্রাম
শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণরায়	অন্ন	শ্রীকৃষ্ণসুন্দর বাবু	কায়স্থ	পঞ্চথুপি
শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত	অন্ন	শ্রীকমলাকান্ত রায়	কায়স্থ	পঞ্চথুপি
ঐ	অন্ন	শ্রীমতী লক্ষ্মীশ্বরী দাসী	কায়স্থ	পঞ্চথুপি
ঐ	অন্ন	শ্রীকালীদাস ঘোষ	কায়স্থ	পঞ্চথুপি

জিলা নদিয়া।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ	অন্ন	শ্রীবৃন্দাবন সরকার	কায়স্থ	শিবনিবাস
শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনবিহারী	অন্ন	শ্রীগৌরচন্দ্র সরকার	কায়স্থ	পোয়াঘাটী
শ্রীশ্রী৺রাধামাধব	অন্ন	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক	বৈদ্য	মেহেরপুর
ঐ	অন্ন	শ্রীহরেকৃষ্ণ মল্লিক	বৈদ্য	মেহেরপুর
শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ	অন্ন	শ্রীনফরচন্দ্র ভুঙা	কৈবর্ত্ত	রাণাঘাট
ঐ	অন্ন	শ্রীকালীচরণ ভুঙা	কৈবর্ত্ত	রাণাঘাট
শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দর	অন্ন	শ্রীগোপালচন্দ্র পালচৌধুরী	তিলী	রাণাঘাট
শ্রীশ্রী৺রাধারমণ	অন্ন	শ্রীযাদবচন্দ্র দাস	কাংসবণিক	শান্তিপুর
শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দর	অন্ন	শ্রীগৌরমোহন প্রামাণিক	কাংসবণিক	শান্তিপুর
শ্রীশ্রী৺রাধারমণ	অন্ন	শ্রীদাসু বাবু	তিলী	শান্তিপুর

জিলা হুগলী।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বর	অন্ন	শ্রীশ্রীনাথ সরকার	কায়স্থ	ভাটড়া

জিলা যশোর।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দর	অন্ন	শ্রীকালীচরণ পোদ্দার	বণিক্	আউত্তল কাত্তরাপাড়া

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।

জিলা কুমিল্লা।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	অন্ন	শ্রীকালীমোহন ঘোষ	কায়স্থ	আউক্তল কাতরাপাড়া

জিলা রামপুর।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত	অন্ন	শ্রীদুলালচন্দ্র সাহা	সৌকার	শম্ভুপুর
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ	অন্ন	শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সাহা	সৌকার	নবাবগঞ্জ

জিলা রঙ্গপুর।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺রাধামোহন	অন্ন	শ্রীমদনমোহন ব্যাপারী	রাজবংশী	কুলাঘাট
শ্রীশ্রী৺মদনগোপাল	অন্ন	শ্রীআনন্দচন্দ্র পাটারি	রাজবংশী	ছালাপাট
শ্রীশ্রী৺গোপাল	অন্ন	শ্রীদেবীপ্রসাদ পাটারি	পাটারি	ছালাপাট
শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু	অন্ন	শ্রীচন্দন নারায়ণ অধিকারী	পাটারি	মদনকানাইয়া
শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ	অন্ন	শ্রীশ্যাম সুন্দর অধিকারী	সদ্গোপ	গোপীনাথপুর
শ্রীশ্রী৺[illegible]নগোপাল	অন্ন	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মণ্ডল	সদ্গোপ	গোপীনাথপুর
শ্রীশ্রী৺বঙ্কবিহারী	অন্ন	শ্রীমদনমোহন বশিনা	রাজবংশী	গোবর্দ্ধনপুর
শ্রীশ্রী৺বঙ্কবিহারী	অন্ন	শ্রীশ্রীকান্তবাবু	তিলী	গোপীনাথপুর

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
		জিলা কৃষ্ণনগর।		
শ্রীশ্রী৺রাধাবিনোদ	অন্ন	শ্রীপদ্মচন্দ্র মল্লিক	কায়স্থ	হুগনবেড়ে
ঐ	অন্ন	শ্রীবংশীধর মল্লিক	কায়স্থ	হুগনবেড়ে
শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনচন্দ্র	অন্ন	শ্রীফকির চাঁদ সরকার	কায়স্থ	স্মুদনপুর
		জিলা সিরাজগঞ্জ।		
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ } শ্রীশ্রী৺মদনগোপাল }	অন্ন	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সেন	কায়স্থ	গাঢ়দ
শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ	অন্ন	শ্রীমধুসূদন বাবু	কায়স্থ	মুক্তগাছা
শ্রীশ্রী৺মদনমোহন	অন্ন	শ্রীদ্বারিকানাথ বাবু	কায়স্থ	তুষভাণ্ডার
শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু	অন্ন	শ্রীনবকুমার মুন্সী	বৈদ্য	ধানমাদী
		জিলা পাবনা।		
শ্রীশ্রী৺মদনগোপাল	অন্ন	শ্রীমাধবচন্দ্র পাত্র	কায়স্থ	কুচেঁমড়া
শ্রীশ্রী৺রাধারমণ	অন্ন	শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ বাবু	কায়স্থ	পায়দা
শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দর	অন্ন	শ্রীকমলাকান্ত বাবু	কায়স্থ	হেরেল

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
		জিলা মুরসিদাবাদ।		
শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ	অন্ন	শ্রীকুমার গিরীশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	কায়স্থ	কাঁদি
শ্রীশ্রী৺রাধারমণ	অন্ন	শ্রীগোপীমোহন ঘোষ	কায়স্থ	রসোড়া
ঐ	অন্ন	শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায়	কায়স্থ	রসোড়া
শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত	অন্ন	শ্রীকমলাকান্ত রায়	কায়স্থ	রসোড়া
শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ	অন্ন	শ্রীরাধাগোবিন্দ বাবু	কায়স্থ	জঙ্গিপুর
শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু ও গোপীনাথ	অন্ন	শ্রীসাগর মণ্ডল	চণ্ডাল	দয়ামরি
শ্রীশ্রী৺মদনগোপাল	অন্ন	শ্রীমাধবচন্দ্র পাল	কায়স্থ	জলুঙ্গি
		জিলা দিনাজপুর।		
শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু ও শ্যামসুন্দর	অন্ন	শ্রীকৃষ্ণলাল ভুঞা	কৈবর্ত্ত	দামুদিয়া
শ্রীশ্রী৺রাধামাধব	অন্ন	শ্রীমথুরাচন্দ্র চৌধুরী	সাহা	স্মুদনপুর
শ্রীশ্রী৺রাধারমণ	অন্ন	শ্রীকমললোচন রায়	কায়স্থ	দিনাজপুর
শ্রীশ্রী৺কমলাকান্ত	অন্ন	দিনাজপুরের রাজা	কায়স্থ	দিনাজপুর
		জিলা ফরিদপুর।		
শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ শ্রীশ্রী৺[illegible]মোহন	অন্ন	শ্রীশ্যামাচরণ কুণ্ডু	কায়স্থ	গোয়ালবাটী
শ্রীশ্রী৺মদনমোহন	অন্ন	শ্রীমহিমাচন্দ্র কুণ্ডু	কায়স্থ	রামদেয়া

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	অন্ন	শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায়	কায়স্থ	চাঁদপুর
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	অন্ন	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বক্সী	কায়স্থ	চাঁদপুর
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	অন্ন	শ্রীমহিমাচরণ বক্সী	কায়স্থ	কানাইপুর
শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত	অন্ন	শ্রীজয়নারায়ণ শীকদার	কায়স্থ	সোদপুর
শ্রীশ্রী৺শ্রীধর	অন্ন	শ্রীহরীশচন্দ্র গুহ	কায়স্থ	মাধবপুর

জিলা শেরপুর।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দর	অন্ন	শ্রীদ্বারিকানাথ বাবু	কায়স্থ	জঙ্গিপুর
শ্রীশ্রী৺মদনমোহন	অন্ন	শ্রীদ্বারিকানাথ মিত্র	কায়স্থ	বগুলা

জিলা ত্রিপুরা।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ	অন্ন	শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী	কায়স্থ	বাজীপোতা

জিলা রাজসাহি।

দেবতার নাম।	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণচন্দ্র	অন্ন	শ্রীরাজা প্রমথনাথ রায়	তিলি	দিঘেপতি
শ্রীশ্রী৺গোপাল	অন্ন	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মজুমদার	কায়স্থ	ছাতার পাড়া

দেবতার নাম	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন	অন্ন	শ্রীগুরুগোবিন্দ দত্ত	কায়স্থ	বোদো পাড়া

জিলা গোয়ালন্দ।

দেবতার নাম	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺জনার্দ্দন	অন্ন	শ্রীলোকনাথ বক্সী	কায়স্থ	পিমুণ্টে
ঐ	অন্ন	শ্রীচণ্ডিপ্রসাদ বক্সী	কায়স্থ	পিমুণ্টে

জিলা মাগুরা।

দেবতার নাম	নৈবেদ্যের বিষয়।	সেবাধিকারির নাম।	জাতি।	গ্রামের নাম।
শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ	অন্ন	শ্রীদিগম্বর সাহা	তিলি	কুম্‌রাদহ
ঐ	অন্ন	শ্রীবনমালী সাহা	তিলি	কুম্‌রাদহ

এইরূপ বিষ্ণুকে অন্ন নৈবেদ্য ভোগ দেওয়ার প্রথা ২৪ পরগণা কলিকাতা এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলে বহুতর আছে, বাহুল্য ভয়ে প্রকাশ করা হইল না।

যখন অতি প্রাচীনকালের বিজ্ঞ ও ধনী ও ধর্ম্মপরায়ণ প্রধান প্রধান লোকের গৃহে বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুলনৈবেদ্য ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না, তখন বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুল নৈবেদ্য ব্যবহার যে সদাচারবহির্ভূত কর্ম্ম নহে, তাহা কিরূপে অঙ্গীকৃত হইতে পারে এবং উল্লিখিত আপত্তি ন্যায়োপেত হইলে আমতণ্ডুল নৈবেদ্য প্রথার নিবারণ চেষ্টার ব্যাঘাত করাই বা কিরূপে উচিত কর্ম্ম হইতে পারে। বিষ্ণুপূজাবিষয়ে নৈবেদ্য প্রথার পূর্ব্বাপর আচার অনুসন্ধান পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখাতে ঐ আপত্তি ন্যায়োপেত কি না ইহা প্রতীয়মান হইল এবং এতদ্দেশীয় ধর্ম্মপরায়ণ প্রাচীন প্রাচীন বিজ্ঞতমদিগের বিষ্ণুপূজাস্থলে নৈবেদ্য বিষয়ক আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা ছিল কি না তাহাও স্পষ্ট প্রকাশ হইল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে অনতিদূরদর্শী কতিপয় পণ্ডিতম্মন্য মহোদয়েরা জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া অসম্মতের অর্থাৎ বিষ্ণুনৈবেদ্যে অকমান্নদান নিষিদ্ধ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে যে এক এক খানি পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। তত্তৎপুস্তকে তাঁহারা স্বার্থসাধনার্থ মুনিবচনের অযথা অর্থ করিয়া যেরূপ বৃথা বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছেন, তাহাতে অনেকেরই চিত্তে সংশয় জন্মিবার সমধিক সম্ভাবনা; এজন্য অগত্যা আমাকে এই তৃতীয় পুস্তকখানি মুদ্রিত করিতে হইল। এই পুস্তকে বাদীপক্ষের বচনগুলির যেরূপ সর্ব্বসম্মত যথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইয়াছে এবং প্রামাণিক ভূরি ভূরি বিশিষ্ট বচন বল ও যথার্থ বিষ্ণুভক্তদিগের দেব-

সেবায় চিরন্তন প্রচলিত ব্যবহার প্রদর্শন দ্বারা বিষ্ণুনৈবেদ্যে আমতণ্ডুলদানের যে প্রকার অবৈধত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা মনোনিবেশ সহকারে বিবেচনা পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে সহৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ কিম্বা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। যে তাদৃশ বিশেষ কারণ ব্যতীত বিষ্ণুর নিত্যপূজায় আমতণ্ডুলনৈবেদ্য দেওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এবং প্রতিবাদী মহাশয়েরা ভ্রম বা জিগীষাপর-বশ হইয়া যদিচ ধর্ম্মের বিরোধী পথে একবার পদার্পণ করিয়াছেন সত্য, তথাপি এই পুস্তক পরিদর্শন করিয়া প্রকৃত কার্য্যে অর্থাৎ বিষ্ণুপূজনকালে দেবালয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদানরূপ অবৈধ অনুষ্ঠানে যে আর উদ্যত হইবেন ইহা কোন মতেই বুদ্ধিস্থ হইবার নহে। ফলতঃ বচনগুলির যে প্রকার অদুষ্ট মীমাংসা করিয়া চিরপ্রচলিত অর্থ লিখিত হইয়াছে, তাহা অবহিতচিত্তে পাঠ করিলে প্রস্তুত বিষয়ে আর কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের পুস্তকে আমতণ্ডুল নৈবেদ্যদান পরিচ্ছেদে এতদ্ভিন্ন এরূপ আর কোনও কথা লক্ষিত হই-তেছে না, যে তাহার উল্লেখ বা আলোচনা করা আবশ্যক, এজন্য এই স্থলেই বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুল দান নিষেধ পরি-চ্ছেদ বিষয়ক প্রকরণের উপসংহার করিতে হইল।

শূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদান বিষয়ক মীমাংসা পরিচ্ছেদ।

এক্ষণে আবার শূদ্রের দেবসেবায় ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের দান নিষিদ্ধ নহে, এই ব্যবস্থাও "আমার কপোল-কল্পিত, শাস্ত্রানুমোদিতও নহে, যুক্তিমূলকও নহে ;" ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রতিবাদী মহাশয়েরা অশেষ প্রকারে প্রয়াস পাইয়াছেন; সে পক্ষে বেদের সমান তাঁহাদের মাননীয় রঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থাও খণ্ডন করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং ঐ স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের চূর্ণকের প্রকারান্তর অযথা ব্যাখ্যা করিতেও ক্ষুব্ধ হয়েন নাই ; ঐ চূর্ণকের যথা-শ্রুত বা স্বকপোলকল্পিত অযথা অর্থ অবলম্বন করিয়া তাদৃশ অপসিদ্ধান্ত প্রচার করা তাদৃশ প্রসিদ্ধ লোকের পক্ষে সদ্বিবেচনার কার্য্য হয় নাই। কোনও বিষয়ে শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে বিষয়ে কি কি প্রমাণ আছে, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। আপন অভি-প্রায়ের অনুকূল যথাশ্রুত বা স্বকপোলকল্পিত একমাত্র অযথা অর্থ অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করায় স্বীয় অনভিজ্ঞতা, ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে চাতুরী প্রদর্শন ব্যতীত আর কোনও ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক শূদ্রের নিত্যদেব-সেবায় ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদান নিত্য বিধি কি না তাহার মীমাংসা করিতে হইলে নিত্য বিধি কাহাকে বলে অগ্রে তাহার নিরূপণ করা আবশ্যক। যে সকল হেতুতে কর্ত্তব্যের নিত্যত্ব সিদ্ধি হয়, প্রসিদ্ধ প্রাচীন

প্রামাণিক সংগ্রহকার সে সমুদয়ের নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যথা

> নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ।
> ইত্যুক্ত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগচোদনাৎ।
> ফলাশ্রুতেবীপ্সয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্ত্তিতম্॥

যে বিধিবাক্যে নিত্যশব্দ বা সদাশব্দ থাকে যাবজ্জীবন করিবেক অথবা কদাচ লঙ্ঘন করিবেক না এরূপ নির্দ্দেশ থাকে, লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি থাকে, ত্যাগ করিবেক না এরূপ নির্দ্দেশ থাকে, ফলশ্রুতি না থাকে, অথবা বীপ্সা অর্থাৎ এক শব্দের দুইবার প্রয়োগ থাকে তাহাকে নিত্য বলে।

যে সকল হেতু বশতঃ বিধিবাক্যের নিত্যত্ব সিদ্ধি হয় সে সমুদয় দর্শিত হইল। এক্ষণে দেবনৈবেদ্যে পাক করা অন্ন দানবিষয়ক বিধিবাক্যে নিত্যত্বপ্রতিপাদক হেতু আছে কি না? তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ঐ সমস্ত বিধিবাক্যের মধ্যে কতকগুলি উদ্ধৃত হইতেছে। যথা আহ্নিকতত্ত্বধৃত দেবলবচন

> অন্নেন সুমনোভিশ্চ গন্ধধূপৈঃ প্রদীপকৈঃ।
> গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বগৃহে গৃহদেবতাঃ॥

গৃহস্থ ব্যক্তিমাত্রেই নিজ গৃহে গৃহদেবতাকে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ এবং অন্ন দিয়া নিত্য পূজা করিবেক।

এই বচনে নিত্য শব্দ প্রয়োগ আছে এবং দুর্গোৎসবতত্ত্বধৃত কালিকাপুরাণ

> পরমান্নং পিষ্টকঞ্চ কৃশরং যাবকং তথা।
> মোদকং পৃথুকাদীংশ্চ অপূপকানি চোৎসৃজেৎ॥

পরমান্ন, পিষ্টক, কৃশর, (খিচুরি) যবান্ন, মোদক (মোয়া)

এবং চিপিটক প্রভৃতি কন্দু পক্ক দ্রব্যসামগ্রী দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিবেক।

এই বচনে ও প্রপঞ্চসারের এই

সুসিতেন সুসিদ্ধেন পায়সেন সসর্পিষা।
সিতৌদনং সকদলিদধ্যাদ্যৈশ্চ নিবেদয়েৎ॥

অতি শুক্ল ও উত্তমরূপ সিদ্ধ, ঘৃতযুক্ত পায়সান্ন ও দধি কদলী প্রভৃতি দ্রব্য সহযোগে শুক্ল অন্ন নিবেদন করিবেক।

বচনে ফলশ্রুতি নাই এবং গঙ্গাবাক্যাবলীধৃত লিঙ্গপুরাণের এই

যদ্যথা চ হবির্ভক্ষ্যং ভক্ষয়েচ্চ স্বয়ন্নরঃ।
কৃত্বা দেবে তথা দেয়ং নৈবেদ্যন্তদনুত্তমম্॥
নৈবেদ্যং যোঽন্যথা দদ্যাদুক্তক্রমাদ্বহিঃ।
ব্রহ্মহত্যাসমম্পাপং কৃতং তেন ন সংশয়ঃ॥

মনুষ্যে হবিষ্যগণপঠিত ভক্ষ্য দ্রব্য যথারূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং ভোজন করিয়া থাকে তদ্রূপ ভাবে প্রস্তুত নিবেদনের যোগ্য ঐ সকল অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী দেবতাকে দিবেক। যে ব্যক্তি উক্ত রীতির বিপরীত ক্রমে অন্যথাচারে প্রস্তুত করিয়া দেয়, তাহার যে ব্রহ্মহত্যা সমান পাপ হয় তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

এবং ব্রহ্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণের এই

আমান্নং হরয়ে দত্ত্বা পক্বান্নং খাদয়েদ্যদি।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥

হরিকে আমান্ন নিবেদিয়া যদি পক্বান্ন অর্থাৎ হরিকে অনিবেদিত পাক করা অন্ন নিজে আহার করে তাহা হইলে ষষ্টিসহস্রবর্ষ কাল বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া জন্মাইতে হয়।

সকল বচনে লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি আছে। ইহাতে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দান কাম্য

নহে। ইহার নিত্যতা অপলাপ করিতে পারা যায় না। ইতি-পূর্ব্বে যে আটটি হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই নিত্যত্বপ্রতিপাদক, তন্মধ্যে পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দান সংক্রান্ত বিধিবাক্যে তিনটি হেতু সম্পূর্ণ লক্ষিত হইতেছে; প্রথম নিত্য শব্দ প্রয়োগ দ্বিতীয় ফলশ্রুতিবিরহ তৃতীয় লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি। সুতরাং পক্কান্ন নৈবেদ্য দানের নিত্যতা বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতেছে না।

"অন্নদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি ইত্যাদি" এইরূপ অনেক গুলি রোচক বচন আছে, যাহা দৃষ্টে ঐ অন্ন নৈবেদ্যদান বিধি আপাততঃ কাম্য বলিয়া বোধ হয় সুতরাং উহা নিত্যকাম্য মধ্যেই গণিত হইতেছে। আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সকলেরই পক্ষে ঐ বিধান এবং নিত্য কাম্য বিধির অনুষ্ঠানে বা উল্লঙ্ঘনে যে প্রত্যবায় তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী মাত্রেরই অবিদিত নাই। কিন্তু শূদ্রদিগের বিষ্ণুপূজাদিস্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া বিধেয় এ বিষয়ে মহা-মহোপাধ্যায় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য স্পষ্ট মীমাংসাপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়া ব্যবস্থা লিখিয়াছেন। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের বাক্য যে অস্মদ্দেশে কিরূপ মান্য তাহা, যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায় করেন ও মীমাংসা শাস্ত্রানুসারে মীমাংসা করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে এবং আচার ব্যবহার বিষয়ে সদসদ্বিবেচনা করিতে পারেন তাঁহারা সকলেই সবিশেষ অবগত আছেন। উক্ত স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের বাক্যের সহিত শূলপাণি এবং বাচস্পতিমিশ্রপ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের বাক্যের বিরোধ হইলেও উক্ত স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের বাক্য যে বেদবাক্যের ন্যায়

গ্রাহ্য ইহাও বোধ হয় অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক মহাশয়েরা সকলেই সবিশেষ অবগত আছেন। এবম্বিধায় উহাতে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থা মান্য করা উচিত, কর্ত্তব্য ও আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েক মহাশয় স্বপক্ষ সমর্থন ব্যগ্রতায় অভিভূত হইয়া ইহারও যুগধর্ম্মানুরূপ প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের ঐ অযথা-প্রতিবাদ এবং উত্থাপিত আপত্তি ও বিরোধের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া ঐ সকল বচনের প্রকৃতার্থ প্রকাশ করতঃ পাঠকগণের নিকটে তাঁহাদিগের আর কিছু বিশেষ পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে। শূদ্রদিগের বিষ্ণুপূজাদিতে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া বিধেয়, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

শূদ্রকর্ত্তৃকবৃষোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকচরুবৎ ব্রাহ্মণদ্বারা পক্কান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি, এবঞ্চ আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং পক্কমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে ইতি স্বয়ং পাকবিষয়মিতি।

যেমন শূদ্রের বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি স্থলে ব্রাহ্মণে চরু পাক করিয়া দেন সেইরূপ শূদ্রও ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যও দিতে পারেন আর শূদ্রের আমান্নকে পক্কান্ন ও পক্কান্নকে উচ্ছিষ্ট প্রতিপাদক এই বচন শূদ্রের নিজের পাক করা অন্নের বিষয়ে বলিতে হইবেক।

অতি সুস্পষ্ট এই লেখাতে, প্রতিবাদী মহাশয়েরা মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের প্রকৃতার্থের গোপন করিয়া বিপরীত অর্থ কল্পনা দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বাপর বচনের বিরোধ জন্মাইয়া স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তদীয় শুদ্ধিতত্ত্বের বৃষোৎসর্গপ্রকরণের

ন চ পাকযজ্ঞে স্বয়ং হোতেতি শ্রবণাৎ বৃষোৎসর্গে নান্যহোত্রেতি বাচ্যং নিঃক্ষিপ্যাগ্নিং স্বদারেষু পরিকল্প্যার্ত্বিজং তথা। প্রবসেৎ কার্য্যবান্ বিপ্রো বৃথৈব ন চিরং ক্বচিৎ ইতি ছন্দোগ্যপরিশিষ্টেন গোভিলেন চ জুহুয়াদ্বাবয়েদ্বাপি ইত্যনেনারভ্য তস্য বিধানেনান্যকর্ত্তৃকত্বলাভাৎ কিন্তু স্বয়ংহোমে ফলং যত্তু তদন্যেন ন জায়তে ইতি দক্ষোক্তফলাতিশয়ার্থং হোতৃত্বাচরণমিতি ন স্বয়ং নিয়মার্থমিতি। অন্যথা কৃষ্ণেনাপ্যন্ত্যজন্মন ইতি মৎস্যপুরাণীয়েন প্রতিপন্নশূদ্রকর্ত্তৃকবৃষোৎসর্গো ন স্যাৎ। এবঞ্চ শূদ্রকর্ত্তৃকবৃষোৎসর্গেঽপি মন্ত্রপাঠবৎ হোতৃনিষ্পাদ্যত্বাচ্চরুকপপদ্যতে। যত্তু বিষ্ণুপুরাণে দানঞ্চ দদ্যাৎ শূদ্রোঽপি পাকযজ্ঞৈর্যজেত চ। পিত্র্যাদিকঞ্চ বৈ সর্ব্বং শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেন বৈ॥ অত্র তেনেত্যনেন শূদ্রকর্ত্তৃকপাকবিধানং তৎ কলীতরপরম্। ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদিক্রিয়াপি চ ইতি প্রাগুক্তাদিপুরাণে নিষেধাৎ। অতএব আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে ইতি স্বয়ংকরণ এব বৈশ্যদেবহোমাদৌ বোধ্যম্।

পাক করা অন্ন দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পাদন স্থলে নিজে হোতা হওয়া বিধেয় এই বচন শ্রবণে বৃষোৎসর্গ স্থলেও অন্য ব্যক্তি হোতা হইতে পারিবেক না এরূপ বলা যাইতে পারে না। যেহেতু যদি কোনও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কার্য্যবশতঃ বিদেশ গমন করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে পত্নীর নিকট অগ্নিসমর্পণ পূর্ব্বক ঋত্বিক্-কল্পনা অর্থাৎ হোমের নিমিত্ত অন্য হোতা কিম্বা পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া বিদেশে যাইতে পারেন কিন্তু ইহার অন্যথা করিয়া কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি কোথায়ও বৃথা চির প্রবাস করিতে পারিবেন না। ছন্দোগ্যপরিশিষ্টের এই বচনে এবং হোম স্বয়ং করিবেক অথবা অন্য দ্বারা করাইবেক, গোভিলসূত্রের এই বচনে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে অন্য দ্বারা হোম করণও সিদ্ধ হইল এবিধায় তদঙ্গপাকও ব্রাহ্মণ দ্বারা সিদ্ধ হইল। কিন্তু স্বয়ং হোম করিলে যাদৃশ ফল হয় অন্য দ্বারা করাইলে তাদৃশ ফল হয় না এই দক্ষবচনে স্বয়ংকৃত

হোমের ফলাতিশয় কীর্ত্তন প্রযুক্ত গোভিলসূত্রেও অতিশয় ফলের নিমিত্ত স্বয়ং হোমের বিধান হইয়াছে নতুবা স্বয়ংই করিবেক অন্য দ্বারা করাইবেক না এইরূপ নিয়ম প্রতিপাদনার্থ নহে। গোভিল-সূত্রের এইরূপ মীমাংসা না করিলে কৃষ্ণবর্ণ বৃষ দ্বারা শূদ্রও বৃষোৎসর্গ করিবেক মৎস্যপুরাণের এই বচন দ্বারা শূদ্র কর্ত্তৃক যে বৃষোৎসর্গ বিহিত হইয়াছে তাহা ঘটিয়া উঠে না। এই রূপে পাক যজ্ঞাদিস্থলেও হোমকরণে অন্য ব্যক্তিরও কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইলে শূদ্রের কর্ত্তৃক বৃষোৎসর্গস্থলেও হোতা দ্বারা বৈদিক মন্ত্রপাঠের ন্যায় হোতৃনিষ্পাদ্যত্ব প্রযুক্ত হোতা ব্রাহ্মণ দ্বারা চরু-পাকও উপপন্ন হইতেছে। আর শূদ্রও, দান এবং পাক যজ্ঞ করিবেক এবং পাক করিয়াই পিতৃশ্রাদ্ধাদিও করিবেক। বিষ্ণু-পুরাণীয় এই বচন দ্বারা শূদ্রকর্ত্তৃক যে পাকের বিধান আছে তাহা কলিযুগ ভিন্নে বলিতে হইবেক যেহেতু পূর্ব্বোক্ত আদি-পুরাণের বচনে শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদির পাক ক্রিয়ার নিষেধ আছে। অতএব শূদ্রকর্ত্তৃক বৃষোৎসর্গাদি স্থলে হোতার পাক নিষ্পাদকত্বপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা চরুপাক সিদ্ধ হইল তবে শূদ্রের আমান্নকে পক্বান্নতুল্য ও পক্বান্নকে উচ্ছিষ্টতুল্য যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা শূদ্রের স্বয়ং করণস্থলে বৈশ্যদেবহোমাদিবিষয়ে বোধ করিতে হইবেক অর্থাৎ শূদ্র নিজে পাক করিলে সেই পাক করা অন্নই উচ্ছিষ্টতুল্য হইবেক সুতরাং শূদ্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা অন্ন পাক করাইলে সেই পাক করা অন্ন উচ্ছিষ্টতুল্য হইবেক না।

এই লিখন উদ্ধৃত করিয়া কেবল অস্মৎপক্ষ সমর্থন করিয়া-ছেন মাত্র নতুবা তাহাদিগের প্রকৃত পক্ষে নিজ নিজ পুস্ত-কের কেবল কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদিগের প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই উপকার হয় নাই। এবং স্মার্ত্তভট্টা-চার্য্য মহাশয়ের “অতএব আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্ট-মুচ্যতে। ইতি স্বয়ংকরণ এব বৈশ্যদেবহোমাদৌ বোধ্যং”

এই বাক্যের প্রকৃতার্থের গোপন করিয়া অর্থাৎ শূদ্র নিজে পাক করিলেই ঐ পক্কান্ন উচ্ছিষ্ট তুল্য হয় এই অর্থ গোপন করিয়া শূদ্রের যে যে স্থলে কর্ত্তব্যতা আছে সেই সেই কার্য্যেই পক্কান্ন উচ্ছিষ্টতুল্য হইবেক। এইরূপ স্বকপোল-কল্পিত অসার অপদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনগণের ভ্রম জন্মাইয়া স্বপক্ষসমর্থন দ্বারা কৃতকার্য্য ও প্রশংসাভাজন হইবেন এইরূপ বিবেচনা করিয়াই বোধ করি উল্লিখিত স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের পাঠ উদ্ধৃত করিয়া থাকি-বেন। প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী নহেন এবং কখনও রীতিমত ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা বা কিছুমাত্র অনুশীলন করেন নাই তাহা তাঁহাদিগের প্রতিবাদ পুস্তকের পক্কান্নদানের নিষেধ বিচার ভাগ সম্পূর্ণ রূপ সপ্রমাণ ও সমর্থিত করিয়া দিতেছে।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা মহাড়ম্বর করিয়া যে শূলপাণি মহা-মহোপাধ্যায়, এবং তাহার টীকাকার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের পাঠ উদ্ধৃত করিয়া স্বকপোলকল্পিত অসার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এবং তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা পাঠকগণের বিদিতার্থে যথাক্রমে নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। ইহাতে সকলেই প্রতিবাদী মহাশয়দিগের বিদ্যা বুদ্ধি ও স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাইতে পারিবেন।

এতেন নিরগ্নিনাপি বিপ্রাদ্যভাবে পক্কান্নেনৈব পার্ব্বণমেকোদ্দিষ্টঞ্চ কর্ত্তব্যম্। শূদ্রেণ ত্বামান্নেনৈব দাশাহিকপিণ্ডদানদেবতানৈবেদ্যাদিক-মপি আমান্নেনৈব তুল্যন্যায়াৎ। আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং পক্কমুচ্ছিষ্ট-মুচ্যতে ইতি বচনাচ্চ। শূলপাণিলিখনম্।

ইহাতে বিঘ্নাদি প্রতিবন্ধক না থাকিলে নিরগ্নি ব্যক্তিও পাক্ করা অন্ন দ্বারা পার্ব্বণ এবং একোদ্দিষ্টও করিবেক। ইহা প্রতিপন্ন হইল, আর শূদ্র আমান্ন দ্বারাই ঐ দুই কার্য্য সম্পন্ন করিবেক এবং দাশাহিক পিণ্ডদান ও দেবতানৈবেদ্যাদিদানও আমান্ন দ্বারাই সম্পন্ন করিবেক। যেহেতু উহা তুল্যযুক্তি হইয়াছে, এবং শূদ্রের আমান্ন পকান্নতুল্য, এবং শূদ্রকর্ত্তৃক পকান্ন উচ্ছিষ্ট-তুল্য এই বচনেও উহা নির্দ্দিষ্ট আছে।

আমং শূদ্রস্য পক্কান্নমিতি অত্র চ ষষ্ঠী সম্বন্ধার্থে সম্বন্ধশ্চ দ্বিবিধঃ স্বামিত্বাখ্যঃ কর্ত্তৃত্বাখ্যশ্চ তেন শূদ্রস্বামিকস্য ব্রাহ্মণেন পক্কস্য ব্রাহ্মণ-স্বামিকস্য চ শূদ্রেণ পক্কস্য চ দানাদিনিষেধ ইতি সম্প্রদায়ঃ। শ্রীকৃষ্ণ-তর্কালঙ্কারলিখনম্।

"আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং" এই বচনে শূদ্রস্য পদে যে এই ষষ্ঠী বিভক্তি উহার সম্বন্ধ অর্থ সেই সম্বন্ধ দুই প্রকার। স্বামিত্বাখ্য ও কর্ত্তৃত্বাখ্য। অতএব শূদ্রস্বামিকতণ্ডুল ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্ক এবং ব্রাহ্মণস্বামিকতণ্ডুল শূদ্র দ্বারা পক এই উভয়ই দানাদিতে নিষিদ্ধ, সম্প্রদায়ের এই মত।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের অকুতোভয় সাহসকে আমি ধন্যবাদ প্রদান করি। যেহেতু এখনও ঐ শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কা-রের টীকা বোধ হয় অনেকেরই ঘরে আছে এবং অনেকেই পাঠ করিয়া থাকেন, এমন অবস্থায় জিগীষার বশীভূত হইয়া তাহার পূর্ব্ব কিঞ্চিদংশ গোপন পূর্ব্বক অপরাংশ উদ্ধৃত করিয়া উক্ত তর্কালঙ্কারের স্বীয় ব্যাখ্যা বলিয়া প্রকাশ করাতে বিলক্ষণ সাহসিকের ও অকুতোভয়ের কার্য্য করিয়া-ছেন। ফলতঃ এই ব্যাখ্যা তর্কালঙ্কারের নহে কিন্তু কল্প-তরুর ব্যাখ্যা ইহা ঐ পাঠের পূর্ব্বাংশ অর্থাৎ প্রতিবাদী

মহাশয়েরা যে ভাগের গোপন করিয়াছেন তাহা দ্বারাই ব্যক্ত আছে। যথা "এবঞ্চেৎ কল্পতরুব্যাখ্যানমপি যুক্তমিতি প্রতিপ্রাতি" এরূপ হইলে কল্পতরুর ব্যাখ্যাও যুক্তরূপে প্রতীত হইতেছে। ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উদ্ধৃত পাঠের এই "ব্যাখ্যা যে কল্পতরুর নহে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের" এই কথা বলা উন্মত্তপ্রলাপতুল্য হইয়া গেল. আর দেখ ঐ পাঠের পরেই যে শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার নিজে মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের মতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন তাহারও সম্পূর্ণই গোপন করিয়াছেন। ঐ মহাশয়েরা যখন পূর্ব্বপাঠ উদ্ধৃত করিয়া উহার স্বকপোলকল্পিত অসার ও অসঙ্গত ভাব ব্যাখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন তখন পরপাঠ যে দর্শন করেন নাই ইহাও বলিতে পারা যায় না এবং তাঁহারাও আর অন্যথা বলিতে পারিবেন না। উক্ত মহাশয়েরা সেই অংশ অপ্রকাশ রাখিয়া ধর্ম্মকে একবারে নষ্ট করিবার জন্য উদ্যোগ ও যত্ন করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি হইতে পারে? তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যে সময় ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিলেন সেই সময়েই প্রতিবাদী মহাশয়দিগের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ধর্ম্মের প্রতি শত্রুতাচরণ করা উচিত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ধর্ম্মের তিন পাদ নষ্ট হইয়া একপাদমাত্র অবশিষ্ট আছে। এ বিধায়ে হীনবল হইয়া আর সমকক্ষতা নাই এমন অবস্থায় ও এমন সময়ে তাঁহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি শত্রুতাভাব পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। এক্ষণে সাধারণের নিকট প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উল্লিখিত স্বভাবের আরও কিছু বিশেষ প্রকার পরিচয় দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার

যে, অশ্বগুনীয়, ও অস্মদ্দেশীয় স্মার্ত্তদিগের বেদবৎ বহু মাননীয় এবং প্রমাণ বচন দ্বারা সমর্থিত মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের মত ব্যাখ্যা পূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা

"স্মার্ত্তাস্তু কর্ত্তৃত্বমেব ষষ্ঠ্যর্থঃ তেন শূদ্রেণ পক্কস্যৈব দানাদিনিষেধো নতু শূদ্রস্বামিকস্য ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্কস্যাপি অতঃ শূদ্রস্বামিকস্যাপি ব্রাহ্মণেন পক্কস্য চরোরন্নাদেশ্চ বৃষোৎসর্গাদৌ হবনীয়তা দেবার্চ্চাদৌ চ নৈবেদ্যবিধয়া দেয়তা চেত্যাহুঃ। ইতি শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারলিখনং।

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেরা বলেন যে, "আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং" এই বচনস্থ শূদ্রস্য পদে ষষ্ঠী বিভক্তির কর্ত্তৃত্বই অর্থ, ইহাতে শূদ্রকর্ত্তৃক পাক করা অন্নেরই দানাদি নিষেধ, নতুবা শূদ্রস্বামিক দ্রব্য ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা হইলে তাহার দানাদি নিষেধ নহে। অতএব ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা শূদ্রস্বামিক চরু এবং অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি সকল কার্য্যে হবনীয় দ্রব্য বিধায় এবং দেব-পূজাপ্রভৃতি সকল কার্য্যে নৈবেদ্য বিধায় দান করা বিধেয় হয়।

ইহাতে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, তাঁহাদের বহুমান্য স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন দেবতাকে যে দিতে কহিয়াছেন তাহাই শ্রীকৃষ্ণতর্কা-লঙ্কার, নিজ কৃত শ্রাদ্ধবিবেকটীকা বিবেকবিবৃতিতে সুস্পষ্ট রূপ লিখিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে স্মার্ত্তভট্টা-চার্য্যের লিখিত ঐ চূর্ণকের স্বকপোলকল্পিত অসার ও অপদার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখা কোনও রূপেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর প্রতিবাদী মহাশয়দের সঙ্গোপিত ঐ পরোক্ত পাঠের প্রকাশ হওয়াতে নিম্নলিখিত তাঁহাদের সমুদয়

আপত্তিই বোধ হয়. বিলক্ষণ মীমাংসিত হইল, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের আপত্তির মধ্যে যাহা যাহা প্রধান তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে যথা, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কহিয়াছেন যে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য যখন দুর্গোৎসবতত্ত্বে "ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্কান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্কান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রও দিতে যোগ্য হয় এইরূপ লিখিয়াছেন, তখন শূদ্রও ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্কান্ন দিবেক না ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত, নতুবা "শূদ্রোঽপি দদ্যাৎ" অর্থাৎ শূদ্রও দিবেক এইরূপ লিখিতেন। এবং কেহ কেহ কহিয়াছেন যে অন্যান্য গ্রন্থকারেরাও যখন ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্কান্ন শূদ্রেও দিবেক এরূপ ভাব প্রকাশ করেন নাই; তখন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের ঐরূপ অভিপ্রেতই নহে, প্রতিবাদী মহাশয়দের এই সমস্ত আপত্তির একবারে মূলোচ্ছেদ হইল। যেহেতু প্রতিবাদী মহাশয়দিগের পরমপূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার যখন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায় বিধিবাক্য বিধায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহার স্বকৃত বিবেকবিবৃতি গ্রন্থে নিজে লিখিয়াছেন, তখন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের ঐ অভিপ্রায় উক্ত তর্কালঙ্কারের বিরুদ্ধ এই অকিঞ্চিৎকর আপত্তিও হইতে পারে না এবং ঐরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াও প্রতিবাদী মহাশয়দিগের কোনও ফল দর্শিতেছে না। যেহেতু, যদি সত্যই তর্কালঙ্কারের বাক্য, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের বাক্যের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেও স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের বাক্য ত্যাগ করিয়া আধুনিক ব্যক্তি তর্কালঙ্কারের বাক্য কোনও ব্যক্তিও গ্রাহ্য করিবেক না। ফলতঃ এ বিষয়ে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের এবং

শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের বাক্যের ও মতের প্রকৃত ঐক্যতাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান রহিয়াছে।

এক্ষণে প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে, মনুবচন ও তাহার টীকাকার কুল্লুকভট্টের এবং স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের তদীয় ব্যাখ্যা, যাহাকে তাঁহারা নিজ বিরুদ্ধ মত খণ্ডন পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ-বোধে স্পষ্টতর বচন বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বচন উদ্ধৃত করিয়া মহা আড়ম্বর করিয়াছেন সে সমুদয় যথা-ক্রমে উদ্ধৃত করিয়া মীমাংসা করা যাইতেছে।

নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য পক্কান্নং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ।
আদদীতামমেবাস্মাদবৃত্তাবেকরাত্রিকম্॥ ইতি মনুবচনম্।

নাদ্যাদিতি। অবিশেষেণ শূদ্রান্নং প্রতিষিদ্ধং তস্যেদানীং বিশিষ্ট-বিষয়তোচ্যতে অশ্রাদ্ধিনঃ শ্রাদ্ধাদিপঞ্চযজ্ঞশূন্যস্য শূদ্রস্য শাস্ত্রবিদ্দ্বিজঃ পক্কান্নং ন ভুঞ্জীত। কিন্ত্বন্নান্তরাভাবে সতি একরাত্রনির্ব্বাহোচিতমাম-মেবান্নমস্মাৎ গৃহ্লীয়াৎ নতু পক্কান্নম্। ইতি কুল্লুকভট্টব্যাখ্যানম্।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধাদিপঞ্চবিধযজ্ঞহীন শূদ্রের পক্কান্ন ভোজন করিবেক না। যদি শূদ্রান্ন ভিন্ন অন্য অন্ন না থাকে, তাহা হইলে, এক দিবসের আহারোপযুক্ত আমান্নই শূদ্র হইতে গ্রহণ করিবেক।

অশ্রাদ্ধিনঃ শ্রাদ্ধপঞ্চযজ্ঞশূন্যস্য অবৃত্তৌ অন্নান্তরাভাবে একরাত্রিকং একরাত্রিনির্ব্বাহোচিতং আমমন্নং দত্তমপি ভোজনকালে তদ্গৃহাবস্থিতং শূদ্রান্নম্। ইতি স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যব্যাখ্যানম্।

শ্রাদ্ধাদি পঞ্চযজ্ঞশূন্য শূদ্রের অন্ন ব্যতীত অন্য অন্নের অভাব হইলে এক দিবসের নির্ব্বাহ উপযুক্ত আমান্নই তাদৃশ শূদ্রের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেক। কিন্তু শূদ্রকর্ত্তৃক দত্ত আমান্নও ভোজনকালে শূদ্র গৃহে থাকিলে শূদ্রান্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণো বৈষ্ণবঃ শুদ্ধঃ পক্কান্নং দাতুমীশ্বরঃ।
পক্কান্নং হরয়ে দাতুমক্ষমশ্চেতরো জনঃ॥

ওঁকারোচ্চারণাদ্ধোমাচ্ছালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
মহ্যং পক্কান্নদানাচ্চ বিপ্রাদন্যো ব্রজত্যধঃ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচনং।
পবিত্র বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ হরিকে পাক করা অন্ন দিতে পারিবেক। তদিতর লোকের হরিকে পাক করা অন্ন দিতে ক্ষমতা নাই। প্রণবোচ্চারণ, হোম, শালগ্রামশিলাপূজন এবং আমাকে অর্থাৎ হরিকে পক্কান্নদান করিলে বিপ্রভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে অধোগমন অর্থাৎ নরকে গমন করিতে হয়।

ইহাতে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন পূর্ব্বোক্ত মনুবচন প্রভৃতিতে শূদ্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন দেবতাকে যে দিতে পারিবেক না ইহা কোনও রূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না; প্রত্যুত, শ্রাদ্ধাদি পঞ্চ যজ্ঞান্বিত শূদ্রের পাক করা অন্ন ব্রাহ্মণ প্রভৃতির ভোজন করিবার বিধি এবং অবৈষ্ণবও অপবিত্র ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন দিবার নিষেধ, তাঁহাদিগের অনভিলষিত এবং বিরুদ্ধ এই মতই বরঞ্চ প্রতিপন্ন হইয়া সপ্রমাণ হইতেছে। সে যাহা হউক, কিছুমাত্রও যাঁহার সংস্কৃত ভাষার সহিত পরিচয় আছে তাঁহারও অনায়াসেই এই অর্থই বোধগম্য হয় যে, শূদ্র কর্ত্তৃক পাক করা অন্ন ব্রাহ্মণে ভোজন করিবেক না এবং শূদ্রও তাহা দেবতাদিগকে দিবেক না। ফলতঃ ইহাই পূর্ব্বোক্ত মনুপ্রভৃতির বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ, উহার সহিত স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের এবং শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের একার্থতা ও এক অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এবম্বিধায়েও প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে, শূদ্রও, ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন দেবতাকে দিবেক না ইহার সাধক বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন তাঁহার যে কি অভিপ্রায় তাহা সহজে বোধ-

গম্য হয় না ও হইল না। যদি প্রতিবাদী মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত বচনাদির প্রকৃতার্থ না বুঝিতে পারিয়াই ঐ সমস্ত বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন তাহা হইলে মৎপ্রকাশিত পুস্তকে প্রকৃতার্থ দর্শন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যথাবিধি কার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান হইবেন। আর যদি বচনাদির প্রকৃতার্থ বুঝিয়াও দুরভিসন্ধিবশতঃ এই দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারে যে কত দূর গর্হিত ও নিরয়সাধন কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। আর আমাকে গালি দিবার জন্য কিম্বা ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ে আমার কত দূর আলোচনা বা অনুশীলন করা হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য যদি ঐ সকল প্রতিবাদ পুস্তক ঐ ঐ আকারে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, এতাদৃশ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া কতকগুলি লোক নিমন্ত্রণ করিয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক আমাকে কেবল গালি দিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইত ; ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারটাকে উপলক্ষ করিয়া গালি দেওয়া কি ভদ্রের কার্য্য ? এতাদৃশ উপলক্ষ ত্যাগ করিয়া আমাকে, কেবল কতকগুলা গালি দিলেই বোধ হয় অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারিত, আর দ্বিতীয়পক্ষ মহাশয়দিগকে আমি কৃতজ্ঞতাসহকারে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ ও সাধুবাদ প্রদান করি।

এক্ষণে শূদ্রদিগেরও ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য প্রভৃতি দেওয়া বিধেয় এই বিষয়ের খণ্ডন উপলক্ষে প্রতিবাদী মহাশয়দের এতাদৃশ আর কোনও বাদ বা আপত্তি নাই যে তাহার মীমাংসা করা যাইবেক সুতরাং এস্থলেই এই বিষয়ের উপসংহার করা গেল।

বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তিরই যে বিষ্ণুপূজাদি বিষয়ক অধিকার, তদ্বিষয়ে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের বিতণ্ডা সংক্রান্ত

শেষ পরিচ্ছেদ।

এক্ষণে প্রতিবাদী মহাশয়দের মধ্যে কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে

"কেবল বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুর সহচর বোধে মুক্তকচ্ছ অস্বচ্ছস্বভাব ভাববিরহিত ভণ্ড ভাবুককে বৈষ্ণব বলা যায় না। কণ্ঠে বহুল তুলসীমাল্য ধারণ ও নাসাগ্রে তিলকলেপন পূর্ব্বক কলে কৌশলে সাধুপ্রকৃতি সদ্বংশীয় মহোদয় মহাশয়দিগকে ব্যঙ্গ করতঃ সাধুদিগের অবলম্বিত বিশুদ্ধ পথে কণ্টকার্পণ করিয়া পরহিংসা পরদ্বেষ পরধনহরণ প্রভৃতি কুক্রিয়ায় আসক্ত হইলেই বৈষ্ণব হয় না। হস্তে নানা বর্ণে সুরঞ্জিত সুগঠিত মনোহর মাল্যাধার (ঝুলি) ধারণ করিয়া দিবানিশি কেবল পরের সর্ব্বস্বাপহরণের চেষ্টা করিয়া বেড়াইলেই কেবল বৈষ্ণব হয় না এবং কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আপনাকে জগন্মান্য বোধ করতঃ স্বেষ্টদেবের অনুকরণ করণাভিলাষে বৃন্দাবনের মধুরলীলা বিশেষের সম্পাদন করিতে পারিলেই বৈষ্ণব হয় না। আহা! গোস্বামী মহাশয়! ধর্ম্মশাস্ত্রের কি মনোহর ধর্ম্মই উদ্ভাবন করিয়াছেন!!! যাহারা চিরকাল আপনাদিগের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিয়া আসিতেছে, পরকীয় রমণীর সতীত্বরত্ন হরণ করিতেছে এবং চাতুর্য্যবলে সরলস্বভাব অমায়িক লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে। তাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া অনায়াসে নারায়ণের পূজায় অধিকারী হইবে? অতএব প্রভো! ধন্য আপনার শাস্ত্রীয় বুদ্ধি! ধন্য আপনার সাহস!!! বিদ্বন্মণ্ডলীবিভূষিত পণ্ডিতমণ্ডিত এই প্রকাণ্ড রাজধানীতে আপনি কি সাহসে এই অসার মীমাংসা প্রচার করিলেন"

ইত্যাদি (ঙ)। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, আমার লিখিত প্রথম প্রস্তাবে এতাদৃশ কোনও ব্যবস্থা বা কথা লিখিয়া প্রকাশ করি নাই। তবে বোধ করি দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত নানা স্থানীয় শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা পত্র সকলের মধ্যে ৺ বৃন্দাবনধামের পণ্ডিত গোস্বামি মহাশয় দিগের লিখিত ও স্বাক্ষরিত ৪র্থ সংখ্যক ব্যবস্থা পত্রে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির বহুমান সূচক সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিষয়ক লেখা দেখিয়া আমার প্রতি কোপ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্রোহ, ও মাৎসর্য্য ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক, যে কটুবাক্য, শ্লেষবাক্য, উপহাস বাক্য, অসূয়া বাক্য ও দম্ভোক্তি প্রয়োগ করিয়া অকারণেই স্মৃতিরত্নের রত্নাকর সমান প্রকৃতি যে কলুষিত করিয়াছেন, তাহাতে আমি দুঃখিত কুণ্ঠিত লজ্জিত ঘৃণিত চিন্তিত ও চমৎকৃত হইলাম। সে যাহা হউক স্মৃতিরত্ন-লিখিত বৈষ্ণবদিগের স্বভাব ও চরিত্রের বিষয় আমরা কিছু-মাত্র অবগত নহি এবং উহা আমাদিগের কখনও শ্রুতিগোচর হয় নাই। ভুক্তভোগী ব্যতীতই বা কিরূপে জানা যাইতে পারে। আমাদের অদৃষ্টে তাদৃশ সময় সুবিধা বা অবস্থা ঘটিয়া উঠে নাই যে, ঐ সকল বিষয়ের তাদৃশ পরিচয় পাই। সুতরাং আমরা তদ্বিষয়ে তাদৃশ অভিজ্ঞ হইতে পারি নাই। তবে, অনাচারী পাতকী অতিপাতকী মহাপাতকী ও মহা-পাপাচারী ব্যক্তিও যদি অন্য দেব ও দেবীর উপাসনা না

(ঙ) বাবু শ্যামাচরণ ভক্তের প্রযত্নে শ্রীক্ষেত্রপালস্মৃতিরত্ন প্রণীত বিষ্ণু-নৈবেদ্যমীমাংসা ৪১ পৃষ্ঠা এবং ৪২ পৃষ্ঠা।

করিয়া কেবল একমাত্র কৃষ্ণের ভজন করে তাহা হইলে তাদৃশ মহাপাপশীল ব্যক্তিও অতি সদাচারপরায়ণ সাধু বলিয়া গণ্য ও মান্য হইবেক ধর্ম্মশাস্ত্রের এই স্থির সিদ্ধান্তিত বচন দেখিয়া শুনিয়া বা অবগত হইয়া বৈষ্ণবদের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে তাদৃশ অসদাচরণের বিষয় অনুমান করিয়া উহাদিগকে অনাস্থা প্রদর্শন ও অমান্য করাও কখনই হইতে পারে না, যেহেতু ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাদৃশ ব্যক্তিকে সাধুবৎ মান্য করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ঐরূপ অনুমানের হেতুটাও একান্ত পক্ষে প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক ছিল, নতুবা পক্ষও অনুমানে হেতুও অনুমানে এবং সাধ্যও অনুমানে সকলই অনুমানে সিদ্ধ করিলে উহা প্রমাণ বলিয়া সহৃদয়সমাজে কখনই গণ্য হইতে পারে না। এক্ষণে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বচনে তাদৃশ নির্দ্দেশ আছে ঐ সকল বচনের উল্লেখ করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হয় বলিয়া কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের শিরোমণিভুত পঞ্চমবেদ মহাভারতসংহিতার অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্ব মধ্যে উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা যে শ্রীভগবদ্গীতা, যাহাকে শঙ্করাচার্য্য স্বামী চতুর্ব্বেদার্থসার সংগ্রহ বলিয়া নিজভাষ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার ৯ নবম অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোক তাহার কতিপয় ভাষ্য ও টীকাসমেত উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥ মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং ॥ ৩২ ॥ কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা। অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাং ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যং

শৃণু মদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যং অপি চেদিতি। অপিচেৎ যদ্যপি সুষ্ঠু দুরাচারঃ সুদুরাচারোঽতীব কুৎসিতাচারোঽপি ভজতে মাং অনন্যভাক্ নান্যভক্তিঃ সন্ সাধুরেব সম্যগ্বৃত এব স মন্তব্যঃ জ্ঞাতব্যঃ সম্যগ্ যথাবদ্ব্যবসিতো হি যস্মাৎ সাধুনিশ্চয়ঃ সঃ॥ ৩০॥ উৎসৃজ্য চ বাহ্যাং দুরাচারতামন্তঃসম্যগ্ব্যবসায়সামর্থ্যাৎ ক্ষিপ্রমিতি। ক্ষিপ্রং শীঘ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা। ধর্ম্মচিত্ত এব শশ্বৎ নিত্যং শান্তিঞ্চোপশমং নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি শৃণু পরমার্থং কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নিশ্চিতাং প্রতিজ্ঞাং কুরু ন মে মম ভক্তঃ ময়ি সমর্পিতান্তরাত্মা মদ্ভক্তো ন প্রণশ্যতীতি॥ ৩১॥ কিঞ্চ মাং হীতি। মাং হি যস্মাৎ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য মামাশ্রিত্যাশ্রয়ত্বেন গৃহীত্বা যেঽপি স্যুর্ভবেয়ুঃ পাপযোনয়ঃ পাপানি যোনিঃ যেষাং তে পাপজন্মানঃ কে ত ইত্যাহ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি গচ্ছন্তি পরাং গতিং প্রকৃষ্টাং গতিং॥ ৩২॥ কিং পুনরিতি। কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যযোনয়ঃ ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ যত এবমতোঽনিত্যং ক্ষণভঙ্গুরমসুখং চ সুখবর্জ্জিতং মনুষ্যলোকং প্রাপ্য পুরুষার্থসাধনং দুর্লভং মনুষ্যত্বং লব্ধা ভজস্ব সেবস্ব মাং॥ ৩৩॥

আনন্দগিরিটীকা

প্রকৃতাং ভগবদ্ভক্তিং স্তুবন্ পাপীয়সামপি তত্রাধিকারোঽস্তীতি সূচয়তি শৃণ্বিতি। সম্যগ্বৃত এব ভগবদ্ভক্তো জ্ঞাতব্য ইত্যত্র হেতুমাহ সম্যগিতি॥ ৩০॥ হেত্বর্থমেব প্রপঞ্চয়তি উৎসৃজ্যেতি। ভগবন্তং ভজমানস্য কথং দুরাচারতা পরিত্যক্তা ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষিপ্রমিতি। সতি দুরাচারে কথং ধর্ম্মচিত্তত্বং তদাহ শশ্বদিতি। উপশমো দুরাচারাদুপরমঃ কিমিতি তদ্ভক্তস্য দুরাচারাদুপরতিরুচ্যতে দুরাচারোপহতচেতস্তয়া কিমিত্যসৌ নশ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ শৃণ্বিতি॥ ৩১॥ ইতশ্চ ভগবদ্ভক্তির্বিধাতব্যেত্যাহ কিঞ্চেতি। ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতীত্যত্র হেতুমাচক্ষাণো ভক্ত্যধিকারে জাতিনিয়মো নাস্তীত্যাহ মাং হীতি॥ ৩২॥ যদি পাপযোনিঃ পাপাচারশ্চ ত্বদ্ভক্ত্যা পরাং গতিং গচ্ছতি তর্হি কিমুত জাতিনিমিত্তেন সংস্কারাদিনা কিম্বা সদ্বৃত্তেনেত্যাশঙ্ক্যাহ কিং পুনরিতি। উত্তমজাতিমতাং ব্রাহ্মণাদীনামতিশয়েন পরা গতির্যতো লভ্যতে অতো ভগবদ্ভজনং তৈঃ

একান্তেন বিধাতব্যমিত্যাহ যত ইতি। মনুষ্যদেহাতিরিক্তেষু পশ্বাদি-দেহেষু ভগবদ্ভজনযোগ্যতাভাবাৎ প্রাপ্তে মনুষ্যত্বে তদ্ভজনে প্রযতিতব্যং ইত্যাহ দুর্লভমিতি ॥ ৩৩॥

রামানুজভাষ্যং

অপীতি॥ তত্র তত্র জাতিবিশেষজ্ঞাতানাং যঃ সদাচার উপাদেয়োঽ পরিহরণীয়শ্চ তস্মাদতিরিক্তো মদুক্তপ্রকারেণ মামনন্যভাক্ ভজনৈক-প্রয়োজনো ভজতে চেৎ সাধুরেব সঃ বৈষ্ণবাগ্র্য এব মন্তব্যঃ পূর্ব্বোক্ত-সম ইত্যর্থঃ। কুত এতৎ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ। যতোঽস্য ব্যবসায়ঃ সুসমীচীনঃ। ভগবান্ নিখিলজগদাধারভূতঃ পরং ব্রহ্ম নারায়ণোঽস্মৎস্বামী মম গুরুঃ মম সুহৃন্মম পরভোগ্যমিতি সর্ব্বৈর্দুষ্প্রয়োগোঽয়ং ব্যবসায়স্তেন জ্ঞাতঃ তৎকার্য্যং চানন্যপ্রয়োজনং নিরন্তরভজনং তস্যাস্তি অতঃ সাধুরেব বহু মন্তব্যঃ অস্যৈব ব্যবসায়ে তৎকার্য্যে চোক্তপ্রকারভজনে দেবস্তুষ্যতি তস্মাদাচারব্যতিরিক্তত্বমস্য স্বল্পবৈকল্পমিতি এতাবতা নাদরণীয় অপি তু বহুমন্তব্য ইত্যর্থঃ ॥৩০॥ নমু নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াদিতি শ্রুতেরাচারব্যতিক্রম উত্তর-ভজনোৎপত্তিপ্রবাহং বিরুণদ্ধীত্যত্রাহ। ক্ষিপ্রমিতি মৎপ্রিয়ত্বকারি-ণানন্যপ্রয়োজনমদ্ভজনেন বিধূতপাপো নির্ম্মূলমুন্মূলিতরজস্তমোগুণঃ ক্ষিপ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি ক্ষিপ্রমেবৈবংরূপভজনেন শশ্বচ্ছান্তিং গচ্ছতি শাশ্বতীমপুনরাবর্ত্তিনীং মৎপ্রাপ্তিবিরুদ্ধাচারনিবৃত্তিং চ গচ্ছতি কৌন্তেয় ত্বমস্মিন্নর্থে প্রতিজ্ঞাং কুরু মদ্ভক্তঃ উপক্রান্তবিরুদ্ধাচারমিশ্রোঽপি ন নশ্যতি। অপি তু মদ্ভক্তিমাহাত্ম্যেন সর্ব্বং বিরোধিজাতং নাশয়িত্বা শাশ্বতীং বিরোধনিবৃত্তিমধিগম্য ক্ষিপ্রং পরিপূর্ণো ভবতি ॥ ৩১ ॥ মামিতি। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ পাপযোনয়ো মাং ব্যপাশ্রিত্য গতিমনুগতিং যান্তি ॥ ৩২ ॥ কিমিতি কিং পুনঃ পুণ্যযোনয়ো ব্রাহ্মণা রাজর্ষয়শ্চ ভক্তিমাশ্রিতাঃ। অতস্ত্বং অনিত্যমচিরং তাপত্রয়াভিহতত্বান্ন অসুখমিমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব স্বধর্ম্মে বর্ত্তমানো মাং ভজস্ব ॥ ৩৩ ॥

পূজ্যপাদশ্রীধরস্বামিকৃতসুবোধিনী টীকা।

অপি চ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ অপি চেদিতি

অত্যন্তদুরাচারোঽপি যস্তুপ্যপৃথকত্বেন পৃথগ্দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্য যতোঽসৌ সম্যগ্‌ব্যবসিতঃ শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০ ॥ ননু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যস্তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ভবতি ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং শাশ্বতীমুপশান্তিং চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি হে কৌন্তেয় পটহকলহাদিমহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু কথং মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি প্রণশ্যতি অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি ততশ্চ তে ত্বৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভিতবিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১ ॥ স্বাচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং যতো মদ্ভক্তির্দুষ্কুলান্যপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ মাং হীতি যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ অতঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চাপ্যধ্যয়নাদিরহিতাস্তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি, হি নিশ্চিতং ॥৩২॥ যদেবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ কিং পুনরিতি পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাস্তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি এবংভূতাশ্চ এবংভূতাং পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ, অতস্ত্বং ইমং রাজর্ষিরূপং দেহং প্রাপ্য লব্ধ্বা মাং ভজস্ব কিঞ্চ অনিত্যং অধ্রুবং অসুখং সুখরহিতং চ ইমং মর্ত্যলোকং ক্ষণিকং প্রাপ্য ক্ষণিকত্বাদনিত্যত্বাচ্চ বিলম্বমকুর্ব্বন্ অসুখত্বাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্ব ইত্যর্থঃ ॥৩৩॥

শ্রীগোবিন্দভাষ্যকারবিদ্যাভূষণকৃতগীতাভূষণভাষ্যং

মম শুদ্ধভক্তিবশ্যতালক্ষণঃ স্বভাবো দুস্ত্যজ এব যদহং জুগুপ্সিতকর্ম্মণ্যপি ভক্তেঽনুরজ্যংস্তমুৎকর্ষয়ামীতি পূর্ব্বার্থং পুষ্ণন্নাহ অপি চেদিতি অনন্যভাক্ জনশ্চেৎ সুদুরাচারোঽতিবিগর্হিতকর্ম্মাপি সন্ মাং ভজতে মৎকীর্ত্তনাদিভির্মাং সেবতে তদাপি স সাধুরেব মন্তব্যঃ যতোঽন্যাং দেবতাং ন ভজতি আশ্রয়তীতি যদেকান্তী মামেব স্বামিনং পরমপুরুষার্থঞ্চ জান-

ন্নিত্যর্থঃ। উভয়থা বর্ত্তমানোঽপি সাধুত্বেন স পূজ্য ইতি বোধয়িতুমেবকারঃ। তস্য তথাত্বেন মননে মন্তব্য ইতি স্বনির্দ্দেশরূপো বিধিশ্চ দর্শিতঃ ইতরথা প্রত্যবায়াদিতি ভাবঃ। উভয়থাপি বর্ত্তমানস্য সাধুত্বমেবেত্যত্রোক্তং হেতুং পুষ্ণন্নাহ সম্যগিতি যদসৌ সম্যগ্ব্যবসিতো মদেকান্তনিষ্ঠারূপশ্রেষ্ঠনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। এবমুক্তং নারসিংহে। ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ। ন হি কলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥ ইতি॥৩০॥ নন্নু নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াদিতি দুরাচারিনস্তুদ্বৈমুখ্যশ্রবণাৎ কথং তস্য সাধুত্বমিতি চেত্তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি স্বাভাবিকদুরাচারিবিষয়মিদং শ্রবণং মদেকান্তী তু মনসি ধৃতেনাতিপূতেন সর্ব্বেশ্বরেণ ময়াগন্তুকং দুরাচারং বিনির্ধূয় ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা সদাচারনিষ্ঠমনা ভবতি শশ্বৎ পুনঃপুনরনুতপ্যন্ মৎস্মৃতিপ্রতিকূলাত্তচ্ছান্তিং নিবৃত্তিং নিতরাং গচ্ছতি। নন্বকৃতপ্রায়শ্চিত্তমেনং স্মার্ত্তাঃ সাধুং ন মন্যেরন্নিতি চেৎ তত্র ভক্তানুরক্তিবিবশঃ সকোপমিবাহ কৌন্তেয়েতি ত্বং তেষাং সভাং গতঃ প্রতিজানীহি মে মমৈকান্তী ভক্তঃ প্রমাদাৎ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি মত্তো ভ্রষ্টঃ সন্ দুর্গতিং নাপ্নোতি অপি তু তাদৃশেন মহাপূতো মৎপ্রাপ্তিযোগশ্চকাস্তি। স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্ট ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। স্মার্ত্তৈস্তু মদেকান্তিতোঽন্যত্র বিধায়কৈর্ভাব্যং স্মার্ত্তং প্রায়শ্চিত্তমপেক্ষ্য মদ্ভক্তং মৎস্মৃতিরূপং তত্তু প্রবলমিতি সুকুলীনৈরেব ন তু দুষ্কুলীনৈরাদত্তব্যমিতি বোধয়িতুং কৌন্তেয়েতি॥৩১॥ মহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু কথং পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহং মদেকান্তিনাং আগন্তুকদোষান্ বিধুনোমি ইতি কিং চিত্রং যদতিপাপিনোঽপি মস্তক্তপ্রসঙ্গাদ্বিধূতাবিদ্যা বিমুচ্যন্ত ইত্যাহ মাং হীতি যে পাপযোনয়োঽন্ত্যজাঃ সহজদুরাচারাঃ স্যুস্তেঽপি মদ্ভক্তপ্রসঙ্গেন মাং সর্ব্বেশং বসুদেবসুতং ব্যপাশ্রিত্য শরণমাগত্য পরাং দেবদুর্লভাং গতিং মৎপ্রাপ্তিং যান্তি হি নিশ্চিতমেতৎ। এবমাহ শ্রীমান্ শুকঃ কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

ইতি। স্ত্র্যাদয়ো যেঽশুদ্ধালীকাদিমন্তস্তেঽপি ॥ ৩২ ॥ কিমিতি বক্তব্যং তর্হি ব্রাহ্মণাঃ রাজর্ষয়ঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ সৎকুলাঃ পুণ্যাঃ সদাচারিণো ভক্তাঃ সন্তঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্বাচ্যং নাস্ত্যত্র সংশয়লেশোঽপি তস্মাত্ত্বমপি রাজর্ষিরিমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব অনিত্যং নশ্বরং অসুখমীষৎসুখং বিনাশিত্বস্যাপ্যসুখেঽস্মিন্ লোকে রাজ্যস্পৃহাং বিহায় নিত্যমনন্তানন্দং মামুপাস্য প্রাপ্নুহীতি ত্বরাঽত্র ব্যজ্যতে। অত্রাস্য লোকস্যানিত্যত্বং কণ্ঠতো ব্রুবন্ হরির্মিথ্যাত্বং তস্য নিরাস্থৎ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীমধুসূদনসরস্বতীকৃতগীতাগূঢ়ার্থদীপিকা টীকা

কিঞ্চ মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমা যৎ সমেঽপি বৈষম্যমাপাদয়তি শৃণু তন্মহিমানং অপি চেদিতি যঃ কশ্চিৎ সুদুরাচারোঽপি চেদজামিলাদিরিবানন্যভাক্ সন্ মাং ভজতে কুত্রচিত্তাগ্যোদয়াৎ সেবতে স প্রাগসাধুরপি সাধুরেব মন্তব্যঃ হি যস্মাৎ সম্যগ্ব্যবসিতঃ সাধুনিশ্চয়বান্ সঃ ॥ ৩০ ॥ অস্মাদেব সম্যগ্ব্যবসায়াৎ স হিত্বা দুরাচারতাং ক্ষিপ্রমিতি চিরকালমধর্ম্মাত্মাপি মদ্ভজনমহিম্না ক্ষিপ্রং শীঘ্রমেব ভবতি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মানুগতচিত্তঃ দুরাচারত্বং ঝটিত্যেব ত্যক্ত্বা সদাচারো ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ শশ্বন্নিত্যং শান্তিং বিষয়ভোগস্পৃহানিবৃত্তিং নিগচ্ছতি নিতরাং প্রাপ্নোত্যতিনির্ব্বেদাৎ। কশ্চিত্ত্বদভক্তঃ প্রাগভ্যস্তং দুরাচারত্বমত্যজন্ ন ভবেদপি ধর্ম্মাত্মা তথা চ স নশ্যেদেবেতি নেত্যাহ ভক্তানুকম্পাপরবশতয়া কুপিত ইব ভগবানেতদাশ্চর্য্যং অন্তত্যাহ হে কৌন্তেয় নিশ্চিতমেবেদৃশং মদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যং অতো বিপ্রতিপন্নানাং পুরস্তাদপি ত্বং প্রতিজানীহি সাবজ্ঞং সগর্ব্বঞ্চ প্রতিজ্ঞাং কুরু ন মে বাসুদেবস্য ভক্তোঽতিদুরাচারোঽপি, প্রাণসঙ্কটমাপন্নোঽপি সুদুর্লভমযোগ্যঃ সন্ প্রার্থয়মানোঽপ্যতিমূঢ়োঽশরণোঽপি ন প্রণশ্যতি কিন্তু কৃতার্থ এব ভবতি ইতি দৃষ্টান্তাশ্চাজামিলপ্রহ্লাদধ্রুবগজেন্দ্রাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব শাস্ত্রঞ্চ, ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে কচিদিতি ॥ ৩১ ॥ এবমাগন্তুকদোষেণ দুষ্টানাং ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবান্নিস্তারমুক্ত্বা স্বাভাবিকদোষেণ দুষ্টানামপি তমাহ মামিতি হীতি নিশ্চিতং হে পার্থ মাং ব্যপাশ্রিত্য শরণমাগত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়োঽন্ত্যজাস্তির্য্যঞ্চো বা জাতিদোষেণ দুষ্টাঃ তথা বেদাধ্যয়নাদিশূন্যতয়া নিকৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাঃ কৃষ্যাদিমাত্ররতাঃ তথা শূদ্রা জাতিতোঽধ্যয়নাদ্যভাবেন

চ পরমগত্যযোগ্যাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং অপিশব্দাৎ প্রাগুক্ত-দুরাচারা অপি ॥ ৩২ ॥ এবং চেৎ কিমিতি পুণ্যাঃ সদাচারাঃ উত্তম-যোনয়শ্চ ব্রাহ্মণাস্তথা রাজর্ষয়ঃ সূক্ষ্মবস্তুবিবেকিনঃ ক্ষত্রিয়া মম ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্ব্বাচ্যমত্র কস্যচিদপি সন্দেহাভাবাদিত্যর্থঃ যতো মদ্ভক্তেরীদৃশো মহিমা অতো মহতা প্রবন্ধেন ইমং লোকং সর্ব্বপুরু-ষার্থসাধনযোগ্যমতিদুর্লভঞ্চ মনুষ্যদেহমনিত্যমাশুবিনাশিনমসুখং গর্ভ-বাসাদ্যনেকদুঃখবহুলং লব্ধ্বা যাবদয়ং ন নশ্যতি তাবদতিশীঘ্রমেব ভজস্ব মাং শীঘ্রমাশ্রয়স্ব অনিত্যত্বাদসুখত্বাচ্চাস্য বিলম্বং সুখার্থমুদ্যমং চ মা কার্ষীস্তুঞ্চ রাজর্ষিরতো মদ্ভজনেনাত্মানং সফলং কুরু অন্যথা হ্যেতাদৃশং জন্ম নিষ্ফল-মেব তে স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

পরমভাগবতমহামহামহোপাধ্যায়শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীকৃতসারার্থবর্ষিণীটীকা

স্বভক্তেষ্বাসক্তির্মম স্বাভাবিক্যেব ভবতি সা চ দুরাচারেঽপি ভক্তে নাপযাতি তমপ্যুৎকৃষ্টমেব করোমীত্যাহ অপি চেদিতি সুদুরাচারঃ পর-হিংসাপরদারপরদ্রব্যাদিগ্রহণপাপপরায়ণোঽপি মাং ভজতে চেৎ কীদৃশ-ভজনবানিত্যাহ অনন্যভাক্ মত্তো দেবতান্তরং ভক্তেরন্যৎ কর্ম্মজ্ঞানা-দিকং মৎকামনাতোঽন্যৎরাজ্যাদিকামমাং ন ভজতে স সাধুঃ। নন্বেতা-দৃশে কদাচারে দৃষ্টে সতি কথং সাধুত্বং তত্রাহ মন্তব্যঃ মাননীয়ঃ সাধুত্বেনৈব স জ্ঞেয় ইতি যাবৎ। মন্তব্য ইতি বিধিবাক্যে অন্যথা প্রত্যবায়ঃ স্যাদত্র মদাজ্ঞৈব প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥ ননু ত্বাং ভজতে ইত্যেতদংশেন সাধুঃ পর-দারাদিগ্রহণাদ্যংশেন অসাধুশ্চ স মন্তব্যস্তত্রাহ এবেতি সর্ব্বেণাপ্যংশেন সাধুরেব স মন্তব্যঃ কদাচিদপি তস্যাসাধুত্বং ন দ্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ ॥ যতঃ সম্যগ্ব্যবসিতং নিশ্চয়ং যস্য সঃ দুস্ত্যজেন স্বপাপেন নরকং তির্য্যগ্যোনিম্বা যামি ঐকান্তিকং কৃষ্ণভজনন্তু নৈব জিহাসামি ইতি শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥৩০॥ ননু তাদৃশস্যাধর্ম্মিণঃ কথং ভজনং তং গৃহ্লাসি কাম-ক্রোধাদিদূষিতান্তঃকরণেন তেন নিবেদিতমন্নপানাদিকং কথমশ্নাসীত্যত আহ ক্ষিপ্রং শীঘ্রমেব স ধর্ম্মাত্মা ভবতি অত্র ক্ষিপ্রং ভাবী ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং গমিষ্যতীত্যপ্রযুক্ত্বা ভবতি গচ্ছতি ইতি বর্ত্তমানপ্রয়োগাৎ অধর্ম্মকরণানন্তরমেব মমানুস্মৃত্যা কৃতানুতাপঃ ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা ভবতি হন্ত হন্ত মম ভুলাঃ ভক্তলোকং কলঙ্কয়ন্নধমো নাস্তি তদ্ধিক্মামিতি শশ্বৎ পুনঃ

পুনরপি শান্তিং নির্ব্বেদং নিতরাং গচ্ছতি। যদ্বা কিমতঃ সম্যগ্বাদনন্তরং তস্য ভাবি ধর্ম্মাত্মত্বং তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্তত এব তন্মনসি ভক্তেঃ প্রবেশাস্মুখাপীতে মহৌষধে সতি তদানীং কিয়ৎকালপর্য্যন্তং ন হ্যদরচ্ছো জ্বরদাহো বিষদাহো বা বর্ত্তমানোঽপি ন গণ্যত ইতি ধ্বনিঃ। ততশ্চ তস্য ভক্তদুরাচারগমকাঃ কামক্রোধাদ্যাঃ উৎখাতদংষ্ট্রোরগবদকিঞ্চিৎকরা এবেতি জ্ঞেয়া ইত্যনুধ্বনিঃ॥ অতএব শশ্বৎ সর্ব্বদৈব শান্তিং কামক্রোধাদ্যুপশমং নিতরাং গচ্ছতি অতিশয়েন প্রাপ্নোতীতি দুরাচারদশায়ামপি শুদ্ধান্তঃকরণ এবোচ্যত ইতি ভাবঃ। ননু স্বধর্ম্মাত্মা স্যাত্তদা নাস্তি কোঽপি বিবাদঃ কিন্তু কশ্চিদ্দুরাচারো ভক্তো জন্মপর্য্যন্তমপি দুরাচারত্বং ন জহাতি তস্য কা বার্ত্তেত্যতো ভক্তবৎসলো ভগবান্ সপ্রৌঢ়ি সকোপমিবাহ কৌন্তেয় প্রতিজানীহীতি মে ভক্তো ন প্রণশ্যতি তদপি প্রণাশমধঃপাতয়তি কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শোকশঙ্কাব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি হে কৌন্তেয় পটহকলহাদিমহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথং মে পরমেশ্বরস্য ভক্তো দুরাচারোঽপি প্রণশ্যতি ন প্রণশ্যত্যেব॥ তস্মা অপি তু কৃতার্থ এব ভবতি ততশ্চৈতে ত্বৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভিতধ্বংসিতকুতর্কা নিঃশঙ্কং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্নিতি স্বামিচরণাঃ॥ ননু কথং ভগবান্ স্বয়মপ্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাতুমর্জ্জুনমেবাতিদিদেশ অথৈবাগ্রে মামেবৈষ্যসি সত্যন্তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ইতি বক্ষ্যতে। তথৈব কৌন্তেয় প্রতিজানেঽহং ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতীতি কথং নোক্তং। উচ্যতে। ভগবতা তদানীমেব বিবেচিতং ভক্তবৎসলেন ময়া স্বভক্তাপকর্ষলেশমসহিষ্ণুনা স্বপ্রতিজ্ঞাং খণ্ডয়িত্বাপি স্বাপকর্ষমঙ্গীকৃত্যাপি ভক্তপ্রতিজ্ঞৈব রক্ষিতা বহুত্র। যথা তত্রৈব ভীষ্মযুদ্ধে স্বপ্রতিজ্ঞামপাকৃত্য ভীষ্মপ্রতিজ্ঞৈব রক্ষিতা ভবিষ্যতি। তস্মাত্তে বহির্মুখা বাদিনো বৈতণ্ডিকা মৎপ্রতিজ্ঞাং শ্রুত্বা হসিষ্যন্তি অর্জ্জুনপ্রতিজ্ঞাপাষাণরেখেব ইতি তে প্রতিযন্ত্যতোঽর্জ্জুনমেব প্রতিজ্ঞাং কারয়ামীতি। অত্রেতাদৃশদুরাচারস্যাপ্যনন্যভক্তিশ্রবণাৎ অনন্যভক্ত্যভিধায়কবাক্যেষু সর্ব্বত্র ন বিদ্যতে স্ত্রীপুত্রাদ্যাসক্তিবিধয়কামক্রোধশোকমোহাদিকং যত্রেতি কুপণ্ডিতব্যাখ্যা ন গ্রাহ্যেতি॥ ৩২॥ এবং কর্ম্মণা দুরাচারাণামাগন্তুকো ন দোষো ন সদ্ভক্তিনির্ণয়ো গারতীতি কিঞ্চিত্ত্বং যতো

জাত্যৈব সুদুরাচারাণাং স্বাভাবিকানপি দোষান্ মদ্ভক্তির্ন গণয়ন্তীত্যাহ মামিতি পাপযোনয়োঽন্ত্যজা ম্লেচ্ছা অপি যদুক্তং কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দ-পুক্কশা আভীরকঙ্কাযবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নম ইতি। অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ইতি চ। কিং পুনঃ স্ত্রীবৈশ্যাদ্যা অশুদ্ধশীলাদিমন্তঃ ততোঽপি কিং ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ যে ভক্তাস্তস্মাত্ত্বং মাং ভজস্ব॥ ৩৩॥

ভক্তানুরাগী ভগবান্ তাঁহার দুস্ত্যজ ভক্তিবশ্যতা লক্ষণ স্বভাবতঃ, অতিজুগুপ্সিতকর্ম্মা ভক্তকে উৎকর্ষিত করেন পূর্ব্বোক্ত এই বিষয় পুষ্টি করিয়া কহিতেছেন যে, অতিশয় দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অন্য দেবতা ভজন না করিয়া কেবল নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা আমাকেই ভজনা করে। তাহা হইলেই তাদৃশ অতি বিগর্হিতকর্ম্মা মদেকান্তী ব্যক্তিকে সাধু বলিয়াই গণ্য ও মান্য করিবেক; ইহাতে নিজ নিদেশরূপ বিধিও প্রদর্শিত হইল অন্যথা করিলে বিশেষ প্রত্যবায় হইবেক, এই তাৎপর্য্যে ও অভিপ্রায়ে উক্ত বিষয় কারণ নির্দ্দেশে সমর্থিত করিয়া বলিতেছেন যে ঐ দুক্রিয়াকারী ব্যক্তির আমাতে একান্ত নিষ্ঠারূপ উত্তম অধ্যবসায় করা হইয়াছে, ফলতঃ উহাতে তাহার সমুদয় বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ও যোগ প্রভৃতি সমুদয় সাধনই নিষ্পাদন করা হয় সুতরাং দুরাচার হইতে অবিরত ও অশান্তমনা সেই দুরাচারী ব্যক্তিরও ভগবদ্বিমুখ না হওয়া প্রযুক্ত সাধুত্বই সিদ্ধ হয়॥ ৩০॥ যে হেতু স্বাভাবিক দুরাচারী অন্ত্যজেরাও শ্রবণ কীর্ত্তন সহকারে আমাকে একান্ত ভাব চিত্তে ধারণ করিবামাত্রেই অতিশীঘ্র ধর্ম্মাত্মা অর্থাৎ সদাচার নিষ্ঠমনা হইয়া যায় এবং তাহার পুনঃ পুনঃ পশ্চাত্তাপ করাতে আমাকে স্মরণ মনন করিবার প্রতিবন্ধক পাপ প্রবৃত্তির আশু নিবৃত্তি হইয়া যায়। ইহাতে ধর্ম্মসংহিতানুসারী ব্যক্তিরাও অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত আমার একান্ত তাদৃশ ভক্তকে সাধু বলিয়া গণ্য মান্য করিবেন না এ কথা মনেও করিও না, হে কুন্তিনন্দন! এতাদৃশ বিষয়ে সংশয় পূর্ব্বক আপত্তি ও কলহকারী তাদৃশ স্মার্ত্তদিগের সভায় গমন করিয়া তুমি এই প্রতিজ্ঞা কর যে আমার একান্তী ভক্ত অজ্ঞান বা প্রমাদ

বশতঃ অতিশয় দুরাচরণ করিলেও, আমা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। ॥ ৩১ ॥ এক্ষণে মহাকলরবে কলহকারী বিবদমানদিগের সভা-মধ্যে গমন করতঃ উর্দ্ধবাহু করিয়া তুমি নিঃশঙ্কায় প্রতিজ্ঞা করিতে পার, যে, সর্ব্বেশ্বর আমি আমার একান্তি ভক্তের আগন্তুক সকল দোষ যে বিধৃত করিয়া থাকি, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি, যখন স্বভাবতঃ অতি পাপশীল অন্ত্যজ প্রভৃতি, এবং স্ত্রী, শূদ্র ও বৈশ্য প্রভৃতি সহজ দুরা-চারীরাও, আমার ভক্ত প্রসঙ্গ বশতঃ বসুদেবসুত পরমেশ্বর আমার শরণ লইলে দেবদুর্লভগতি প্রাপ্ত হয় ইহাতে আর কোনওহ সন্দেহ নাই ॥৩২॥ এবম্বিধায় সদাচারী ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষি প্রভৃতি, সৎকুলপ্রসূত ও সৎক্রিয়া-শালা লোকেরা আমার ভক্ত হইলে যে, পরমগতি পাইবেক তাহাতে আর বাচ্য অথবা সংশয়লেশই বা কি হইতে পারে, অতএব রাজর্ষি তুমি, এই তুচ্ছ সুখ ও নশ্বর লোকে রাজ্যাদি স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিত্য অনন্ত আনন্দ স্বরূপ যে আমি, আমার ভজনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হও ॥ ৩৩ ॥

যখন নিরাকার ও সাকার উপাসক প্রভৃতি সকল লোকেরই বহুমান্য প্রামাণ্য ও সর্ব্ববেদার্থসারসংগ্রহ এবং সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের শিরোমণিভূত ভগবদ্গীতায় এরূপ ভগবন্নি-দেশ দৃষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি লিখিত দুরাচারপরায়ণ ব্যক্তিও, বিষ্ণুভজনে সাধু ও সদাচারী বলিয়া গণ্য ও মান্য হইবেক, তখন স্মৃতিরত্ন মহাশয় এবং তদনুরূপ তাদৃশাশয় অপর অপর মহাশয়েরা যে তাদৃশ ব্যক্তিকে বৈষ্ণব নহে, ও বৈষ্ণব হয় না ইত্যাদি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অমান্য করতঃ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় করিয়াছেন কিম্বা করিয়া থাকেন তাহা কত দূর ন্যায়োপেত কি বিচারসঙ্গত বা ধর্ম্ম-শাস্ত্রসম্মত তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এক্ষণে বৈষ্ণবের পারিভাষিক লক্ষণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে প্রদ-

র্শিত হইতেছে যথা হরিভক্তিবিলাসধৃত স্কন্দপুরাণবচন ও পদ্মপুরাণবচন, যথা

পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
নৈকাদশীং ত্যজেদ্যস্তু যস্য দীক্ষাঽস্তি বৈষ্ণবী॥
সমাত্মা সর্ব্বজীবেষু নিজাচারাদবিপ্লুতঃ।
বিষ্ণ্বর্পিতাখিলাচারঃ স হি বৈষ্ণব উচ্যতে॥ ১৩৩॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥ ১৫॥

পরম আপদের দশায় অথবা বিশেষ হর্ষ উপস্থিতির অবস্থায়ও যে ব্যক্তি একাদশী ব্রত ত্যাগ না করে এবং যাহার বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা লওয়া হইয়াছে, ও বৈষ্ণবধর্ম্মাচরণ হইতে পরিভ্রষ্ট নহে, এবং সর্ব্ব জীবে সমবুদ্ধি এতাদৃশ ব্যক্তি যাঁহার সমুদয় ধর্ম্ম আচরণ বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়াছে, তিনিই বৈষ্ণবপদের বাচ্য॥ ১৩৩॥

যিনি বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা লইয়াছেন এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তাদৃশ ব্যক্তিকেই অভিজ্ঞ লোকেরা বৈষ্ণব বলিয়া নির্দ্দেশ এবং তদ্ভিতর ব্যক্তিকে অবৈষ্ণব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ১৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীমদুদ্ধবপ্রশ্নোত্তরে ভগবান্ কহিয়াছেন যে,

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

আমি বেদে যে বর্ণ ও আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম্ম আদেশ করিয়াছি তাহার আচরণে তাদৃশ গুণ এবং অন্যথায় তাদৃশ দোষ হয়, ইহা সম্যক্‌রূপ অবগত হইয়াও যিনি স্বীয় সমুদয় ধর্ম্ম সকল সম্যক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে ভজনা অর্থাৎ আমার নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করেন তিনিই পূর্ব্বোক্ত সাধু অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ।

এবং শ্রীভগবদ্গীতার সর্ব্বশেষে ভগবান্ ইহাই দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে,

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮ ॥ ৬৬ ॥

টীকানুযায়ী অনুবাদ। শ্রীভগবান্ ইতঃ পূর্ব্বে উপদিষ্ট বিষয় হইতেও পরম গুহ্য উপদেশ দিতেছেন। হে অর্জ্জুন! সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ বিধি নিষেধের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আমার শরণাগত হও, আর বিধি নিষেধ উল্লঙ্ঘন করতঃ মৎস্বরূপ বেদাদি শাস্ত্রের অবমাননা জন্য প্রত্যবায়ের কোনও আশঙ্কা, ভয়, কিম্বা শোচন, করিও না, আমিই তোমার যাবতীয় পাপ হইতে মোচন করিব ॥ ১৮ ॥ ৬৬ ॥

উপরে যাহা দর্শিত হইল, তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কোনও ব্যক্তি কোনও রূপ পাপাচরণ করিয়াও এবং ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আচরণ না করিয়াও, যদি ভগবন্নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপ, ভগবানের ভজন করে তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তিও সদাচারশীল সাধু বলিয়া গণ্য ও মান্য হইবেক এমন কি ব্রাহ্মণকর্ত্তব্য সমুদয় কার্য্যও করিতে পারিবেক ইহাতে অতিশয় সুস্পষ্টতর শাস্ত্রীয় যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ আছে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে,

শ্রীহরিভক্তিবিলাসীয় ধৃত বিলাসস্থত স্কন্দপুরাণবচন। যথা, এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ। ২২৩। তথা স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে চাতুর্মাস্যব্রতে শালগ্রামশিলার্চ্চাপ্রসঙ্গে, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন। তত্রৈবান্যত্র, স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ। পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদমিতি। অতো নিষেধকং যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং। অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ। বচনং যথা। ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ। প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ। ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতামিয়াৎ ॥ ২২৪ ॥

এই রূপে শালগ্রামশিলারূপী শ্রীভগবানকে ভগবৎপর (অর্থাৎ যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবৎপূজাপরায়ণ সৎ লোকেরা) স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) সকলেই স্বয়ং পূজা করিতে পারিবেক ॥ ২৩ ॥ আর স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মানারদসম্বাদে চাতুর্মাস্য-ব্রতকথনে শালগ্রামশিলাপূজাপ্রসঙ্গে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সৎ অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণব শূদ্রের, শালগ্রামশিলা পূজায় অধিকার আছে অন্যের অর্থাৎ অবৈষ্ণব শূদ্রের কদাচ অধিকার নাই। ঐ স্কন্দপুরাণে অন্য স্থলে ভিন্ন প্রকরণে উক্ত আছে যে, স্ত্রীলোকই হউক অথবা শূদ্রজাতি ব্যক্তিরাই বা হউক, আর ব্রাহ্মণেরা ও ক্ষত্রিয়াদি লোকেরা শালগ্রামশিলাচক্র পূজা করিয়া শাশ্বতপদ লাভ করিয়া থাকে ॥ অতএব এ বিষয়ে "শুচিই হউক কিম্বা অশুচিই হউক কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই আমি পূজ্য, স্ত্রীলোক এবং শূদ্রজাতি লোকের করসংস্পর্শ আমাকে বজ্র অপেক্ষারও অতি দুঃসহ বোধ হয়। প্রণব উচ্চারণ শালগ্রাম শিলা অর্চ্চন ও ব্রাহ্মণীগমন করিলে শূদ্রের চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয়"। ইত্যাদি যে সকল স্পষ্ট নিষেধক বচন শুনা যায়; সে সমুদয় বচনকেই তত্ত্বদর্শিরা অবৈষ্ণব বিষয়ক স্থির করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ২২৪ ॥

টীকা যথা। এবং লিখিতপ্রকারেণ শালগ্রামশিলাত্মকঃ তৎস্বরূপঃ শ্রীভগবানেবেতি তদ্ভজনে সর্ব্বেষামধিকারোঽভিপ্রেতঃ। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি সর্ব্বৈর্দ্বিজাদিভির্জনৈঃ সম্যক্ পূজ্য ইতি। তত্র দ্বিজৈরিতি ত্রিবর্ণৈর্ব্বিপ্র-ক্ষত্রিয়বৈশ্যৈরিত্যর্থঃ। ননু ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মমেত্যাদিশালগ্রামশিলাপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভগবদ্বচনেন স্ত্রীশূদ্রাণাং তৎপূজা নিষিধ্যতে। তত্র লিখন্তি ভগবৎপরৈরিতি। যথাবিধিবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ২২৩ ॥ তদেব শ্রীনারদোক্ত্যা প্রমাণয়তি ব্রাহ্মণেতি সতাং বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং শালগ্রামে শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে। অন্যেষাং অসতাং শূদ্রাণাং। অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাণে। অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েদিতি। এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহমিতি বচনস্য বিরোধাৎ ন্যাৎসম্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিদং মন্তব্যং। যদি চ যুক্ত্যা

সিদ্ধং সমূলং স্যাত্তর্হি চাবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈস্তাদৃশীভিশ্চ স্ত্রীভিস্তৎপূজা ন কর্ত্তব্যা। যথাবিধিগৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকৈস্তু তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ং। যতঃ শূদ্রেষ্বন্ত্যজেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে। তথা চ নারদীয়ে। শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ। ইতি॥ ইতিহাসসমুচ্চয়ে। শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি। পাদ্মে চ। ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ ইতি এতদাদিকং চাগ্রে বৈষ্ণবমাহাত্ম্যে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি। কিঞ্চ ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। তথা চ তত্র, যথা কাঞ্চনতাং যাতীত্যাদি এতচ্চ প্রাগ্দীক্ষামাহাত্ম্যে লিখিতমেব। অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতিবাক্যং। যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ। ইতি। সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা। তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসম্বাদে। তীর্থাশ্বত্থতুলসী গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ং। মদ্ভক্তশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মমেতি। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজবর্ণনে। সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ। ইতি। অচ্যুতঃ গোত্রং প্রবর্ত্তককুলং যেষাং বৈষ্ণবানাং তেভ্যোঽন্যত্র চেত্যর্থঃ। তথা তন্মহারাজস্যোক্তৌ। মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিভিস্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ। দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্দ্বিজানামিতি। অত্র স্বামিপাদানাং টীকা। মহত্যশ্চ তা ঋদ্ধয়শ্চ তাভির্ব্বাজকুলস্য তেজস্তৎ তস্মাৎ সকাশাদ্দ্বিজানাং বিপ্রাণাং কুলে অজিতো দেবতা পূজ্যো যেষাং বৈষ্ণবানাং তেষাঞ্চ কুলে মা জাতু প্রভবেৎ কদাচিদপি প্রভবং ন করোতু। কথম্ভূতে সমৃদ্ধিভির্বিনাপি স্বয়মেব তিতিক্ষাদিভির্দ্দেদীপ্যমান ইতি। পুরঞ্জনোক্তৌ চ। তস্মিন্ দধে দমমহং তব বীরপত্নি যোঽন্যত্র ভূসুরকুলাৎ কৃতকিল্বিষস্তম্। পশ্যে ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যামন্যত্র বৈ মুররিপোরিতরত্র দাসাদিতি। তত্রাপি সৈব টীকা। হে

ধীরপত্নি যস্তে কৃতাপরাধঃ তস্মিন্নহং ব্রাহ্মণকুলাদস্তত্র অকিঞ্চন মুররিপু-
দাসাদিভক্তত্র চ মমাং গবে দণ্ডং করোমীত্যাদি। ঈদৃশানি চ বচনানি শ্রী-
ভাগবতাদৌ বহূন্যেব সন্তি। ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব
সিদ্ধ্যতি কিঞ্চ বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদিত্যাদিবচনৈর্বৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যো
নীচজাতিজন্মনামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং নির্দ্দিষ্টমেতেষাং। অতএবোক্তং
শ্রীভগবতা শ্রীহয়গ্রীবেণ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে পুরুষোত্তমপ্রতিষ্ঠাহস্তে। মূর্ত্তি-
পালাস্তু দাতব্যা দেশিকার্দ্ধেন দক্ষিণা। তদর্দ্ধং বৈষ্ণবানান্তু তদর্দ্ধং তদ্দ্বিজন্মনা-
মিতি অতো যুক্তমেব লিখিতং সর্ব্বৈর্ভগবৎপরৈঃ সংপূজ্য ইতি তথা চ
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধস্থাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজন-
মুক্তং ; ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মব্যাধস্য বচঃ। জগ্মৌ স চ সমাসীর
মর্শরাবাস তাবুভৌ। নির্ব্বিকল্পমনসৌ বৃক্ষাবাসনস্থৌ নিজৌ গুরু। শাল-
গ্রামশিলাঞ্চৈব তৎসমীপেষু পূজিতাম্॥ ইতি। অত্রাচারশ্চ সতাং
মধ্যদেশেঽস্মিন্ বিশেষতো দক্ষিণদেশে চ মহত্তমানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং
প্রমাণমিতি দিক্। এবং শ্রীভাগবতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং
জ্ঞাতব্যঃ যতো বিধিনিষেধা ভগবদ্ভক্তানাং ন ভবন্তীতি। দেবর্ষিভূ-
তাপ্তনৃণাং পিতৃণামিত্যাদি বচনৈঃ। তথা কর্ম্মপরিত্যাগাদিনাঽপি ন
কশ্চিদ্দোষো ঘটত ইতি তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীতেতি যদা যস্যানুগৃহ্নাতি
ভগবানিত্যাদিবচনৈশ্চ ব্যক্তং বোধিতমেবাস্তি। এতৎ সর্ব্বমগ্রে শ্রীবৈষ্ণব-
মাহাত্ম্যে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি॥ ২২৪॥

এইরূপ পূর্ব্বলিখিত প্রকারে শালগ্রামশিলা স্বরূপ শ্রীভগবানই
নির্ণীত হইল, এই হেতু তাঁহার ভজনে সকল জাতিরই যে অধিকার
আছে ইহা অভিপ্রায়সিদ্ধ হইল ; তাহাই বিশেষরূপ ব্যক্ত করিয়া
বলিতেছেন যে সকল কর্ত্তৃক অর্থাৎ দ্বিজ প্রভৃতি সকল লোক কর্ত্তৃক
সেই শালগ্রামশিলা সম্যক্ পূজনীয়। দ্বিজ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়
ও বৈশ্য। আর, ব্রাহ্মণ, শুচিই হউক বা অশুচিই হউক, আমি তাহারই
পূজনীয় ; স্ত্রী ও শূদ্রের হস্তস্পর্শ আমাকে বজ্রপাত সমান জ্ঞান হয় ;
ইত্যাদি, শালগ্রামশিলা প্রকাশীয় ভগবদ্বচনে, স্ত্রী ও শূদ্র কর্ত্তৃক যে
তাঁহার পূজা করার নিষেধ প্রতীত হইতেছে তদ্বিষয়ে লিখিতেছেন যে
উহা ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে নহে, তদ্ভিন্ন যে সকল স্ত্রী ও শূদ্র

তাহাকেই বুঝাইবেক। ভগবৎপর শব্দের অর্থ এই যে যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা লইয়া ভগবৎপূজাপরায়ণ লং, শূদ্র ও স্ত্রী লোক ব্যতীত অন্ত স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে জানিবেক॥২২৩॥ ইহা নারদবচন দ্বারা সপ্রমাণ করিতেছেন "ব্রাহ্মণেত্যাদি" লং অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণব, শূদ্র লোকের, শালগ্রামে অর্থাৎ শালগ্রামশিলা পূজার অধিকার আছে। অন্যের অর্থাৎ অসৎ শূদ্রের উহাতে অধিকার কদাচ নাই। অতএব শূদ্র অধিকারে বায়ুপুরাণে উক্ত আছে যে, শূদ্র ব্যক্তি কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিবেক না, নিজে প্রকৃষ্ট দান করিবেক, বৃত্তি নিমিত্ত কৃষিকর্ম্মও অবলম্বন করিতে পারিবেক, পুরাণশাস্ত্র শ্রবণ করিবেক এবং নিত্য শালগ্রামশিলার পূজা করিবেক। মহাপুরাণের এইরূপ সকল ভূরি ভূরি বচনের সহিত "আমি ব্রাহ্মণেরই পূজ্য" ইত্যাদি একটি মাত্র বচনের বিরোধ দেখিয়া অনুমান হয় যে, মাৎসর্য্যপর কোনও স্মার্ত্তে উহা কল্পনা করিয়া থাকিবেন আর যদিও ঐ বচন যুক্তিসিদ্ধ ও সমূলক বলিয়া স্থির হয় তাহা হইলে অবৈষ্ণব শূদ্র কর্ত্তৃক এবং তাদৃশ স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক উহার পূজা কর্ত্তব্য নহে, আর যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত স্ত্রী ও শূদ্র কর্ত্তৃক উহা কর্ত্তব্য, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে সকল বচনেরই বিরোধ মীমাংসিত হইয়া যায়। যেহেতু অন্ত্যজশূদ্রের মধ্যেও যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত তাহাদিগকে শূদ্র বলা যায় না। ইহা নারদপুরাণে উক্ত আছে যে, হে মহীপাল, চণ্ডাল ও বিষ্ণুভক্ত হইলে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতেও অধিক মাননীয়। ইতিহাস সমুচ্চয়েও কথিত আছে যে, ভগবদ্ভক্ত শূদ্র বা নিষাদ অথবা চণ্ডালকেও, যে ব্যক্তি জাতিসামান্যাকারে অবলোকন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে যায়। পদ্মপুরাণে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, শূদ্র প্রভৃতি নীচ জাতি ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত হইলে উহাদিগের আর শূদ্রত্ব থাকে না, উহারা ভাগবত মনুষ্য বলিয়া কথিত হয়। আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিম্বা শূদ্রের মধ্যে যে কোনও জাতির লোক হউক না কেন যাহারা জনার্দ্দন হরিতে ভক্ত নহে তাহারাই শূদ্র। এতদ্বিষয়ক আর আর প্রমাণ বচন সমুদয় বৈষ্ণবমাহাত্ম্য প্রকরণে বিস্তর রূপে পরে প্রকাশিত হইবেক। এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে যে, ভগবন্মন্ত্রদীক্ষার প্রভাবে শূদ্র প্রভৃতিরও বিপ্রতুল্যতা সিদ্ধই আছে,

এ বিষয়ে দীক্ষামাহাত্ম্যে যথা "কাঞ্চনতাং যাতীত্যাদি" প্রমাণ বচনে সমর্থিত করিয়া পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে দেবহূতির বচন এই যে, কুকুরভোজী চণ্ডালেও কদাচিৎ তোমার নাম শ্রবণ অথবা অনুকীর্ত্তন করিলে কিম্বা তোমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক আহ্বান অথবা স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ শুচি হইয়া স্বয়ং সোমযাগ করণে যোগ্য হয়, তোমার দর্শনে যে পবিত্র হইবেক ইহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব তোমার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। হে প্রভো! কি আশ্চর্য্য তোমার নামের মহিমা! দেখ এই কারণেই চণ্ডালও পরম-পূজ্য হইয়া যায়, যেহেতু যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান হয়, সে ব্যক্তি শ্বপচ চণ্ডাল হইলেও পূজ্য হয়। ফলতঃ যে সকল পুরুষ তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাঁহারাই যথার্থ তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই সমুদয় তীর্থে যথার্থ স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ সদাচারী এবং তাঁহারাই যথার্থ বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, অর্থাৎ তোমার নাম কীর্ত্তন করিলে তপস্যা অগ্নিহোত্র তীর্থস্নান সমুদয় সদাচার এবং বেদাধ্যয়ন প্রভৃতির ফলপ্রাপ্তি হয় সুতরাং তোমার নাম কীর্ত্তন শ্বপচকেও অতি পবিত্র করিয়া তাহার অতিপূজ্যতা বিধান করে। এই প্রমাণ বচন অনু-সারে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণের সহিত একত্র গণনা করা হইয়া থাকে। যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবান্ কহিয়া-ছেন যে, তীর্থ সকল, অশ্বত্থ বৃক্ষ সকল, গাভি সকল, ব্রাহ্মণ সকল, এবং আমার ভক্ত সকল এই পাঁচটিই আমার শরীর বলিয়া জানিবে। ফলতঃ ইহাদিগের প্রত্যেকটিকেই আমি স্বয়ং এইরূপ বোধ করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীপৃথু মহারাজের বর্ণনে উক্ত আছে যে, তিনিই সপ্তদ্বীপ মধ্যে একমাত্র দণ্ডধারী হইলেন, তাঁহার আদেশ সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত হইয়াছিল কিন্তু ব্রাহ্মণকুল এবং অচ্যুতগোত্র অর্থাৎ ভগবান্ হরি যাহাদিগের গোত্রপ্রবর্ত্তক তাদৃশ বৈষ্ণব সকল ব্যতিরেকে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাঁহার দণ্ডবিধান ছিল ফলতঃ তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের প্রতি কখনও দণ্ডবিধান করেন নাই। আর ঐ স্কন্ধের একবিংশতি অধ্যা-য়েই পৃথু মহারাজের বাক্য যথা, আমি এক্ষণে প্রার্থনা করি যেন কোনও

রাজকুলের প্রভাব তেজঃ, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের কুলে কখনও প্রতাপ প্রকাশ করিতে না পারে, যেহেতু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের কুল, সমৃদ্ধি ব্যতিরেকেও তিতিক্ষা, তপস্যা ও বিদ্যা এই তিন মহর্দ্ধি দ্বারা আপনা আপনিই দেদীপ্যমান রহিয়াছে॥ আর ঐ স্কন্ধে সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে পুরঞ্জনের বচন যথা, হে বীরপত্নি, (অর্থাৎ আমি মহাবীর, তাহার ভার্য্যা তুমি) অতএব বল, কোন ব্যক্তি তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছে, যদি ভূদেবতাকুল অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুল, এবং মুররিপু শ্রীকৃষ্ণের দাস অর্থাৎ বৈষ্ণব না হয় তবে এখনি তাহার দমন করি অর্থাৎ দণ্ডবিধান করি, দেখ ভূদেব ব্রাহ্মণের কুল এবং হরিদাস বৈষ্ণবদিগের কুল, ব্যতিরেকে এই ত্রিলোকীমধ্যে বা ইহার বহির্ভাগে কুত্রাপি আর কাহাকেও আমি আমার সমক্ষে বীতভয় অথবা আনন্দে প্রফুল্লিত দেখিতে পাই না। এইরূপ ভূরি ভূরি বচন সকল, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বহুশাস্ত্রে আছে, সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের সমতাই বিচারসিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। আর দেখ, শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ে উক্ত আছে; পদ্মনাভ হরির পাদারবিন্দে বিমুখ ব্রাহ্মণ, সম্পত্তি, সৎকুলজন্ম, শারীরিক সৌন্দর্য্য, তপস্যা, বেদাধ্যয়নাদি জনিত পাণ্ডিত্য, শুদ্ধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পটুতা, তেজঃ অর্থাৎ কান্তি, প্রভাব অর্থাৎ কোষ দণ্ড হইতে জাত তেজঃ, দৈহিক বল, পৌরুষ অর্থাৎ উদ্যম, বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞা, এবং অষ্টাঙ্গ যোগ এই ইতঃপূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ গুণ, অথবা সনৎসুজাতোক্ত (ক) ধর্ম্ম, সত্য, দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, তপঃ, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীত, উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য, ও বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশ গুণযুক্ত হইলেও; তদপেক্ষা যাঁহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন; এবং প্রাণ, ভগবানে অর্পিত হইয়াছে, তাদৃশ চণ্ডালও বরিষ্ঠ। ইহার কারণ এই, গুণহীন নীচ ব্যক্তিতে হরিভক্তি দ্বারা সকল সদ্‌গুণেরই সম্যক্ আসক্তি হয়, সুতরাং

(ক) মহাভারতে সনৎসুজাতোক্তং যথা। ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চা-মাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য।

ঐ নীচতর তাদৃশ শ্বপচ প্রভৃতি ব্যক্তি, তাদৃশ নীচকুলকে সমূলে পবিত্র করে। আর হরিভক্তিবিহীন, গুণী ও মানী ব্যক্তিতে গুণ দ্বারা, প্রভূততর গর্ব্ব উৎপন্ন হইয়া আপনাকেই পবিত্র করিতে পারে না, তাহাতে অন্তের কথা দূরে থাকুক। ফলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির গুণে, গর্ব্বমাত্রই উৎপন্ন হয়, শুদ্ধিসম্পাদন হয় না, সুতরাং সে সকল গুণে অধিকতর হীন ও নীচপ্রকৃতি হইয়া যাইতে হয়। ইহা দ্বারা এবং তদনুরূপ অন্যান্য ভূরি ভূরি বচন দ্বারা অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নীচজাতিজাত ব্যক্তি বৈষ্ণব হইলে শ্রেষ্ঠ ও মান্য, ইহা সবিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে পুরুষোত্তমপ্রতিষ্ঠার অন্তে, ভগবান্ হয়গ্রীব কহিয়াছেন যে, শ্রীমূর্ত্তিরক্ষকদিগকে সেশিকার্দ্ধ দক্ষিণা দেওয়া কর্ত্তব্য তাহার অর্দ্ধেক বৈষ্ণবদিগকে এবং তাহার অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দৃষ্টে এবং আচার ব্যবহার ও যুক্তিতে ইহা শাস্ত্রসম্মত, বিচারসঙ্গত এবং বিবেচনাসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ভগবৎপর স্ত্রী ও শূদ্রে শালগ্রাম শিলা পূজা করিবেক এই লেখা কোনও রূপেই অন্যায্য ও অযুক্ত নহে। এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধকর্ত্তৃক শালগ্রামশিলার পূজনরূপ আচারও, দেখা যাইতেছে যথা, অনন্তর ধর্ম্মব্যাধের সেই বাক্য শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া তথায় রহিলেন, আর সেই ধর্ম্মব্যাধ, অতিপবিত্রবস্ত্রপরিধারী বৃদ্ধ ও আসনস্থ সেই দুই জন নিজ গুরুকে এবং তাঁহাদিগের সমক্ষে অতি সুন্দররূপে সম্যক্ পূজিত শালগ্রামশিলাকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া দেখাইয়া ছিলেন। এই রূপ আচরণ এখনও এই ভারতবর্ষের মধ্যদেশবাসী বিশেষতঃ দক্ষিণপ্রদেশবাসী মহত্তম শ্রীবৈষ্ণবদিগের অর্থাৎ রামাইৎ নিমাইৎ প্রভৃতি শ্রী ও রুদ্র এবং সনক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের সমাজে অদ্যাপিও প্রচররূপ আছে। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতির শালগ্রামশিলা পূজা বিষয়ে এই সদাচার প্রমাণমাত্র দিগ্দর্শন করা গেল। এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ পাঠেও বৈষ্ণবদিগের অধিকার আছে ইহার প্রমাণবচন শাস্ত্রে দেখিয়া লইবেন। যেহেতু ভাগবতভক্তদিগের পক্ষে, বিধি কি নিষেধ কিছুই নাই। ইহাতে অনেকানেক শাস্ত্রীয় প্রমাণবচন আছে। এই রূপ, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য বৈষ্ণবদিগের

কোনও দোষই ঘটে না. এই বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণবচন আছে, নিজ নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবান্ অনুগ্রহ করিলেই ঐ রূপ হয়, ইহা অগ্রে বৈষ্ণবমাহাত্ম্যপ্রকরণে সবিস্তর ব্যক্ত রূপে লিখিত হইবেক, ধর্ম্মশাস্ত্রেও উহা স্পষ্ট প্রকাশিতই আছে॥ ২২৪॥

এক্ষণে হলায়ুধাদি সুবিখ্যাত গ্রন্থকারবংশরত্ন বলিয়া রাজসভাসদের বহুমত শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নের বৈষ্ণব-লক্ষণ লেখা প্রকরণে একটি কৌতুকাবহ বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া এ স্থলে উহার উল্লেখ পূর্ব্বক আলোচনা না করিয়া আর ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকের ৪৩ পৃষ্ঠায় এবং ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে

"যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিও ব্রাহ্মণমাত্রকেই বৈষ্ণব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা

যা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধা ভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।
সন্ধ্যা উপাসতে যেন বিষ্ণুস্তেন উপাসিতঃ (খ)॥

সন্ধ্যা ও গায়ত্রী উভয়ই এক পদার্থ কেবল দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে মাত্র. যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন বিষ্ণুই তৎকর্ত্তৃক উপাসিত হন।"

(খ) সন্ধ্যা উপাসিতা যেন এই পাঠের পরিবর্ত্ত করাতে এবং উহার অনুবাদে যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন এই লেখা দ্বারা এবং নিম্নে উদ্ধৃত নির্ব্বাণতন্ত্রীয় বচনে উপাস্যন্তে প্রভৃতি পাঠ দেখিয়া, তাঁহার পরিগৃহীত প্রণালীতে অনেকে অনুমান করেন যে স্মৃতিরত্ন মহাশয় ভালরূপে বিবেচনা না করিয়াই তাদৃশ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকিবেন লিপিকর বা মুদ্রাকর বা শোধনকরের প্রমাদ বলিয়া নিজের ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যাকরণশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা অপ্রকাশ রাখিবার আর পথ রাখেন নাই।

আমার প্রকাশিত দ্বিতীয় পুস্তকে ৺ বৃন্দাবনধামের গোস্বামী মহাশয়দের লিখিত ৪র্থ সংখ্যক ব্যবস্থায় বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত ব্রাহ্মণের অবৈষ্ণবত্ব খণ্ডন পূর্ব্বক বৈষ্ণবত্ব প্রতিপাদন করা স্মৃতিরত্নের আবশ্যক বিধায় এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ হইল, আবার যখন বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবত্ব অপলাপ করা শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়াছেন এবং তদনুসারে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণকেও শাক্ত নির্দ্দেশ করিয়া বিষ্ণুপূজনে অনধিকারী বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার হেতু নিরূপণের প্রমাণ স্থলে, বোধ করি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা পরিশূন্য হইয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,

"নির্ব্বাণতন্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রকেই শাক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন চ শৈবা ন বৈষ্ণবাঃ।
উপাসন্তে যতো দেবীং সাবিত্রীং পরমাক্ষরীম্॥

সমস্ত ব্রাহ্মণই শাক্ত, অর্থাৎ শক্তিমন্ত্রোপাসক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, শৈব বা বৈষ্ণব হইতে পারেন না, যেহেতু তাঁহারা পরমাক্ষরী সাবিত্রী দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন"।

স্মৃতিরত্নের এই লেখাতে কৌতুকও হয়, দুঃখও হয়, আক্ষেপও হয়, চিন্তাও হয়, আশঙ্কাও হয়। হায়! হায়! পাপীয়সী ঈর্ষ্যা পিশাচী ও বিতণ্ডা বিদ্যাধরী স্কন্ধে আরোহণ করিলে কি কোনও মানুষেরই দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না? পূর্ব্বে যখন ব্রাহ্মণমাত্রের অবৈষ্ণবত্ব খণ্ডন করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা ব্যতিরেকেও বৈষ্ণবত্ব স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছিল, তখন তিনি বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত ব্রাহ্মণমাত্রের বৈষ্ণবত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন, কারণ তখন ব্রাহ্মণমাত্রের

বৈষ্ণবত্ব স্বীকার না করিলে, অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণুপূজা, এবং বিষ্ণুনৈবেদ্য, পাক কিম্বা স্পর্শ করার নিষেধ বিষয়ক শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন জন্য দোষের অপবাদ প্রভৃতি হয় না ও অন্যথা অনেক অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বিষ্ণু-পূজা করা অসিদ্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে পুনর্ব্বার ঐ শাস্ত্র অনুসারে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাও বিষ্ণুপূজা করা অসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণমাত্রের বৈষ্ণবত্ব খণ্ডন করা আবশ্যক হইয়াছে সুতরাং ব্রাহ্মণমাত্রকেই শাক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছেন, কারণ এখন ব্রাহ্মণ মাত্রের শাক্তত্ব স্থাপন না করিলে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগেরও (গোস্বামী প্রভৃতিরও) বৈষ্ণবত্ব খণ্ডন করা সম্পন্ন হয় না। এক্ষণে সকলে নিরপেক্ষ হইয়া বলুন, এরূপ পরস্পর বিষম বিরুদ্ধ লিখন কেহ কখনও এক লেখকের এক লেখনীর মুখ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়াছেন কি না ? স্মৃতিরত্ন মহাশয় গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি " এক্ষণে আমার ভ্রান্তি শান্তির নিমিত্ত আমার অবলম্বিত স্মৃতি ও পুরাণের কতিপয় বচনের শাস্ত্রান্তর সম্বাদ দ্বারা সদর্থ নিরূপণে প্রবৃত্ত হইতেছেন" (গ)। অধুনা আমার ভ্রান্তিশান্তিপূর্ব্বক স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের শাস্ত্রান্তর সম্বাদ শ্রবণ করিয়া সদর্থ জ্ঞান লাভে অভিলাষীরা, স্বেচ্ছাময় স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পূর্ব্ব লিখনে আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া " ব্রাহ্মণমাত্রই বৈষ্ণব." এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন অথবা

(গ) স্মৃতিরত্ন প্রকাশিত বিষ্ণুনৈবেদ্যমীমাংসা ৯৮ পৃষ্ঠা ৪ পং

তদীয় শেষ লিখনে আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া "ব্রাহ্মণমাত্র বৈষ্ণব নয় সকলই শাক্ত" এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন, সদর্থ নিরূপণে প্রবৃত্ত স্মৃতিরত্ন মহাশয়ই এতদ্বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে, বিলক্ষণ পটু ও সক্ষম, সুতরাং তিনিই তাহাদিগের সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। আমায় জিজ্ঞাসা করিলে আমি তৎক্ষণাৎ অক্ষুদ্ধচিত্তে কোনও সঙ্কোচ না করিয়াই এই উত্তর দিব যে হলায়ুধাদি সুবিখ্যাত গ্রন্থকার-বংশরত্ন বলিয়া আমাদের সভাবাজারীয় রাজসভাসদ নির্দ্দিষ্ট এবং রাজসভাসদের বহুমানিত শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁহার মত ও ব্যবস্থা সুতরাং উভয় ব্যবস্থাই শিরো-ধার্য্য করা উচিত ও আবশ্যক। মনু কহিয়াছেন শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ" ।২।১৪। যে স্থলে শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ ঘটে তথায় উভয়ই ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থাপিত॥ উভ-য়ই বেদবাক্য, সুতরাং উভয়ই সমান মাননীয়। বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধ স্থলে বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে বেদের মান রক্ষা হয় না। সেইরূপ এই উভয় ব্যবস্থাই এক লেখনী হইতে নির্গত সুতরাং উভয়ই সমান মাননীয়। বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক উভয় ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া না লইলে, আমার ভ্রান্তিশান্তিকারক ও সদর্থ নিরূপক এবং সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মান রক্ষা হয় না এবং রাজসভাসদের পুস্তকে যে পঞ্চদশ জন স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাদিগকে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক মহাশয় বলিয়া নির্দ্দেশ আছে তন্মধ্যে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের আরও কিছু বিশেষ নির্দ্দেশ আছে-সে নির্দ্দেশ এই যে হলায়ুধাদি সুবিখ্যাত

গ্রন্থকারবংশরত্ন অধ্যাপক এই সকল নির্দ্দেশে রাজসভাসদ প্রদত্ত বহু সম্মান করার রক্ষাপক্ষে এবং সভাবাজারীয় রাজ-সভাসদের আদেশ প্রতিপালনে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হয়। যাহা হউক আশ্চর্য্যের অথবা কৌতুকের বিষয় এই স্মৃতিরত্ন ভায়া অন্যের ভ্রান্তিশান্তি ও অসদর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু নিজের অসদর্থ নিরাকরণ ও ভ্রান্তি শান্তি পক্ষে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। যাহা দর্শিত হইল তদনুসারে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উভয় ব্যবস্থা স্থলে ই এই অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে যে বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত অর্থাৎ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বিষ্ণুপূজাদি বিষয়ে অনধিকার ইহাই অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বে ব্রাহ্মণমাত্রকে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিয়া বিষ্ণুপূজাদি বিষয়ে সকল ব্রাহ্মণেরই অধিকার নির্দ্দেশ এবং পরে ব্রাহ্মণমাত্রের শাক্তত্ব স্থাপন করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত (গোস্বামী প্রভৃতি) বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে বিষ্ণুপূজাদি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করিয়াছেন ফলতঃ উভয় স্থলেই অবৈ-ষ্ণব ব্রাহ্মণের ভগবান বিষ্ণুর পূজা প্রভৃতিতে অনধিকারের বিষয়ক স্বীকার অপরিহার্য্য। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন স্মৃতিরত্ন মহাশয়দের নিজের স্বীকার অনুসারে অবৈষ্ণব ও শাক্ত ব্রাহ্মণের বিষ্ণুপূজাদি বিষয়ে অনধিকার এবং বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে কি না।

আক্ষেপের বিষয় এই যে স্মৃতিরত্ন মহাশয় যে সকল লোকের নিকট হইতে প্রমাণ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ তান্ত্রিক সুতরাং নির্ব্বাণ-তন্ত্রের শ্লোক দিয়া আপা-

ততঃ উত্থিত বহ্নিবৎ প্রতীয়মান বচন সকলের নির্ব্বাণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। বেদ ও পুরাণ শাস্ত্রে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিলে তাদৃশ তন্ত্রবচনকে প্রমাণ স্থলে বিন্যাস করিতে কখনই উপদেশ দিতেন না। তন্ত্র বা আগম শাস্ত্র সকল শিবপ্রণীত বটে কিন্তু তন্ত্র কিম্বা আগমশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি তাহার সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ তন্ত্র কিম্বা আগম বাক্যকে প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন না। তন্ত্র কিম্বা আগম শাস্ত্র মোহশাস্ত্র, লোক মোহনের নিমিত্ত শিব ও বিষ্ণু, ঐ তন্ত্র বা আগম শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা,

চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবঃ স শিবস্তথা।
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥ ইতি
নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃতকূর্ম্মপুরাণবচনম্।

বিষ্ণু ও শিব কাপাল, নাকুল, বাম, পূর্ব্বভৈরব, পশ্চিমভৈরব, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত প্রভৃতি সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র করিয়াছেন।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্॥
ইতি নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃতপদ্মপুরাণবচনম্।

দেবি, শ্রবণ কর যথাক্রমে মোহশাস্ত্র সকল বলিব, যে মোহশাস্ত্রের শ্রবণমাত্রে জ্ঞানীরাও পতিত হয়। শৈব, পাশুপত প্রভৃতি মোহশাস্ত্র আমিই প্রথমতঃ কহিয়াছি।

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তেষাং নিষ্ঠা তু তামসী॥

করালভৈরবঞ্চাপি যামলং বামমেব চ।
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈবাং ভবার্ণবে॥

ইতি মলমাসতত্ত্বধৃতকূর্ম্মপুরাণবচনম্।

এই লোকে, বেদবিরুদ্ধ ও স্মৃতিবিরুদ্ধ যে নানাবিধ শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদয়ের তামসী গতি, অর্থাৎ তদনুসারে চলিলে অন্তে অধোগতি হয়। করালভৈরব, যামল, বাম, এবং এই রূপ অন্যান্য মোহশাস্ত্র সকল, ভবার্ণবে লোকমোহনের নিমিত্ত, আমি সৃষ্টি করিয়াছি।

এইরূপে তন্ত্র প্রভৃতি আগমশাস্ত্রকে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ মোহশাস্ত্র স্থির করিয়া অধিকারী ভেদে কোনও অংশ গ্রাহ্য করিয়াছেন। যথা

তথাপি যোঽংশো মার্গাণাং বেদেন ন বিরুধ্যতে।
সোঽংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তঃ কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্॥

ইতি নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃতসূতসংহিতাবচনম্।

তথাপি অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ হইলেও, আগমোক্তপথের যে অংশ বেদবিরুদ্ধ না হয়, কোনও কোনও অধিকারির পক্ষে সেই অংশ প্রমাণ।

আগমশাস্ত্রের অধিকারী কে, তাহাও নিরূপিত আছে। যথা

শ্রুতিভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।
ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ।
পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং মন্ত্রং বৈখানসাভিধম্।
বেদভ্রষ্টান্ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্॥

ইতি নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃতশাম্বপুরাণবচনম্।

বেদভ্রষ্ট এবং স্মৃতিপ্রোক্ত—প্রায়শ্চিত্ত—পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণ, ক্রমে বেদসিদ্ধির নিমিত্তে, তন্ত্রশাস্ত্র আশ্রয় করিবেক। বিষ্ণু

বেদভ্রষ্ট দিগের নিমিত্তে পঞ্চরাত্র, ভাগবত, বৈখানস মন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র কহিয়াছেন।

এইরূপ মোহশাস্ত্র সৃষ্টি করিবার তাৎপর্য্যও পদ্মপুরাণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তৈস্তৈর্জ্জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥
ইতি নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃতপদ্মপুরাণবচনম্।

বিষ্ণু শিবকে কহিতেছেন, তোমার কল্পিত আগমশাস্ত্র সমূহ দ্বারা লোককে আমাতে বিমুখ কর, এবং আমাকে গোপন কর, তাহা হইলে এই সৃষ্টিপ্রবাহ উত্তরোত্তর চলিবেক।

অতএব দেখ, যখন ভগবান্ বিষ্ণু ও শিব উভয়ে পরামর্শ করিয়া লোকমোহনের নিমিত্ত আগমশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং লোকদিগের অনায়াসে মোহ জন্মাইবার নিমিত্ত, শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের শাস্ত্র স্থির করিয়া দিয়া কলিযুগের লোকদিগকে কেবল আগমশাস্ত্র অনুসারে চলিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন "কলাবাগমসম্ভবঃ," এই আগমবাক্য অনুসারে, কলিযুগে কেবল আগমশাস্ত্র অনুসারেই চলিতে হইবেক, ইহাই ঐ মোহজনক আগমবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য। আর যখন আগমশাস্ত্র কেবল লোকমোহনের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত আগমবাক্য অবলম্বন করিয়া, কলিকালে পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার সম্ভাবনাও নাই; আগম বেদবিরুদ্ধ মোহনশাস্ত্র, পুরাণ, বেদ স্মৃতি অনুযায়ী ধর্ম্মশাস্ত্র এবং হেমাদ্রিকৃত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির দানখণ্ডীয় সপ্তম অধ্যায় ধৃত

যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিভিঃ কিল।
উভাভ্যাং যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণেষু গীয়তে॥ নারদীয়বচনম্

চারিবেদে যে সকল বিষয় দর্শিত হয় নাই. স্মৃতিশাস্ত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং চারিবেদে ও স্মৃতিশাস্ত্রে যাহা দেখা যায় না পুরাণ শাস্ত্রে সে সমুদয় প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাম্ প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ॥ মৎস্যপুরাণবচনম্।

ব্রহ্মা সকল শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণ শাস্ত্র প্রথম স্মরণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, অনন্তর তাঁহার চারি মুখ হইতে চারি বেদ বিনির্গত হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণ বচন অনুসারে পুরাণ শাস্ত্র, বেদ হইতেও যে পুরাতন ও মাননীয় তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আগমশাস্ত্রের অন্তর্গত মহানির্ব্বাণতন্ত্রীয় বচনে সিদ্ধান্ত স্থির, ও দৃষ্টান্তস্থল গণ্য, করিয়া ব্রাহ্মণ মাত্রকে শাক্ত বলা এবং তদনুসারে অসার অপদার্থ অমূলক তর্ক উপস্থিত করা কোনও মতেই শাস্ত্রসম্মত বিচারসহ বা বিবেচনাসিদ্ধ হইতে পারে না।

এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক ঐ সমস্ত পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, সকল যুগেই সে সমুদয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কি না। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা,

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হেতু, সত্যযুগের ধর্ম্ম সকল

অন্য, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য, এবং কলিযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য।

এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে, তবে কলিযুগের লোকদিগকে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক। তদ্বিষয়ে বৃহন্নারদীয় পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রে এই মাত্র নির্দ্দেশ আছে যে,

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। ইতি॥

সত্যযুগে প্রধান ধর্ম্ম যে তপস্যা, কলিতে সেই তপস্যা দ্বারা কোনও গতিরই সম্ভাবনা নাই, কেবল একমাত্র হরির নামই গতি। ত্রেতাযুগে প্রধান ধর্ম্ম যে জ্ঞান, কলিতে সেই জ্ঞানের দ্বারা কোনও গতিরই সম্ভাবনা নাই, কেবল একমাত্র হরির নামই গতি। দ্বাপরযুগে প্রধান ধর্ম্ম যে যজ্ঞ, কলিতে সেই যজ্ঞ দ্বারা কোনও গতিরই সম্ভাবনা নাই, কেবল একমাত্র হরির নামই গতি।

এবং শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধে ও দ্বাদশ স্কন্ধে নির্দ্দিষ্ট আছে যে

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽপি লভ্যতে॥

সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে মখ দ্বারা যাগ করিয়া, ও দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা, যাহা হয়, কলিতে এক হরি কীর্ত্তন দ্বারা তাহাই হয়॥ দোষনিধি কলির এই একটি মহদ্গুণ আছে, যাহাতে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনমাত্রেই বন্ধন মোচন হইয়া যায়, এবং পরমপদ পাওয়া যায়॥ কলিযুগে এক হরিনামসংকীর্ত্তন-

দ্বারাই সকল স্বার্থও পাওয়া যায়; এই জন্যই সারভাগী ও গুণজ্ঞ আর্য্যেরা কলির বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যথা,

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥ ইতি

সত্যযুগে ধ্যানকারী ব্যক্তি, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা যাগকারী ব্যক্তি ও দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাকারী ব্যক্তি, যাহা প্রাপ্ত হয়। কলি-যুগে কেবল কেশবসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাহাই পাওয়া যায়।

এস্থলে অন্যান্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্র বিহিত প্ররোচক সকাম ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল একমাত্র হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন পরমধর্ম্ম পরিগ্রহ সহকারে অবলম্বন করাতে, অন্যান্য স্মৃত্যুদিত ধর্ম্মকর্ম্ম পরিহার জন্য প্রত্যবায়ের আশঙ্কায় হরি-ভক্তিবিলাসের একাদশবিলাসধৃত পদ্মপুরাণবচন ও আদি-পুরাণবচনে এইরূপ মীমাংসা নির্দ্দিষ্ট আছে যে

মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্যদি।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ॥
স্মরন্তি মম নামানি যে ত্যক্ত্বা কর্ম্ম চাখিলম্।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ঋষয়ো ভগবৎপরাঃ। ইতি॥

ভগবান্ কহিতেছেন যে, মৎকর্ম্মকারী ব্যক্তির ক্রিয়ালোপ হইলে তিন কোটি মহর্ষিরা তাঁহার ক্রিয়া করিয়া দেন॥ যে যে ব্যক্তি, তান্ত্রিক বৈদিক সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার নাম স্মরণ করে ভগবৎপরায়ণ ঋষিরাই তাঁহাদিগের কর্ম্ম করিয়া দেন।

আর দেখ, শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশস্কন্ধ এবং প্রথমস্কন্ধ-বচনে নির্দ্দিষ্ট আছে যে,

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্বাঽভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বা ঽর্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ইতি
ভগবান্ কহিতেছেন যে, নির্ব্বেদ (অর্থাৎ কর্ম্মের ফল স্বরূপ ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বিরাগ) যাবৎ না হইবেক, তাবৎকাল পর্য্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম সমুদয় করিবেক, অথবা আমার নাম ও গুণ কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তন প্রভৃতিতে যাবৎ বিশ্বাস বা প্রীতি না হইবেক তাবৎ পর্য্যন্ত বেদস্মৃতিবিহিত যাবতীয় বর্ণাশ্রমকৃত্য যথাবৎ করিতে হইবেক। ফলতঃ বৈরাগ্য জন্মিলেই কর্ম্মত্যাগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া যখন প্রতীত আছে তখন বৈরাগ্যের ফলস্বরূপ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জন্মিলে যে, কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক তাহাতে আর কোনও প্রত্যবায়েরই আশঙ্কা কি? নারদ কহিতেছেন হে ব্যাস মহাভাগ, যে কোনও ব্যক্তি, নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম অনাদর সহকারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিপাদপদ্মের শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি নববিধ ভজনের অন্যতর একটীও সাধন করিতে করিতে অপক্কাবস্থায় অর্থাৎ ঐরূপ সাধনদশায়, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, অথবা কর্ম্মবিপাক বশতঃ ঐরূপ সাধনানুষ্ঠান হইতে ভ্রষ্ট, হইলেও শ্রুতিস্মৃত্যাদিত স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য তাহার কোনও প্রত্যবায়ই হয় না, সে কোনও অন্ত্যজ জাতিতে জন্মগ্রহণ করুক, কুত্রাপি কদাচ কি তাহার অনর্থ বা অমঙ্গল হয়? কখনই না কখনই না। আর হরিপাদপদ্ম ভজন ব্যতিরেকে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারাই বা কোন পুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়? ফলতঃ কিছুই নহে।

এবং মৎস্যপুরাণে উক্ত আছে

পরদাররতো বাপি পরাপকৃতিকারকঃ।
স শুদ্ধো মুক্তিমাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

পরদাররত বা পরের অপকারকারকই বা হউক হরিনামানুকীর্ত্তন দ্বারা সকল পাপ হইতেই শুদ্ধ হইয়া মুক্তি লাভ করে।

বৈশম্পায়নসংহিতায়

সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত বা সকল পাপ ক্রিয়াতেই রত হউক হরি-নামানুকীর্ত্তন দ্বারা সকল পাপ হইতেই মুক্ত হয় ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

বৃহন্নারদীয়ে

যথাকথঞ্চিদ্যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপি বা।
পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ শুদ্ধা মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ॥

ভগবানের নাম যথাকথঞ্চিৎ কীর্ত্তন অথবা শ্রবণ করা হইলেও অশেষবিধ পাপক্রিয়াবান্ লোকেরাও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিশেষরূপ শুদ্ধিলাভ করে এবং শুদ্ধ হইয়া মোক্ষপদ পায়।

স্কন্দপুরাণে

দানব্রততপস্তীর্থযাত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়োঃ দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥
যাতোঽপ্যতো হরের্নাম উগ্রাণামপি দুঃসহঃ।
সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ॥
মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥

যেহেতু দান, ব্রত, তপস্যা, ও তীর্থযাত্রা, প্রভৃতির এবং রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ ও অধ্যাত্মবস্তু জ্ঞানের এবং দেবলোক ও মহল্লোকের, সর্ব্বপাপহর শুভদায়ক যে সকল শক্তি সামর্থ্য ছিল, হরি সেই সকল বিষয়ের সেই সকল শক্তি সামর্থ্য আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় নামে স্থাপন করিয়াছেন। অতএব হরিনামের বায়ু অর্থাৎ যথা কথঞ্চিৎ ঈষৎ সম্বন্ধও, সূর্য্য যেমন অন্ধকারের পক্ষে সেই রূপ উগ্র উগ্র সকল পাপরাশির দূর হইতেই অত্যন্ত ক্ষয়কারী, হে ব্রাহ্মণগণ! ঋক্ পাঠ করিও না যজুঃ পাঠ বা সাম পাঠ আর করিও না কেবল গেয় ভগবান্ হরির গোবিন্দ নাম নিত্য নিত্য গান কর।

এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নামসংকীর্ত্তনং হরেঃ॥
স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥
ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুদ্ধত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈস্তদুত্তমঃ শ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥

অহে, যমানুচরগণ! যদিও এই পুরুষ (অজামিল) জন্মাবধি কোটি কোটি পাপ করিয়া আপনার ও আপন পরিজনের ভরণ পোষণ করিয়াছিল তথাচ এ ব্যক্তি, পরম প্রায়শ্চিত্ত পরম স্বস্ত্যয়ন ও মুক্তিদায়ক হরিনাম, অবশ হইয়া উচ্চারণ করিয়াছে। অর্থাৎ এই পুরুষ, আপনার নারায়ণ নামক প্রিয় পুত্রকে আহ্বান করিবার অভিপ্রায়ে "নারায়ণ! এখানে আইস" এই প্রকার চীৎকার দ্বারা আভাষরূপে নারায়ণ এই চতুরক্ষর নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতেই এই মহাপাপীর সকল পাপের নিষ্কৃতি করা হইয়াছে। যেহেতু স্বর্ণস্তেয়ী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, এবং স্ত্রীহত্যা, রাজহত্যা ও গোহত্যা কারী, এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মহাপাতককারী লোকের পাতক, মহাপাতক, অতিপাতক প্রভৃতি সকল পাপেরই ইহাই (নারায়ণ নাম কীর্ত্তনই) শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত; যেহেতু হরিনাম উচ্চারণ করিবামাত্রই ভগবান্ মনে করেন যে এই নামোচ্চারক ব্যক্তি আমার লোক, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। মনু প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী মুনিগণ পাপনিষ্কৃতির কারণ যে সকল ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহাতে পাপীরা তাদৃশ শুদ্ধ হয় না, ভগবান্ হরির নাম উচ্চারণমাত্রেই যাদৃশ শুদ্ধ হইয়া থাকে। দেখ নামোচ্চারণে পাপনাশ ব্যতীত অন্য ফলও জন্মিয়া থাকে

এবং উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণ সকলও প্রকাশ করিয়া দেয়, উহা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায়, পাপক্ষয়করণমাত্রে পরিক্ষীণ হয় না। আরও দেখ! ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ-নিষ্কৃতি হয় সত্য, কিন্তু পাপপথে পুনর্ব্বার মন ধাবমান হইলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত একেবারে সে সকল পাপের শোধক হইতে পারে না অতএব যে সকল ব্যক্তি, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় পাপের একবারে ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে ভগবান্ হরির নামকীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত ও এক ভগবানের নামই চিত্ত ও আত্মার সংশোধক। অতএব তোমরা এ ব্যক্তিকে (অজামিলকে) পাপীদিগের পথে লইয়া যাইও না যেহেতু মৃত্যুসময়ে ভগবান্ নারায়ণের নাম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করাতেই এ ব্যক্তির অশেষবিধ পাপের নিষ্কৃতি হইয়াছে।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

দেখ পুত্রাদির সঙ্কেতে, পরিহাসে, স্তোভে, গীতালাপ পূরণার্থে, অথবা অবজ্ঞা প্রভৃতি যে কোনও ক্রমে হউক না কেন, ভগবান্ নারায়ণের নাম গ্রহণ করিলেই অশেষবিধ পাতকের সংহার হয়॥

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাম্॥

অধিক কি বলিব, উচ্চস্থানাদি হইতে পতিত, পথে যাইতে যাইতে স্খলিত, ভগ্নাঙ্গ, সর্পাদি দ্বারা সাতিশয় দষ্ট, জ্বরাদি রোগে সন্তপ্ত, কিম্বা দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, অবশেও যদি কোনও পুরুষ, হরি এই শব্দটি উচ্চারণ করে, তাহাকেও নরকযাতনা অর্শে না॥

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥

আর এস্থলে এ ব্যক্তি পাপের প্রায়শ্চিত্তবোধে হরিনাম করে নাই বলিয়াও কোনও হানি নাই যেহেতু জ্ঞানেই হউক বা

অজ্ঞানে হউক উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ হরির নাম কীর্ত্তন করিলেই অগ্নির কাষ্ঠরাশি দাহের ন্যায় সমুদয় পাপরাশি ভস্মসাৎ হইয়া যায় ॥

ঐ ষষ্ঠস্কন্ধে ঋষিদিগের বচন যথা ;

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্ ।
শ্বাদঃ পুক্কশকো বাঽপি শুধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ ॥ ইতি

ব্রহ্মহত্যা পিতৃহত্যা গোহত্যা মাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা প্রভৃতি পাপক্রিয়াবান্ ব্যক্তি এবং কুক্কুরমাংসভোজী চণ্ডাল ও পুক্কশ প্রভৃতি নীচপ্রকৃতিক নীচজাতি লোকেরাও যাঁহার অর্থাৎ হরির নাম কীর্ত্তনে শুদ্ধ হইয়া যায় ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ এই সকল বিষয়ের সারগর্ভ মর্ম্ম উপদেশ অর্জ্জুনকে সংক্ষেপে কহিয়াছেন যথা,

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৬অং ৪৬ শ্লোক
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬অং । ৪৭শ্লোকং ॥

কৃচ্ছ্র অতিকৃচ্ছ্র প্রভৃতি তপঃপরায়ণ তপস্বী হইতে, অর্থশাস্ত্র বেত্তা জ্ঞানী হইতে এবং ইষ্টাপূর্ত্তপ্রভৃতি সকলকর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মী হইতেও মদুক্তযোগ অনুষ্ঠানকারী যোগীই শ্রেষ্ঠ ও অধিক-তর মান্য, সেই হেতু হে অর্জ্জুন তুমি সেই যোগ অনুষ্ঠান করিয়া যোগী হও ॥ ৪৬ ॥ আর যে ব্যক্তি আমার ভক্তিনিরূপক শ্রুতি ও পুরাণে দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বক আমাতে একান্ত আসক্তমনা হইয়া, নীলকমলশ্যামলকলেবর, আজানুলম্বিতশ্রীবরবাহুধর, দিবা-করকিরণবিকসিতকমললোচন, বিদ্যুদুজ্জ্বলবাসা, কিরীট কুণ্ডল কটক কেয়ূর কৌস্তুভ হার নূপুর ও বনমালা প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ বিরাজমান, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ নন্দনন্দনরূপী আমাকে, আমার, নাম ও লীলাকথার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা, ভজনা করে,

সে ব্যক্তি সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, (অর্থাৎ যুক্ততম) বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর মান্য ॥ ৪৭ ॥

আর দেখ স্কন্দপুরাণে

তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥

শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই লোকের উত্তম তপস্যা, বিশেষতঃ এই কলিযুগে। অতএব বিষ্ণুর প্রীতি নিমিত্তে অর্থাৎ অন্য কোনও কামনা ব্যতিরেকেও কলিযুগে ঐ শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন সম্যক্ রূপ আচরণ করিবেক।

এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥

হে নৃপ, কর্ম্মী জ্ঞানী ও মুক্ত এই ত্রিবিধ ব্যক্তিই হরিনামানুকীর্ত্তনকে তত্তৎকর্ম্ম ফলের সাধন, মোক্ষের সাধন, ও জ্ঞানের ফল বলিয়া, সাধক ও সিদ্ধ প্রভৃতি সকলেরই পক্ষে উহা, অকুতোভয় পরম শ্রেয়ঃকল্প ইহা নির্ণীত হইয়াছে ॥

এই নিমিত্তই শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে নিজদূতের প্রতি ধর্ম্মের স্বরূপলক্ষণ কথন প্রস্তাবে উহাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া যম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যথা

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ইতি

এই লোকে, ভগবানের নাম, শ্রবণ উপলক্ষে কর্ণ দ্বারা এবং কীর্ত্তন উপলক্ষে বাগিন্দ্রিয় দ্বারা, গ্রহণ করা প্রভৃতি কার্য্য কলাপে যে ভগবানে ভক্তিযোগ, উহাই লোকের পরম ধর্ম্ম।

এস্থলে প্রতিবাদী মহাশয়দের মধ্যে কেহ যদি এই আপত্তি উত্থাপন করেন

যে, হরিনাম কীর্ত্তনাদি করিলেই পরমধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা হয় এবং

পাতিত্য প্রভৃতি কোনও প্রত্যবায় হয় না “ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর কথা এবং ইহার সংস্থাপন করা সঙ্গত হয় না।” যেহেতু বেদার্থ মীমাংসক ভগবান্ জৈমিনি যেরূপ রীতিতে বেদার্থ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তদনুযায়ী, বেদানুসারী পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থাবধারণ করিবেক, মীমাংসাশাস্ত্রে ভগবান্ জৈমিনির এই উপদেশ আছে যে, “আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্।” ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে বিধি সমন্বিত বাক্যেরই অর্থাৎ যে বাক্যে কোনও বিধি আছে তাহারই প্রামাণ্য হয় ইহাতে অর্থবাদের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হওয়ায় মন্ত্রার্থবাদে পাছে দোষারোপ হয় তন্নিবারণার্থে ভগবান্ জৈমিনি ইহাও মীমাংসা করিয়াছেন যথা “স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ” ইহার তাৎপর্য্য এই যে অর্থবাদ বিধি, স্তাবকত্বে অন্বিত হয়, “এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় যমবচনে লিঙ্ অথবা লিঙর্থক লোটাদি নাই, অর্থাৎ বিধিবোধক কোনও পদ নাই সুতরাং তদ্বচন স্তাবকত্বে অন্বিত হওয়া ব্যতীত অন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। ফল কথা এই যে উল্লিখিত বচনে বিধিবোধক পদ নাই অতএব ঐ বচন অর্থবাদ, সুতরাং ঐ সকল বচনের প্রামাণ্য নাই, যদি ঐ সকল বচনের প্রামাণ্য না রহিল তাহা হইলে কলিযুগে কেবল হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি মাত্রই পরম ধর্ম্ম গ্রাহ্য ও অবলম্বনীয়, এ কথারও প্রামাণ্য রহিল না।

ইহাতে বক্তব্য এই, পূর্ব্বপ্রদর্শিত অন্যান্য ভুরি ভুরি প্রমাণ বচনে বিধিবোধক পদের প্রয়োগ আছে তথাপি ঐ শ্রীমদ্ভাগবতীয় ষষ্ঠস্কন্ধের যমবচন লইয়া যদি এতাদৃশ আপত্তি ও বিরোধই ঘটিবার সম্ভাবনা বোধ হয়, তাহা হইলে উহার মীমাংসা এই, ভগবান্ জৈমিনি পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে যে প্রণালীতে বেদার্থ মীমাংসা করিবার উপদেশ দিয়াছেন সেই প্রণালীতেই যে বেদানুযায়ী পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে হইবেক তাহার কোনও

নিয়ামক প্রমাণ দেখা যায় না। প্রত্যুত ভগবান্ জৈমিনি উক্ত দুই সূত্রে বেদার্থ মীমাংসার যে প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন স্মৃতি প্রভৃতির মীমাংসাস্থলে সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক না; তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পরাশর-ভাষ্যে পাওয়া যাইতেছে; যথা

অথোচ্যতে স্মৃতীনাং ধর্ম্মশাস্ত্রত্বাৎ তাসু ধর্ম্মমীমাংসানুসর্ত্তব্যা তস্মাৎ ন কস্যাপ্যর্থবাদস্য বাক্যার্থে প্রামাণ্যমভ্যুপগম্যত ইতি তদেতদ্বচনং স্মৃতি-ভক্তম্মন্যস্য মীমাংসকম্মন্যস্য চানর্থায়ৈব স্যাৎ মূষিকভয়াৎ স্বগৃহং দগ্ধমিতি ন্যায়াবতারাৎ কস্যচিদর্থবাদস্য স্বার্থে প্রামাণ্যং ভবিষ্যতীতি ভয়েনার্থ-বাদৈকপ্রসিদ্ধানাং স্মর্ত্তৄণাং মন্বাদীনাং মীমাংসাসূত্রকৃজ্জৈমিনেশ্চ সদ্ভাব-স্যৈব পরিত্যক্তব্যত্বাদশেষেতিহাসলোপপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাৎ প্রমাণমেব ভূতার্থবাদঃ।

যদি বল স্মৃতিসকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সুতরাং ভগবান্ জৈমিনি ধর্ম্ম মীমাংসার যে প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারেই স্মৃতির মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। জৈমিনিপ্রোক্ত ধর্ম্মমীমাংসাপ্রণালীতে অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই, অতএব স্মৃতির মীমাংসা স্থলেও অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই। এরূপ কহিলে স্মৃতিভক্ত ও মীমাংসাভিমানী উভয়েরই বিপদ্ উপস্থিত হয়। মূষিকের উৎপাতভয়ে আপন গৃহ দগ্ধ করিয়াছিল সেই কথা উপস্থিত হইল। কখনও কোনও অনভিমত অর্থবাদের প্রামাণ্য উপস্থিত হইবেক, এই ভয়ে অর্থবাদ মাত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করিলে, মনু প্রভৃতি স্মৃতি-কর্ত্তা ও মীমাংসা শাস্ত্রকর্ত্তা জৈমিনি কোনও কালে বিদ্যমান ছিলেন, এই কথাও অস্বীকার করিতে হয়; কারণ তাঁহাদের বিদ্যমানতা বিষয়ে অর্থ-বাদ ব্যতীত আর কোনও প্রমাণ নাই; এবং সমুদয় ইতিহাস শাস্ত্রের প্রামাণ্য লোপ হইয়া যায়। অতএব অবশ্যই অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

অতএব পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই, সুতরাং "এতাবানের লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ

স্মৃতঃ” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় যমবচন প্রভৃতি অর্থবাদ বাক্য অপ্রমাণ এই আপত্তি ও সিদ্ধান্ত কোনও রূপেই সম্যক্ বিচারসিদ্ধ শাস্ত্রসম্মত এবং ন্যায়ানুগত হইতেছে না।

এক্ষণে কেহ যদি কোনও রূপেও উহাকে অর্থবাদ বোধে বা অর্থবাদের আশঙ্কায় অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করেন তাহার নিবারণ করিবার জন্য হরিনাম বিষয়ে অর্থবাদ কল্পনা করাতেও বিশেষ বিশেষ প্রত্যবায়ের বিধান প্রদর্শিত হইতেছে যথা হরিভক্তিবিলাসে একাদশবিলাসধৃত কাত্যায়নসংহিতাবচন,

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্॥

অর্থবাদ কল্পনা কথা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি হরিনাম বিষয়ে অর্থবাদের সম্ভাবনাও করে, মনুষ্য মধ্যে পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হয়।

এবং বৌধায়নের প্রতি ভগবান্ কহিতেছেন

যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদং।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্॥

যে মনুষ্য আমার নাম কীর্ত্তনের বিবিধ ফল শ্রবণ করিয়া, উহাতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না করে কিন্তু ইহাকে অর্থবাদ করিয়া মানে সেই ব্যক্তিকে ইহ সংসারে নানাবিধ ঘোর যাতনায় অতিশয় পীড়িতাঙ্গ করতঃ দুঃখসমূহে অর্থাৎ নরকে নিক্ষেপ করি।

অতএব শ্রীভগবান্ হরির নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বিষয়ে কোনও রূপেই অর্থবাদ কল্পনা করিয়া ঐ পরম ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করা বা উহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করা কোনও ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে কোনও মতেই ন্যায়ানুগত শাস্ত্রসম্মত বা বিচারসঙ্গত হইতে পারে না।

আর দেখ বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত ব্যক্তির উপদিষ্ট মন্ত্রে নরকপাত হয় বলিয়া যে গুরুকে (সুপথগামী বা অপথস্থই হউন) কখনও পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না, এমন কি হরি রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষাকর্ত্তা আর গুরু রুষ্ট হইলে আর রক্ষা নাই, এইরূপ নানা শাস্ত্রীয় ভূরি ভূরি বচন দ্বারা কোনও রূপেই ত্যাগ বা অমান্য করা বিধেয় নহে; এমন স্থলেও যদি মন্ত্র উপদেশ গ্রহণের পর বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত নহে বলিয়া সেই গুরুর বিশেষ রূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে তাদৃশ অবৈষ্ণব গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও গুরুলক্ষণোক্ত অন্যান্য গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট পুনর্বার মন্ত্র উপদেশ গ্রহণ করিবার বিধিও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা হরিভক্তিবিলাসে চতুর্থবিলাসধৃত পাঞ্চরাত্রবচন যথা

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ ॥ ১৪৪।

তট্টীকা যথা। মার্গস্থোঽপ্যমার্গস্থ ইত্যনেন উপদেষ্টারমিত্যাদিনা চ কথঞ্চিদ্‌গুরুর্ন ত্যাজ্য ইতি লিখিতং অধুনা তত্র মোহাদবৈষ্ণবো গুরুঃ কৃতশ্চেত্তর্হি স পরিত্যাজ্য ইতি প্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বত্রাপবাদং লিখতি অবৈষ্ণ-বেতি। গ্রাহয়েদিতি স্বার্থে ইন্ মন্ত্রং গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ। যদ্বা সাধুজন-স্তাদৃশং জনং কৃপয়া মন্ত্রং গ্রাহয়েদিত্যর্থঃ। বৈষ্ণবাৎ প্রায়ো ব্রাহ্মণা-দেবেতি জ্ঞেয়ং পূর্ব্বং গুরুলক্ষণে তথালিখনাৎ ॥ ১৪৪ ॥

মার্গস্থই হউন আর অমার্গস্থই হউন গুরু কখনই ত্যাজ্য নহেন ইত্যাদি বচন এবং উপদেষ্টারমিত্যাদি বচনে কোনও রূপেই গুরু ত্যাজ্য নহেন ইহা পূর্ব্বে যে লিখিয়াছেন এক্ষণে যদি ভ্রম প্রমাদাদি বশতঃ অবৈষ্ণব ব্যক্তিকে গুরু করা হয় তাহা হইলে উহার পরিত্যাগ বিধেয় এই প্রসঙ্গে পূর্ব্ব লিখিত বিষয়ের অপবাদ লিখিত হইতেছে। অবৈষ্ণব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রে নরক গমন

হয় অতএব পুনর্ব্বার সম্যক্ দীক্ষাগ্রহণের বিধি অনুসারে বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে স্বয়ং মন্ত্রগ্রহণ করিবেক। অথবা সাধু ব্যক্তি তাদৃশ লোককে কৃপা করিয়া বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে পুনর্ব্বার মন্ত্র গ্রহণ করাইয়া দিবেন। বৈষ্ণব গুরু বলিতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে বুঝাইবেক যেহেতু পূর্ব্বোক্ত গুরুলক্ষণে ঐরূপ লিখিত আছে।

ইহাতে অবৈষ্ণব তাদৃশ গুরুর ত্যাগ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ দেখা যাইতেছে সুতরাং পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ বচনে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির এতাদৃশ গৌরব বিধান দেখিয়া অকারণ আমার প্রতি ক্রোধ না করিয়া শাস্ত্রকারদিগের উপর ক্রোধ পূর্ব্বক গালি দিয়া ও অভিশাপ দিয়া তাহাদিগকে উৎসন্ন করিয়া দিতে প্রয়াস করা উচিত ছিল।

দেখ স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মনারদসম্বাদে এবং অন্যপ্রকরণে উক্ত আছে

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥ ইতি
বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বাঽমৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙক্তে হালাহলং বিষম্॥ ইতি চ॥

যে ব্যক্তি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে ব্যক্তির নিজ মাতাকে ত্যাগ করিয়া চণ্ডালী বন্দনা করার ন্যায় কার্য্য করা হয় এবং অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ ভোজন করার ন্যায় কার্য্য করা হয়॥

এবং মহাভারতে ও হরিবংশে শিববাক্যে নির্ণীত আছে যে

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥ ইতি॥

অনাদৃত্য তু যো বিষ্ণুমন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ।
গঙ্গাম্ভসঃ স তৃষ্ণার্ত্তো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি॥ ইতি॥
হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাত কেশবম্॥ ইতি চ॥

যে ব্যক্তি অজ্ঞান বা মোহবশতঃ বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে উপাসনা করে সে ব্যক্তি সুবর্ণরাশি পরিত্যাগ করিয়া যেমন ধূলিরাশি গ্রহণের ইচ্ছা করে। বিষ্ণুকে অনাদর করিয়া যিনি অন্য দেবের সম্যক্ রূপ আশ্রয় লয়েন; তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির গঙ্গাজল অনাদর করিয়া মৃগতৃষ্ণা (অর্থাৎ সূর্য্যকিরণে একপ্রকার জলভ্রম) অনুধাবন করার ন্যায় তাঁহার ঐ কার্য্য করা হয়॥ হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা সত্ত্বসংস্থিত; হরিই আপনকাদিগের সদা আরাধনীয় অতএব সর্ব্বদা আপনারা বিষ্ণুমন্ত্র জপ করুন এবং কেশবকে সর্ব্বদা ধ্যান করিতে থাকুন॥

যে সকল শাস্ত্র প্রদর্শিত হইল তাহাতে বিষ্ণু ভিন্ন উপাসনা করা বিফল; সকল জাতি ও সকল আশ্রমির পক্ষেই এই বিধি ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে তাঁহাকে নিবেদিত পদার্থের (অর্থাৎ মহাপ্রসাদ বা নৈবেদ্যের) স্বরূপ যাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে যথা।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে, এবং স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারস্তু নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্তন্তে পুনঃ॥ ইতি॥
পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥ ইতি চ॥

হে ব্রাহ্মণগণ! জগদীশ্বর হরিকে নিবেদিত অন্ন ও পানীয় প্রভৃতি যে কিছু পদার্থ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর সদৃশ নির্ব্বিকার ব্রহ্মবৎ বস্তু হয় উহাতে আর ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিতে নাই। দ্বিজাতিমধ্যে কেহ জাতিগর্ব্ব বশতঃ উহার ভক্ষণে চিত্তে বিকার উপস্থিত করিলে তাঁহারা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ও দারাপুত্র রহিত অর্থাৎ নির্ব্বংশ হইয়া তাদৃশ নরকে গমন করেন, যে নরক হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ উহা হইতে উদ্ধারের উপায় থাকে না॥ দেবতা, সিদ্ধ এবং ঋষিরা বিষ্ণুনৈবেদ্যকে পবিত্রতা বিধায়ক বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন সুতরাং অন্য-দেবতাকে নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়॥

শেষোল্লিখিত স্কন্দপুরাণীয় বচন, আহ্নিকতত্ত্বে স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন বহ্বৃচ গৃহ্যপরিশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়া "তত্তু একান্তবৈষ্ণবপরমিতি ভূষণঃ" ঐ বচন যে একান্ত বৈষ্ণবপর, ইহা ভূষণ বলিয়াছেন" এইরূপ নির্দ্দেশ করাতে এবং নিজের অভিপ্রায় কোনও চূর্ণক লেখা দ্বারা প্রকাশ না করাতে তাঁহার নিজের তাৎপর্য্য, সকলের অনায়াসেই প্রতীত হইতেছে। সে যাহা হউক প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উল্লিখিত সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা কুলভদ্র নামক ব্রাহ্মণের তণ্ডুলমিশ্রিত ভগবন্নৈবেদ্যাংশ প্রক্ষেপের বিষয় পুনঃ স্মৃতিপথে উদয় হইল। কুলভদ্র সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা হইয়া যে বিষ্বক্‌সেন প্রভৃতি পার্শদ দেবতাকে ভগবন্নিবেদিত অন্নাদি নৈবেদ্য, তণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক বলি প্রদান ব্যতিরেকে এতাদৃশ ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকার বিষ্ণুসম মাননীয় মহাপ্রসাদ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা কোনও মতেই সম্ভবে না। আর যদিও কথঞ্চিৎ কুলভদ্রের আচরণে বিষ্ণুনৈবেদ্যে অন্ন প্রভৃতি

উপাদেয় পদার্থ সহযোগে আমতণ্ডুল দেওয়ার বিষয় বর্ণিত থাকে এবং উহা নির্ভর করিয়া আমতণ্ডুল দেওয়ার এক সদাচার, শাস্ত্র নিদর্শন বোধ করিয়া পূর্ব্বপ্রদর্শিত সমুদয় শাস্ত্রীয়-বচনকে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় বোধ করেন এবং কুল ভদ্রের দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া সাধারণ লোকের পরকালে জলাঞ্জলি দিবার উদ্যোগ করেন, তন্নিমিত্ত উহাতে আর যে কিছু আপত্তি বা বিরোধ উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা আছে সে সমুদয় উল্লেখ করিয়া মীমাংসা করা যাইতেছে। কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন, যদ্যপি সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা কুলভদ্রনামা ব্রাহ্মণের আচরণ অনুকার্য্যই না হইবেক, তবে "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" ইত্যাদি অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশই বা কি অভিপ্রায়ে ব্যক্ত হইয়াছিল? এ স্থলে বক্তব্য এই যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন, প্রধান লোকে যে সকল কর্ম্ম করে, সামান্য লোক সেই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে; অর্থাৎ প্রধান লোকের অনুষ্ঠানকে দৃষ্টান্ত স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সামান্য লোকে তদনুসারে চলে। এই ভগবদুক্তি উপদেশ বাক্য নহে; উহা পূর্ব্বগত উপদেশ বাক্যের সমর্থনার্থ লোকব্যবহার কীর্ত্তন মাত্র; যথা ভগবদ্গীতা তৃতীয়াধ্যায়ে

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ১৯॥

অতএব আসক্তিশূন্য হইয়া সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে, পুরুষ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

এইটি অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশবাক্য। এই

রূপে কর্ত্তব্যকর্ম্মকরণের উপদেশ দিয়া, তাহার ফল কীর্ত্তন ও প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেছেন

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

জনক প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষপদ পাইয়াছিলেন। লোকের উপদেশার্থেও তোমার কর্ম্ম করা উচিত ॥

অর্থাৎ জনক প্রভৃতি, আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া মোক্ষপদ লাভ করিয়াছেন। তুমিও তদনুরূপ কর তদনুরূপ ফল পাইবে। আর, তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, উত্তরকালীন লোকেরা, তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত হইবেক, সে অনুরোধেও তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা উচিত। আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, লোকে আমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবেক কেন, এই আশঙ্কার নিবারণার্থে কহিতেছেন;

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৩ ॥ ২১ ॥

প্রধান লোকে যে যে কর্ম্ম করেন, সামান্য লোকে সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে; তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করেন, লোকে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলে।

অর্থাৎ, সামান্য লোকে স্বয়ং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ নহে। প্রধান লোকে যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, বিহিতই হউক, নিষিদ্ধই হউক, তত্তৎকর্ম্মকে দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করিয়া উহাদের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব, তাদৃশ লোকদিগের শিক্ষার্থেও তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হওয়া আবশ্যক। তৃতীয় অধ্যায়ের ঊনবিংশ

শ্লোকে, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন, একবিংশ শ্লোক দ্বারা, লোকশিক্ষারূপ প্রয়োজন দর্শাইয়া, সেই উপদেশের সমর্থন করিয়াছেন। এই শ্লোক স্বতন্ত্র উপদেশ বাক্য নহে। লোকে সচরাচর যেরূপ করিয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা আমার কপোলকল্পিত নহে। তাদৃশ আপত্তিকারিদিগের সন্তোষার্থে আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইতেছে;

শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নত্বেনাভিমতো জনো যদ্ যদ্ বিহিতং প্রতিষিদ্ধং বা কর্ম্মানুতিষ্ঠতি তত্তদেব প্রাকৃতজনোঽনুবর্ত্ততে।

যাঁহাকে বেদজ্ঞ ও মীমাংসাদিশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞান করে, তাদৃশ ব্যক্তি, বিহিতই হউক, নিষিদ্ধই হউক, যে যে কর্ম্ম করেন, সামান্য লোকে তদ্দৃষ্টে সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে।

সামান্য লোকে সকল বিষয়ে প্রধান লোকের আচার দেখিয়া তদনুসারে চলিয়া থাকে; তাঁহাদের আচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুযায়ী কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখে না; ইহাই ঐ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে; নতুবা প্রধান লোকে যাহা করিবেক, সর্ব্বসাধারণ লোকের তাহাই করা উচিত; এরূপ উপদেশ দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। সর্ব্ববিষয়ে প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হওয়া সর্ব্ব সাধারণ লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। অতএব কত দূর পর্য্যন্ত তাদৃশ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলা উচিত শাস্ত্রকারেরা সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্‌। ২। ৬। ১৩। ৮।
তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়োন বিদ্যতে। ২। ৬। ১৩। ৯।
তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ। ২। ৬। ১৩। ১০।

প্রধানলোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ৮। তাঁহারা তেজীয়ান্‌, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। ৯। সাধারণ লোকে, তদ্দর্শনে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে এক কালে উৎসন্ন হয়। ১০।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীশুকদেব গোস্বামী কহিয়াছেন

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্‌।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ৩৩॥ ৩০॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাঽপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্‌॥ ৩৩॥ ৩১॥
ঈশ্বরাণাম্‌ বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৩৩॥ ৩২॥

প্রধান লোকদের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভোজী বহ্নির ন্যায় তেজীয়ান্‌দিগের তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না। ৩০। সামান্য লোকে কদাচ মনেও তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না। মূঢ়তাবশতঃ অনুষ্ঠান করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিব সমুদ্রসমুৎপন্ন বিষ পান করিয়াছেন, সামান্য লোকে বিষ পান করিলে মৃত্যু অবধারিত। ৩১। প্রধান লোকদিগের উপদেশ মাননীয়, ও কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদের আচারও মাননীয়। তাঁহাদের যে সমস্ত আচার তাঁহাদের উপদেশ বাক্যের অনুযায়ী; বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেক। ৩২।

এই দুই প্রধান ধর্ম্মসংহিতা শাস্ত্রে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, প্রধান লোকে অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের আচারমাত্রই সর্ব্বসাধারণ লোকের পক্ষে

সদাচার বলিয়া গণনীয় ও অনুকরণীয় নহে; তাঁহারা যে সকল উপদেশ দেন এবং তাঁহাদের যে সকল আচার তদীয় উপদেশের অবিরুদ্ধ, তাহারই অনুসরণ করা উচিত। এজন্য বৌধায়ন, একবারে প্রধানলোকের আচরণের অনুকরণ নিষেধ করিয়া, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানেরই বিধি দিয়াছেন যথা, পরাশরভাষ্যধৃত বৌধায়নবচন

অনুব্রত্তন্তু যদ্দেবৈর্ম্মুনিভির্যদনুষ্ঠিতম্।
নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তদুক্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥ ইতি

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। তাহারা শাস্ত্র প্রভৃতিতে দেব ও মুনি-কর্ত্তৃক উক্ত কর্ম্মই করিবেক॥

এবং এজন্যই মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য কেবল শ্রুতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী আচারই অনুকরণীয় বলিয়া বিধি প্রদান করিয়াছেন, যথা মনুসংহিতায়াং

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ। ১। ১০৮।
বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচারই পরম ধর্ম্ম।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়াঞ্চ

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্নিত্যমাচারমাচরেৎ। ১। ১৫৪॥

যে আচার শ্রুতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী সতত তাহারই সম্যক্ অনুষ্ঠান করিবেক।

এই সকল ও এতদনুরূপ অন্যান্য শাস্ত্র দেখিলে উল্লিখিত ভগবদ্বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাধারণ লোকে প্রধান লোকের

দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া সচরাচর চলিয়া থাকে, তুমি প্রধান, তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সাধারণ লোকে তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেক। অতএব, এই লোক শিক্ষার্থেও তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন উচিত নহে। নতুবা প্রধান লোকে যাহা করিবেক সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, ভগবদ্বাক্যের এরূপ অর্থ ও এরূপ তাৎপর্য্য নহে। সেরূপ হইলে শাস্ত্রকারেরা প্রদর্শিত প্রকারে প্রধান লোকদিগের ধর্ম্ম লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ কীর্ত্তন পূর্ব্বক, তদীয় আচরণের অনুকরণ বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণ লোককে সাবধান করিয়া দিতেন না। অতএব সর্ব্বতত্ত্ববিৎ কুলভদ্রনামক ব্রাহ্মণ প্রধান লোক, যদিও তিনি বিষ্বক্সেন প্রভৃতি পার্শদ দেবতাদিগকে ভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদান্নে আমতণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া পার্শদ বলি দিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাকেও কথঞ্চিৎ আমতণ্ডুলনৈবেদ্য দানের দৃষ্টান্ত গণ্য করিয়া, "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" এবং "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই বচন অনুসারে সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, সামান্য লোক আমরা যদি আমতণ্ডুলনৈবেদ্য ভগবান্‌কে কোনও রূপে অর্পণ করি তাহা হইলে উল্লিখিত সমস্ত শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন ও ধর্ম্ম লঙ্ঘন এবং অবৈধ আচরণ আমাদের পক্ষে দোষাবহ এবং প্রত্যবায় ও নিরয়ের সাধক নহে, এ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রসিদ্ধ ও ন্যায়ানুগত বলিয়া কদাচ পরিগৃহীত হইতে পারে না।

অতএব ইহা অবধারিত হইতেছে, বেদ ও স্মৃতির বিধি

অনুযায়ী আচারই সাধারণ লোকের অনুসরণীয়, বেদ ও স্মৃতির বিরুদ্ধ আচার অনুসরণীয় নহে। আমতণ্ডুল দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কি না? এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তকে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত (অর্থাৎ মকর চাউল ও নবান্ন প্রভৃতি স্থল) ব্যতিরেকে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুপূজাবিষয়ে আমতণ্ডুলনৈবেদ্য কিম্বা যে কোনও সূত্রে আমতণ্ডুল প্রদান করা এবং শূদ্রের দেবসেবা বিষয়ে ব্রাহ্মণদ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য না দেওয়া স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার।

অতএব যদিও কতকগুলি তাদৃশ শাস্ত্রানভিজ্ঞ ধার্ম্মিক পুরুষগণ ব্রাহ্মণদ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য না দিয়া আমতণ্ডুলের নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকেন সাধারণ লোকের তদ্বিষয়ে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা কদাচ উচিত নহে। এবং তাদৃশ আচারকে সদাচারবোধে এবং "অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন হি" বলিয়া, সাধারণ লোকের পক্ষে, আদর্শ স্বরূপে প্রবর্ত্তিত করা বহুজ্ঞ পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নয়। বেদব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্য শিষ্টাচারের প্রামাণ্য-বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

যো মাতুলবিবাহাদৌ শিষ্টাচারঃ সমা ন বা।
ইতরাচারবন্মাত্বমমাত্বং স্মার্ত্তবাধনাৎ ॥
স্মৃতিমূলো হি সর্ব্বত্র শিষ্টাচারস্ততোঽত্র চ।
অনুমেয়া স্মৃতিঃ স্মৃত্যা বাধ্যা প্রত্যক্ষয়া তু সা ॥

মাতুলকন্যাবিবাহ প্রভৃতিবিষয়ে যে শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রামাণ্য আছে কি না। অন্যান্য শিষ্টা-চারের ন্যায় ঐ সকল শিষ্টাচারের প্রামাণ্য থাকা সম্ভব, কিন্তু

স্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া উহাদের প্রামাণ্য নাই। শিষ্টাচারমাত্র স্মৃতিমূলক, এজন্য এস্থলে শিষ্টাচার দ্বারা স্মৃতির অনুমান করিতে হয় বটে, কিন্তু অনুমানসিদ্ধস্মৃতি প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতি দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে।

ভদ্রসমাজে যে ব্যবহার প্রচলিত থাকে, উহাকে শিষ্টাচার বলে। শাস্ত্রকারেরা সেই শিষ্টাচারকে, বেদ ও স্মৃতির ন্যায়, ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত করিয়াছেন। সমুদয় শিষ্টাচার স্মৃতিমূলক, অর্থাৎ শিষ্টাচার দেখিলেই, বোধ করিতে হইবেক, ইহা স্মৃতির বিধি অনুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শিষ্টাচার দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক ও অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক। যেখানে দেশ বিশেষে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার মূলীভূত স্মৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক। আর যেখানে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার মূলীভূত স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় ঐ শিষ্টাচার দর্শনে এই অনুমান করিতে হয়, ঐ শিষ্টাচারের মূলীভূত স্মৃতি ছিল, কালক্রমে তাহা লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক। প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতি অনুমানসিদ্ধস্মৃতির বাধক, অর্থাৎ যেখানে দেশবিশেষে কোনও শিষ্টাচার দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথায় প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া ঐ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। কোনও কোনও দক্ষিণদেশের ভদ্রসমাজে মাতুলকন্যাপরিণয়ের ব্যবহার আছে; সুতরাং, মাতুলকন্যাপরিণয় সেই দেশের শিষ্টাচার। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে

মাতুলকন্যাপরিণয় সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে; এজন্য, ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিবিরুদ্ধ। প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতি-বিরুদ্ধ শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধস্মৃতিদ্বারা প্রমাণ বলিয়া প্রতি-পন্ন ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। অতএব মাতুল-কন্যাপরিণয়বিষয়ক শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই। সেই রূপ এতদ্দেশীয় কতকগুলি লোকের যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত আমতণ্ডুল-নৈবেদ্য দিয়া দেবপূজা করা শিষ্টাচার বটে, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিবিরুদ্ধ, সুতরাং উহা অবিগীত শিষ্টাচারশব্দ-বাচ্য অথবা ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া প্রবর্ত্তিত ও পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। দেখ পূর্ব্বকালীন মহাপুরুষগণের আচারমাত্রই অবিগীতশিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত ও ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইলে, কন্যাগমন, গুরু-পত্নীহরণ, মাতুলকন্যাপরিণয়, পাঁচ জনের একস্ত্রীবিবাহ প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবেক।

অতএব বেদরত্ন স্মৃতিরত্ন শিরোমণি প্রভৃতি মহাশয়ের অবলম্বিত 'অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন হি' এই বচন অবিগীতশিষ্টাচারদ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত আমতণ্ডুলনৈবেদ্য ব্যব-হার শাস্ত্রসম্মত বলিয়া কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না। যদি উহা অপেক্ষা বলবত্তর প্রমাণান্তর না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের চিরসিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইতেছে না। শাস্ত্রীয় প্রবলতর প্রমাণপরম্পরাদ্বারা স্বীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল। লোকে কেবল তাঁহাদের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ও কেবল তাঁহাদের সমাজের শিষ্টাচার দর্শন করিয়া, প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ হইয়া, ঈদৃশ স্থলে তদীয়

ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হইবেন, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক "লোকবিদ্বিষ্ট শাস্ত্রীয় ধর্ম্মকর্ম্মও আচরণ করিবেক না" পণ্ডিতের মুখে কেহ কখনও এরূপ বিচিত্র মীমাংসা শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধ, নিতান্ত নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের বিষয়ে যেরূপ কুৎসিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব। লোকে শাস্ত্রীয় নিষেধ, ও বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে, শূদ্রের দেবসেবায় ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য না দিয়া আমতণ্ডুলনৈবেদ্য দিয়া থাকেন তাহা উল্লিখিত সমুদয় শাস্ত্রীয়বচনে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে সেই অশাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত আমতণ্ডুলনৈবেদ্যকাণ্ড এ দেশের শাস্ত্র নিষিদ্ধ নয়, অথবা শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছা-চারিতার অনুবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এ দেশের লোকে, কোনও কালে, কোনও বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া চলেন না; তাঁহাদের যাবতীয় ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ অনুসারে নিয়মিত, যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, তাহা হইলে, এদেশের লোকের ব্যবহার দর্শনে, হয়ত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত আমতণ্ডুল নৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয় এবং শূদ্রের দেবসেবায় ব্রাহ্মণের দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রবিহিত নয়, এরূপ সন্দেহ করিলে, নিতান্ত অন্যায় হইত না। কিন্তু যখন যাদৃচ্ছিক আমতণ্ডুল-নৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রকারদিগের মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং

শূদ্রের দেবসেবায় ব্রাহ্মণদ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া শাস্ত্রকারদিগের মতে সুস্পষ্টরূপে বিহিত দৃষ্ট হইতেছে। আর বৃষোৎসর্গ ও ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্থলেও তদনুরূপ শাস্ত্রীয় আচরণও সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। তখন তদন্যথায় তাদৃশ বিরুদ্ধাচারী কতকগুলি আধুনিক মহাপুরুষের তাদৃশ আচার দর্শনে, আমতণ্ডুল নৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নয়, এবং পক্বান্ন নৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রবিহিত নয়, শূদ্রপ্রভৃতির পক্ষে এরূপ মীমাংসা করা কোনও মতে সঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। তবে, এদেশের লোকে অনেক বিষয়ে শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া থাকেন, সুতরাং বিষ্ণুপূজাদিবিষয়ে কি অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয়েও তাঁহারা তাদৃশ আচার ব্যবহার করিতেছেন, এজন্য তাহা বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বরং তাহা অপেক্ষাকৃত ন্যায়ানুগত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত।

উপসংহার

শ্রীযুত ক্ষেত্রপালস্মৃতিরত্ন ও সভাবাজারীয় রাজসভাসদ প্রভৃতি প্রতিবাদী মহাশয়েরা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দানকাণ্ড এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদান নিষেধ কাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণপ্রয়োগ ও যুক্তি-প্রদর্শন করিয়াছেন সে সমুদয়ই সবিস্তর সমালোচিত হইল। শূদ্রদিগের বিষ্ণুপূজা স্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন প্রভৃতির নৈবেদ্যদান যদৃচ্ছাক্রমে পরিহার করা এবং সাধারণের যদৃচ্ছাবশতঃ আমতণ্ডুল প্রভৃতির নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করা কোনও মতে কোনও ক্রমেই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে, ইহা যাহাতে দেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের হৃদয়-ঙ্গম হয় এই আলোচনাকার্য্য সেইরূপ নির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। তবে এক কথা সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়, ঈদৃশবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করা উচিত ও আবশ্যক, সাধ্যানুসারে সে বিষয়ে ক্রটি করি নাই। যে সকল লোক কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া অথবা আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে এই পুস্তক আদ্যোপান্ত অবলোকন করিবেন, আমার যত্ন ও পরিশ্রম কিয়দংশেও সফল

হইয়াছে অথবা সর্ব্বাংশেই বিফল হইয়াছে, তাঁহারা তাহার বিচার ও মীমাংসা করিতে পারিবেন। আমি এইমাত্র বলিতে পারি পূর্ব্বে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক আমতণ্ডুল-নৈবেদ্যদানকাণ্ড এবং শূদ্রের বিষ্ণুপূজাস্থলে ব্রাহ্মণদ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদাননিষেধকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ও ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যবহার বলিয়া আমার যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, সাতিশয় অভিনিবেশ সহকারে বিষ্ণুপূজায় নৈবেদ্য সংক্রান্ত শাস্ত্রসমূহের সবিশেষ আলোচনা করাতে সেই সংস্কার এবারে একবারে সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়তরীভুত হইয়াছে। ক্রমা-গত কিছুকাল এই বিষয়ের সবিশেষ সমালোচনা করিয়া আমার এতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক ঐ আমতণ্ডুলনৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রীয় ব্যবহার এবং শূদ্রের বিষ্ণুপূজায় ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য-দানকাণ্ড অশাস্ত্রীয় ব্যবহার ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, এরূপ নির্দ্দেশ করিতে কোনও ভয় কোনও সংশয় বা কোনও সঙ্কোচ উপস্থিত হইতেছে না। ফলতঃ জম্বুদ্বীপের প্রায় সমস্ত সদাচারশীল পণ্ডিতগণের ধর্ম্মশাস্ত্র সমালোচনা ও বিবেচনা পূর্ব্বক প্রেরিত তত্ত্ববিষয়ক ব্যবস্থা পত্র প্রদর্শনে, এবং আমার সামান্য বুদ্ধিতে যত দুর শাস্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তদনু-সারে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক ঐ আমতণ্ডুলনৈবেদ্যকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার এবং শূদ্রের বিষ্ণুপূজাস্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদানকাণ্ড অশাস্ত্রীয় ব্যবহার বলিয়া সমর্থিত হওয়া কোনও ক্রমেই কোনও মতে সম্ভব নহে।

বিষ্ণুপূজায় কোনও মতে যদৃচ্ছাক্রমে আমতণ্ডুলনৈবেদ্য দেওয়া শাস্ত্রকারদিগের অনুমত ও অনুমোদিত কার্য্য এবং শূদ্রের বিষ্ণুপূজায় ব্রাহ্মণদ্বারা পাককরা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া শাস্ত্রকারদিগের অননুমত ও নিষেধিত কার্য্য ইহা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইলে, যে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বীয় অনভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় এরূপ নহে। নিরপরাধী শাস্ত্রকারদিগকেও নিতান্ত অধার্ম্মিক ও নিতান্ত নির্ব্বিবেক বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা হয়। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদান বিধানকাণ্ড এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদান নিষেধকাণ্ড যে যার পর নাই অধর্ম্মকর, পাপকর, লজ্জাকর, ঘৃণাকর, ও নরকপাতনকর ব্যাপার তাহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার বোধে যে সকল মহাত্মারা জগতের হিতের নিমিত্ত শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তাদৃশ ধর্ম্মবহির্ভূত ও সাধুবিগর্হিত বিষয়ে অনুমতি প্রদান বা অনুমোদন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন ইহা মনে করিলে মহাপাতক জন্মে। বস্তুতঃ মানবজাতির হিতাহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধায় ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ করিবার নিমিত্ত যে সকল শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে শূদ্রের দেবসেবায় ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দান নিষেধ পূর্ব্বক যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক, আমতণ্ডুল নৈবেদ্যদানরূপ পাষণ্ড ব্যবহার সেই শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী কর্ম্ম ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না। ফলতঃ যাঁহারা একবারে ন্যায় অন্যায় বোধ শূন্য, সদসদ্বিবেচনাশক্তিবিবর্জ্জিত, এবং পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সম্ভব

অসম্ভব ও সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা বিষয়ে বহির্ম্মুখ নহেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার থাকিলে. বুদ্ধির স্থিরতা থাকিলে, মীমাংসাশক্তির কোনওরূপে ব্যাঘাত হইবার কোনও কারণ উপস্থিত না হইলে. তত্ত্বনির্ণয় পক্ষ লক্ষ্য হইলে, তাদৃশ ব্যক্তিরা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক আমতণ্ডুলনৈবেদ্যকাণ্ড এবং শূদ্রের দেবসেবায় ব্রাহ্মণদ্বারা পাককরা অন্নের নৈবেদ্যদান নিষেধকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যাপার, ঈদৃশ ব্যবস্থা প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন এরূপ বোধ হয় না।

ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধানপ্রমাণস্বরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদিপরিগণিত পদ্মপুরাণ. বামনপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, হেমাদ্রিধৃতস্মৃতি, মন্ত্রমহোদধি ও তাহার নৌকানামকটীকা, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বধৃতজ্ঞানমালাতন্ত্র. পিচ্ছিলা তন্ত্র, এবং পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামিকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ভাবার্থদীপিকা প্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রে বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুল দান একবারে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন এবং আমতণ্ডুলদানে ষষ্টিসহস্র বৎসর কাল বিষ্ঠাতে কৃমিজন্ম পরিগ্রহ রূপ প্রত্যবায়ও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আর অস্মদ্দেশে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে, শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ ও তদ্ভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রীরঘুনন্দনভট্টাচার্য্যসংগৃহীত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বস্মৃতি, এ উভয়ই বেদপ্রভৃতির প্রমাণবচন. হইতেও সমধিক সমাদৃত। তাদৃশ মহাপ্রামাণিক উক্ত দুই শাস্ত্রে এবং শূলপাণি ও শ্রাদ্ধবিবেকের টীকাকার মহামান্য শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের ব্যাখ্যায় "আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং পক্কমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে" এই বচনে শূদ্রস্য এই পদে ষষ্ঠী বিভক্তির কর্ত্তৃত্ব অর্থ মীমাংসা

পূর্ব্বক স্থির করিয়া শূদ্রকর্ত্তৃক পাককরা অন্নেরই দানাদি নিষেধ. ব্রাহ্মণদ্বারা পাক করা শূদ্রস্বামিক দ্রব্যের দানাদি নিষিদ্ধ নহে ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন করিয়া ব্রাহ্মণদ্বারা পাক-করা শূদ্রস্বামিক চরু এবং অন্নপ্রভৃতি দ্রব্য বৃষোৎসর্গপ্রভৃতি-বৈদিক কার্য্যসমুদয়ে হোমদ্রব্যরূপে এবং দেবপূজাপ্রভৃতি অন্যান্য সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্মে নৈবেদ্যরূপে দান করিবেক। শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্রে বিষ্ণুভক্ত শূদ্রের পক্ষে স্বয়ং পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়া সম্পূর্ণরূপে বিধেয় এই ব্যবস্থা সুস্পষ্ট রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। বলিতে কি, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যকৃত আহ্নিকতত্ত্বধৃত বরাহপুরাণের শিববচনে

সংস্মৃতঃ কীর্ত্তিতো বাপি দৃষ্টঃ স্পৃষ্টোঽপি বা প্রিয়ে।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তচণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥

হে প্রিয়ে চণ্ডালজাতীয় ব্যক্তিও ভগবদ্ভক্ত হইলে উহাকে যদৃচ্ছাক্রমে দর্শন স্পর্শন বা স্মরণ করিলে অথবা যদৃচ্ছাক্রমে উহার নাম কীর্ত্তন করিলেই পবিত্রতা বিধান করে।

এবং ঐ আহ্নিকতত্ত্বধৃত অঙ্গিরঃসংহিতা ও অত্রিসং-হিতার উক্ত নিম্নলিখিত বচনে

সর্ব্বপাপপ্রসক্তো হি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্।
পুনস্তপস্বী ভবতি পংক্তিপাবনপাবনঃ॥

সর্ব্বপ্রকার পাপক্রিয়ায় আসক্ত ব্যক্তিও এক নিমিষ কাল ভগবান্ অচ্যুতের চিন্তা করিলে তপস্যার ফলভোগী হইয়া পংক্তিপাবন ব্যক্তিরও পবিত্রতা বিধান করিয়া থাকে।

এবং ঐ আহ্নিকতত্ত্বধৃত বহ্বৃচগৃহ্যপরিশিষ্টের এই বচনে নির্দ্দিষ্ট আছে

পাবিত্রং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥

দেবতা সিদ্ধগণ ও ঋষিরা ভগবৎপ্রসাদিনৈবেদ্যকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র বলিয়া স্মরণ করিয়াছেন। অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

এই সকল বচনদ্বারা ভগবদ্ভক্ত শূদ্রের পক্ষে, স্বয়ং পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দেওয়ার বিধি যে, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনমহাশয়ের অননুমোদিত ও অননুমত নহে তাহা বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে সাধারণের অনায়াসে প্রতীতি হইবেক। সে যাহা হউক এ বিধায় যদি একবারেই শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারী ধার্ম্মিক মহাপুরুষেরা স্বেচ্ছাধীন আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দিয়া বিষ্ণুপূজা করিতে বা করাইতে থাকেন, এবং যে সকল মহাপুরুষ সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণপাঠ ও অন্যান্য শাস্ত্র স্পর্শ করিয়া বিদ্যার অভিমানে জগৎকে তৃণজ্ঞান করেন দ্বিতীয়তঃ তত্ত্বনির্ণয় পক্ষ লক্ষ্য করিয়া বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, তৃতীয়তঃ বালস্বভাবসুলভ চাপল্যদোষের আতিশয্যবশতঃ স্থিরচিত্তে শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে বুদ্ধিচালনা করিতে পারেন না, চতুর্থতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রের রীতিমত অধ্যয়ন ও বিশিষ্টরূপ অনুশীলন না করিয়া কেবল আচার দর্শনে অনুমান দ্বারা শাস্ত্রীয়তাপক্ষে তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকেন, পঞ্চমতঃ নিরুপায় অসহায় নিরালম্ব দেবল ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সাতিশয় দয়ায় অন্ধ হইয়া তাহাদিগের উপজীব্যহানি ক্লেশ অসুখ বা অসুবিধা নিবারণের জন্য ও নিজের সঙ্গে স্বীয়পূর্ব্বপুরুষেরও মান রক্ষায় পক্ষপাতবশতঃ একান্ত ব্যগ্রতায় আকুল হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন, তাদৃশ ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ

সর্ব্বজ্ঞাভিমানী মহাশয়েরা, তাদৃশ অবৈধ আমতণ্ডুলনৈবেদ্য-কাণ্ডকে বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে এবং ব্রাহ্মণপক্ক অন্নের তাদৃশ বৈধ নৈবেদ্যকাণ্ডকে অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তজ্জন্য লোকহিতৈষী নিরীহ ধর্ম্মশাস্ত্র-কারেরা কোনও অংশে অপরাধী হইতে পারেন না।

যিনি যত ইচ্ছা বিতণ্ডা করুন, যিনি যত ইচ্ছা পাণ্ডিত্য প্রকাশ সহকারে স্বীয় পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করুন, আমাকে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় এবং মূর্খের চূড়ামণি ও অধার্ম্মিকের শিরোমণি বলিয়া যত ইচ্ছা গালি দিন, যথেচ্ছব্যবহারমূলক আমতণ্ডুলনৈবেদ্যদানকাণ্ড ও শূদ্রপ্রভৃতিরও দেবসেবায় ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্ন প্রভৃতি ভক্ষ্য খদ্য ও বিহিত দ্রব্যের নৈবেদ্য দান নিষেধকাণ্ড শাস্ত্রকারদিগের অনুমত বা অনুমোদিত কার্য্য ইহা কোনও মতে বা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইবার নহে। কাব্যরত্ন, ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন, ও আচারতর্ককেশরী মহাপুরুষ গণের মধ্যে যিনি কেন হউন না, শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া অথবা বিপরীত অর্থ বুঝিয়া কিংবা অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছানুরূপ অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, অথবা শাস্ত্রীয় শ্লোকের ন্যায় বচন রচনা করিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ব্যবহারমূলক আমতণ্ডুল নৈবেদ্যদান কাণ্ডকে বৈধ এবং শূদ্রের বিষ্ণুপূজায় ব্রাহ্মণদ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্যদানকাণ্ডকে অবৈধ বলিয়া ব্যবস্থা প্রচার করতঃ নিরপরাধশাস্ত্রকারদিগকে আর যেন অকারণে নরকে নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ বা চেষ্টা করা না হয়।

হে প্রতিবাদি মহাশয়গণ ! এক্ষণে উল্লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় মীমাংসিত প্রমাণবচন ও সদাচার দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করা অন্নের নৈবেদ্য দানকাণ্ড রূপ বৈধ আচার এবং বিষ্ণুপূজায় আমতণ্ডুল নৈবেদ্য দান কাণ্ড রূপ অবৈধ আচার ইহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করা আর আপনাদের কোনও মতে ও কোনও ক্রমেই উচিত নহে। যত ত্বরায় সম্মতি প্রদান করেন ততই মঙ্গল। বস্তুতঃ নিজের, কোথায় কোথায় পৈতৃক, যথেচ্ছাচারের দোহাই দিয়া আর আপনাদের এ বিষয়ে অসম্মত থাকা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। কিন্তু এখনও আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনাদের মধ্যে অনেকে পৈতৃকা-চারে প্রতিঘাত করা অনুচিত এই ভাবিয়া পাতিত্য জনক জ্ঞান করিয়া আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না এবং অনেকে মনে মনে সম্মত হইয়াও কেবল নিজের যথেচ্ছব্যবহারমূলক আমতণ্ডুলনৈবেদ্য প্রভৃতি বিষয় ব্যবস্থা খণ্ডিত হইয়াছে এই কথা মুখে স্বীকার করিলে জনসমাজে অপমানিত হইতে হইবেক এই ভাবিয়া আমার প্রস্তাবিত বিষয় শাস্ত্রীয় এবং তদনুসারে সকলের চলা উচিত এ কথা সাহস করিয়া মুখেও বলিতে পারিবেন না।

হায় কি আক্ষেপের বিষয় ! কতকগুলি মহাপুরুষদিগের যথেচ্ছাচারই ,কতকগুলি লোকের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা, তাদৃশ মহাজনের আচারই তাদৃশ লোকের পরম গুরু, তাদৃশ আচারের শাসনই প্রধান শাসন, তাদৃশ আচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ। ধন্য রে তাদৃশ মহাপুরুষদিগের যথেচ্ছাচার ! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, তুই তোর

অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য জালস্বশৃঙ্খলে রদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিল্। দেখ্ তোর বশবর্ত্তী হইয়া অদ্য প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই কহিতেছেন "আমতণ্ডুলনৈবেদ্য প্রথা শাস্ত্রানুমত এতদ্দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কি অবিহিত হইলে উহা কখনও সদাচারবিশিষ্ট ধার্ম্মিকসমাজে এরূপ প্রচলিত থাকিত না" আর রাজসভাসদও কিছু এ অপেক্ষা অধিক কহিতেছেন "বরং শিষ্টাচার দর্শনে বিধি কল্পিবার বিধান আছে" এরূপ ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া, কল্য অন্য এক মহাশয় কহিবেন যে দুর্গোৎসব ও লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি দৈবকার্য্যে এবং অন্নপ্রাশন কর্ণবেধ ও বিবাহ প্রভৃতি মনুষ্যকৃত্যে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় যবনদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আহ্বান করা যবনবারবনিতাদিগের তৌর্য্যত্রিক দেওয়া উইল্সন প্রভৃতির পণ্যালয় হইতে আনীত ভোজ্যের ভোজনক্ষেত্র দেওয়া এবং সুরাপানশালা দেওয়া যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয় এ দেশের (মহৎ লোকদের) ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ, শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখনও এরূপ প্রচররূপ থাকিত না বরং এই শিষ্টাচার দর্শনে ইহার শাস্ত্রীয়বিধি কল্পনা করার বিধান আছে। তৎপরদিন, দ্বিতীয় একমহাশয় কহিবেন চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিয়া যে কোনও ভোজ্য কি পেয়, যে কোনও জাতিস্পৃষ্ট হউক আহার কি পান করা এবং নমস্কার অভিবাদনাদি স্থলে হস্তে হস্ত স্পর্শ (শেক হ্যাণ্ড) করা অথবা স্বকপালে এক-

হস্ত ন্যস্ত (সেলাম) করা এবং যে কোনও, জাতি কি সম্পর্ক হউক মনোরমা রামা গমন করা এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ, শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখনও এরূপ প্রচররূপ থাকিত না; বরং এই আচার দর্শনে শাস্ত্রবিধি কল্পিবার বিধান আছে। তৎপরদিন তৃতীয় একমহাশয় কহিবেন বৈরনির্য্যাতন কামনায় ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা অভিযোগ করা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ান, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয় এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ, শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখনও এরূপ প্রচররূপ থাকিত না; বরং এই শিষ্টাচার দর্শনে বিধি কল্পনা করা কর্ত্তব্য। তৎপর দিন চতুর্থ এক মহাশয় কহিবেন কপটলেখ্য প্রস্তুত করা কার্য্যস্থলে উৎকোচ গ্রহণ করা বা অন্যায্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করা এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ, শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখনও এরূপ প্রচররূপ থাকিত না; বরং এই আচার দর্শনে শাস্ত্রবিধি কল্পনা করা কর্ত্তব্য। রে যথেচ্ছাচার! তুই এই রূপে, যে সকল দুষ্ক্রিয়া বিলক্ষণ প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার বলিয়া প্রতিবাদী মহাশয়দিগের বিশেষতঃ রাজসভাসদের এবং তাদৃশ অনেকের নিকট নিরতিশয় আদর ভাজন করিয়া দিতে বসিয়াছিস্। ধর্ম্মের মর্ম্ম ভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিতবোধের গতি রোধ করিয়াছিস্ ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্! তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে অশাস্ত্রও শাস্ত্র

বলিয়া মান্য হইতেছে। ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও ঘোর অনুগত থাকিয়া কেবল সেই মহাপুরুষদিগের নিকট তাঁহাদের লৌকিকরক্ষাগুণে সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃতসাধুপুরুষেরাও ঘোর অনুগত না হইয়া কেবল সেই সকল মহাপুরুষদিগের লৌকিকাচার রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই নাস্তিকের শেষ অধার্ম্মিকের শেষ সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। লৌকিক রক্ষার অধিকারে, যাহারা, সতত জাতিভ্রংশকর ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করে কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক সম্ভাষণ মাত্র করিলেও এক কালে সকল ধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়। ইহাতে ধর্ম্মের মর্ম্ম আর বুঝে উঠা ভার হইল। কিসে ধর্ম্মের রক্ষা হয় আর কিসে ধর্ম্মের লোপ হয় তা ধর্ম্মই জানেন। যে শাস্ত্রের দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণয় হয় তাহারই বা কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে। শাস্ত্র যে সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মলোপকর, জাতিভ্রংশকর, পাতিত্যকর বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিতেছে। যাহারা সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে তাহারাও সাধু ও

ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে। আর শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মকে বিহিত ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছে, অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক তাহার কথা উত্থাপন করিলেই এককালে নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শিরোমণি, অর্ব্বাচীনের চূড়ামণি হইতে হইতেছে। এই মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে পাষণ্ডদিগের বহুবিধ দুর্নিবার পাপপ্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, শাস্ত্রে তাদৃশ অনাদর ও লৌকিক রক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না। এই মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষের কি শোচনীয় হতভাগ্য অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। দেখ যে ভারতবর্ষ পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের আচার গুণে মহাপুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইদানীন্তন তদীয় মহাপুরুষেরা স্বেচ্ছারূপ আচার অবলম্বন করিয়া সেই ভারতভূমিকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর রক্ষা নাই। কত কালে যে এই পুণ্যভূমি ভারতের এই বর্ত্তমান শোচনীয় দুরবস্থা মোচন হইবেক, বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। হা ভারতবর্ষীয় তাদৃশ মহানুভাব মানবগণ! আর কত কাল তোমরা তমোনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে? একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ তোমাদের পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ অধর্ম্মাচরণ জন্য পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে; অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য

ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচন করিয়া রক্ষা করিতে পারিবে।

"উর্ব্বীমুদ্দামশস্যাং জনয়তু বিসৃজন্বাসবো বৃষ্টিমিষ্টা-
মিষ্টৈস্ত্রৈর্ব্বিষ্টপানাং বিদধতু বিধিবৎ প্রীণনং বিপ্রমুখ্যাঃ।
আকল্পান্তঞ্চ ভূয়াৎ সমুপচিতসুখসঙ্গমঃ সজ্জনানাং
নিঃশেষা যান্তু শান্তিং পিশুনজনগিরো দুর্জয়া বজ্রলেপাঃ"॥

শ্রীহর্ষদেব।

কলিকাতা বেণেটোলা
৮ সোণার গৌরাঙ্গ
মহাপ্রভুর বাটী

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রশা গোস্বামী
শকাব্দ ১৭৯৯। ১ আশ্বিন।

সম্পূর্ণ

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHYAYA,
AT THE SANSKRIT PRESS,
62, AMHERST STREET, 1877.